শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী

শ্রীকুমারকৃষ্ণ নন্দী-সঙ্কলিত

দ্বিতীয় সংস্করণ
(পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত)

শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত
ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী
৫৭।১, কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

১৩৪১

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

[মূল্য পাঁচ সিকা

প্রকাশক—শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত
স্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী
৫৭।১, কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রাপ্তিস্থান—

কলিকাতা··· স্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী ; ৫৭।১, কলেজ ষ্ট্রীট্।
উদ্বোধন-কার্য্যালয় ; ১, মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার

ঢাকা ··· স্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী, ঢাকা।
মিনার্ভা লাইব্রেরী, ঢাকা।

ময়মনসিংহ··· নিউ স্টুডেণ্টস লাইব্রেরী।

প্রিণ্টার—শ্রীকালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৬, চালতাবাগান লেন, কলিকাতা

উৎসর্গ পত্র

অখণ্ড-মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ

ধর্ম্মসমন্বয়ের প্রবর্ত্তক—শিক্ষাগুরু—যুগাবতার ভগবান্
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের লীলাসহচর
বেলুড় মঠাধ্যক্ষ

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের

শ্রীকরকমলে

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী'

ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে সমর্পণ করিলাম।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী অকৃতী সন্তান
শ্রীকুমারকৃষ্ণ

মহাপুরুষজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী

পরমারাধ্য পরমপূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ (মহাপুরুষজী) সন ১২৬১ (১৮৫৪ খৃঃ) অগ্রহায়ণ মাসে ২৪পরগণা জেলার বারাসাত গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ৺কানাইলাল ঘোষালের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্ব নাম ছিল তারকনাথ ঘোষাল। ১৮৮০ কি ১৮৮১ খৃঃ অব্দে তিনি ঠাকুরের প্রথম দর্শন লাভ করেন। পরে একদিন ঠাকুর তাঁহার জিহ্বাগ্রে কি যেন লিখিয়া দিলেন। লেখার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি একেবারে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। বিবাহের এক বৎসর পরেই ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে ঠাকুরের জীবিতাবস্থায়ই তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হয় ও তিনি গৃহত্যাগ করেন।

বিবাহিত জীবনে তাঁহার অদ্ভুত ব্রহ্মচর্য্য পালনের কথা স্বামী বিবেকানন্দ যখন শুনেন, তখন তিনি তাঁহাকে "মহাপুরুষ" এই নাম প্রদান করেন।

সন ১৩০৯ সালের ২০শে আষাঢ় তিনি কাশীর "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম" প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩২৯ সালের ১লা বৈশাখ পূজনীয় ব্রহ্মানন্দ স্বামীর দেহ রক্ষার পর ইনি মঠ ও মিশনের সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ১৩৩১ সালের ১৬ই মাঘ ৺সরস্বতী পূজার দিন দেওঘর বিদ্যাপীঠের নূতন বাড়ী উদ্বোধন করেন।

সন ১৩৪০ সালের ৮ই ফাল্গুন মঙ্গলবার বেলা ৫টা ৩৫ মিনিটে প্রায় আশী বৎসর বয়সে মহাপুরুষজী মহাসমাধি লাভ করেন।

ভূমিকা

অতি অল্প সময়ের মধ্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিবার প্রয়োজন হইল। ইহা শ্রীশ্রীঠাকুরের অশেষ কৃপা এবং তাঁহার ভক্তগণের আগ্রহের নিদর্শন। এই সংস্করণে পুস্তকখানি আমূল পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের ও স্বামিজীর অনেকগুলি নূতন বাণী এই সংস্করণে সংযোজিত হইয়াছে।

এই সংস্করণের বিশেষত্ব,—মায়ের কথা,—সম্পূর্ণ নূতন জিনিস। মায়ের অমৃতময়ী বাণীগুলি সন্নিবেশিত হইয়া পুস্তকখানির অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "আমাদেরই মত দেহবান্ এক ব্যক্তিকে ঈশ্বর ব'লে নির্দ্দেশ করা ও বিশ্বাস করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। সিদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞ,—এ সব ভাবা চলে। তা যাই কেন তাঁকে (পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে) বল্ না, ভাব্ না,—মহাপুরুষ বল্, ব্রহ্মজ্ঞ বল্,—তা'তে কিছু আসে যায় না। কিন্তু ঠাকুরের মত এমন পুরুষোত্তম জগতে ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও আগমন করেন নাই। সংসারের ঘোর অন্ধকারে এই মহাপুরুষই জ্যোতিঃস্তম্ভ স্বরূপ। এঁর আলোতেই মানুষ এখন সংসার-সমুদ্রের পার চলে যাবে।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের নশ্বর দেহ নষ্ট হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত অমৃতময় বাণীগুলি কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত, সংসার-তাপ-ক্লিষ্ট জগৎকে সত্যের দিকে,—শান্তির দিকে,—পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে, ইহা সুনিশ্চিত। ঈশ্বর লাভের জন্য সংসারীকে, সন্ন্যাসীকে, বিভিন্ন সময়ে

জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে তিনি যে সব উপদেশ দিয়াছেন, সেগুলি অধুনা বিভিন্ন আধারে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে রহিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশগুলি একত্র গ্রথিত ভাবে পাঠ করিলে, পাঠকের মনের উপর ঐ ঐ বিষয়ে একটি স্পষ্ট অথচ গভীর ধারণা জন্মাইতে পারে, এই বিশ্বাসে বর্ত্তমান গ্রন্থখানি সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যাহারা ভক্তগণের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলারস আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন, যাহারা তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের একটি নিখুঁত চিত্র দেখিয়া জীবনকে ধন্য করিতে চাহেন, তাঁহারা অবশ্য ভক্তপ্রবর শ্রীম-লিখিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত" এবং স্বামী সারদানন্দ প্রণীত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ" পাঠ করিয়া সে আশা মিটাইতে পারিবেন। আর যাহারা ঠাকুরের অমৃতময় উপদেশগুলিকে নিজ নিজ জীবন পথের সহায় ও সম্বল করিতে চাহেন, যাহারা সাধুসঙ্গের অভাবে ঠাকুরের বাণীগুলিকেই নিত্য সহচর করিতে চাহেন, যাহারা স্বাধ্যায় হিসাবে এগুলি নিত্য পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন,—এক কথায়, যাহারা এগুলিকে কণ্ঠহার করিয়া রাখিতে চাহেন,—তাঁহাদেরই সুবিধার জন্য ঠাকুরের বাণীগুলি এ পুস্তকে একত্র গ্রথিত হইল।

বাণীগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে কোন কোন শ্রেণীর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা না থাকিলেও সেই সেই বিষয়ে ঠাকুরের অনেকগুলি বাণী থাকায়, উহাদিগকে এক একটি ভিন্ন শ্রেণীতে সন্নিবদ্ধ করা সমীচীন বোধ হইল। ইহাতে সম্ভবতঃ বাণীগুলি পাঠের সুবিধা হইবে। আর এক কথা, ঠাকুরের এক রকমের কথাগুলি একসঙ্গে পাঠ করিলে ইহাকে একটি অভিনব বস্তু বলিয়া মনে হইবে। বিভিন্ন শ্রেণীর বাণীগুলির মধ্যে একটি শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা করা হইয়াছে। তবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত কথোপকথন-কালে বাণীগুলি

কথিত বলিয়া, এ বিষয়ে কিছু কিছু ত্রুটী থাকিয়া যাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গলাভাষায় এইরূপ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশগুলি পাঠ করিবার আকাঙ্ক্ষা ভক্তগণের মধ্যে অনেক দিন হইতে পরিলক্ষিত হইতেছে। যদিও ইতঃপূর্ব্বে বাঙ্গলাভাষায় দুই একখানি এই ধরণের পুস্তক বাহির হইয়াছে, সে গুলিতে যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীগুলি শ্রেণী-বিভাগ দ্বারা লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হয় নাই। কিন্তু বহুদিন পূর্ব্বে মান্দ্রাজ মঠ হইতে ইংরাজীভাষায় এইরূপ একখানি পুস্তক,—"Sayings of Sri Ramkrishna"—প্রকাশিত হইয়া অ-বাঙ্গালী ভক্তদের জ্ঞান-পিপাসা মিটাইতে সমর্থ হইয়াছে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, ঠাকুরের লীলাভূমি এই বাঙ্গলাদেশে বাঙ্গলাভাষায় আজ পর্য্যন্ত এইরূপ পূর্ণাবয়ব পুস্তক একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। ভক্তগণ এইরূপ একখানি পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা বহুদিন হইতে অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন। আশা করি, এই পুস্তকের সঙ্কলন ও প্রকাশ দ্বারা সেই অভাব কিয়ৎপরিমাণে বিদূরিত হইবে।

এই স্থলে এই পুস্তকের সঙ্কলন ও প্রকাশের একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিলে, বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বিগত ১৩১৬ সাল হইতে বেলুড় মঠের সহিত আমার সম্পর্ক আরম্ভ হইয়াছে। পরে ১৩৩৯ সালে আষাঢ় মাসে যখন মঠে কিছুদিন বাস করি, সেই সময় ২৯শে আষাঢ় পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দ) কৃপাপূর্ব্বক আমার পূর্ব্ব দীক্ষা সংস্কার করিয়া দেন। সেই সময় একদিন কথা-প্রসঙ্গে মহাপুরুষজীকে নিবেদন করি, "ঠাকুরের উপদেশ নানা জায়গায় ছড়ান আছে; তাহা এক জায়গায় সংগ্রহ করিয়া একখানি বই লিখিতেছি, এবং উহা আপনার নামে উৎসর্গ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনি যদি অনুমতি

দেন, তবে এই কার্য্যে অগ্রসর হই।" ইহাতে তিনি খুব আনন্দিত হইয়া বলিলেন; "ঐরূপ বই একখানি হইলে খুব ভাল হয়; ইহাতে সাধারণের উপকার হইবে। ঠাকুরের কথা যত প্রচার হয়, ততই ভাল। শীঘ্র শীঘ্র করিয়া ফেল।" উৎসর্গ করার কথা পুনরায় জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, করিও।" ঐ সময়েই পূজনীয় স্বামী ওঁকারানন্দ মহারাজকে বইখানির যে অংশটুকু লিখিয়াছিলাম তাহা দেখাই। তাহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, "বইখানি খুব ভালই হইবে। তবে শ্রেণী-বিভাগ করিয়া উহা লিখিতে পারিলে খুব ভাল হয়।"

বর্দ্ধমান জেলার "বৈদ্যপুর জর্জ্জ ইনস্টিটিউসনের" মাননীয় প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রাধাসুন্দর দাস মহাশয় শ্রেণী-বিভাগ দ্বারা সৌষ্ঠব সাধন করিয়া এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া দিয়া আমাকে চিরবাধিত করিয়াছেন। পূজনীয় ওঁকারানন্দ স্বামী শ্রেণী-বিভাগ করার উপদেশ না দিলে, আজ এই পুস্তক এত আদরণীয় হইত না।

অতঃপর কয়েকবার আমি যখনই মঠে যাইতাম, তখনই "বইখানি কত দূর হইয়াছে?" মহাপুরুষজী জিজ্ঞাসা করিতেন। পরে ১৩৪০ সালের ৮ই বৈশাখ পুনরায় কলিকাতায় যাই ও ঐ দিনই মঠে যাইয়া পূজনীয় মহাপুরুষজীকে প্রণাম করার পরেই, তিনি "বইখানি কতদূর হইল?" জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, "সামান্য বাকী আছে, এইবার ছাপিতে দিব।" পুনরায় ৯ই তারিখেও মঠে যাইয়া তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হয়। পরদিন জগদীশপুরে ফিরিয়া আসি ও বইখানি শেষ করিতে আরম্ভ করি। কিন্তু ১৩ই বৈশাখ পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী অভয়ানন্দ মহারাজের টেলিগ্রামে অবগত হইলাম যে, "মহাপুরুষজী হঠাৎ গতকল্য সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন।" তখনই মন অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল। ভাবিলাম, বোধ হয় মহাপুরুষজীর হাতে বইখানি অর্পণ করা

ভাগ্যে ঘটিল না। যাহা হউক, তাড়াতাড়ি করিয়া বইখানি শেষ করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসে কলিকাতা যাইয়া আমার পরম সুহৃদ্ ৫৭।১ নং কলেজ ষ্ট্রীটস্থ "ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী"র স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত মহাশয়ের সাহায্যে প্রেসে দিবার ব্যবস্থা করিলাম এবং মঠে যাইয়া পূজনীয় মহাপুরুষজীকে দর্শন করিয়া মনে কতক শান্তি লাভ করিলাম। পরে ঐ বৎসর কার্ত্তিক মাসে বইখানি ছাপা শেষ হইলে, সর্ব্বাগ্রে একখানি বই মহাপুরুষজীকে পাঠাই। অসুস্থ অবস্থায়ও বইখানির স্থানে স্থানে পড়িয়া তাঁহাকে শুনান হইয়াছিল। ইহাতে যে তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পূজনীয় স্বামী অভয়ানন্দ মহারাজের ১৬।৭।১৩৪০ তারিখের পত্রে অবগত হইয়াছিলাম। স্বর্গীয় মহাপুরুষ মহারাজের আগ্রহ ও উৎসাহ এই পুস্তক সঙ্কলন কার্য্যে আমাকে প্রভূত সহায়তা করিয়াছে।

শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে নাই এরূপ বহু বাণী এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। "বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) একদিন কয়েকটি ভক্তকে ঠাকুরের কথা কিছু বলেন। তাঁরা শুনে বলেছিলেন,—'কই মহারাজ, এ সব কথা ত কথামৃতে বা কোন বইয়ে নেই।' বাবুরাম মহারাজ শুনে বলেছিলেন, 'কথামৃতে নেই ব'লে কি ঠাকুর বলেন নি, আমি তোমায় মিথ্যা কথা বল্‌ছি? তোমাদের ঐ এক হয়েছে কথা, যখন শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে ঠাকুরের এ সব কথা নেই, তখন তিনি বলেন নি। আমিও তেমনি তোমাদের বল্‌ছি যে কথামৃত ছাড়া ঠাকুরের বহুকথা ও গান আছে, যা মাষ্টার মহাশয় জান্‌তেন না'।" রামলাল দাদাও (ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র) বলিয়াছেন, 'মাষ্টার মহাশয় ঠাকুরের কাছে যে দিন আস্‌তেন সেই দিনেরই কথা ও গান লিখে রাখ্‌তেন। তাঁর অসাক্ষাতে কত কথা ঠাকুর বলে গেছেন তার কি সীমা আছে।' অতএব এই পুস্তকে

ঠাকুরের এতাবৎ প্রচলিত বাণীগুলি ভিন্ন যে বহু নূতন বাণী প্রকাশিত হইল, সে গুলিও ঠাকুরের শ্রীমুখ-নিঃসৃত ও অবিকৃত সুতরাং ভক্ত সাধারণের নিকট পরম আদরণীয় হইবে বলিয়া মনে করি।

এই পুস্তকের সঙ্কলন কার্য্যে যাহাদিগের নিকট সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ঠাকুরের বাণী সাধারণ্যে প্রচার করিতে গিয়া যদি কোন ত্রুটী ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে ভক্তগণ নিজগুণে এই দীন গ্রন্থকারের সে ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

৫৭।১, কলেজ ষ্ট্রীটস্থ "ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী"র স্বত্বাধিকারী পরম সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত মহাশয় এবং হাওড়ার ১৩।৩, নীলমণি মল্লিকের লেনস্থিত শ্রীযুক্ত রামলাল বর্ম্মণ এম, এ মহাশয় এই পুস্তকের প্রুফ সংশোধন করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

এই পুস্তকের সমস্ত স্বত্ব ও আয় বেলুড়মঠে প্রদত্ত হইল। অতঃপর বেলুড়মঠই এই পুস্তকের প্রকাশ ও প্রচার করিয়া ভক্তসাধারণের উপকার সাধন করিতে থাকিবেন।

"যৎ করোমি জগন্মাত স্তদেব তব পূজনম্।"

"রামকৃষ্ণ কুটীর" জগদীশপুর (সাঁওতাল পরগণা) অক্ষয় তৃতীয়া দিবস ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১ সাল।	**শ্রীকুমারকৃষ্ণ নন্দী**

নিবেদন

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

জীব যখন পাপের প্রলোভনে কুপথগামী হইয়া ত্রিতাপজ্বালায় অহরহঃ জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছিল, যখন অবিদ্যার কুহকে পড়িয়া **"কামিনী-কাঞ্চন"** বিষ আকণ্ঠ পান করিয়া সেই বিষের জ্বালায় 'ত্রাহি মধুসূদন!' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল, তখনই সেই প্রেমের ঠাকুরের প্রাণও কাঁদিয়া উঠিল! তাই তিনি **সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য**, সন ১২৪২ সালের ৬ই ফাল্গুন (১৮৩৬ খৃঃ ১৭ই ফেব্রুয়ারি) বুধবার শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে, হুগলী জেলার আরামবাগ থানা হইতে চারিক্রোশ পশ্চিমে বর্দ্ধমান হইতে বার তের ক্রোশ দক্ষিণে পুণ্যধাম কামারপুকুর গ্রামে, পুণ্যবান্ ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের ও পুণ্যবতী চন্দ্রমণি দেবীর পুত্র **রামকৃষ্ণ**-রূপে অবতীর্ণ হইলেন। **'ভক্তিই মুক্তি' 'ত্যাগই শান্তি'** এই দিব্যজ্ঞান জীবকে শিখাইবার জন্য এই দয়াল ঠাকুর কত লীলাই করিয়াছেন! সন ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ (১৮৫৫ খৃঃ ৩১শে মে) স্নান যাত্রার দিন কলিকাতার আড়াইক্রোশ উত্তরে ভাগীরথী তীরে ধর্ম্মপ্রাণা দানশীলা রাণী রাসমণি কর্ত্তৃক দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছুদিন পরে ঠাকুর তথায় বিষ্ণুঘরের পূজকের পদ গ্রহণ করেন,

ও সন ১২৬৩ সালে ৺কালীমাতার পূজাকার্য্যে নিযুক্ত হন। পূজা করিতে করিতে দুই চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষঃ ভাসিয়া যাইত,—কখন বা তন্ময়ভাবে নিস্পন্দ, অসাড়, বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া বসিয়া থাকিতেন, কখন বা উন্মাদের ন্যায় 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিতেন! যাঁহারা বড় ভাগ্যবান্ তাঁহারা ঠাকুরের সেই পূজাকালের তেজঃপুঞ্জ শরীর, শুদ্ধাভক্তি ও ভাবতন্ময়তা দর্শন করিয়া নয়ন, মন, জীবন চরিতার্থ করিয়াছেন!

সন ১২৬৬ সালের বৈশাখের শেষভাগে বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী গ্রামের নিষ্ঠাবান্ রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চমবর্ষীয়া একমাত্র কন্যা (জন্ম ১২৬০ সাল ৮ই পৌষ বৃহস্পতিবার, ইং ১৮৫৩ খৃঃ ২২শে ডিসেম্বর) **সারদেশ্বরী দেবীর** সহিত ঠাকুরের শুভ বিবাহ হয়। এই বিবাহ একটি আশ্চর্য্য পরিণয়!—ইঁহাদের দাম্পত্য-প্রেম সম্পূর্ণ কামগন্ধহীন। ঠাকুর তাঁহাকে নিকটে রাখিয়া স্নেহ, উপদেশ ও নিজের দৃষ্টান্তদ্বারা সহধর্ম্মিণীর মত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ঠাকুর সর্ব্বদাই ভাবে মগ্ন থাকিতেন, আর সেই ভাবাবেশেই তাঁহাকে যা কিছু সম্ভাষণ করিতেন, তাহাতেই মায়ের আনন্দের সীমা থাকিত না; যতটুকু স্বামীর সেবা-কার্য্যের ভার পাইতেন, তাহাই তাঁহাকে পরিতৃপ্ত রাখিত, এবং সেই তৃপ্তিতেই তিনি পরমানন্দিতা রহিতেন। ঠাকুর লোকশিক্ষার জন্য সন ১২৬৮ সাল হইতে দ্বাদশ বৎসরকাল সাধন করেন ও তৎকালমধ্যে সন ১২৭১ সালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ১২৮০ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে ফলহারিণী কালী পূজার দিন রাত্রে ঠাকুর আপনাকে পরীক্ষোত্তীর্ণ ভাবিয়া শ্রীশ্রীমাকে জগন্মাতার অংশভাবে অভিষেক পূর্ব্বক ষোড়শী পূজা করেন।

ঠাকুর, লীলাবসান পর্য্যন্ত, তাঁহার শরণাগত ভক্তদিগকে অজস্র উপদেশ দান করিয়া মুক্তির পথ দেখাইয়া দিয়াছেন,—গোমুখী-নিঃসৃত

পুণ্যসলিলা গঙ্গার ন্যায় ঠাকুরের শ্রীমুখ-নিঃসৃত সেই সকল অমৃতময় উপদেশ একটি সুধাসিন্ধু সৃষ্টি করিয়া জগৎকে পবিত্র করিয়াছে! সন ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ (১৮৮৬ খৃঃ ১৬ই আগষ্ট) ঠাকুর লীলা সংবরণ করেন। জীবের প্রতি ঠাকুরের কি অপার করুণা!—লীলাসাঙ্গের দুইদিন পূর্ব্বে লোকশিক্ষার ভার ঠাকুর তাঁহার লীলাসহচর অন্তরঙ্গ **স্বামী বিবেকানন্দের** উপর অর্পণ করেন। ইঁহার সংসারাশ্রমের নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত; ইনি কলিকাতার অন্তর্গত সিমুলিয়ার প্রসিদ্ধ দত্ত বংশে সন ১২৬৯ সালের ২৯শে পৌষ সোমবার (১৮৬৩ খৃঃ ১২ই জানুয়ারি) জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ঠাকুরের সেই আদেশ পালনের জন্য ভারতের নানাস্থানে ঠাকুরের উপদেশ-সুধা বিতরণ করেন ও ১৮৯৩ খৃঃ ৩১শে মে সুদূর আমেরিকায় ও পরে ইউরোপে ধর্ম্মপ্রচার করেন। ১৮৯৮ খৃঃ ৯ই ডিসেম্বর হাবড়া জেলার বেলুড় গ্রামে ভাগীরথীতীরে 'বেলুড় মঠ' প্রতিষ্ঠা করেন, এবং অন্যান্য নানাস্থানে মঠ ও সেবাশ্রম স্থাপন করেন। এইরূপে ভারতকে ধন্য ও গৌরবান্বিত করিয়া, তিনি সন ১৩০৯ সালের ২০শে আষাঢ় (১৯০২ খৃঃ ৪ঠা জুলাই) মানব-লীলা সংবরণ করেন। ইহার পর সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানগণ শ্রীশ্রীমায়ের নিকট আসিয়া নানা উপদেশ শুনিতেন। সন ১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণ সেই চিন্ময়ী জননীও ধরিত্রীকে কৃতার্থ করিয়া মৃন্ময় ঘট ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন!

এস পাপী, তাপী, আর্ত্ত, এই সুধাসিন্ধু তীরে ছুটে এস,—এই সুধা পান কর,—তোমার সকল জ্বালা জুড়াইবে,—হতাশ-প্রাণে আশার সঞ্চার হইবে,—হৃদয়ে এক অভিনব ভাবের আবির্ভাব হইবে,—জীবন শান্তিময়, আনন্দময় হইবে!

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
১।	সংসারাশ্রম	১
২।	কামিনী-কাঞ্চন	৭০
৩।	সন্ন্যাস-আশ্রম	৮৩
৪।	ত্যাগ	৯৪
৫।	জ্ঞানযোগ	৯৮
৬।	কর্ম্মযোগ	১৪৫
৭।	ভক্তিযোগ	১৫৮
৮।	যোগতত্ত্ব	১৮৩
৯।	ধ্যানতত্ত্ব	১৯৩
১০।	সত্যকথা	২০০
১১।	সরলতা	২০১
১২।	বিশ্বাস	২০৩
১৩।	ব্যাকুলতা	২০৯
১৪।	সাকার ও নিরাকার	২১৮
১৫।	অবতার তত্ত্ব	২২৭
১৬।	শাস্ত্র ও পাণ্ডিত্য	২৩৭
১৭।	বিবিধ	২৪৬
১৮।	পরিশিষ্ট—শ্রীশ্রীমায়ের বাণী	২৮০
১৯।	স্বামী বিবেকানন্দের বাণী	২৮৬

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী

সংসারাশ্রম

১। তোমরা তো নিজে নিজে দেখ্‌ছো, সংসার অনিত্য। এই বাড়ীই দেখনা কেন? কত লোক এলো, গেল, কত জন্মাল, কত দেহত্যাগ কর্‌লে, সংসার এই আছে, এই নাই। অনিত্য! যাদের এত 'আমার' 'আমার' কর্‌ছো, চোক বুজ্‌লেই নাই। কেউ নাই, তবু নাতির জন্য কাশী যাওয়া হয় না! 'আমার হারুর কি হবে?' "গতায়াতের পথ আছে, তবু মীন পলাতে নারে।" গুটী পোকা আপন নালে আপনি মরে! এরূপ সংসার মিথ্যা, অনিত্য। তাঁকে জেনে সংসার কর্‌লে অনিত্য নয়।

২। গুরু শিষ্যকে বল্‌লেন, "সংসার মিথ্যা; তুই আমার সঙ্গে চলে আয়।" শিষ্য বল্‌লে, "ঠাকুর, এরা আমায় এত সব ভালবাসে,—আমার বাপ, আমার মা, আমার স্ত্রী, এদের

ছেড়ে কেমন করে যাব?" গুরু বল্লেন,—"তুই 'আমার' 'আমার' কর্‌ছিস্ বটে, আর বলছিস্, 'ওরা ভালবাসে।' কিন্তু ওসব ভুল। আমি তোকে একটা ফন্দি শিখিয়ে দিচ্ছি, সেইটী করিস্। তা হলে বুঝ্‌বি, সত্য ভালবাসে কি না।" এই বলে একটা ঔষধের বড়ী তার হাতে দিয়ে বল্‌লেন,—"এইটা খাস্। তাহলে মরার মত হ'য়ে যাবি। কিন্তু তোর জ্ঞান যাবে না, সব দেখ্‌তে শুন্‌তে পাবি। তারপর আমি উপস্থিত হলে তোর ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বাবস্থা হবে।" শিষ্যটী ঠিক ঐরূপ কর্‌লে। বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। মা, স্ত্রী, সকলে আছ্‌ড়া পিছ্‌ড়ি করে কাঁদতে লাগ্‌ল। এমন সময় একটী ব্রাহ্মণ এসে বল্‌লে,—"কি হয়েছে গা?" তারা সকলে বল্‌লে, "এ ছেলেটী মারা গেছে।" ব্রাহ্মণ মরা মানুষের হাত দেখে বল্‌লেন, "সে কি! এ ত মরে নাই! আমি একটী ঔষধ দিচ্ছি; খেলেই সব সেরে যাবে।" বাড়ীর সকলে তখন যেন হাতে স্বর্গ পেলে। তখন ব্রাহ্মণ বল্‌লেন,—"তবে একটী কথা আছে। এই ঔষধটী আগে একজনের খেতে হবে, তারপর ওকে খাওয়াতে হবে। আর যিনি আগে খাবেন, তাঁর কিন্তু মৃত্যু হবে। তা, এর ত অনেক আপনার লোক আছে দেখ্‌ছি; কেউ না কেউ অবশ্য খেতে পারে। মা কি স্ত্রী, এঁরা খুব কাঁদচেন, এঁরা অবশ্য খেতে পারেন।" তখন তারা সব কান্না থামিয়ে চুপ করে রইল। মা বল্‌লেন, "তাই ত, এ বৃহৎ সংসার, আমি গেলে কে এসব দেখ্‌বে

শুন্‌বে ?" এই বলে ভাবতে লাগল। স্ত্রী এইমাত্র কাঁদ্‌ছিল, "দিদি গো, আমার কি হলো গো" বলে। সে বল্লে, "তাইত! ওঁর যা হবার হয়ে গেছে ; আমার দুটী তিনটী নাবালক ছেলে মেয়ে,—আমি যদি যাই, এদের কে দেখ্‌বে ?" শিষ্য সব দেখ্‌ছিল, শুন্‌ছিল। সে তখন দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে, "গুরুদেব, চল, তোমার সঙ্গে যাই।"

৩। একজন শিষ্য গুরুকে বলেছিল, "আমার স্ত্রী বড় যত্ন করে, ওর জন্য সংসার ছেড়ে যেতে পারছি না।" শিষ্যটী হঠযোগ করতো। গুরু তাকে একটী ফন্দি শিখিয়ে দিলেন। একদিন তার বাড়ীতে খুব কান্নাকাটি পড়েছে। পাড়ার লোকেরা এসে দেখে, যে হঠযোগী ঘরে আসনে বসে আছে এঁকে বেঁকে, আড়ষ্ট হয়ে। সব্বাই বুঝ্‌তে পার্‌লে সে মারা গেছে। স্ত্রী আছ্‌ড়ে কাঁদ্‌ছে, "ওগো আমাদের কি হলো গো,—ওগো তুমি আমাদের কি করে গেলে গো—ওগো দিদি গো, এমন হবে তা জান্‌তাম না গো!" এদিকে আত্মীয়বন্ধুরা খাট এনেছে, ওকে ঘর থেকে বার কর্‌ছে। এখন একটী গোল হলো। এঁকে বেঁকে আড়ষ্ট হয়ে থাকাতে সে দরজা দিয়ে বেরুচ্ছে না। তখন একজন প্রতিবেশী দৌড়ে গিয়ে একখানি কাটারি নিয়ে দরজার চৌকাঠ কাট্‌তে লাগলো। স্ত্রী অস্থির হয়ে কাঁদ্‌ছিল, সে ঢুম্‌ঢুম্ শব্দ শুনে দৌড়ে এলো। এসে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "ওগো কি হয়েছে গো ?" তারা বল্‌লে, "ইনি বেরুচ্ছেন না, তাই চৌকাঠ

কাট্‌ছি।” তখন স্ত্রী বল্‌লে, “অমন কাজ করো না গো : আমি এখন রাঁড় বেওয়া হলুম, আমার আর দেখ্‌বার লোক কেউ নাই, ক’টী নাবালক ছেলেকে মানুষ কর্‌তে হবে ; এ তুয়ার গেলে আর ত হবে না। ওগো, ওঁর যা হবার তা ত হয়ে গেছে ; ওঁর হাত পা কেটে দাও।” তখন হঠযোগী দাঁড়িয়ে পড়্‌লো। তার তখন ঔষধের ঝোঁক চলে গেছে। দাঁড়িয়ে বল্‌ছে, “তবে রে শালী, আমার হাত পা কাট্‌বে ?” এই বলে বাড়ী ছেড়ে গুরুর সঙ্গে চলে গেল। অনেকে ঢং ক’রে শোক করে। কাঁদ্‌তে হ’বে জেনে আগে নথ খোলে, আর আর গহনা সব খোলে ; খুলে বাক্সের ভিতর চাবি দিয়ে রেখে দেয়। তারপর আছ্‌ড়ে এসে পড়ে আর কাঁদে, “ওগো দিদি গো, আমার কি হলো গো” ব’লে।

৪। একজন সাধু গুরুর উপদেশ নিয়ে একটী নির্জ্জন স্থানে সামান্য একটী পর্ণকুটীর করে সাধন-ভজন কর্‌তে লাগ্‌লেন। তিনি প্রত্যহ স্নান করে ভিজে কাপড় ও কৌপীন কুটীরের কাছে একটী গাছে শুকোবার জন্য রেখে দিতেন। সাধু যখন ভিক্ষার জন্য বেরিয়ে যেতেন, সেই সময় ইঁদুর এসে কৌপীন কেটে দিত। সাধু ভিক্ষায় বেরিয়ে গ্রামবাসীদের কাছে ইঁদুরের উপদ্রবের কথা জানালেন। গ্রামবাসীরা বল্‌লে, “আপনাকে রোজ রোজ কে কৌপীন দিবে ? আপনি এক কাজ করুন, একটা বিড়াল পুষুন ; তা হলে আর বিড়ালের ভয়ে ইঁদুর আস্‌বে না। সাধু তখুনি একটা

বিড়ালের বাচ্ছা নিয়ে এলেন। সেইদিন থেকেই ইঁদুরের উপদ্রব বন্ধ হলো। সাধু সেই বিড়ালটাকে দুধ ভিক্ষা করে এনে খাওয়াতে লাগলেন। কিছুদিন পরে কোন ব্যক্তি তাঁকে বল্লে, "সাধুজি, আপনার রোজ দুধের দরকার; দু চারদিন ভিক্ষা ক'রে চল্‌তে পারে; বারমাস কে আপনাকে দুধ দিবে; একটী গরু পুষুন, তাহলে তার দুধ খেয়ে আপনিও পরিতৃপ্ত হবেন, আর বিড়ালকেও খাওয়াতে পার্‌বেন।" অল্পদিনের মধ্যেই সাধু একটী গাভী সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এলেন। ক্রমেই সাধু সেই গরুর খড় বিচালী গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা কর্‌তে লাগলেন। তখন গ্রামের লোকেরা তাঁকে বল্‌লে, "আপনার কুটীরের নিকট পতিত জমিতে চাষবাস করুন, তাহলে আর খড় বিচালীর জন্য ভিক্ষা কর্‌তে হবে না।" তখন সাধু নিকটের পতিত জমিতে চাষ আরম্ভ কর্‌লেন। শস্যাদি রাখ্‌বার জন্য গোলা বাড়ী ইত্যাদি প্রস্তুত করে তিনি ঠিক গৃহস্থের মত মহাব্যস্ত হয়ে দিন কাটাতে লাগ্‌লেন। কিছুদিন পরে সাধুটীর গুরু এসে উপস্থিত হলেন। শিষ্যকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "বৎস, এসব কি?" শিষ্য অপ্রতিভ হয়ে বল্লে, "প্রভুজি, এসব এক কৌপীন কা ওয়াস্তে।" গুরুর দর্শনে তাঁর সকল আসক্তি কেটে গেল ও তখনি সেই সব ত্যাগ ক'রে গুরুর সঙ্গে চলে গেলেন। দেখ, এক কৌপীন কা ওয়াস্তে যত কষ্ট। বিবাহ করে ছেলেপুলে হয়েছে তাই চাকরি কর্‌তে হয়। সাধু কপ্নি ল'য়ে ব্যস্ত, সংসারী ব্যস্ত ভার্য্যা ল'য়ে।

৫। পাড়াগাঁয়ে মাছ ধর্‌বার জন্য বিলের ধারে ও মাঠে ঘুনি পাতে। ঘুনির ভিতর চিক্ চিক্ করে জল যায় দেখে ছোট ছোট মাছগুলি আনন্দে তার ভেতর চলে যায়, তারা আর বার হ'তে পারে না, সেইখানে আট্‌কে যায়, পরে একেবারে প্রাণে মরে। দুটা একটা মাছ ঘুনির নিকটে গিয়ে ঐ দেখে একেবারে লাফিয়ে অন্যদিকে চলে যায়। সংসারেরও বাহ্য চাক্‌চিক্য দেখে লোকে সাধ ক'রে প্রবেশ করে; পরে মায়ামোহে জড়িয়ে দুঃখ কষ্ট পেয়ে নাশ পায়। আর যাঁরা এই সব দেখে কামকাঞ্চনে আসক্ত না হয়ে ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় করেন, তাঁরাই যথার্থ সুখ ও আনন্দ পান।

৬। সংসারাসক্ত বদ্ধ জীবের হুঁস্ নাই। তারা জালে পড়েই আছে। অথচ জালে বদ্ধ হয়েছি এরূপ জ্ঞানও নাই। হরিকথা এদের সম্মুখে হ'লে, এরা সেখান থেকে চলে যায়। বলে, "হরিনাম মর্‌বার সময় হবে, এখন কেন?" পরিবার ও ছেলেদের মনে করে, কাঁদে, আর বলে, "হায়! আমি ম'লে এদের কি হবে?" যাতে এত দুঃখ ভোগ করে, আবার তারা তাই করে। যেমন উট কাঁটাঘাস খেতে খেতে মুখ দিয়ে দরদর্ করে রক্ত পড়ে, তবু কাঁটাঘাস ছাড়ে না। এদিকে ছেলে মারা গেছে, শোকে কাতর, তবু আবার বছর বছর ছেলে হয়। সেই ছেলের মা, যে শোকে অধীর হ'য়েছিল, আবার কিছুদিন পরে চুল বাঁধ্‌লো, গয়না পড়্‌লো। মেয়ের বিয়েতে সর্ব্বস্বান্ত

হ’লো, আবার বছর বছর ছেলে মেয়ে হবে! বলে “কি কর্‌বো, অদৃষ্টে ছিল।” তীর্থ কর্‌তে গেলেও নিজে ঈশ্বর-চিন্তা কর্‌বার অবসর পায় না। কেবল পরিবারদের পুঁটলি বইতে বইতে প্রাণ যায়। ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে ছেলেকে চরণামৃত খাওয়াতে আর গড়াগড়ি দেওয়াইতেই তারা ব্যস্ত। বদ্ধজীব নিজের ও পরিবারদের পেটের জন্য দাসত্ব করে, আর মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, তোষামোদ ক’রে ধন উপায় করে। যারা ঈশ্বর চিন্তা করে, ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হয়, বদ্ধজীব তাদের পাগল ব’লে উড়িয়ে দেয়। সংসারাসক্ত বদ্ধজীব মৃত্যুকালে সংসারের কথাই বলে। বাহিরে মালা জপ্‌লে, গঙ্গাস্নান কর্‌লে, তীর্থে গেলে কি হবে? সংসারাসক্তি ভিতরে থাক্‌লে মৃত্যুকালে সেটী দেখা দেয়। শুকপাখী সহজ বেলা “রাধাকৃষ্ণ” বলে, বিড়ালে ধর্‌লে কিন্তু নিজের বুলি বেরোয়,—কাঁ্যা কাঁ্যা করে। গীতায় আছে, “মৃত্যুকালে যাহা মনে কর্‌বে, পরলোকে তাই হবে।” ভরতরাজা “হরিণ” “হরিণ” ক’রে দেহত্যাগ ক’রেছিল, তাই হরিণ জন্ম হ’লো। ঈশ্বর চিন্তা করে দেহ-ত্যাগ কর্‌লে ঈশ্বর লাভ হয়; আর এ সংসারে আস্‌তে হয় না।

৭। বিষয়ী লোকদের মন গুব্‌রে পোকার মতন। গোবরের পোকা গোবরের ভেতর থাক্‌তে ভালবাসে। যদি গোবর ছাড়া তাদের কিছু দাও, তাহলে ভাল লাগে না। জোর করে যদি পদ্মের ভেতর বসিয়ে দাও তাহলে তারা

ছট্‌ফট্‌ ক'রে মরে। বিষয়ী লোকদের মনে সেই রকম বিষয় কথা ছাড়া অন্য কিছুই ভাল লাগে না। যদি ঈশ্বরীয় কথা প্রসঙ্গ হয়, তারা সেস্থান ত্যাগ করে যেখানে বাজে কথা হয়, সেখানে গিয়ে বসে।

৮। বদ্ধজীব সংসারের কামিনী ও কাঞ্চনে বদ্ধ হয়েছে,—হাত পা বাঁধা। আবার মনে করে যে, সংসারের কামিনী ও কাঞ্চনেতেই সুখ হবে আর নির্ভয়ে থাক্‌বে। তারা জানে না যে, ওতেই মৃত্যু হবে। বদ্ধজীব যখন মরে, তখন তার পরিবার বলে, "তুমি ত চল্লে, আমার কি করে গেলে?" বদ্ধজীবেরা ঈশ্বর-চিন্তা করে না। যদি অবসর হয়, তাহলে হয় আবোল তাবোল ফাল্‌তো গল্প করে, নয় মিছে কাজ করে। জিজ্ঞাসা কর্‌লে বলে, "আমি চুপ করে থাক্‌তে পারি না, তাই বেড়া বাঁধ্‌ছি।" হয় ত সময় কাটে না দেখে, তাস খেল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে।

৯। সংসারী লোকের অবসর কই? একজন একটী ভাগবতের পণ্ডিত চেয়েছিল। তার বন্ধু বল্‌লে, "একটী উত্তম ভাগবতের পণ্ডিত আছে; কিন্তু তার একটু গোল আছে। তার নিজের অনেক চাষবাস দেখ্‌তে হয়। চারখানা লাঙ্গল, আটটা হেলে গরু, সর্ব্বদা তদারক করতে হয়; অবসর নাই।" যার পণ্ডিতের দরকার, সে বল্‌লে, "আমার এমন ভাগবতের পণ্ডিতের দরকার নাই, যার অবসর নাই। লাঙ্গল হেলে গরুওয়ালা ভাগবত পণ্ডিত আমি খুঁজ্‌ছি না। আমি এমন

ভাগবত পণ্ডিত চাই, যে আমাকে ভাগবত শুনাতে পারে।”

এক রাজা রোজ ভাগবত শুন্‌তো। পণ্ডিত পড়া শেষ হলে রাজাকে বল্‌তো,—রাজা, বুঝেছ? রাজাও রোজ বলে,—তুমি আগে বোঝ! পণ্ডিত রোজ বাড়ী গিয়ে ভাবে,—রাজা এমন কথা কেন বলে, যে আগে তুমি বোঝ। লোকটা সাধন ভজন কর্‌তো, ক্রমে চৈতন্য হলো। তখন দেখ্‌লে যে হরিপাদপদ্মই সার, আর সব মিথ্যা। সংসারে বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে গেল। কেবল একজনকে রাজাকে বল্‌তে পাঠালে যে,—রাজা, এইবার বুঝেছি।

১০। পায়রা-ছানার গলায় হাত দিলে যেমন মটর গজ্‌গজ্‌ করে, সেইরূপ বদ্ধজীবের সঙ্গে কথা কইলে টের পাওয়া যায়, বিষয়-বাসনা তাদের ভেতর গজ্‌গজ্‌ কর্‌ছে। বিষয়ই তাদের ভাল লাগে, ধর্ম্মকথা ভাল লাগে না।

১১। ভেতরে যার যে ভাব থাকে, তার কথাবার্ত্তায় তা বেরিয়ে পড়ে। যেমন মূলো খেলে তার ঢেকুরে মূলোর গন্ধ বেরোয়; তেমনি সংসারী লোকেরা সাধুসঙ্গ কর্‌তে এসে বিষয়ের কথাই বেশী কয়ে থাকে।

১২। এক বাগানে দুজন লোক বেড়াতে গিছ্‌লো; তার ভেতর যার বিষয়-বুদ্ধি বেশী, সে বাগানে ঢুকেই ক’টা আম-গাছ, কোন্‌ গাছে কত আম হয়েছে, বাগানটির কত দাম হতে পারে, ইত্যাদি নানারকম বিচার কর্‌তে লাগল। আর একজন বাগানের মালিকের সঙ্গে আলাপ করে গাছ তলায়

বসে একটী করে আম পাড়্‌তে লাগ্‌লো আর খেতে লাগ্‌লো। বল দেখি, কে বুদ্ধিমান্? আম খাও, পেট ভরবে, কেবল পাতা গুনে অত হিসাব কিতাব করে লাভ কি? যাঁরা জ্ঞানাভিমানী, তাঁরা শাস্ত্র মীমাংসা তর্ক যুক্তি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন: বুদ্ধিমান্ ভক্তেরা ভগবানের কৃপালাভ ক'রে এ সংসারে পরমানন্দ ভোগ করেন।

১৩। বদ্ধজীব সংসারী জীব। তাদের নিয়ে কি মহৎ কাজ হবে? যেমন কাকে ঠোক্‌রান আম; ঠাকুর-সেবায় লাগে না, নিজের খেতেও সন্দেহ। এরা যেমন গুটীপোকা: মনে করলে কেটে বেরিয়ে আস্‌তে পারে, কিন্তু নিজে ঘর বানিয়েছে, ছেড়ে আস্‌তে মায়া হয়; শেষে মৃত্যু।

১৪। সংসারী লোক মনে করে,—"আমরা বড় বুদ্ধিমান্।" কিন্তু তারা বিষয়াসক্ত। নিজে খেলছে, নিজেদের চাল ঠিক বুঝ্‌তে পারে না। কিন্তু সংসার-ত্যাগী সাধুলোক বিষয়ে অনাসক্ত। তারা সংসারীদের চেয়ে বুদ্ধিমান্। নিজে খেলে না, তাই উপর চাল ঠিক বলে দিতে পারে। যেমন, যারা নিজে দাবা খেলে, তারা চাল তত বুঝে না; কিন্তু যারা না খেলে, উপর চাল বলে দেয়, তাদের চাল ওদের চেয়ে অনেকটা ঠিক ঠিক হয়।

১৫। নিজেকে বেশী চতুর মনে করা উচিত নয়; যেমন কাক খুব চতুর, কিন্তু বিষ্ঠা খেয়ে মরে; তেমনি সংসার-ক্ষেত্রে যারা বেশী চালাকি করতে যায়, তারাই কেবল ঠকে থাকে।

১৬। হাজার লেক্‌চার্‌ দাও, বিষয়ী লোকদের কিছু করতে পার্‌বে না। পাথরের দেওয়ালে কি পেরেক মারা যায়? পেরেকের মাথা ভেঙ্গে যাবে, তো দেওয়ালের কিছু হবে না। তরোয়ালের চোট্‌ মারলে কুমীরের কি হবে? সাধুর কমণ্ডলু (তুম্বা) চারধাম করে আসে; কিন্তু যেমন তেঁত, তেমনি তেঁত। বাছুর একেবারে দাঁড়াতে পারে না। মাঝে মাঝে পড়ে যায়, আবার দাঁড়ায়;—তবে ত দাঁড়াতে ও চল্‌তে শিখে।

১৭। যেমন কুমীরের গায়ে অস্ত্র মার্‌লে, অস্ত্র ঠিক্‌রে পড়ে যায়, তার গায়ে কিছুতেই লাগে না, তেমনি বদ্ধজীবের কাছে ধর্ম্মকথা যতই বল না কেন, কিছুতেই তাদের প্রাণে লাগাতে পার্‌বে না।

মলয়ের হাওয়া যে গাছে লাগে, সব চন্দন হ'য়ে যায়। কিন্তু শিমুল, অশ্বত্থ, আমড়া, এরা চন্দন হয় না।

১৮। যেমন বালককে রমণসুখ বোঝান যায় না, সেই রকম বিষয়াসক্ত মায়ামুগ্ধ সংসারী জীবকে ব্রহ্মানন্দ বোঝান যায় না।

১৯। যারা "সংসারে ধর্ম্ম," "সংসারে ধর্ম্ম" করছে, তারা একবার যদি ভগবানের আনন্দ পায়, তাদের আর কিছু ভাল লাগে না; কাজের সব আঁট কমে যায়;* ক্রমে যত আনন্দ বাড়ে কাজ আর করতে পারে না, কেবল সেই আনন্দ খুঁজে খুঁজে বেড়ায়। ভগবানের আনন্দের কাছে বিষয়ানন্দ আর

রমণানন্দ! একবার ভগবানের আনন্দের আস্বাদ পেলে, সেই আনন্দের জন্য ছুটোছুটী করে বেড়ায়; তখন সংসার থাকে আর যায়।

২০। ঈশ্বর দুইবার হাঁসেন। একবার হাঁসেন, যখন দুই ভাই জমি বখ্‌রা করে, আর দড়ি ফেলে বলে, "এদিকটা আমার, ওদিকটা তোমার।" ঈশ্বর এই ভেবে হাঁসেন, আমার জগৎ; তার খানিকটা মাটি নিয়ে কোর্‌ছে, "এদিকটা আমার, ওদিকটা তোমার।" ঈশ্বর আর একবার হাঁসেন। ছেলের অসুখ সঙ্কটাপন্ন; মা কাঁদছেন, বৈদ্য এসে বল্‌ছে,—"ভয় কি, মা, আমি ভাল কর্‌বো।" বৈদ্য জানে না, ঈশ্বর যদি মারেন, কার সাধ্য রক্ষা করে?

২১। মৃত্যুকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। মর্‌বার পর কিছুই থাক্‌বে না। এখানে কতকগুলি কর্ম্ম কর্‌তে আসা। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ী—কল্‌কাতায় কর্ম্ম কর্‌তে আসা। বড় মানুষের বাগানের সরকার; বাগান যদি কেউ দেখতে আসে তো বলে, "এ বাগানটী আমাদের" "এ পুকুর আমাদের পুকুর।" কিন্তু কোন দোষ দেখে বাবু যদি ছাড়িয়ে দেয়, তখন তার আমের সিন্ধুকটী নিয়ে যাবার যোগ্যতা থাকে না, দরওয়ানকে দিয়ে সিন্ধুকটা পাঠিয়ে দেয়।

২২। ভোগ থাক্‌লেই যোগ কমে যায়। ভোগ থাক্‌লেই আবার জ্বালা। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে,—অবধূত চিলকে চব্বিশ গুরুর মধ্যে একজন করেছিল। চিলের মুখে মাছ ছিল, তাই

হাজার কাক তাকে ঘিরে ফেল্‌লে। চিল মাছ মুখে করে যেদিকে যায়, সেই দিকে কাকগুলো পিছনে পিছনে কা কা কর্‌তে কর্‌তে যায়। যখন চিলের মুখ থেকে মাছটী আপনি হঠাৎ পড়ে গেল, তখন যত কাক মাছের দিকে গেল ; চিলের দিকে আর গেল না। মাছ অর্থাৎ ভোগের বস্তু ; কাকগুলো ভাবনা চিন্তা। যেখানে ভোগ, সেখানে ভাবনা চিন্তা। ভোগত্যাগ হয়ে গেলেই শান্তি। আবার দেখ, অর্থ ই আবার অনর্থ হয়। তোমরা ভাই ভাই বেশ আছ ; কিন্তু ভাইয়ে ভাইয়ে হিস্যা নিয়ে গোল হয়। কুকুরেরা গা চাটাচাটি কর্‌ছে, পরস্পর বেশ ভাব ; কিন্তু গৃহস্থ যদি দুটী ভাত ফেলে দেয়, তাহলে পরস্পর কামড়া কামড়ি কর্‌বে।

১৩। দাঁড়িপাল্লার যে দিক ভারি হয় সেই দিক ঝুঁকে পড়ে, আর যে দিক হাল্‌কা হয় সেই দিক উপরে উঠে পড়ে। মানুষের মন দাঁড়িপাল্লার ন্যায়, তার একদিকে সংসার, আর একদিকে ভগবান। যার সংসার, মান, সম্ভ্রম ইত্যাদির ভার বেশী হয়, তার মন ভগবান থেকে উঠে গিয়ে সংসারের দিকে ঝুঁকে পড়ে ; আর যার বিবেক বৈরাগ্য ও ভগবদ্ভক্তির ভার বেশী হয়, তার মন সংসার থেকে উঠে গিয়ে ভগবানের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

১৪। সংসারে দুরকম স্বভাবের লোক দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কতকগুলোর কুলোর ন্যায় স্বভাব, আর কতকগুলোর চালুনীর ন্যায়। কুলো যেমন ভূষি কি না অসার বস্তু ত্যাগ

ক'রে সার বস্তু আপনার ভিতর রাখে, সেই রকম কতকগুলি লোক সংসারে অসার বস্তু (কামিনী-কাঞ্চনাদি) ত্যাগ ক'রে সার বস্তু ভগবানকে গ্রহণ করে ; আর চালুনী যেমন সার বস্তু সকল ত্যাগ ক'রে অসার বস্তুগুলি নিজের ভেতর রাখে, সেই রূপ সংসারে কতকগুলি লোক সার বস্তু ঈশ্বরকে ত্যাগ ক'রে অসার বস্তু কামিনী-কাঞ্চনাদি গ্রহণ করে।

২৫। বিষয়ী লোকের জ্ঞান কখন কখন এক একবার দেখা দেয়। বিষয়ী লোকদের রোখ্ নাই। হলো হলো, না হলো না হলো। জলের দরকার হয়েছে, কূপ খুঁড়্‌ছে ; খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে যেমন পাথর বেরুল, অমনি সেখানটা ছেড়ে দিলে। আর এক জায়গা খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে কেবল বালি বেরোয়, সেখানটাও ছেড়ে দিলে। যেখানে খুঁড়্‌তে আরম্ভ করেছে, সেইখানেই খুঁড়্‌বে, তবে ত জল পাবে! জীব যেমন কর্ম্ম করে, সেইরূপ ফল পায়। কুঁড়ের কোনও কালে ধর্ম্ম হয় না।

২৬। সকলেরই এক পথে যেতে হবে। এখানে দুদিনের জন্য। সংসার কর্ম্মভূমি। এখানে কর্ম্ম কর্‌তে আসা। কিছু কর্ম্ম করা দরকার। সাধন। তাড়াতাড়ি কর্ম্মগুলি শেষ করে নিতে হয়। স্যাক্‌রারা সোনা গলাবার সময় হাপর, পাখা, চোঙ্, সব দিয়ে হাওয়া করে, যাতে আগুনটা খুব জোর হয়ে সোনাটা গলে। সোনা গল্‌বার পর তখন বলে, "তামাক সাজ।" এতক্ষণ কপাল দিয়ে ঘাম পড়ছিল। খুব

রোখ্ চাই ; তবে সাধন হয়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। তাঁর নামবীজের খুব শক্তি ; অবিদ্যা নাশ করে। বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল ; তবু শক্ত মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়।

২৭। ওরে কালে হবে, কালে বুঝ্‌বি। বিচীটা পুঁত্‌লেই কি অমনি ফল পাওয়া যায়? আগে অঙ্কুর হবে, তারপর চারা গাছ হবে, তারপর সেই গাছ বড় হয়ে তাতে ফুল ধর্‌বে ; তারপর ফল—সেই রকম। তবে লেগে থাক্‌তে হবে ; ছাড়্‌লে হবে না। তাঁর সেবা, বন্দনা ও অধীনতা—কি না দীনভাব, এই নিয়ে বিশ্বাস ক'রে পড়ে থাক্‌তে থাক্‌তে সব হবে ; তাঁর দর্শন পাওয়া যাবেই যাবে। তা না ক'রে ছেড়ে দিলে কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই হলো। একজন চাকরি করে কষ্টে স্বষ্টে কিছু কিছু করে টাকা জমাত। একদিন গুণে দেখে যে, হাজার টাকা জমেছে। অমনি আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে মনে কর্‌লে, তবে আর কেন চাকরি করা? হাজার টাকা ত জমেছে, আর কি! এই বলে চাকরি ছেড়ে দিলে। এতটুকু আধার, এতটুকু আশা! ঐ পেয়েই সে ফুলে উঠ্‌লো ; ধরাকে সরা দেখতে লাগ্‌লো। তারপর হাজার টাকা খরচ হতে আর কদিন লাগে? অল্প দিনেই ফুরিয়ে গেল। তখন দুঃখে কষ্টে আবার চাকরির জন্য ফ্যা ফ্যা করে বেড়াতে লাগ্‌লো! ওরকম কর্‌লে চল্‌বে না ; তাঁর (ভগবানের) দ্বারে পড়ে থাক্‌তে হবে ; তবে ত হবে।

২৮। জীব ঈশ্বর চিন্তা করে, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই।

আবার ভুলে যায়, সংসারে আসক্ত হয়। হাতীকে স্নান করিয়ে দিলে আবার তারা ধূলো কাদা মাখে। মন মত্তকরী। তবে হাতীকে নাইয়েই যদি আস্তাবলে সাঁদ্ করিয়ে দিতে পার, তাহলে আর ধূলো কাদা মাখতে পারে না। যদি জীব মৃত্যু-কালে ঈশ্বর-চিন্তা করে, তাহলে শুদ্ধমন হয়, আর সে মন কামিনী-কাঞ্চনে আবার আসক্ত হবার অবসর পায় না। ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, তাই এত কর্ম্মভোগ। দেহত্যাগের সময় যাতে ঈশ্বর-চিন্তা হয়, তাই তার আগে থাক্‌তে উপায় কর্‌তে হয়। উপায়—"অভ্যাসযোগ।" ঈশ্বর-চিন্তা অভ্যাস কর্‌লে শেষের দিনেও তাঁকে মনে পড়্‌বে। ওদেশে ছুতোরদের মেয়েরা চিঁড়ে বেচে। তারা কতদিক সাম্‌লে কাজ করে শোন। ঢেঁকির পাট পড়্‌ছে, এক হাতে ধানগুলি ঠেলে দিচ্ছে, আর এক হাতে ছেলেকে কোলে করে মাই দিচ্ছে; আবার খদ্দের এসেছে। ঢেঁকি এদিকে পড়্‌ছে, আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথাও চল্‌ছে। খদ্দেরকে বল্‌ছে, "তা হলে তুমি যে ক' পয়সা ধার আছে, সে ক' পয়সা দিয়ে যেও; আর জিনিস লয়ে যেও।" দেখ, ছেলেকে মাই দেওয়া, ঢেঁকি পড়্‌ছে, ধান ঠেলে দেওয়া ও কাঁড়াধান তোলা, আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলা, এক সঙ্গে কর্‌ছে; কিন্তু তার পনের আনা মন ঢেঁকির পাটের দিকে রয়েছে, পাছে হাতে পড়ে যায়। আর এক আনায় ছেলেকে মাই দেওয়া আর খদ্দেরের সঙ্গে কথা কওয়া। এরই নাম "অভ্যাস যোগ।" তেমনি যারা সংসারে

আছে, তাদের পনের আনা মন ভগবানে দেওয়া উচিত। না দিলে সর্ব্বনাশ। কালের হাতে পড়্‌তে হ'বে। আর এক আনায় অন্যান্য কর্ম্ম কর।

২৯। সংসারে থাক্‌তে গেলে ওরকম হয়। কখনও উঁচু, কখনও নীচু। কখনও বেশ ভক্তি হচ্ছে, আবার কমে যায়। কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে থাক্‌তে হয় কি না! তাই এমন হয়। সংসারে ভক্ত কখনও ঈশ্বর-চিন্তা, হরিনাম করে, কখনও বা কামিনী-কাঞ্চনে মন দিয়ে ফেলে। যেমন সাধারণ মাছি, —কখনও সন্দেশে বস্‌ছে, কখনও বা পচা ঘা বা বিষ্ঠাতেও বসে।

৩০। অবতার ইচ্ছা করে নিজের চোখে কাপড় বাঁধে। যেমন ছেলেরা কাণামাছি খেলে; কিন্তু মা ডাক্‌লেই খেলা থামায়। জীবের আলাদা কথা; যে কাপড়ে চোখ বাঁধা, সেই কাপড়ে পিঠে আটটা স্ক্রুপ দিয়ে বাঁধা। অষ্ট পাশ; লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি, কুল, শীল, শোক, জুগুপ্সা (গোপনের ইচ্ছা)। ঐ অষ্ট পাশ। গুরু না খুলে দিলে হয় না।

৩১। "লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাক্‌তে নয়।" লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি, অভিমান; জীবের এসব পাশ। এ সব গেলে তার সংসার হতে মুক্তি হয়।

৩২। সব কাজ কর্‌বে, কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখ্‌বে। স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা, সকলকে নিয়ে থাক্‌বে ও সেবা কর্‌বে। যেন কত আপনার লোক। কিন্তু মনে জান্‌বে যে, তারা তোমার

কেউ নয়। বড়মানুষের বাড়ীর দাসী সব কাজ কর্‌ছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ীর দিকে মন পড়ে আছে। আবার সে মনিবের ছেলেদের আপনার ছেলের মত মানুষ করে। বলে "আমার রাম", "আমার হরি"। কিন্তু মনে বেশ জানে, এরা আমার কেউ নয়। সংসারে সব কর্ম্ম কর্‌বে, কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখ্‌বে।

৩৩। ঈশ্বরে ভক্তিলাভ না করে যদি সংসার কর্‌তে যাও, তা হলে আরও জড়িয়ে পড়্‌বে। বিপদ, শোক, তাপ, এ সবে অধৈর্য্য হয়ে যাবে। আর যত বিষয় চিন্তা কর্‌বে, ততই আসক্তি বাড়্‌বে। তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙ্গ্‌তে হয়। তা না হলে হাতে আঠা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তি-রূপ তেল লাভ ক'রে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।

৩৪। জাহাজ যে দিকে যাক্ না কেন, কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিকেই থাকে; তাই জাহাজের দিক ভুল হয় না। মানুষের মন যদি ঈশ্বরের দিকে থাকে, তা হলে আর কোনও ভয় থাকে না।

৩৫। নষ্ট স্ত্রীলোক যেমন আত্মীয় স্বজনের মধ্যে থেকে সংসারের সব কাজ করে, কিন্তু তার মন পড়ে থাকে উপপতির উপর—সে কাজ কর্‌তে কর্‌তে সর্ব্বদা ভাবে যে কখন তার সঙ্গে দেখা হবে; তোমারও সংসারের কাজ করতে কর্‌তে মন সর্ব্বদা যেন ভগবানের দিকে পড়ে থাকে।

৩৬। বালক যেমন এক হাত দিয়ে খোঁটা ধরে বনবন

করে ঘুর্‌তে থাকে, একবারও ভয় করে না, কিন্তু তার মন সেই খোঁটার দিকে সর্ব্বদা পড়ে আছে,—সে মনে জানে, খোঁটাটি ছাড়্‌লেই আমি পড়ে যাব। সংসারেও সেই রকম ভগবানের দিকে মন রেখে সকল কাজ কর, কিন্তু মন যেন সর্ব্বদা তাঁর প্রতি থাকে ; তা হলে নিরাপদে থাক্‌বে।

৩৭। বাউল যেমন দুহাতে দুরকম বাজনা বাজায় ও মুখে গান করে, তোমরাও তেমনি হাতে সমস্ত কাজ কর, কিন্তু মুখে সর্ব্বদা ঈশ্বরের নাম জপ কর্‌তে ভুলো না।

৩৮। কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায়, কিন্তু তার মন কোথায় পড়ে আছে জান ? আড়ায় পড়ে আছে, যেখানে তার ডিমগুলি আছে। সংসারের সব কর্ম্ম কর্‌বে, কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখ্‌বে।

৩৯। তাঁকে জেনে,—এক হাত ঈশ্বরের পাদপদ্মে রেখে, আর এক হাতে সংসারের কার্য্য কর। যতক্ষণ তাঁকে না জানা যায়, ততক্ষণ সংসার মিথ্যা। তখন তাঁকে ভুলে, মানুষ "আমার" "আমার" করে। মায়ায় বদ্ধ হয়ে, কামিনী-কাঞ্চনে মুগ্ধ হয়ে মানুষ আরও ডোবে। মায়াতে মানুষ এমনি অজ্ঞান হয় যে, পালাবার পথ থাক্‌লেও পালাতে পারে না।

৪০। জনকাদি সংসারেও কর্ম্ম করেছিলেন, ঈশ্বরকে মাথায় রেখে কাজ কর্‌তেন ; পশ্চিমের মেয়েদের দেখ নাই ? হিন্দুস্থানী মেয়েরা মাথায় করে চার পাঁচটি জলভরা কলসী নিয়ে যায়। পথে আত্মীয় লোকদের সঙ্গে গল্প করে, সুখদুঃখের

কথা কয়, কিন্তু তাদের মন থাকে মাথার কলসীর উপর, যেন সেটি পড়ে না যায়। ধর্ম্মপথের পথিকদেরও সকল অবস্থায় ভেতরে ঐ রকম দৃষ্টি রাখ্‌তে হবে, মন যেন তাঁর উপর থেকে সরে না যায়।

৪১। যারা তাঁকে ধরে থাকে, তারা এই বিষম শোকেও একেবারে তলিয়ে যায় না; একটু নাড়া চাড়া খেয়েই সাম্‌লে পড়ে। গঙ্গায় ষ্টীমারগুলো গেলে জেলে ডিঙ্গিগুলো কি করে; মনে হয়, যেন একেবারে গেল, আর সামলাতে পার্‌লে না: কোনও খানা বা উল্টেই গেল। আর বড় বড় হাজার মণে কিস্তিগুলো দু চার বার টাল্‌মাটাল্ হ'য়েই যেমন তেম্‌নি স্থির হলো; দু চার বার নাড়া চাড়া কিন্তু খেতেই হবে। কয়-দিনের জন্যই বা সংসারের পুত্রাদির সঙ্গে সম্বন্ধ? মানুষ সুখের আশায় সংসার করতে যায়;—বিয়ে কর্‌লে, ছেলে হলো, সেই ছেলে আবার বড় হলো, তার বিয়ে দিলে—দিন কতক বেশ চল্‌লো। তার পর এটার অসুখ, ওটা মলো, এটা বয়ে গেল,—ভাবনা চিন্তায় একেবারে ব্যতিব্যস্ত। যত রস মরে, তত একেবারে "দশডাক" ছাড়্‌তে থাকে। জীব যেন ডাল: জাঁতার ভিতর পড়েছে, পিষে যাবে। তবে যে কটি ডাল খুঁটি ধরে থাকে, তারা পিষে যায় না। তাই খুঁটি অর্থাৎ ঈশ্বরের শরণাগত হতে হয়: তাঁকে ডাক; তাঁর নাম কর: তবে মুক্তি। তা না হলে কালরূপ জাঁতায় পিষে যাবে।

৪২। পাঁকাল মাছের মত থাক। সে পাঁকে থাকে, কিন্তু

গায়ে পাঁক নাই। ঈশ্বরের উপর মন ফেলে রেখে সংসারের কাজ সব কর। কিন্তু বড় কঠিন। "যে ঘরে আচার, তেঁতুল আর জলের জালা, সেই ঘরে বিকারের রোগী! কেমন করে রোগ সার্‌বে?" আবার তেঁতুল মনে কর্‌লে মুখে জল সরে। পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোক আচার ও তেঁতুলের মত। আর বিষয় তৃষ্ণা সর্ব্বদাই লেগে আছে; ঐটেই জলের জালা। এ তৃষ্ণার শেষ নাই। বিকারের রোগী বলে, "এক জালা জল খাব।" বড় কঠিন। সংসারে নানা গোল।

৪৩। চৈতন্যলাভের পর সংসারে গিয়ে থাক। অনেক পরিশ্রম করে যদি কেউ সোনা পায়, সে মাটির ভিতর রাখ্‌তে পারে,—জলের ভিতরও রাখ্‌তে পারে—সোনার কিছুই হয় না। আমি বলি, অনাসক্ত হয়ে সংসার কর। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গ—তাহলে হাতে আঠা লাগ্‌বে না। কাঁচা মনকে সংসারে রাখ্‌তে গেলে মন মলিন হয়ে যায়; জ্ঞান লাভ করে তবে সংসারে থাক্‌তে হয়। শুধ্ জলে দুধ রাখ্‌লে দুধ নষ্ট হয়ে যায়। মাখন তুলে জলের উপর রাখ্‌লে, আর কোনও গোল থাকে না। বিবেক বৈরাগ্য লাভ করে সংসার করতে হয়। সংসার সমুদ্রে কাম ক্রোধাদি কুমীর আছে। হলুদ গায়ে মেখে জলে নাম্‌লে কুমীরের ভয় থাকে না। বিবেক বৈরাগ্য—হলুদ। সদসৎ বিচারের নাম বিবেক। ঈশ্বরই সৎ, নিত্য বস্তু। আর সব অসৎ, অনিত্য, দুদিনের জন্য। এইটি বোধ।

৪৪। সংসার কর না কেন? তাতে দোষ নাই; তবে ঈশ্বরেতে মন রেখে কর। জেনো যে, বাড়ী, ঘর, পরিবার আমার নয়; এ সব ঈশ্বরের; আমার ঘর ঈশ্বরের কাছে। আর বলি যে তাঁর পাদপদ্মে ভক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে সর্ব্বদা প্রার্থনা কর্‌বে।

৪৫। না গো, তোমাদের সব ত্যাগ কর্‌তে হবে কেন? তোমরা রসেবশে বেশ আছ। নক্সা খেলা জান? আমি বেশী কাটিয়ে জ্বলে গেছি। তোমরা খুব সেয়ানা, কেউ দশে আছ, কেউ ছয়ে আছ, কেউ পাঁচে আছ। বেশী কাটাও নাই। তাই আমার মত জ্বলে যাও নাই। খেলা চল্‌ছে, এ ত বেশ! সত্য বল্‌ছি, তোমরা সংসার কর্‌ছ, এতে দোষ নাই; তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখ্‌তে হবে। তা না হলে হবে না। এক হাতে কর্ম্ম কর, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাক। কর্ম্ম শেষ হলে, দুই হাতে ঈশ্বরকে ধর্‌বে।

৪৬। সব্বাই সংসার ত্যাগ কর্‌বে কেন? আর তাঁর কি ইচ্ছা যে, সকলেই শিয়াল কুকুরের মত কামিনী-কাঞ্চনে মুখ জুব্‌ড়ে থাকে? আর কি কিছু ইচ্ছা তাঁর নয়? কোন্‌টা তাঁর ইচ্ছা, কোন্‌টা অনিচ্ছা, কি সব জেনেছো? তাঁর ইচ্ছা সংসার করা, তুমি বল্‌ছো। যখন স্ত্রী পুত্র মরে, তখন ভগবানের ইচ্ছা দেখ্‌তে পাও না কেন? যখন খেতে পাও না,—তখন ভগবানের ইচ্ছা দেখ্‌তে পাও না কেন? তাঁর কি ইচ্ছা, মায়াতে জান্‌তে দেয় না। তাঁর মায়াতে অনিত্যকে

নিত্য বোধ হয়, আবার নিত্যকে অনিত্য বোধ হয়। সংসার অনিত্য,—এই আছে, এই নাই, কিন্তু তাঁর মায়াতেই বোধ হয়, এই ঠিক। তাঁর মায়াতেই আমি কর্ত্তা বোধ হয়, আর 'আমার' এই সব,—স্ত্রীপুত্র, ভাই-ভগিনী, বাপমা, বাড়ীঘর —এই সব 'আমার' বোধ হয়। সংসারাশ্রম ভোগের আশ্রম। আর কামিনী-কাঞ্চন ভোগ কি আর কর্‌বে? সন্দেশ গলা থেকে নেবে গেলে টক্ কি মিষ্টি মনে থাকে না। তবে সকলে কেন ত্যাগ কর্‌বে? সময় না হলে কি ত্যাগ হয়? ভোগান্ত হয়ে গেলে তবে ত্যাগের সময় হয়। জোর করে কি কেউ ত্যাগ কর্‌তে পারে?

৪৭। সকলের পক্ষে সংসার ত্যাগ নয়। যাদের ভোগান্ত হয় নাই, তাদের পক্ষে সংসার ত্যাগ নয়। তারা নিষ্কাম কর্ম্ম কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বে। বিচার কর্‌তে কর্‌তে সংসারের কোনও বিষয়টা ভোগ কর্‌তে গেলেই যে মন ঐ বিষয় ত্যাগ কর্‌বে, একথা নিশ্চিত। যেমন ধর,—রসগোল্লা খাবে বোলে মন ভারি ধরেছে, কিছুতেই আর বাগ মান্‌ছে না, যত বিচার কর্‌ছো, সব যেন ভেসে যাচ্ছে। তখন কতকগুলো রসগোল্লা এনে এ গাল ও গাল করে চিবিয়ে খেতে খেতে মনকে বল্‌বি— "মন, এরই নাম রসগোল্লা; এও আলু পটোলের মত পঞ্চ ভূতের বিকারে তৈয়ারী হয়েছে; এও খেলে শরীরে গিয়ে রক্ত, মাংস, মল, মূত্র, হবে; যতক্ষণ গালে আছে, ততক্ষণই এটা মিষ্টি— গলার নীচে নামলে আর এ আস্বাদের কথা মনে থাকবে না;

আবার বেশী খাও ত অসুখ হবে। এর জন্য এত লালায়িত কেন? ছি! ছি!—এই খেলে, আর খেতে চেও না।" সামান্য সামান্য বিষয়গুলি এই রকম করে বিচারবুদ্ধি নিয়ে ভোগ করে ত্যাগ করা চলে; কিন্তু বড় বড় গুলোতে ওরকম করা চলে না; ভোগ করতে গেলেই বন্ধনে পড়ে যেতে হয়। সে জন্য বড় বড় বাসনাগুলোকে বিচার করে তাতে দোষ দেখে, মন থেকে তাড়াতে হয়।

৪৮। জলে নৌকা থাকে ক্ষতি নাই, কিন্তু নৌকার ভিতর যেন জল না ঢোকে, তা হলে ডুবে যাবে। তোমরা সংসারে থাক ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমাদের মনের ভিতর যেন সংসার-ভাব না থাকে।

৪৯। সংসার ত্যাগ তোমাদের কেন করতে হবে? যে কালে যুদ্ধ করতেই হবে, কেল্লা থেকেই যুদ্ধ ভাল। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ, ক্ষিদে, তৃষ্ণা, এসবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। এ যুদ্ধ সংসার থেকেই ভাল। আবার কলিতে অন্নগত-প্রাণ, হয় ত খেতেই পেলে না; তখন ঈশ্বর টিশ্বর সব ঘুরে যাবে। এক জন তার মাগ্‌কে বলেছিল, "আমি সংসার ত্যাগ করে চল্‌লুম।" মাগ্‌টি একটু জ্ঞানী ছিল। সে বল্‌লে, "কেন তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াবে? যদি পেটের ভাতের জন্য দশ ঘরে যেতে না হয়, তবে যাও। তা যদি হয়, এই এক ঘরই ভাল।" তোমরা ত্যাগ করবে কেন? বাড়ীতে বরং সুবিধা; আহারের জন্য ভাবতে হবে না। সহবাস স্বদারার সঙ্গে, তাতে দোষ নাই।

শরীরের যখন যেটি দরকার, কাছেই পাবে। রোগ হলে সেবা কর্‌বার লোক কাছেই পাবে। জনক, ব্যাস, বশিষ্ঠ, জ্ঞান লাভ করে সংসারে ছিলেন। এঁরা দুখানা তরবার ঘুরাতেন। এক খানা জ্ঞানের, একখানা কর্ম্মের।

৫০। তোমরা সংসারী, তোমরা এও রাখ, অও রাখ; সংসারও রাখ, ধর্ম্মও রাখ। আমি পঞ্চবটীর কাছে গঙ্গার ধারে "টাকা মাটি, মাটিই টাকা, টাকাই মাটি," এই বিচার কর্‌তে কর্‌তে যখন টাকা গঙ্গার জলে ফেলে দিলুম, তখন একটু ভয় হল! ভাবলুম, আমি কি লক্ষ্মীছাড়া হলুম! মা লক্ষ্মী যদি খ্যাঁট বন্ধ করে দেন, তা হলে কি হবে! তখন পাটোয়ারি কর্‌লুম্। বল্‌লুম, "মা, তুমি যেন হৃদয়ে থেকো।" একজন তপস্যা করাতে ভগবতী সন্তুষ্ট হয়ে বল্‌লেন, "তুমি বর লও।" সে বল্‌লে, "মা, যদি বর দিবে, তবে এই করো, যেন আমি নাতির সঙ্গে সোনার থালে ভাত খাই।" এক বরেতে, নাতি, ঐশ্বর্য্য, সোনার থাল, সব হল।

৫১। শব সাধন কর্‌তে হলে পাশে ছোলা ও মদ রাখ্‌তে হয়। সাধনার কোনও সময় যদি ঐ শব জেগে হাঁ করে, তখন ঐ ছোলা ও মদ তার মুখে দিলে সে স্থির হবে; না পেলে তোমার সাধনার ব্যাঘাত করবে। সংসারের মধ্যে থেকে সাধনা করতে হলে, আগে সংসারের খরচপত্রের ঠিক করে বস্‌তে হবে; না হলে তোমার সাধনার ব্যাঘাত কর্‌বে।

৫২। মন নিয়ে কথা; মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত।

মন যে রংয়ে ছোবাবে, সেই রংয়ে ছুব্‌বে। যেমন ধোপা-ঘরের কাপড় ; লালে ছোবাও, লাল ; নীলে ছোবাও, নীল ; সবুজ রংয়ে ছোবাও, সবুজ। যে রংয়ে ছোবাও, সেই রংয়ে ছুব্‌বে। দেখ না, যদি একটু ইংরাজী পড়, ত অমনি মুখে ইংরাজী কথা এসে পড়ে। আবার সেই সঙ্গে পায়ে বুট জুতা, শিষ্‌ দিয়ে গান করা, এই সব এসে জুট্‌বে। আবার যে পণ্ডিত সংস্কৃত পড়ে, সে সংস্কৃত শ্লোক ঝাড়্‌বে। মনকে কু-সঙ্গে রাখ্‌লে সেইরকম কথাবার্ত্তা, চিন্তা হয়ে যাবে। যদি ভক্তের সঙ্গে রাখ, তাহলে ঈশ্বর-চিন্তা, হরিকথা, এই সব হবে ; মন নিয়েই সব। এক পাশে পরিবার, একপাশে সন্তান ; পবিবারকে এক ভাবে, সন্তানকে আর এক ভাবে আদর করে। কিন্তু একই মন।

৫৩। সংসারের ভিতর—বিশেষ কর্ম্মের মধ্যে থেকে, প্রথমাবস্থায় মন স্থির করতে অনেক ব্যাঘাত হয়। যেমন ফুট পাথের গাছ। যখন চারাগাছ থাকে, তখন বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে। প্রথমাবস্থায় বেড়া দিতে হয় ; গুঁড়ি হলে আর বেড়ার দরকার থাকে না। তখন গুঁড়িতে হাতী বেঁধে দিলেও কিছু হয় না।

৫৪। ভগবদ্দর্শন না হলে কাম একেবারে যায় না। ভগবানের দর্শন হলেও শরীর যতদিন থাকে, ততদিন একটু আধটু থাকে ; তবে মাথা তুল্‌তে পারে না। তবে বলে, কলিতে মনের পাপ পাপ নয়। আর যদি কখনও এক আধবার

কু-ভাব এসে পড়ে, তো কেন এল বলে বসে বসে তাই ভাব্‌তে থাক্‌বি কেন ? ওগুলোকে শৌচ পেচ্ছাপের মত মনে কর্‌বি। আর তাঁর নিকটে খুব প্রার্থনা কর্‌বি ; হরিনাম কর্‌বি ও তাঁর কথাই ভাব্‌বি। ওভাবগুলো এল কি গেল, সে দিকে নজর দিবি না। এর পর ওগুলো বাঁধ মান্‌বে।

৫৫। তোমরা যতদূর পার, স্ত্রীলোকের সঙ্গে অনাসক্ত হয়ে থাক্‌বে। মাঝে মাঝে নির্জ্জন স্থানে গিয়ে ঈশ্বর-চিন্তা করবে। সেখানে যেন ওরা কেউ না থাকে। তার পর ঈশ্বরে বিশ্বাস, ভক্তি এলে অনেকটা অনাসক্ত হয়ে থাক্‌তে পারবে। দু একটি ছেলে হলে স্ত্রী পুরুষ দুই জনে ভাই বোনের মত থাক্‌বে। আর ঈশ্বরকে সর্ব্বদা প্রার্থনা করবে, যাতে ইন্দ্রিয় সুখেতে মন না যায়। ছেলে পুলে আর না হয়।

৫৬। সংসারে থেকে সাধন করা বড় কঠিন। অনেক ব্যাঘাত,—তা আর তোমাদের বল্‌তে হবে না,—রোগ, শোক, দারিদ্র্য, আবার স্ত্রীর সঙ্গে মিল নাই, ছেলে অবাধ্য, মূর্খ, গোঁয়ার, কুড়ি টাকা মাইনে, ছেলের অন্নপ্রাশন দিতে পারছে না, ছেলেকে পড়াতে পারছে না, বাড়ী ভাঙ্গা, ছাদ দিয়ে জল পড়ছে, মেরামত কর্‌বার টাকা নাই। তবে উপায় আছে। মাঝে মাঝে নির্জ্জনে গিয়ে তাঁকে প্রার্থনা করতে হয়, তাঁকে লাভ কর্‌বার জন্য চেষ্টা করতে হয়। যখন অবসর পাবে, কোনও নির্জ্জন স্থানে গিয়ে,—একদিন, দুদিন থাক্‌বে,—যেন

সংসারের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ না থাকে,—যেন কোনও বিষয়ী লোকদের সঙ্গে সাংসারিক বিষয় লয়ে আলাপ না কর্‌তে হয়। হয় নির্জ্জনে বাস, নয় সাধুসঙ্গ।

৫৭। সাধুসঙ্গ সর্ব্বদা করা দরকার, সাধু ঈশ্বরের সহিত আলাপ করিয়ে দিতে পারে। একটু কষ্ট করে সৎসঙ্গ কর্‌তে হয়। বাড়ীতে কেবল বিষয়ের কথা। রোগ লেগেই আছে।

৫৮। সাধুসঙ্গ কেমন জান ?—যেমন চাল ধোয়ানি জল। যার অত্যন্ত নেশা হয়েছে, তাকে যদি চালের জল খাওয়ান যায়, তা হলে তার নেশা কেটে যায়। সেইরূপ এই সংসার-মদে যারা মত্ত রয়েছে, তাদের নেশা কাট্‌বার একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ।

৫৯। বৈদ্যের কাছে না গেলে রোগ ভাল হয় না। সাধুসঙ্গ একদিন করলে হয় না; সর্ব্বদাই দরকার। রোগ লেগেই আছে। আবার বৈদ্যের কাছে না থাক্‌লে নাড়ীজ্ঞান হয় না; সঙ্গে সঙ্গে ঘুর্‌তে হয়। তবে কোন্‌টি কফের নাড়ী, কোন্‌টি পিত্তের নাড়ী বোঝা যায়। সাধুসঙ্গে ঈশ্বরে অনুরাগ হয়; তাঁর উপরে ভালবাসা হয়। ব্যাকুলতা না হলে কিছুই হয় না। সাধুসঙ্গ কর্‌তে কর্‌তে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। যেমন বাড়ীতে কারুর অসুখ হলে, সর্ব্বদাই মন ব্যাকুল হয়ে থাকে,—কিসে রোগী ভাল হয়। সাধুসঙ্গ কর্‌লে আর একটি উপকার হয়। সদসৎ বিচার। সৎ নিত্য পদার্থ অর্থাৎ ঈশ্বর। অসৎ অর্থাৎ অনিত্য। অসৎ পথে মন গেলেই বিচার

করতে হয়। হাতী পরের কলাগাছ খেতে শুঁড় বাড়ালে, সেই সময় মাহুত ডাঙ্গস্ মারে।

৬০। সাধুদের ছবি দেখলে মনে সাধুভাবের উদ্দীপন হয়; শোলার আতা দেখলে যেমন সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়, যুবতী স্ত্রীলোক দেখলে লোকের যেমন ভোগের উদ্দীপন হয়। তাই তোমাদের বলি, সর্ব্বদাই সাধুসঙ্গ দরকার। সংসারের জ্বালা তো দেখছো! ভোগ নিতে গেলেই জ্বালা। সাধুসঙ্গে শান্তি হয়। তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

৬১। এক চোর রাজার বাড়ী চুরি করতে গিয়ে শুনলে যে, রাজা রাণীকে বলচেন যে, কাল সকালে গঙ্গাতীরে যে সকল সাধুরা এসেছেন, তাঁদের মধ্যে একজনকে ডেকে এনে রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহ দিবেন। চোর এই কথা শুনে ভাবলে যে, তবে কেন আমিও সেইখানে সাধু সেজে বসে থাকিগে না, যদি ডাকে, তাহলে রাজকন্যাকে বিবাহ করতে পাব। সে তাই করলে। পর দিন রাজার লোক গিয়ে সাধুদের আহ্বান করতে লাগল; কিন্তু বিবাহের কথা শুনে সাধুরা কেউ রাজী হলো না। তার পর রাজার লোকেরা সেই সাধুবেশধারী চোরকে আহ্বান করলে, চোর একেবারে সম্মত না হয়ে কিঞ্চিৎ চুপ ক'রে থাকলো। রাজার লোকেরা রাজার নিকট এসে বললে যে, একটি যুবা সাধু আছেন, তিনি রাজী হ'লেও হতে পারেন, কিন্তু আর কোনও সাধু সম্মত নন। রাজা অগত্যা সেই সাধুবেশধারী যুবক চোরের নিকট এলেন

এবং নানারকমে তার সাধ্য সাধনা করতে লাগ্‌লেন। রাজাকে সম্মুখে দেখে চোরের মন বদ্‌লে গেল, সে ভাব্‌লে যে, আমি কেবলমাত্র সাধুর বেশ পরেছি, তাতেই আমার নিকট রাজা এসে সাধ্য সাধনা কর্‌ছেন, না জানি আমি প্রকৃত সাধু হলে আমার কি দশা হবে। এইরূপ ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার মন একেবারে বদ্‌লে গেল এবং বিবাহ না করে যাতে প্রকৃত সাধু হওয়া যায়, তারই জন্য সে যত্নবান্ হলো। তার আর বিবাহ করা হলো না। মুহূর্ত্তেক সাধুর বেশ পরে সাধুর নিকট বসে চোরের মন এমনই বদ্‌লে গেল। সৎসঙ্গের মহিমা কত, তাহা বলা যায় না।

৬২। একজন জেলে রাত্রে এক বাগানের পুকুরে জাল ফেলে মাছ চুরি কর্‌ছিল। গৃহস্থ জান্‌তে পেরে তাকে লোক-জন দিয়ে ঘিরে ফেল্‌লে। আর মশাল টশাল নিয়ে চোরকে খুঁজ্‌তে এল। এদিকে জেলেটা খানিকটা ছাই মেখে একটা গাছতলায় সাধু হয়ে বসে আছে। ওরা অনেক খুঁজে দেখে, জেলে টেলে কেউ নাই, কেবল গাছতলায় একটি সাধু ভস্ম-মাখা ধ্যানস্থ হয়ে রয়েছে। তার পরদিন পাড়ায় খবর হলো, একজন ভারি সাধু ওদের বাগানে এসেছে। যত লোক ফল, মূল, ফুল, সন্দেশ, আর আর মিষ্টান্ন দিয়ে সাধুকে প্রণাম করতে এলো। অনেক টাকা পয়সাও সাধুর সাম্‌নে পড়্‌তে লাগ্‌লো। তখন জেলেটা ভাব্‌লে, কি আশ্চর্য্য, আমি সত্যকার সাধু নই তবু আমার উপর লোকের এত ভক্তি!

তবে সত্যকার সাধু হলে আমি নিশ্চয়ই ভগবানকে পাব, সন্দেহ নাই।

৬৩। তা সংসারে হবে না কেন? তবে কি জান, মন নিজের কাছে নাই। নিজের কাছে মন থাক্‌লে তবে ত ভগবানকে দেবে? মন বন্ধক দিয়েছ: কামিনী-কাঞ্চনে বন্ধক! তাই সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ দরকার। মন নিজের কাছে এলে তবে সাধন ভজন হবে। সর্ব্বদাই গুরুর সঙ্গ, গুরুর সেবা, সাধুসঙ্গ প্রয়োজন। হয় নির্জ্জনে রাতদিন তাঁর চিন্তা, নয় সাধুসঙ্গ। মন একলা থাক্‌লেই ক্রমে শুষ্ক হয়ে যায়। এক ভাঁড় জল যদি আলাদা রেখে দাও, ক্রমে শুকিয়ে যাবে। কিন্তু গঙ্গাজলের ভিতর যদি ঐ ভাঁড় ডুবিয়ে রাখ, তা'হলে শুকোবে না। কামারশালার লোহা আগুনে বেশ লাল হয়ে গেল। আবার আলাদা করে রাখ, যেমন কাল, তেমনই কাল। তাই লোহাকে মধ্যে মধ্যে হাপরে দিতে হয়। মন কেমন জান? যেমন স্প্রীংয়ের গদী। যতক্ষণ গদীর উপরে বসে থাকা যায়, ততক্ষণই নীচু হয়ে থাকে; আর ছেড়ে দিলেই তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে। তেমনি সৎ ও সাধুসঙ্গে ভগবানের ভাব যা কিছু লাভ করে, আবার সাধুসঙ্গ পরিত্যাগ কর্‌বামাত্র যে কে সেই—আপনার পূর্ব্বভাব ধারণ করে। হাতীকে ছেড়ে দিলে চারিদিকের গাছপালা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে যায়; কিন্তু তার মাথায় ডাঙ্গস্ মার্‌লে ঠাণ্ডা হয়। মনকে ছেড়ে দিলে সে নানা-রকম ভাবে; কিন্তু বিবেকরূপ ডাঙ্গস্ মার্‌লে সে স্থির হয়।

৬৪। যাঁর নিকট যে কিছু শিক্ষা পাই, তাঁকে গুরু না বলে নির্দ্দিষ্ট একজনকে গুরু বল্‌বার প্রয়োজন কি? ব্যাকুলপ্রাণে যে তাঁকে ডাকে, তার কিছুই দরকার নাই। কিন্তু সচরাচর সে রকম ব্যাকুলতা দেখা যায় না বলেই গুরুর দরকার হয়। গুরু এক, কিন্তু উপগুরু অনেক হতে পারে। যাঁর কাছে কিছু শিক্ষা পাই—তিনিই উপগুরু। অবধূত এইরকম চব্বিশটি উপগুরু করেছিলেন। যেমন কোনও অচেনা জায়গায় যেতে হলে, যে জানে এমন একজনের কথা মত চল্‌তে হয়, অনেককে জিজ্ঞাসা কর্‌লে পথ গোল হয়ে যায়; সেই রকম ঈশ্বরের নিকট যেতে গেলে গুরুর কথামত চল্‌তে হয়। এই নিমিত্ত একজন গুরুর দরকার। সচ্চিদানন্দই গুরুরূপে আসেন। মানুষ-গুরুর কাছে যদি কেউ দীক্ষা লয়, তাঁকে মানুষ ভাব্‌লে কিছু হবে না। তাঁকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভাব্‌তে হয়, তবে ত মন্ত্রে বিশ্বাস হবে। বিশ্বাস হলেই সব হয়ে গেল। শূদ্র (একলব্য) মাটীর দ্রোণকে পূজা করত, সাক্ষাৎ দ্রোণাচার্য্য জ্ঞানে; তাতেই বাণশিক্ষায় সিদ্ধ হলো।

৬৫। সকলেরই মুক্তি হবে, তবে গুরুর উপদেশ অনুসারে চল্‌তে হয়। বাঁকা পথে গেলে ফিরে আস্‌তে কষ্ট হবে, মুক্তি অনেক দেরীতে হয়। হয়ত এ জন্মেও হলো না, আবার হয়ত অনেক জন্মের পর হলো।

৬৬। মানুষের কি সাধ্য অপরকে সংসার-বন্ধন থেকে

মুক্ত করে।' যাঁর এই ভুবনমোহিনী মায়া, তিনিই সেই মায়া থেকে মুক্ত করতে পারেন। সচ্চিদানন্দ গুরু বই আর গুরু নাই। যারা ঈশ্বর লাভ করে নাই, তাঁর আদেশ পায় নাই, যারা ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান্ হয় নাই, তাদের কি সাধ্য জীবের ভববন্ধন মোচন করে। আমি একদিন পঞ্চবটীর কাছ দিয়ে ঝাউতলায় বাহ্যে যাচ্ছিলাম। শুনতে পেলাম যে একটা কোলা ব্যাঙ্ খুব ডাক্‌ছে। বোধ হ'ল সাপে ধরেছে। অনেকক্ষণ পরে যখন ফিরে আসছি, তখনও দেখি, ব্যাঙ্‌টি খুব ডাক্‌ছে। একবার উঁকি মেরে দেখ্‌লাম কি হয়েছে। দেখি, একটা ঢোঁড়ায় ব্যাঙ্‌টিকে ধরেছে,—ছাড়তেও পার্‌ছে না, গিল্‌তেও পার্‌ছে না, ব্যাঙ্‌টারও যন্ত্রণা ঘুচ্‌ছে না। তখন ভাব্‌লাম, ওরে! যদি জাত সাপে ধর্‌ত, তিন ডাকের পর ব্যাঙ্‌টা চুপ হয়ে যেত। একটা ঢোঁড়ায় ধরেছে কি না, তাই সাপটারও যন্ত্রণা, ব্যাঙ্‌টারও যন্ত্রণা। যদি সদ্‌গুরু হয়, জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে ঘোচে। গুরু কাঁচা হলে, গুরুরও যন্ত্রণা, শিষ্যেরও যন্ত্রণা। শিষ্যের অহঙ্কার আর ঘোচে না, সংসার বন্ধন আর কাটে না। কাঁচা গুরুর পাল্লায় পড়্‌লে শিষ্য মুক্ত হয় না। সচ্চিদানন্দই গুরু; যদি মানুষ গুরুরূপে চৈতন্য করে, তো জান্‌বে যে, সচ্চিদানন্দই ঐ রূপ ধারণ করেছেন। গুরু যেমন সেথো; হাত ধরে নিয়ে যান। ভগবান্ দর্শন হলে আর গুরু শিষ্য বোধ থাকে না। "সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু শিষ্যে দেখা নাই!" তাই জনক শুকদেবকে

বল্‌লেন, "যদি ব্রহ্মজ্ঞান চাও, আগে দক্ষিণা দাও।"[*] কেন না, ব্রহ্মজ্ঞান হলে আর গুরু শিষ্য ভেদবুদ্ধি থাক্‌বে না। যতক্ষণ ঈশ্বরদর্শন না হয়, ততদিনই গুরুশিষ্য সম্বন্ধ।

৬৭। সংসার কর্ম্মক্ষেত্র। কর্ম্ম কর্‌তে কর্‌তে তবে জ্ঞান হয়। গুরু বলেছেন, এই সব কর্ম্ম কর, আর এই সব কর্ম্ম করো না। আবার তিনি নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ দেন। কর্ম্ম কর্‌তে কর্‌তে মনের ময়লা কেটে যায়। ভাল ডাক্তারের হাতে পড়্‌লে ঔষধ খেতে খেতে যেমন রোগ সেরে যায়। কেন তিনি সংসার থেকে ছাড়েন না? রোগ সার্‌বে, তবে ছাড়্‌বেন। কামিনীকাঞ্চন ভোগ কর্‌তে ইচ্ছা যখন চলে যাবে, তখন ছাড়্‌বেন। হাঁসপাতালে নাম লিখালে পালিয়ে আসবার যো নাই। রোগের কসুর থাক্‌লে ডাক্তার সাহেব ছাড়্‌বে না।

৬৮। যদি কারও ঠিক ঠিক অনুরাগ আসে ও সাধন ভজনের প্রয়োজন মনে করে, তা হলে নিশ্চয়ই তিনি তার সদ্‌গুরু জুটিয়ে দেন; গুরুর জন্য সাধকের চিন্তা কর্‌বার দরকার নাই।

৬৯। গুরু তিন প্রকার—উত্তম, মধ্যম ও অধম। যে গুরু ধর্ম্মশিক্ষা দিয়ে শিষ্যের কোনও খোঁজ খবর না লয়, সে গুরু অধম; আর যিনি শিষ্যের মঙ্গলের জন্য বার বার বুঝাতে থাকেন, যাতে তাঁর উপদেশ সব ধারণা কর্‌তে পারে, ও ভালবাসা দেখান, তিনি মধ্যম গুরু। আর শিষ্যেরা ঠিক ঠিক

শুন্‌ছে না বা পালন কর্‌ছে না দেখে, যে গুরু খুব জোর জবরদস্তি পর্য্যন্ত করেন, তিনি উত্তম গুরু।

৭০। যারা শিষ্য করে বেড়ায়, তারা হাল্‌কা থাকের লোক। আর যারা সিদ্ধাই অর্থাৎ নানারকম শক্তি চায়, তারাও হাল্‌কা থাক। যেমন গঙ্গা হেঁটে পার হয়ে যাব, এই শক্তি; অন্য আর এক দেশে একজন কি কথা বল্‌ছে, তাই বল্‌তে পারা, এই এক শক্তি। ঈশ্বরে শুদ্ধা ভক্তি হওয়া এই সব লোকের ভারি কঠিন। যারা হীনবুদ্ধি, তারাই সিদ্ধাই চায়। ব্যারাম ভাল করা, মকদ্দমা জেতান, জলে হেটে চলে যাওয়া, এই সব। যারা শুদ্ধ ভক্ত, তারা ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া আর কিছু চায় না। যাদের একটু সিদ্ধাই থাকে, তাদের প্রতিষ্ঠা, লোকমান্য, এই সব হয়। সিদ্ধাই থাকা এক মহাগোল। একজন সিদ্ধ সমুদ্রের ধারে বসে আছে, এমন সময় একটা ঝড় এল। ঝড়ে তার কষ্ট হলো বলে সে বল্লে, "ঝড় থেমে যাক!" তার বাক্য মিথ্যা হবার নয়। একখানা জাহাজ পাল ভরে যাচ্ছিল। ঝড় হঠাৎ থামাও যা, আর জাহাজ টুক্ করে ডুবে গেল। এক জাহাজ লোক সেই সঙ্গে ডুবে গেল। এখন এতগুলি লোক মারা যাওয়াতে যে পাপ হলো, সব ওর হলো। সেই পাপে সিদ্ধাইও গেল, আবার নরকও হলো।

৭১। গুরুগিরি বেশ্যাগিরির মত। ছার টাকা কড়ি, লোকমান্য হওয়া, শরীরের সেবা, এই সবের জন্য আপনাকে বিক্রী করা। যে শরীর, মন, আত্মাদ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা

যায়, সেই শরীর, মন, আত্মাকে সামান্য জিনিসের জন্য এরূপ করে রাখা ভাল নয়। একজন বলেছিল, "সাবির এখন খুব সময়, এখন তার বেশ হয়েছে ;—একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছে, ঘুঁটেরে, গোবররে, তক্তাপোষ, দুখানা বাসন হয়েছে, বিছানা, মাদুর, তাকিয়া, কত লোক বশীভূত, যাচ্ছে, আস্‌ছে ; তাই সুখ ধরে না।" সামান্য জিনিসের জন্য নিজের সর্ব্বনাশ! অনেকের ইচ্ছা হয়, গুরুগিরি করি ; পাঁচজনে গণে, মানে, শিষ্য সেবক হয় ; লোকে বল্‌বে গুরুচরণের ভাইয়ের আজকাল বেশ সময়, কত লোক আস্‌ছে, যাচ্ছে, শিষ্য সেবক অনেক হয়েছে, ঘরে জিনিসপত্র থৈ থৈ কর্‌ছে, কত জিনিস কত লোক এনে দিচ্ছে, সে যদি মনে করে,—তার এমন শক্তি হয়েছে যে,—কত লোককে খাওয়াতে পারে!

৭২। গুরুগিরি করা ভাল নয়। ঈশ্বরের আদেশ না পেলে আচার্য্য হওয়া যায় না। যে নিজে বলে, "আমি গুরু," সে হীনবুদ্ধি। দাঁড়িপাল্লা দেখ নাই? হাল্‌কা দিকটা উঁচু হয়। যে ব্যক্তি নিজে উঁচু হয়, সে হাল্‌কা। সকলেই গুরু হতে যায়! শিষ্য পাওয়া যায় না।

৭৩। সংসারে থাক ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে। ঝড়ের এঁটো পাতাকে কখন ঘরের ভেতর লয়ে যায়, কখন আঁস্তাকুড়ে। হাওয়া যে দিকে যায়, পাতাও সে দিকে যায়। কখন ভাল জায়গায়, কখন মন্দ জায়গায়। তোমাকে এখন

সংসারে ফেলেছেন ; ভাল, এখন সেই স্থানেই থাক, আবার যখন সেখান থেকে তুলে ওর চেয়ে ভাল জায়গায় ফেল্‌বেন, তখন যা হয় হবে। তাঁকে আত্মসমর্পণ কর। তা হলে আর কোন গোল থাক্‌বে না। তখন দেখ্‌বে, তিনিই সব কর্‌ছেন। সবই রামের ইচ্ছা।

৭৪। কোনও একগ্রামে এক তাঁতি থাকে। বড় ধার্ম্মিক, সকলেই তাকে বিশ্বাস করে আর ভালবাসে। তাঁতি হাটে গিয়ে কাপড় বিক্রী করে। খরিদ্দার দাম জিজ্ঞাসা কর্‌লে বলে, "রামের ইচ্ছা, সূতার দাম একটাকা, রামের ইচ্ছা, মেহনতের দাম চার আনা, রামের ইচ্ছা, মুনফা দু আনা, কাপড়ের দাম রামের ইচ্ছায় একটাকা ছয় আনা।" লোকের এত বিশ্বাস যে, তৎক্ষণাৎ দাম ফেলে দিয়ে কাপড় নিত। লোকটি ভারি ভক্ত, রাত্রিতে খাওয়া দাওয়া করে অনেকক্ষণ চালায় বসে ঈশ্বরচিন্তা করে, তাঁর নাম গুণ কীর্ত্তন করে। একদিন অনেক রাত পর্য্যন্ত লোকটির ঘুম হচ্ছে না, বসে আছে, এক একবার তামাক খাচ্ছে ; এমন সময় সেই স্থান দিয়ে একদল ডাকাত ডাকাতি কর্‌তে যাচ্ছে। তাদের মুটের অভাব হওয়াতে তাকে বল্লে, "আমাদের সঙ্গে আয়।" এই বলে হাত ধরে টেনে নিয়ে চল্লো। তারপর একজনদের বাড়ী গিয়ে ডাকাতি কর্‌লে। কতকগুলো জিনিস তাঁতির মাথায় চাপিয়ে দিলে। এমন সময় পুলিস এসে পড়্‌ল। ডাকাতেরা পালাল। কেবল তাঁতিটি মাথায় মোট সমেত ধরা পড়্‌ল।

সে রাত্রি তাকে হাজতে রাখা হলো। তার পরদিন হাকিমের কাছে বিচার। কিন্তু গ্রামের লোক জান্‌তে পেরে সব এসে উপস্থিত। তারা সকলে বল্লে, "এ লোক কখনও ডাকাতি কর্‌তে পারে না।" হাকিম তখন তাঁতিকে জিজ্ঞাসা করলে, "কি গো, তুমি কি হয়েছে বল।" তাঁতি বল্‌লে, "হুজুর, রামের ইচ্ছা, আমি রাত্রিতে ভাত খেলুম। তারপর রামের ইচ্ছা, আমি চালায় বসে আছি, রামের ইচ্ছা, অনেক রাত হলো। আমি রামের ইচ্ছা, ভগবানের নাম কর্‌ছিলাম। এমন সময় রামের ইচ্ছা, একদল ডাকাত সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। রামের ইচ্ছা, তারা আমায় ধরে টেনে নিয়ে গেল। রামের ইচ্ছা, তারা একজনের বাড়ী ডাকাতি করে, রামের ইচ্ছা, আমার মাথায় মোট দিলে। এমন সময় রামের ইচ্ছা, পুলিস এসে পড়্‌ল। রামের ইচ্ছা, আমি ধরা পড়্‌লাম। তখন রামের ইচ্ছা, পুলিসের লোকেরা হাজতে দিল। আজ সকালে, রামের ইচ্ছা, হুজুরের কাছে এনেছে।" অমন ধার্ম্মিক লোক দেখে সাহেব তাঁতিকে ছেড়ে দিবার হুকুম দিলেন। তাঁতি রাস্তায় বন্ধুদের বল্‌লে, "রামের ইচ্ছা, আমাকে ছেড়ে দিয়েছে।" সংসার করা, সন্ন্যাস করা, সবই রামের ইচ্ছা। তাই তাঁর উপর সব ফেলে দিয়ে সংসারে কাজ কর।

৭৫। ছেলেবেলা থেকে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ—এটি খুব আশ্চর্য্য। খুব কম লোকের হয়। তা না হলে যেমন শিলে খেকো আম—ঠাকুরের সেবায় লাগে না, নিজে খেতেও ভয়

হয়। আগে অনেক পাপ করেছে, তারপর বুড়ো বয়সে হরিনাম কর্‌ছে,—এ মন্দের ভাল।

৭৬। আমি ছেলেদের এত ভালবাসি কেন জান? ছেলেবেলা তাদের মন ষোল আনা নিজের কাছে থাকে, ক্রমে ভাগ হয়ে পড়ে। বে হলে আট আনা স্ত্রীর উপর যায়, ছেলে হলে আবার চার আনা তাদের প্রতি যায়, বাকী চার আনা মা, বাপ, মান, সম্ভ্রম, বেশ ভূষা ইত্যাদিতে চলে যায়। এইজন্য ছেলেবেলায় যারা ঈশ্বর লাভের চেষ্টা করে, তারা সহজে তাঁকে লাভ কর্‌তে পার্‌বে। বুড়োদের হওয়া বড় কঠিন।

৭৭। একসের দুধে এক ছটাক জল থাক্‌লে সহজে অল্প জ্বাল দিয়ে ক্ষীর করা যায়, কিন্তু একসের দুধে তিন পোয়া জল থাক্‌লে সহজে ক্ষীর হয় না, অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে জ্বাল দিতে হয়, তবে হয়; সেই রকম বালকের মনে বিষয়-বাসনা খুব কম, এইরূপ একটুতে ঈশ্বরের দিকে যায়; কিন্তু বুড়োদের মনে বিষয়-বাসনা গজ্‌গজ্‌ করে, তাইতে তাদের মন সহজে তাঁর দিকে যায় না।

৭৮। যেমন কচি বাঁশ অতি সহজে নোয়ান যায়, পাকা বাঁশ নোয়াতে গেলে ভেঙ্গে যায়; তেমনি ছেলেদের মন সহজে ঈশ্বরে নিয়ে যাওয়া যায়; কিন্তু বুড়োদের মন ঈশ্বরের দিকে টান্‌তে গেলে ছেড়ে পালায়।

৭৯। মানুষের মন যেন সর্‌ষের পুঁটুলি। সর্‌ষের পুঁটুলি একবার ছড়িয়ে গেলে যেমন কুড়ান ভার হয়ে উঠে, তেমনি

মানুষের মন একবার সংসারে ছড়িয়ে গেলে তখন স্থির করা বড় কঠিন হয়ে পড়ে। বালকের মন ছড়ায়নি, অল্পতেই স্থির হয়; কিন্তু বুড়োদের ষোল আনা মন সংসারে ছড়িয়ে রয়েছে, সংসার থেকে মন তুলে ঈশ্বরে স্থির করা বড় শক্ত।

৮০। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দধি মন্থন কর্‌লে যেমন উত্তম মাখন উঠে থাকে, বেলা হলে কিন্তু আর ভাল মাখন তোলা যায় না; সেইরূপ বাল্যকালে যারা ঈশ্বরানুরাগী হয় ও সাধন ভজন করে, তাদেরই ঈশ্বর লাভ হয়ে থাকে।

৮১। বয়স হলে সংসার থেকে চলে গিয়ে ঈশ্বর চিন্তা করা ভাল।

৮২। সংসারে থাক্‌তে গেলেই সুখ দুঃখ আছে,—একটু আধটু অশান্তি আছে। কালির ঘরে থাক্‌লে গায়ে একটু কালি লাগেই। হাততালি দিয়ে সকালে বিকালে হরিনাম কর্‌বে—'হরিবোল' 'হরিবোল' বলে।

৮৩। নামের খুব মাহাত্ম্য আছে বটে, তবে অনুরাগ না থাক্‌লে কি হয়? ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হওয়া দরকার। তা না হলে শুধু নাম করে যাচ্ছি, কিন্তু কামিনীকাঞ্চনে মন রয়েছে, তাতে কি হয়? বিছে বা ডাকুর (বড় মাকড়সা) কামড় অমনি মন্ত্রে সারে না, ঘুঁটের ভাব্‌রা দিতে হয়।

৮৪। নামও কর, সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা কর, যাতে ঈশ্বরেতে অনুরাগ হয়; আর যে সব জিনিস দুদিনের জন্য—যেমন

টাকা, মান, দেহের সুখ,—তাদের উপর যাতে ভালবাসা কমে যায়, প্রার্থনা কর।

৮৫। তাঁর নাম কর্‌লে সব পাপ কেটে যায়। কাম, ক্রোধ, শরীরের সুখ-ইচ্ছা, এ সব পালিয়ে যায়।

৮৬। "তন্নামে অরুচি!" বিকারে যদি অরুচি হলো, তা হলে আর বাঁচবার পথ থাকে না; যদি একটু রুচি থাকে, তবে বাঁচবার খুব আশা। তাই নামে রুচি। ঈশ্বরের নাম কর্‌তে হয়। দুর্গানাম, কৃষ্ণনাম, শিবনাম, যে নাম বলে ঈশ্বরকে ডাক না কেন। যদি নাম কর্‌তে অনুরাগ দিন দিন বাড়ে, যদি আনন্দ হয়, তাহলে আর কোনও ভয় নাই। বিকার কাট্‌বেই কাট্‌বে; তাঁর কৃপা হবেই হবে।

৮৭। নিতাই কোনও রকমে হরিনাম করিয়ে নিতেন। চৈতন্যদেব বলেছিলেন, "ঈশ্বরের নামের ভারি মাহাত্ম্য, শীঘ্র ফল না হতে পারে, কিন্তু কখনও না কখনও এর ফল হবেই হবে।" যেমন কেউ বাড়ীর কার্ণিশের উপর বীজ রেখে গিয়েছিল। অনেক দিন পরে বাড়ী ভূমিসাৎ হয়ে গেল; তখনও সেই বীজ মাটিতে পড়ে গাছ হলো, তার ফলও হলো। কেন? নাম কি কম? তিনি আর তাঁর নাম তফাৎ নয়। সত্যভামা যখন তুলাযন্ত্রে স্বর্ণমণিমাণিক্য দিয়ে ঠাকুরকে ওজন কর্‌ছিলেন, তখন হলো না। যখন রুক্মিণী তুলসী আর কৃষ্ণনাম একদিকে লিখে দিলেন, তখন ঠিক ওজন হলো।

৮৮। সংসারী লোকদের যদি বল, "সব ত্যাগ করে

ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও”, তা তারা কখনও শুন্‌বে না। তাই বিষয়ী লোকদের টান্‌বার জন্য গৌর নিতাই দুভাই মিলে পরামর্শ করে এই ব্যবস্থা করেছিলেন ;—“মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বল্ হরিবোল্।” প্রথম দুইটির লোভে অনেকে হরিবোল বল্‌তে যেতো। হরিনাম সুধার একটু আস্বাদ পেলে তারা বুঝ্‌তে পারতো যে, ‘মাগুর মাছের ঝোল’ আর কিছু নয়, কেবল হরিপ্রেমে যে অশ্রু পড়ে তাই ; আর যুবতী মেয়ে কি না—পৃথিবী। ‘যুবতী মেয়ের কোল’—কি না, ধূলায় হরিপ্রেমে গড়াগড়ি।

৮৯। ঈশ্বরেব নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই—“কি, আমি তাঁর নাম করেছি, আমার এখনও পাপ থাক্‌বে ? আমার আবার পাপ কি ? আমার আবার বন্ধন কি ?” ভগবানের নাম কর্‌লে মানুষের দেহ, মন, সব শুদ্ধ হয়ে যায়। কেবল “পাপ” আর “নরক” এই সব কথা কেন ? একবার বল যে, অন্যায় কর্ম্ম যা করেছি, আর কর্‌ব না ; আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর।

৯০। মনকে একাগ্র কর্‌বার জন্য ধ্যান কর্‌বার আগে হাততালি দিয়ে খানিকক্ষণ “হরিবোল” “হরিবোল” বল্‌বি। গাছতলায় হাততালি দিলে যেমন গাছের পাখী উড়ে যায়, তেমনি “হরিবোল” “হরিবোল” বল্‌লে কুচিন্তা মন থেকে চলে যায়।

৯১। সংসারী লোক যদি হরিনাম করে, তাহলে বাহাদুরী

আছে। দেখ, জনক রাজা খুব বাহাদুর ; সে দুখানি তরোয়াল ঘুরাত, একখানা জ্ঞান ও একখানা কর্ম্ম। একদিকে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান, আর এক দিকে সংসারের কর্ম্ম কর্‌ছে।

৯২। তোমাদের ধন, ঐশ্বর্য্য আছে, অথচ ঈশ্বরকে ডাক্‌ছো—এ খুব ভাল। গীতায় আছে, যারা যোগভ্রষ্ট, তারাই ভক্ত হয়ে ধনীর ঘরে জন্মায়।

৯৩। বন্ধন আর মুক্তি,—দুয়ের কর্ত্তাই তিনি। তাঁর মায়াতে সংসারী জীব কামিনী ও কাঞ্চনে বদ্ধ, আবার তাঁর দয়া হলেই মুক্ত হয়ে যায়। তিনি "ভববন্ধনের বন্ধনহারিণী তারিণী।" তাঁর ইচ্ছা যে, তিনি এই সব নিয়ে খেলা করেন। বুড়ীকে আগে থাক্‌তে ছুঁলে আর দৌড়াদৌড়ি কর্‌তে হয় না। সকলেই যদি ছুঁয়ে ফেলে, তা হলে খেলা হয় কেমন ক'রে ? সকলেই ছুঁয়ে ফেল্‌লে বুড়ী অসন্তুষ্ট হয় ; খেলা চল্‌লে বুড়ীর আহ্লাদ হয়। তিনি লীলাময়ী, এ সংসার তাঁর লীলা। তিনি ইচ্ছাময়ী,—আনন্দময়ী। তাই লক্ষের মধ্যে একজনকে মুক্তি দেন। তিনি যদি আবার দয়া করে মনকে ফিরিয়ে দেন, তা হলে বিষয়বুদ্ধির হাত থেকে মুক্তি হয়। তখন আবার তাঁর পাদপদ্মে মন হয়।

৯৪। তাঁকে যদি লাভ কর্‌তে পার, সংসার অসার বলে বোধ হবে না। যে তাঁকে জেনেছে, সে দেখে যে জীবজগৎ সে তিনিই হয়েছেন। ছেলেদের খাওয়াবে, যেন গোপালকে খাওয়াচ্ছ। পিতামাতাকে ঈশ্বর ঈশ্বরী দেখ্‌বে ও সেবা

কর্‌বে। তাঁকে জেনে সংসার কর্‌লে বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় ঐহিক সম্বন্ধ থাকে না। দুজনেই ভক্ত; কেবল ঈশ্বরের কথা কয়; ঈশ্বরের প্রসঙ্গ লয়ে থাকে। ভক্তের সেবা করে। তবে এমনটি হতে গেলে দুজনেরই ভাল হওয়া চাই। দুজনে যদি সেই ঈশ্বরানন্দ পেয়ে থাকে, তা হলে এটি সম্ভব হয়। ভগবানের বিশেষ কৃপা চাই; না হলে সর্ব্বদা অমিল হয়। একজনকে তফাতে যেতে হয়। যদি না মিল হয়, তা হলে বড় যন্ত্রণা। স্ত্রী হয়ত রাতদিন বলে, "কেন বাবা এখানে বিয়ে দিলে? এমন লোকের হাতে পড়েছি, একদিনের জন্য সুখ হলো না! না খেতে পেলুম, না বাছাদের খাওয়াতে পার্‌লুম, না পর্‌তে পেলুম, না বাছাদের পরাতে পার্‌লুম, না একখানা গয়না!—তুমি আমায় কি সুখে রেখেছ, কেবল চোখ বুজে ঈশ্বর ঈশ্বর কর্‌ছো, ওসব পাগলামি ছাড়।"

৯৫। যোগী দুরকম—ব্যক্ত যোগী আর গুপ্ত যোগী। সংসারে গুপ্ত যোগী। কেউ তাকে টের পায় না। সংসারীর পক্ষে মনে ত্যাগ, বাহিরে ত্যাগ নয়। জোর করে সংসার থেকে চলে আসা ভাল নয়।

৯৬। লোকের সঙ্গে বাস কর্‌তে গেলেই দুষ্ট লোকের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা কর্‌বার জন্য একটু তমোগুণ দেখান দরকার। কিন্তু সে অনিষ্ট কর্‌বে বলে, উল্টে তার অনিষ্ট করা উচিত নয়। এক মাঠে রাখাল গরু চরাত। সেই মাঠে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ ছিল। সকলেই সেই

সাপের ভয়ে অত্যন্ত সাবধানে থাক্‌তো। একদিন একটি ব্রহ্মচারী সেই মাঠের পথ দিয়ে আস্‌ছিল। রাখালেরা দৌড়ে এসে বল্‌লে, "ঠাকুর মহাশয়, ওদিক দিয়ে যাবেন না। ওদিকে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ আছে।" ব্রহ্মচারী বল্‌লে, "বাবা, তা হোক্‌, আমার তাতে ভয় নাই, আমি মন্ত্র জানি।" এই কথা বলে ব্রহ্মচারী সেই দিকে চলে গেল। রাখালেরা ভয়ে কেউ সঙ্গে গেল না। এ দিকে সাপটা ফণা তুলে দৌড়ে আস্‌ছে। কিন্তু কাছে না আস্‌তে আস্‌তে ব্রহ্মচারী যেই একটি মন্ত্র পড়্‌লে, অমনি সাপটা কেঁচোর মত পায়ের কাছে পড়ে রইল। ব্রহ্মচারী বল্‌লে, "ওরে তুই কেন পরের হিংসা করে কুরে বেড়াস্‌, আয়, তোকে মন্ত্র দিব। এই মন্ত্র জপ্‌লে, তোর ভগবানে ভক্তি হবে, ভগবান্‌ লাভ হবে, আর হিংসা প্রবৃত্তি থাক্‌বে না।" এই বলে সে সাপটাকে মন্ত্র দিলে। সাপটা মন্ত্র পেয়ে গুরুকে প্রণাম কর্‌লে, আর জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "ঠাকুর, কি করে সাধনা কর্‌ব, বলুন।" গুরু বল্‌লেন, "এই মন্ত্র জপ কর, আর কারও হিংসা করো না।" ব্রহ্মচারী যাবার সময় বল্লে, "আমি আবার আসব।" এই রকম কিছু দিন যায়। রাখালেরা দেখে যে, সাপটা আর কামড়াতে আসে না। ঢ্যালা মারে, তবুও রাগ হয় না, যেন কেঁচোর মত হয়ে গেছে। একদিন একজন রাখাল কাছে গিয়ে ল্যাজ ধরে খুব ঘুরপাক দিয়ে তাকে আছ্‌ড়ে আছড়ে ফেলে দিলে। সাপটার মুখ দিয়ে রক্ত উঠ্‌তে লাগ্‌লো,

আর সে অচেতন হয়ে পড়্‌ল,—নড়ে না, চড়ে না। রাখালেরা মনে কর্‌লে, সাপটা মরে গেছে। এই মনে করে তারা চলে গেল। অনেক রাত্রে সাপের চেতনা হল। তখন সে আস্তে আস্তে অতি কষ্টে তার গর্ত্তের ভিতর চলে গেল। নড়্‌বার শক্তি নাই। অনেক দিন পরে যখন অস্থি-চর্ম্ম-সার হয়ে গেছে, তখন বাহিরে খাবার চেষ্টায় রোজ রাত্রে এক একবার চ'রতে আস্‌তো। ভয়ে দিনের বেলা আস্‌তো না। মন্ত্র লওয়া অবধি আর হিংসা করে না। মাটি, পাতা, গাছ থেকে পড়ে গেছে এমন ফল খেয়ে প্রাণ ধারণ কর্‌তো। প্রায় এক বৎসর পরে ব্রহ্মচারী সেই পথে আবার এলো। এসেই তার দেওয়া নাম ধরে সাপটাকে ডাক্‌তে লাগ্‌লো। সে গুরুদেবের আওয়াজ শুনে গর্ত্ত থেকে বেড়িয়ে এলো, ও খুব ভক্তিভাবে প্রণাম কর্‌লে। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "তুই কেমন আছিস্।" সে বল্‌লে, "আজ্ঞে, ভাল আছি।" ব্রহ্মচারী বল্‌লে, "তবে তুই এত রোগা হয়ে গেছিস্ কেন?" সাপ বল্‌লে, "ঠাকুর, আপনি আদেশ করেছেন—কারও হিংসা করো না। তাই পাতাটা ফলটা খাই বলে বোধ হয় রোগা হয়ে গেছি।" সে ভুলেই গিছিল যে রাখালেরা তাকে মেরে ফেল্‌বার যোগাড় করেছিল। ব্রহ্মচারী বল্‌লে, "শুধু না খাওয়ার দরুণ এরূপ অবস্থা হয় না, অবশ্য আরও কোনও কারণ আছে; তুই ভেবে ছাখ্।" সাপটার তখন মনে পড়্‌লো যে রাখালেরা তাকে আছাড় মেরেছিল। তখন সে বল্‌লে,

"ঠাকুর, এখন মনে পড়েছে বটে, রাখালেরা একদিন আমায় আছাড় মেরেছিল। তাহারা অজ্ঞান, তারা ত জানে না যে আমার মনের কি অবস্থা। আমি যে কাহাকেও কামড়াব না বা কোনও রূপ অনিষ্ট কর্‌বো না, তারা কেমন করে জান্‌বে?" ব্রহ্মচারী বল্‌লে, "ছি! তুই এত বোকা! আপনাকে রক্ষা কর্‌তে জানিস্ না? আমি কামড়াতেই বারণ করেছি, ফোঁস্ কর্‌তে নয়। ফোঁস্ করে তাদের ভয় দেখাস্ নাই কেন? দুষ্ট লোকের কাছে ফোঁস্ কর্‌তে হয়। ভয় দেখাতে হয়, পাছে অনিষ্ট করে। তাদের গায়ে বিষ ঢাল্‌তে নাই, উল্‌টে অনিষ্ট কর্‌তে নাই।"

৯৭। অসৎ লোকে তোমাকে কত কি বল্‌বে, নিন্দা কর্‌বে। তুমি যদি আন্তরিক ভগবানকে চাও, তুমি সব সহ্য কর্‌বে। দুষ্টলোকের মধ্যে থেকে কি আর ঈশ্বর-চিন্তা হয় না? দেখনা, ঋষিরা বনের মধ্যে ঈশ্বরকে চিন্তা কর্‌তো। চারিদিকে বাঘ, ভালুক, নানা হিংস্র জন্তু। অসৎ লোকের বাঘ, ভালুকের স্বভাব,—তেড়ে এসে অনিষ্ট করে। কেউ কেউ সাপের স্বভাব। তুমি জান না, তোমায় ছোবল দেবে। ছোবল সামলাতে অনেক বিচার আন্‌তে হয়। তা না হলে হয়ত তোমার এমন রাগ হয়ে গেল যে তার আবার উল্টে অনিষ্ট কর্‌তে ইচ্ছা হয়। সংসারী লোকেরা কত কি বলে। কিন্তু দ্যাখ্, হাতী যখন চলে যায়, পেছনে কত জানোয়ার কত রকম চীৎকার করে; কিন্তু হাতী ফিরেও চায় না।

৯৮। সহ্যগুণের চেয়ে আর গুণ নাই। যে সয়, সেই রয়; যে না সয়, সে নাশ হয়। সকল বর্ণের মধ্যে 'স' তিনটে,—শ, ষ, স। সকলেরই সহ্যগুণ থাকা চাই। যেমন কামার বাড়ীর লাইয়ের উপর কত জোর করে বড় হাতুড়ী পেটে, তবুও কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। যে যাই বলুক ও যাই করুক না কেন, সব সহ্য করে নেবে।

৯৯। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন। তবে ভাল লোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে, মন্দলোকের কাছ থেকে তফাৎ থাক্‌তে হয়। বাঘের ভিতরও নারায়ণ আছেন; তা বলে বাঘকে আলিঙ্গন করা চলে না। যদি বল, বাঘ ত নারায়ণ, তবে কেন পালাব? তার উত্তর এই যে, যারা বল্‌ছে, পালিয়ে এস, তারাও নারায়ণ। তাদের কথা কেন না শুনি? একটা গল্প শোন। কোনও এক বনে একটি সাধু থাকে। তাঁর অনেকগুলি শিষ্য। তিনি একদিন শিষ্যদের উপদেশ দিলেন যে, সর্ব্বভূতে নারায়ণ আছেন, এইটি জেনে সকলকে নমস্কার কর্‌বে। একদিন একটি শিষ্য বনের মধ্যে কাঠ আন্‌তে গিছ্‌লো। এমন সময় একটা রব উঠ্‌লো, কে কোথা আছ পালাও,—একটা পাগ্‌লা হাতী যাচ্ছে; সবাই পালিয়ে গেল, কিন্তু শিষ্যটি পালাল না। সে জানে হাতীও যে নারায়ণ, তবে কেন পালাব? এই বলে নমস্কার করে স্তব স্তুতি কর্‌তে লাগলো; এদিকে মাহুত চেঁচিয়ে বল্‌ছে, "পালাও, পালাও।" শিষ্যটি তবুও নড়লো না। শেষে হাতীটা শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে তাকে একধারে ছুড়ে

ফেলে দিয়ে চলে গেল। শিষ্য অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল। এই সংবাদ পেয়ে গুরু ও অন্যান্য শিষ্যেরা তাকে আশ্রমে নিয়ে এল। খানিকক্ষণ পরে চেতনা হলে তাকে কেউ জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "তুমি হাতী আস্‌ছে শুনে কেন চলে গেলে না?" সে বল্‌লে, "গুরুদেব যে আমায় বলেছিলেন, নারায়ণই মানুষ, জীব, জন্তু সব হয়েছেন। তাই আমি হাতীনারায়ণ আস্‌ছে দেখে সেখান থেকে সরে যাই নাই।" গুরু বল্‌লেন, "বাবা, হাতীনারায়ণ আস্‌ছিলেন ব'টে, সত্য, কিন্তু বাবা, মাহুতনারায়ণ ত তোমায় বারণ করেছিলেন। যদি সবই নারায়ণ, তবে তার কথা বিশ্বাস কর্‌লে না কেন? মাহুতনারায়ণের কথাও শুন্‌তে হয়।"

•

১০০। শাস্ত্রে আছে, "আপো নারায়ণঃ"—জল নারায়ণ। কিন্তু কোন জল ঠাকুর সেবায় চলে; আবার কোন জলে আঁচান, বাসন মাজা, কাপড় কাচা কেবল চলে, কিন্তু খাওয়া বা ঠাকুর সেবা চলে না। তেমনি সাধু, অসাধু, ভক্ত, অভক্ত, সকলেরই হৃদয়ে নারায়ণ আছেন। কিন্তু অসাধু, অভক্ত, দুষ্টলোকের সঙ্গে ব্যবহার চলে না, মাখামাখি চলে না। কারও সঙ্গে কেবল মুখের আলাপ পর্য্যন্ত চলে, আবার কারও সঙ্গে তাও চলে না। ঐরূপ লোকের কাছ থেকে তফাতে থাক্‌তে হয়। যে সকল লোক নিজে কখন ধর্ম্মচর্চ্চা করে না, অন্যকেও ধ্যান পূজা কর্‌তে দেখ্‌লে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের নিন্দা করে, সাধন অবস্থায় কখনও এরূপ

লোকের সঙ্গ কর্‌বে না। তাদের কাছ থেকে একেবারে দূরে থাকৃবে।

১০১। যখন বাহিরের লোকের সঙ্গে মিশ্‌বে, তখন সকলকে ভালবাস্‌বে; মিশে যেন এক হয়ে যাবে,—বিদ্বেষ-ভাব আর রাখ্‌বে না। "ও ব্যক্তি সাকার মানে, নিরাকার মানে না; ও নিরাকার মানে, সাকার মানে না; ও হিন্দু, ও মুসলমান, ও খৃষ্টান্" এই বলে নাক সিট্‌কে ঘৃণা করো না। তিনি যাকে যেমন বুঝিয়েছেন। সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি জান্‌বে, জেনে তাদের সঙ্গে মিশ্‌বে, যতদূর পার। তার পর নিজের ঘরে গিয়ে শান্তি, আনন্দ ভোগ কর্‌বে। রাখাল যখন গরু চরাতে যায়, তখন গরু সব মাঠে গিয়ে এক হয়ে যায়। একপালের গরু। আবার যখন সন্ধ্যের সময় নিজের ঘরে যায়, তখন আবার পৃথক্ হয়ে যায়।

১০২। কারও নিন্দা করো না; পোকাটিরও নয়। প্রার্থনা কর্‌বে, যেন কারু নিন্দা না করি।

১০৩। তুমি খোসামুদে কথায় ভুলো না। বিষয়ী লোক দেখ্‌লেই খোসামুদে এসে জোটে। মরা গরু একটা পেলে যত শকুনি সেখানে এসে পড়ে। বিষয়ী লোকগুলোর পদার্থ নাই, যেন গোবরের ঝোড়া। খোসামুদেরা এসে বল্‌বে, "আপনি দানী, জ্ঞানী, ধ্যানী।" বলা ত নয়, অমনি বাঁশ।

১০৪। মোসাহেবরা মনে করে, বাবু তাদের টাকা ঢেলে দেবে। কিন্তু বাবুর কাছে আদায় করা বড় কঠিন। একটা

শৃগাল একটা বলদকে দেখে তার সঙ্গ আর ছাড়ে না। সে চলে বেড়ায়, ওটাও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ায়। শৃগালটা মনে করেছে, "ওর অণ্ডের কোষ ঝুল্‌ছে, সেইটে কখন না কখন পড়ে যাবে, আর আমি খাব।" বলদটা যখন ঘুমোয়, সেও কাছে শুয়ে ঘুমোয়, আর যখন উঠে চরে বেড়ায়, সেও সঙ্গে সঙ্গে থাকে। কত দিন এই রকমে যায়, কিন্তু কোষটা পড়্‌ল না; তখন সে নিরাশ হয়ে চলে গেল। মোসাহেবদের এইরূপ অবস্থা।

১০৫। সংসারীদের যা কর্ত্তব্য, চৈতন্যদেব বলেছিলেন— জীবে দয়া, বৈষ্ণব সেবা, নাম সংকীর্ত্তন।

১০৬। পরিবারদের উপর কর্ত্তব্য,—যতদিন তাদের খাওয়া পরার কষ্ট থাকে; কিন্তু সন্তান নিজে সমর্থ হলে আর তাদের ভার লওয়ার দরকার নাই। পাখীর ছানা খুঁটে খেতে শিখ্‌লে পর, আবার মার কাছে খেতে এলে, মা ঠোক্কর মারে।

১০৭। লোককে খাওয়ান এক রকম তাঁরই সেবা করা। সব জীবের ভেতর তিনি অগ্নিরূপে রয়েছেন। খাওয়ান কি না তাঁকে আহুতি দেওয়া। কিন্তু তা বলে অসৎ লোককে খাওয়াতে নাই। যারা ব্যভিচারাদি মহাপাতক করেছে, ঘোর বিষয়াসক্ত লোক,—এরা যেখানে বসে খায়, সে জায়গার—সাত হাত মাটি অপবিত্র হয়। ব্যক্তিবিশেষে দান কর্‌লে পুণ্য হয়, ব্যক্তিবিশেষে দান কর্‌লে পাপ হয়। এক কসাই একটি গরুকে হত্যা কর্‌বার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল। গরুটি তা জান্‌তে পেরে প্রাণপণে পালাবার চেষ্টা কর্‌ছিল; কসাই তাকে নিয়ে যেতে

পার্‌ছিল না ; এমন সময় রাস্তায় একটি অতিথিশালা দেখে গরুটিকে একটি গাছে বেঁধে সেই অতিথিশালায় গিয়ে খেয়ে এসে গায়ে বেশ জোর হলো ; তার পর সে গরুটাকে জোর করে নিয়ে গেল। পরে সে গরু মারার পাপ চার আনা আন্দাজ কসাইয়ের, আর বারো আনা রকম যার অতিথিশালা তার হলো!—কেন না, তার অন্ন না পেলে সে কসাই সেদিন গরুটাকে নিয়ে যেতে পার্‌তো না।

১০৮। বাপ কত বড় বস্তু! যে বাপ মাকে ফাঁকি দিয়ে ধর্ম্ম কর্‌বে, তার ছাই হবে। মানুষের অনেকগুলি ঋণ আছে,—পিতৃঋণ, দেবঋণ, ঋষিঋণ। এ ছাড়া আবার মাতৃঋণ আছে। আবার পরিবারের সম্বন্ধেও ঋণ আছে—প্রতিপালন কর্‌তে হবে! সতী হলে মর্‌বার পরও তার জন্য কিছু সংস্থান করে যেতে হবে।

১০৯। যতক্ষণ মা আছে, মাকে দেখ্‌তে হবে। যতক্ষণ নিজের শরীরের খবর আছে, ততক্ষণ মার খবর নিতে হবে। তবে যখন নিজের শরীরের খবর নিতে পার্‌ছি না,—তখন অন্য কথা : তখন ঈশ্বরই সব ভার লন।

১১০। জ্ঞানোন্মাদ হলে আর কর্ত্তব্য থাকে না। তখন কালকার জন্য তুমি না ভাব্‌লে ঈশ্বর ভাবেন। জ্ঞানোন্মাদ হলে তিনি তোমার পরিবারদের জন্য ভাব্‌বেন। যখন জমিদার নাবালক ছেলে রেখে মরে যায়, তখন অছী সেই নাবালকের ভার লয়।

১১১। প্রেমোন্মাদ হলে কে বা বাপ, কে বা মা, কে বা স্ত্রী! ঈশ্বরকে এত ভালবাসা যে পাগলের মত হয়ে গেছে! তার কিছু কর্ত্তব্য নাই। সব ঋণ থেকে মুক্ত। প্রেমোন্মাদ কি রকম? সে অবস্থা হলে জগৎ ভুল হয়ে যায়, নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, তাও ভুল হয়ে যায়। চৈতন্যদেবের প্রেমোন্মাদ হয়েছিল।

১১২। যে মা ঈশ্বরলাভের পথে বিঘ্ন দেয়, সে মার কথা না শুন্‌লে কোনও দোষ নাই; সে মা নয়, সে অবিদ্যারূপিণী। ঈশ্বরের জন্য গুরুজনের বাক্য লঙ্ঘনে দোষ নাই। ভরত রামের জন্য কৈকেয়ীর কথা শুনে নাই। গোপীরা কৃষ্ণদর্শনের জন্য পতিদের মানা শুনে নাই। প্রহ্লাদ ঈশ্বরের জন্য বাপের কথা শুনে নাই। বলি ভগবানের প্রীতির জন্য গুরু শুক্রাচার্য্যের কথা শুনে নাই। বিভীষণ রামকে পাবার জন্য জ্যেষ্ঠ ভাই রাবণের কথা শুনে নাই। তবে "ঈশ্বরের পথে যেও না," একথা ছাড়া আর সব কথা শুন্‌বি।

১১৩। মা দ্বিচারিণী হলেও ত্যাগ কর্‌বে না। মা, বাঁপ কি কম জিনিস গো? তাঁরা প্রসন্ন না হলে ধর্ম্ম টর্ম্ম কিছুই হয় না। চৈতন্যদেব ত প্রেমে উন্মত্ত; তবু সন্ন্যাসের আগে কতদিন ধরে মাকে বোঝান। বল্‌লেন, "মা, আমি মাঝে মাঝে এসে তোমাকে দেখা দিব।"

১১৪। (বধূদিগের প্রতি) দেখ, তোমরা শিবপূজা করো। কি করে পূজা কর্‌তে হয়, "নিত্যকর্ম্ম" বলে বই আছে, সেই

বই পড়ে দেখে নেবে। ঠাকুর পূজা করতে হলে ঠাকুরের কাজ অনেকক্ষণ ধরে করতে পাবে। ফুলতোলা, চন্দন ঘসা, ঠাকুরের বাসন মাজা, ঠাকুরের জলখাবার সাজান, এই সকল করতে হলে, ঐ দিকেই মন থাকবে। হীনবুদ্ধি, রাগ, হিংসা, এ সব চলে যাবে। একটা ইটকে বা পাথরকে ঈশ্বর বলে যদি ভক্তিভাবে পূজা কর, তাতেও তাঁর কৃপায় ঈশ্বর দর্শন হতে পারে। যা আগে বল্লুম,—শিব পূজা—এই সব পূজা করতে হয়। তার পর পাকা হয়ে গেলে বেশী দিন পূজা করতে হয় না। তখন সর্ব্বদাই মনের যোগ হয়ে থাকে, যেমন তেলের ধারা—তার ভিতর ফাঁক নাই। সর্ব্বদাই স্মরণ মনন থাকে।

১১৫। ভাল ছেলে হওয়া পিতার পুণ্যের চিহ্ন। যদি পুষ্করিণীতে ভাল জল হয়, সেটি পুষ্করিণীর মালিকের পুণ্যের চিহ্ন।

১১৬। সাধু ভক্তদের কিছু দিতে হয়। যাদের টাকা আছে, তাদের ওরূপ লোক সাম্‌নে পড়লে কিছু দিতে হয়। কৃপণের ধন এই কয় রকমে উড়ে যায়—১ম, মামলা মোকদ্দমায়, ২য়, চোর ডাকাতে, ৩য়, ডাক্তার খরচে, ৪র্থ, আবার বদ্ ছেলেরা এই সব টাকা উড়িয়ে দেয়। যাদের টাকা আছে, তাদের দান করা উচিত। কৃপণের ধন উড়ে যায়, দাতার ধন রক্ষা হয়, সৎকাজে যায়। ওদেশে চাষারা খানা কেটে ক্ষেতে জল আনে। কখনও কখনও জলের এত তোড় হয় যে ক্ষেতের আল ভেঙ্গে যায়, আর জল বেরিয়ে যায় ও ফসল নষ্ট হয়। তাই চাষারা

আলের মাঝে মাঝে ছেঁদা করে রাখে ; তাকে ঘোগ বলে। জল ঘোগ দিয়ে একটু একটু বেরিয়ে যায়, তখন জলের তোড়ে আল ভাঙ্গে না, আর ক্ষেতের উপর পলি পড়ে, সেই পলিতে ক্ষেত উর্ব্বরা হয় আর খুব ফসল হয়। যে দান ধ্যান করে, সে অনেক ফল লাভ করে,—চতুর্ব্বর্গ ফল।

১১৭। যেখানে অনেক লোক অনেক দিন ধরে ঈশ্বরকে দর্শন কর্‌বে বলে তপ, জপ, ধ্যান, ধারণা, প্রার্থনা, উপাসনা করেছে, সেখানে (তীর্থে) তাঁর প্রকাশ নিশ্চয় আছে জান্‌বি। তাদের ভক্তিতে সেখানে ঈশ্বরীয় ভাবের একটা জমাট বেঁধে গেছে ; তাই সেখানে সহজেই ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপন ও তাঁর দর্শন হয়। যুগযুগান্তর থেকে কত সাধু, ভক্ত, সিদ্ধপুরুষেরা এই সব তীর্থে ঈশ্বরকে দেখ্‌বে বলে এসেছে, অন্য সব বাসনা ছেড়ে তাঁকে প্রাণ ঢেলে ডেকেছে, সে জন্য, ঈশ্বর সব জায়গায় সমান ভাবে থাক্‌লেও এই সব স্থানে (তীর্থে) তাঁর বিশেষ প্রকাশ ; যেমন মাটি খুঁড়্‌লে সব জায়গাতেই জল পাওয়া যায়, কিন্তু যেখানে পাত্‌কো, ডোবা, পুকুর বা হ্রদ আছে, সেখানে আর জলের জন্য খুঁড়্‌তে হয় না,—যখনই ইচ্ছা জল পাওয়া যায়, সেই রকম।

১১৮। মন্দির দেখ্‌লে তাঁকেই মনে পড়ে,—উদ্দীপন হয়। যেখানে তাঁর কথা হয়, সেইখানে তাঁর আবির্ভাব হয়,—আর সকল তীর্থ উপস্থিত হয়। এ সব জায়গা দেখ্‌লে ভগবান্‌কেই মনে পড়ে।

১১৯। যদি ঘরে বসে ভক্তিলাভ করতে পার, তা হলে তীর্থে যাবার কি দরকার? কাশী গিয়ে দেখ্‌লাম, সেই গাছ, সেই তেঁতুল পাতা। তীর্থে গিয়ে যদি ভক্তিলাভ না হলো, তাহলে তীর্থে যাওয়ার আর ফল হলো না।

১২০। গরু যেমন পেট ভরে জাব খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে এক জায়গায় ব'সে সেই সব খাবার উগ্‌রে ভাল করে চিবাতে বা জাবর কাট্‌তে থাকে, সেই রকম দেবস্থান, তীর্থস্থান দেখ্‌বার পর, সেখানে যে সব পবিত্র ঈশ্বরীয় ভাব মনে উঠে, সেই সব নিয়ে নির্জ্জনে বসে ভাব্‌তে হয় ও তাইতে ডুবে যেতে হয়; দেখে এসেই সে সব মন থেকে তাড়িয়ে, বিষয়ে, রূপরসে মন দিতে নাই; তাহলে ঐ ঈশ্বরীয় ভাবগুলি মনে স্থায়ী ফল আনে না। দেবস্থান, তীর্থস্থান দর্শনাদি করে এসে সেই সব ভাব নিয়ে থাক্‌তে হয়,—জাবর কাট্‌তে হয়। তা নইলে ও সব ঈশ্বরীয় ভাব প্রাণে দাঁড়াবে কেন? যার প্রাণে ভক্তিভাব আছে, তীর্থে উদ্দীপনা হয়ে তার সেই ভাব আরও বেড়ে যায়। আর যার প্রাণে ঐ ভাব নাই, তার বিশেষ আর কি হবে?

১২১। কাশীতে মণিকর্ণিকার ঘাটে দেখ্‌লাম—সাদা রংয়ের দীর্ঘাকৃতি একটি পুরুষ—মাথায় তাঁর পিঙ্গলবর্ণের জটা—শ্মশানে প্রত্যেক চিতার কাছে আস্তে আস্তে আস্‌ছেন, আর প্রত্যেক দেহীকে যত্ন করে তুলে নিয়ে তার কানে পরমব্রহ্ম মন্ত্র দিচ্ছেন!—শ্রীশ্রীজগদম্বাও স্বয়ং মহাকালী রূপে দেহীর অপর পাশে সেই চিতার উপর বসে তার স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, এ

সব সংস্কারের বাঁধন খুলে দিচ্ছেন, আর স্বহস্তে জীবকে মুক্ত করে দিচ্ছেন। বহুকাল যোগতপস্যা করে জীবের যে অনুভূতি ও আনন্দ হয়, সেই আনন্দ ও অনুভূতি শ্রীবিশ্বনাথের কৃপায় বিনা সাধনায় সদ্যঃ সদ্যঃ লাভ হয়।

১২২। দিনের বেলায় বারুদ ঠাসা করে খাবি, রাত্রে অল্প স্বল্প। রাত্রে সাধকের অধিক খেলে কাম ইত্যাদি হতে পারে।

১২৩। বেশী খেও না। আর শুচিবাই ছেড়ে দাও। যাদের শুচিবাই, তাদের জ্ঞান হয় না। আচার যতটুকু দরকার, ততটুকু করবে। বেশী বাড়াবাড়ি করো না। বেশী আচাব করো না। একজন সাধুর বড় জলতৃষ্ণা পেয়েছে। ভিস্তি জল নিয়ে যাচ্ছিল; সাধুকে জল দিতে চাইলে। সাধু বল্লে, "তোমার চামড়ার মোশক পরিষ্কার?" ভিস্তি বল্লে, "মহারাজ, আমার মোশক খুব পরিষ্কার, কিন্তু তোমার মোশকের ভিতর মলমূত্র অনেক রকম ময়লা আছে। তাই বল্‌ছি, আমার মোশক থেকে জল খাও; এতে দোষ হবে না।"

১২৪। শূকর-মাংস খেয়ে যদি ঈশ্বরে টান থাকে, সে লোক ধন্য; আর হবিষ্য করে যদি কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকে, তাহলে সে ধিক্! আমি জানি, যদি কেউ পর্ব্বতের গুহায় বাস করে গায়ে ছাই মেখে উপবাস করে, নানা কঠোর করে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিষয়ে মন—কামিনী-কাঞ্চনে মন,—সে লোককে আমি বলি, ধিক্! আর যার কামিনী-কাঞ্চনে মন নাই—খায়, দায়, বেড়ায়,—তাকে বলি ধন্য।

১২৫। একাদশী করা ভাল। ওতে মন বড় পবিত্র হয়, আর ঈশ্বরেতে ভক্তি হয়। একাদশীতে খই দুধ খাবে।

১২৬। সন্ন্যাসীর হচ্ছে নির্জ্জলা একাদশী। আর দুরকম একাদশী আছে ; ফল মূল খেয়ে, আর লুচি ছক্কা খেয়ে। লুচি ছক্কার সঙ্গে হলো দুখানা রুটী দুধে ভিজ্‌ছে। তোমরা নির্জ্জলা একাদশী পার্‌বে না।

১২৭। সাধু সন্ন্যাসী গেরস্তের বাড়ী থেকে অভুক্ত ফিরে গেলে গেরস্তের বড় অকল্যাণ হয়।

১২৮। ত্যাখ, এখানকার জন্যে যখন কিছু আন্‌বে, তার আগ্ ভাগ্ তুলে কাউকে দিও না ; দিলে উচ্ছিষ্ট হয় ; ভগবানের ভোগে তা আর দেওয়া যায় না।

১২৯। নানকের গল্পে আছে যে, "অসাধুর দ্রব্য ভোজন কর্‌তে গিয়ে দেখ্‌লুম যে, সে সব রক্ত মাখা হয়ে গেছে।" সাধুদের শুদ্ধ জিনিস দিতে হয়। মিথ্যা উপায়ে রোজগার করা জিনিস দিতে নাই।

১৩০। গাড়ীতে বা নৌকায় যাবার সময় আগে গিয়ে উঠ্‌বে, আর নাম্‌বার সময় কোনও জিনিসটা নিতে ভুল হয়েছে কি না, দেখে শুনে সকলের শেষে নাম্‌বে।

১৩১। ভাল লোক,—লক্ষ্মীমন্ত লোক—বাড়ীতে এলে সকল বিষয়ে কেমন সুসার হয়ে যায়। কাকেও কিছুতে বেগ পেতে হয় না। আর হাবাতে হতচ্ছাড়া গুলো এলে সকল বিষয়ে বেগ পেতে হয় ; যে দিন ঘরে কিছু নেই, তার জন্য

গেরস্তকে বিশেষ কষ্ট পেতে হবে, ঠিক সেই দিনই সে এসে উপস্থিত হয়।

১৩২। বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, শাস্ত্রে আছে,—বলি দেওয়া যেতে পারে। "বিধিবাদীয়" বলিতে দোষ নাই। যেমন অষ্টমীতে একটি পাঁঠা। কিন্তু সকল অবস্থাতে হয় না।

১৩৩। উপবাস সম্বন্ধে ঠাকুর বল্‌তেন, "মায়ের পায়ের বিল্বপত্র খেয়ে কিংবা মায়ের প্রসাদ খেয়ে কিছু খেলে দোষ থাকে না। যদি ঠিক ঠিক বোধ হয় তবে ত ফল হবে। আবার পেট চুঁই চুঁই কর্‌ছে, তাতে কি আর ধর্ম্ম কর্ম্ম চলে? একে কলিকাল, অন্নগত প্রাণ, অল্প আয়ু। উপবাস করে ও সব করা চলে না। তাতে ঠিক ঠিক মন বসে না। তাই আগে কিছু খেয়ে নিতে হয়।"

১৩৪। যখন কোনও খারাপ জায়গায় যাবে, তখন মা আনন্দময়ীকে সঙ্গে নিয়ে যেও। মা সঙ্গে থাক্‌লে অনেক মন্দ কাজের হাত থেকে নিস্তার পাবে। মার কাছে থাক্‌লে লজ্জায় মন্দ কাজ কর্‌তে পার্‌বে না।

১৩৫। জিনিসটা আন্‌লি, তা দেখে আন্‌লি না? দোকানী ব্যবসা কর্‌তে বসেছে,—সে ত আর ধর্ম্ম কর্‌তে বসে নাই? তার কথায় বিশ্বাস করে ঠকে এলি? ভক্ত হবি; তা বলে বোকা হবি? লোকে তোকে ঠকিয়ে নেবে? ঠিক ঠিক জিনিস দিলে কি না, দেখে তবে দাম দিবি, ওজনে কম দিলে কি না দেখে নিবি; আবার যে সকল জিনিসের ফাউ পাওয়া

যায়, সে সব জিনিস কিন্‌তে গিয়ে ফাউটি পর্য্যন্ত. ছেড়ে আস্‌বি না।

১৩৬। 'ধূমাবতী', 'ষোড়শী', 'ভুবনেশ্বরী', 'তারা', 'কালী', এ সব উগ্র মূর্ত্তি। এ সব মূর্ত্তি বাড়ীতে রাখ্‌তে নাই। এ মূর্ত্তি বাড়ীতে রাখ্‌লে পূজা দিতে হয়।

১৩৭। সালিসি, মোড়লী, এ সবে আর কাজ কি ? দয়া, পরোপকার,—এ সব ত অনেক হলো। ওসব যারা কর্‌বে, তাদের থাক্ আলাদা। তাঁকে পেলে সব পাওয়া যায়। আগে তিনি, তার পর দয়া, পরোপকার,—জগতের উপকার,—জীব উদ্ধার। তোমার ও ভাবনায় কাজ কি ?

১৩৮। বেশ্যাদেরও উদ্ধার হবে, যদি আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে কাঁদে, আর বলে, "আর কর্‌বো না।" শুধু হরিনাম কর্‌লে কি হবে ? আন্তরিক কাঁদ্‌তে হয়।

১৩৯। মানুষ নিজে ঐশ্বর্য্যের আদর করে ব'লে ভাবে, —ঈশ্বরও ঐশ্বর্য্যের আদর করেন। ভাবে যে তাঁর ঐশ্বর্য্যের প্রশংসা কর্‌লে তিনি খুসী হবেন। তাঁর পক্ষে এ গুলো কাঠ, মাটি। যখন বিষ্ণুঘরের গহনা সব চুরি গেল, তখন সেজো বাবু আর আমি ঠাকুরকে দেখ্‌তে গেলাম। সেজোবাবু বল্লে, "দূর্ ঠাকুর, তোমার কোনও যোগ্যতা নাই। তোমার গা থেকে সব গয়না নিয়ে গেল, আর তুমি কিছু কর্‌তে পার্‌লে না !" আমি তাঁকে বল্লাম, "এ তোমার কি কথা ? তুমি যাঁর গয়না গয়না কর্‌ছো, তাঁর পক্ষে এ গুলো মাটির ঢ্যালা। লক্ষ্মী যাঁর

শক্তি, তিনি তোমার গুটিকতক টাকা চুরি গেল কি না, এই নিয়ে কি হাঁ করে আছেন ? এ রকম কথা বল্‌তে নাই। ঈশ্বর কি ঐশ্বর্য্যের বশ ? তিনি ভক্তির বশ। তিনি কি চান ? টাকা নয়। ভাব, প্রেম, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, এই সব তিনি চান। যার যেমন ভাব, ঈশ্বরকে সে তেমনই দেখে। তমোগুণী ভক্ত ; সে দেখে, মা পাঁঠা খায়, আর বলিদান দেয় ; রজোগুণী ভক্ত নানা ব্যঞ্জন ভাত করে দেয়। সত্ত্বগুণী ভক্তের পূজার আড়ম্বর নাই। তার পূজা লোকে জান্‌তে পারে না। ফুল নাই, ত বিল্বপত্র, গঙ্গাজল দিয়ে পূজা করে। দুটি মুড়কি দিয়ে কি বাতাসা দিয়ে শীতল দেয়। কখনও বা ঠাকুরকে একটু পায়স রেঁধে দেয়। আর আছে ত্রিগুণাতীত ভক্ত। তাঁর বালকের স্বভাব। ঈশ্বরের নাম করাই তাঁর পূজা। শুদ্ধ তাঁর নাম।”

১৪০। যেমন সংসারীদের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণ আছে, তেমনই ভক্তিরও সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, তিন গুণ আছে। সংসারীর সত্ত্বগুণ কি রকম জান ?—বাড়ীটা এখানে ভাঙ্গা, ওখানে ভাঙ্গা, মেরামত করে না। ঠাকুরদালানে পায়রাগুলো হাগ্‌ছে। উঠানে এখানে শেওলা পড়েছে, ওখানে শেওলা পড়েছে, হুঁস্ নাই। আস্‌বাব গুলো পুরাণো, ফিট্‌ফাট্ কর্‌বার চেষ্টা নাই ; কাপড় যা তা একখানা হ’লেই হলো ; লোকটি খুব শান্ত, শিষ্ট, দয়ালু, অমায়িক, কারু কোনও অনিষ্ট করে না। সংসারীর রজোগুণের লক্ষণ আবার আছে ;—ঘড়ি,

ঘড়ির চেন, হাতে দুই তিনটি আংটি, বাড়ীর আসবাব খুব ফিট্‌ফাট্, দেওয়ালে কুইনের ছবি, রাজপুত্রের ছবি, কোনও বড় মানুষের ছবি ; বাড়ীটি চূণকাম করা, যেন কোনও খানে একটু দাগ নাই ; নানা রকমের ভাল পোষাক, চাকরদেরও পোষাক ; এমনি এমনি সব। সংসারীর তমোগুণের লক্ষণ,—নিদ্রা, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার এই সব। আর ভক্তির সত্ত্ব আছে। যে ভক্তের এইরূপ সত্ত্বগুণ আছে, সে ধ্যান করে অতি গোপনে। সে হয়ত মশারির ভিতর ধ্যান করে। সবাই জানছে, ইনি শুয়ে আছেন, বুঝি রাত্রে ঘুম হয় নাই ; তাই উঠ্‌তে এত দেরী হচ্ছে। এ দিকে শরীরের উপর আদর কেবল পেট চলা পর্য্যন্ত, শাকান্ন পেলেই হলো ; খাবার ঘটা নাই ; পোষাকের আড়ম্বর নাই ; বাড়ীর আস্‌বাবের জাঁক-জমক নাই। আর সত্ত্বগুণী ভক্ত কখনও তোষামোদ ক'রে ধন লয় না। ভক্তির রজঃ থাক্‌লে সে ভক্তের হয়ত তিলক আছে, রুদ্রাক্ষের মালা আছে, সেই মালার মধ্যে মধ্যে আবার এক একটি সোণার দানা ; যখন পূজা করে, তখন গরদের কাপড় প'রে পূজা করে। ভক্তির তমঃ যার হয়, তার বিশ্বাস জ্বলন্ত, ঈশ্বরের কাছে সেরূপ ভক্ত জোর করে ; যেন ডাকাতি ক'রে ধন কেড়ে লওয়া ; মারো, কাটো, বাঁধো—এইরূপ ডাকাত-পড়া ভাব।

১৪১। তমোগুণের আর একটি লক্ষণ,—কাম। পাথুরে-ঘাটার গিরীন্দ্র ঘোষ বলেছিল, কাম-ক্রোধাদি রিপু, এরা ত

যাবে না, এদের মোড় ফিরিয়ে দাও, ঈশ্বরের কামনা কর। সচ্চিদানন্দের সহিত রমণ কর। আর ক্রোধ যদি না যায়, তবে ভক্তির তমঃ আন। কি! আমি দুর্গানাম করেছি, উদ্ধার হবো না? আমার আবার পাপ কি? আমার আবার বন্ধন কি? তার পর ঈশ্বর লাভ কর্‌বার লোভ কর। ঈশ্বরের রূপে মুগ্ধ হও। আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের ছেলে। যদি অহঙ্কার কর্‌তে হয়, ত এই অহঙ্কার কর। এই রকমে ছয় রিপুর মোড় ফিরিয়ে দিতে হয়। তাঁর যদি একবার কৃপা হয়, ঈশ্বরের যদি একবার দর্শন লাভ হয়, আত্মার যদি এক-বার সাক্ষাৎকার হয়, তা হলে আর কোনও ভয় নাই,—তখন ছয় রিপু আর কিছু কর্‌তে পার্‌বে না।

১৪২। আবার ভক্তিপথেও তাঁকে পাওয়া যায়। যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে একবার ভক্তি হয়, যদি তাঁর নামগুণগান কর্‌তে ভাল লাগে, তা হলে ইন্দ্রিয়সংযম আর চেষ্টা করে কর্‌তে হয় না। রিপুবশ আপনাআপনি হয়ে যায়। যদি কারও পুত্রশোক হয়, সেদিন সে কি আর লোকের সঙ্গে ঝগড়া কর্‌তে পারে, না নিমন্ত্রণে গিয়ে খেতে পারে? সে কি লোকের সাম্‌নে অহঙ্কার করে বেড়াতে পারে, না সুখ সম্ভোগ কর্‌তে পারে?

১৪৩। বাঘ যেমন কপ্ কপ্ ক'রে জানোয়ার খেয়ে ফেলে, তেমনই 'অনুরাগ-বাঘ' কাম, ক্রোধ, এই সব রিপুদের খেয়ে ফেলে। ঈশ্বরে একবার অনুরাগ হ'লে কাম-ক্রোধাদি থাকে না।

১৪৪। ভক্তিপথেও অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ আপনি হয়, আর সহজে হয়। ঈশ্বরের উপর যত ভালবাসা আস্‌বে, ততই ইন্দ্রিয়সুখ আলুনি লাগ্‌বে। জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় কি রকম করে? আপনাতে মেয়ে মানুষের ভাব আরোপ কর্‌তে হয়। আমি অনেকদিন সখীভাবে ছিলাম। মেয়ে মানুষের কাপড় পরতুম, গয়না পরতুম, ওড়না গায়ে দিতুম। ওড়না গায়ে দিয়ে আরতি কর্‌তুম।

১৪৫। 'মুখ হল্‌সা, ভেতর বুঁদে, কান তুল্‌সে, দীঘল ঘোম্‌টা নারী! পানা পুকুরের শীতল জল, বড় মন্দকারী!!' অর্থাৎ এই কয়টি লোকের নিকট হতে সাবধান হবে। 'মুখ হল্‌সা'—হল্ হল্ করে কথা কয়; তার পর 'ভেতর বুঁদে' কি না, মনের ভিতর ডুবুরি নামলেও অন্ত পায় না; তার পর, 'কান তুল্‌সে', যারা কানে তুলসী দেয় (ভক্তি জানাবার জন্য); 'দীঘল ঘোম্‌টা নারী', লম্বা ঘোম্‌টা, লোকে মনে করে ভারি সতী, তা নয়; আর 'পানা পুকুরের জল', নাইলেই সান্নিপাতিক হয়।

১৪৬। অনেকে আহ্নিক কর্‌বার সময় যত রাজ্যের কথা কয়; কিন্তু কথা কইতে নাই, তাই ঠোঁট বুজে যত রকম ইসারা কর্‌তে থাকে। এটা নিয়ে এস, ওটা নিয়ে এস,—হুঁ, উঁহু, এই সব করে। আবার কেউ মালা জপ কর্‌ছে, তার ভিতর থেকেই মাছ দর করে। জপ কর্‌তে কর্‌তে হয় ত আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়,—ঐ মাছটা। যত হিসাব সেই সময়।

কেউ হয় ত গঙ্গা স্নান কর্‌তে এসেছে, সে সময় কোথা ভগবান্ চিন্তা কর্‌বে,—গল্প কর্‌তে বসে গেল। যত রাজ্যের গল্প।—'তোর ছেলের বিয়ে হলো, কি গয়না দিলে ?'—'অমুকের বড় ব্যামো' ;—'অমুক শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে কি না ;'—'অমুক ক'নে দেখ্‌তে গিছ্‌লো, তা দেওয়া থোওয়া সাধ আহ্লাদ খুব কর্‌বে' ;—'হরিশ আমার বড় ন্যাওটা, আমায় ছেড়ে একদণ্ডও থাক্‌তে পারে না' ;—'এতদিন আস্‌তে পারি নি মা,—অমুকের মেয়ের পাকা দেখা, বড় ব্যস্ত ছিলাম।' বিধবা পিসী বল্‌ছে,—'মা, দুর্গাপূজা আমি না হলে হয় না, শ্রীটী গড়া পর্য্যন্ত! বাড়ীতে বিয়ে থাওয়া হলে, সব আমায় কর্‌তে হবে মা, তবে হবে! এই ফুলশয্যার যোগাড়,—খয়েরের বাগানটি পর্য্যন্ত!' দেখ দেখি, কোথায় গঙ্গাস্নান কর্‌তে এসেছে, যত সংসারের কথা! বিশ্বাস নাই, অথচ পূজা, জপ, সন্ধ্যাদি কর্‌ছে, তাতে কিছু হয় না।

১৪৭। যেমন কোনও বাড়ীতে বাস কর্‌লে, তার টেক্স দিতে হয়, সেইরূপ দেহটার ভিতর বাস কর্‌তে হলে এরও টেক্স দিতে হয়। রোগ, শোক, সেই টেক্স আদায় করা।

১৪৮। জন্ম, মৃত্যু, এ সব ভেল্কির মত ; এই আছে, এই নাই। ঈশ্বরই সত্য, আর সব অনিত্য। জলই সত্য, জলের ভুর্‌ভুরি,—এই আছে, এই নাই ; ভুর্‌ভুরি জলে মিশিয়ে যায়। যে জলে উৎপত্তি, সেই জলেই লয়। ঈশ্বর যেন মহা-সমুদ্র ; জীবেরা যেন ভুর্‌ভুরি ; তাঁতেই জন্ম, তাঁতেই লয়।

ছেলে মেয়ে যেন একটা বড় ভুর্‌ভুরির সঙ্গে পাঁচ ছটা ছোট ভুর্‌ভুরি। শোক করে কি হবে?

১৪৯। ঈশ্বরই সত্য, আর সব অনিত্য। জীব, জগৎ, বাড়ী ঘর দ্বার, ছেলে পিলে, এ সব বাজীকরের ভেল্কি। বাজীকর কাঠি দিয়ে বাজনা বাজাচ্ছে, আর বল্‌ছে, "লাগ্, লাগ্, লাগ্।" ঢাকা খুলে দেখ, কতকগুলো পাখী আকাশে উড়ে গেল। কিন্তু বাজীকরই সত্য, আর সব অনিত্য, এই আছে, এই নাই।

১৫০। বাড়ীর ভিতরে অত থেকো না। মেয়ে ছেলেদের মধ্যে থাক্‌লে আরও ডুব্‌বে। ঈশ্বরের কথা হলে আরও ভাল থাক্‌বে।

১৫১। তাঁকে প্রার্থনা কর্‌তে হয়, যাতে ভোগাসক্তি চলে গিয়ে তাঁর পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়। হাতীর বাহিরের দাঁত আছে—আবার ভিতরের দাঁতও আছে। বাহিরের দাঁতে শোভা, কিন্তু ভিতরের দাঁতে খায়। তেমনি কামিনী-কাঞ্চন ভোগ কর্‌লে ভক্তির হানি হয়। বাহিরে লেক্‌চার ইত্যাদি দিলে কি হবে? শকুনি উপরে উঠে, কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর। হাওয়াই হুস্ করে প্রথমে আকাশে উঠে যায়, কিন্তু পরক্ষণেই মাটিতে পড়ে যায়। ভোগাসক্তি ত্যাগ হলে শরীর যাবার সময় ঈশ্বরকেই মনে পড়্‌বে। তা না হলে এই সংসারের জিনিসই সব মনে পড়্‌বে,—স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ধন, মান, সম্ভ্রম, ইত্যাদি। তাঁর নাম-গুণ কীর্ত্তন, তাঁর ধ্যান, চিন্তা,

আর প্রার্থনা সর্ব্বদা অভ্যাস করা দরকার। সর্ব্বদা প্রার্থনা কর, যেন ভোগাসক্তি যায়, আর তাঁর পাদপদ্মে মন হয়।

১৫২। ভগবান্ কল্পতরু। কল্পতরুর কাছে বসে যে যা চাইবে, সে তাই পাবে। এই জন্যে সাধন ভজনের দ্বারা যখন মন শুদ্ধ হয়, তখন খুব সাবধানে কামনা ত্যাগ করতে হয়। কেমন জান?—একজন লোক কোনও সময়ে বেড়াতে বেড়াতে একটা বিস্তীর্ণ মাঠে গিয়ে উপস্থিত হলো। পথে রৌদ্রের তাপে অত্যন্ত ক্লান্ত হলো, আর গা দিয়ে ঘাম বেরুতে লাগ্লো। সে তখন একটু বিশ্রামের জন্য একটি গাছের তলায় বস্লো, আর মনে মনে ভাব্তে লাগ্লো যে, এই সময় যদি একটি ভাল বিছানা পাই, তা হলে তাতে সুখে নিদ্রা যাই। সে যে কল্পতরুর নীচে বসেছিল, তা সে জান্তো না। মনে মনে যেই এই বাসনা হলো, তখনই একটি উত্তম বিছানা এসে পড়্লো। তখন সে খুব আশ্চর্য্য হয়ে তাতে শুলো, আর মনে মনে ভাব্তে লাগ্লো যে, এই সময় যদি একটি স্ত্রীলোক এসে আমার পদসেবা করে, তা হলে খুব সুখে ঘুমুই। এই মনে হওয়াও যেমন, অমনি তখনি এক যুবতী এসে তার পদসেবা কর্তে লাগ্লো। তখন তার—আর আনন্দের সীমা রহিল না। তার পর তার খুব ক্ষুধা পেলে। তখন সে মনে ভাব্লে, যা চাইলুম, তাই ত পেলুম, তবে কিছু খাবার পাব না? বল্তে না বল্তে তার কাছে অমনি নানা রকম খাবার এল। সে সেইগুলো খেয়ে

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লো, এই সময় যদি একটা বাঘ এসে পড়ে, তা হলে কি হয়? যেমন এই মনে হওয়া, অমনি একটি প্রকাণ্ড বাঘ লাফ দিয়ে এসে তাকে ধর্‌লে ও তাকে মেরে ফেল্‌লে। এই সংসারে জীবেরও ঠিক এইরূপ দশা ঘটে থাকে। ঈশ্বর-সাধন কর্‌তে গিয়ে বিষয়, ধন, জন, অথবা মান, যশ, এই সব কামনা কর্‌লে, তা কিছু কিছু লাভ হয় বটে, কিন্তু শেষে বাঘেরও ভয় থাকে, অর্থাৎ রোগ, শোক, তাপ, অপমান ও বিষয়নাশ-রূপ বাঘ স্বাভাবিক বাঘ চেয়েও লক্ষগুণে কষ্টদায়ক।

১৫৩। কেউ কেউ মনে করে,—"আমার বুঝি জ্ঞান, ভক্তি হবে না, আমি বুঝি বদ্ধ জীব।" গুরুর কৃপা হলে কিছুই ভয় নাই। একটা ছাগলের পালে একটা বাঘ পড়েছিল; এমন সময় লাফ দিতে গিয়ে তার প্রসব হয়ে ছানা হয়ে গেল। বাঘটা মরে গেল। কিন্তু ছানাটা ছাগলের সঙ্গে মানুষ হতে লাগ্‌লো। তারাও ঘাস খায়, বাঘের ছানাও ঘাস খায়; তারাও ভ্যা—ভ্যা করে, বাঘের ছানাটাও ভ্যা—ভ্যা করে। ক্রমে ছানাটা খুব বড় হলো। একদিন ঐ ছাগলের পালে আর একটা বড় বাঘ এসে পড়্‌লো। সে ঘাসখেকো বাঘটাকে দেখে অবাক্! তখন দৌড়ে এসে তাকে ধর্‌লে। সেটাও ভ্যা ভ্যা কর্‌তে লাগ্‌লো। তাকে টেনে হিঁচ্‌ড়ে জলের কাছে নিয়ে গেল; বল্লে,—"ভাখ্, জলের ভিতর তোর মুখ ভাখ্; ঠিক আমার মত ভাখ্। আর এই নে খানিকটা মাংস; এইটে

খা।” এই বলে তাকে জোর করে খাওয়াতে লাগ্‌লো। সে কোনও মতে খাবে না; ভ্যা ভ্যা কর্‌ছে। কিন্তু রক্তের আস্বাদ পেয়ে তখন খেতে আরম্ভ কর্‌লে। নূতন বাঘটা বল্‌লে, “এখন বুঝেছিস্, আমিও যা, তুইও তা, এখন আয়্, আমার সঙ্গে বনে চলে আয়।” ঘাস খাওয়া কি না কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে থাকা। ছাগলের মত ভ্যা ভ্যা করে ডাকা আর পালান, —সামান্য জীবের মত আচরণ করা। বাঘের সঙ্গে চলে যাওয়া কি না,—গুরু যিনি চৈতন্য কর্‌লেন, তাঁর শরণাগত হওয়া, তাঁকেই আত্মীয় বলে জানা। নিজের ঠিক মুখ দেখা কি না স্ব-স্বরূপকে চেনা। তাই গুরুর কৃপা হলে আর কোনও ভয় নাই। তিনিই জানিয়ে দেবেন, ‘তুমি কে,’ ‘তোমার স্বরূপ কি?’

১৫৪। আপনার হতেও আপনার ভেবে তাঁকে ডাক, নিশ্চয় বল্‌ছি, তিনি ভক্তবৎসল, দেখা না দিয়ে থাক্‌তে পার্‌বেন না। মানুষ তাঁকে ডাক্‌বার আগে তিনি এগিয়ে আসেন; মানুষ যদি এক পা ঈশ্বরের দিকে এগোয়, তিনি দশ পা এগিয়ে আসেন। তাঁর চেয়ে আপনার জন আর কেউ নাই।

কামিনী-কাঞ্চন

১। তাঁকে পেতে গেলে বীর্য্যধারণ কর্‌তে হয়। শুক-দেবাদি ঊর্দ্ধরেতাঃ; এঁদের রেতঃপাত কখনও হয় নাই। আর এক আছে ধৈর্য্যরেতাঃ;—আগে রেতঃপাত হয়েছে, কিন্তু তারপর বীর্য্যধারণ। বার বৎসর ধৈর্য্যরেতা হলে বিশেষ শক্তি জন্মায়। ভিতরে একটি নূতন নাড়ী হয়, তার নাম মেধানাড়ী। সে নাড়ী হলে সব স্মরণ থাকে, সব জান্‌তে পারে। বীর্য্যপাতে বলক্ষয় হয়। স্বপ্নদোষে যা বেরিয়ে যায়, তাতে দোষ নাই। ও ভাতের গুণে হয়। ওসব বেরিয়ে গিয়েও যা থাকে, তাতেই কাজ হয়। তবু স্ত্রীসঙ্গ করা উচিত নয়। শেষে যা থাকে, তা খুব রিফাইন্ (Refine) হয়ে থাকে। লাহাদের ওখানে গুড়ের নাগ্‌রি সব রেখেছিল,—নাগ্‌রির একটি একটি ফুটো করে, তারপর এক বৎসর পরে দেখ্‌লে, সব দানা বেঁধে রয়েছে—মিছ্‌রীর মত। রস যা বেরিয়ে যাবার ফুটো দিয়ে তা বেরিয়ে গেছে।

২। সাধু সাবধান! কামিনী-কাঞ্চন থেকে সাবধান। মেয়ে মানুষের মায়াতে একবার ডুব্‌লে আর উঠ্‌বার জো নাই। বিশালাক্ষীর দ—যে একবার পড়েছে, সে আর উঠ্‌তে

পারে না। ফুটো কলসীতে জল রাখ্‌লে জল ক্রমে ক্রমে বেরিয়ে যায়। তাই বল্‌ছি, এখনও সাবধান হও! আষাঢ় মাসের জল রোধ করা শক্ত বটে। কিন্তু জল অনেক তো বেরিয়ে গেছে!—এখনও বাঁধ দিলে থাক্‌বে।

৩। মেয়ে মানুষ থেকে অনেক দূরে থাক্‌তে হয়, তবে যদি ভগবান্ লাভ হয়। যাদের মতলব খারাপ, সে সব মেয়ে মানুষের কাছে আনাগোনা করা, কি তাদের হাতে কিছু খাওয়া বড় খারাপ। এরা সত্ত্বা হরণ করে। অনেক সাবধানে থাক্‌লে তবে ভক্তি বজায় থাকে।

৪। কি ভোগ সংসারে কর্‌বে? কামিনী-কাঞ্চন ভোগ? সে ত ক্ষণিক আনন্দ,—এই আছে, এই নাই। প্রায় মেঘ ও বর্ষা লেগে আছে; সূর্য্য দেখা যায় না। দুঃখের ভাগই বেশী। আর কামিনী-কাঞ্চন-মেঘ সূর্য্যকে দেখ্‌তে দেয় না।

৫। কামিনী-কাঞ্চনে জীবকে বদ্ধ করে। জীবের স্বাধীনতা যায়। কামিনী থেকেই কাঞ্চনের দরকার। তার জন্য পরের দাসত্ব কর্‌তে হয়,—স্বাধীনতা চলে যায়। তোমার মনের মত কাজ কর্‌তে পার না।

৬। পাশকরা কত ইংরাজী-পড়া পণ্ডিত সাহেবের চাকরী স্বীকার ক'রে তাদের বুটজুতার গুঁতা দুবেলা খায়। এর কারণ কেবল কামিনী; বিয়ে করে নদের হাট বসিয়ে, এখন আর হাট তোলবার জো নাই। তাই অত অপমান বোধ, অত দাসত্বের যন্ত্রণা!

৭। মেয়ে মানুষের সঙ্গে থাক্‌লেই তাদের বশ হয়ে যেতে হয়। সংসারীরা মেয়েদের কথায় উঠ্‌তে বল্‌লে ওঠে, বস্‌তে বল্‌লে বসে। সকলেই আপনার পরিবারদের সুখ্যাতি করে। আমি এক জায়গায় যেতে চেয়েছিলাম। রামলালের খুড়ীকে জিজ্ঞাসা করাতে বারণ কর্‌লে; আর যাওয়া হলো না। খানিক পরে ভাব্‌লুম, উঃ! আমি সংসার করি নাই, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী, তাতেই এই, সংসারীরা না জানি পরিবারদের কি রকম বশ!

৮। কামিনী-কাঞ্চনই মায়া। ওর ভিতর অনেক দিন থাক্‌লে হুঁস্ চলে যায়; মনে হয় বেশ আছি। মেথর গুয়ের ভার বয়; বইতে বইতে আর ঘেন্না থাকে না।

৯। কামিনী-কাঞ্চন এক প্রকার মদ। অনেক মদ খেলে খুড়া জেঠা বোধ থাকে না; তাদেরই বলে ফেলে, "তোর গুষ্ঠীর— ;" মাতালের গুরু লঘু বোধ থাকে না।

১০। বিষয়ীরা মাতাল হয়ে আছে। কামিনী-কাঞ্চনে মত্ত; হুঁস্ নাই। তাই ত ছোক্‌রাদের ভালবাসি। তাদের ভিতর কামিনী-কাঞ্চন এখনও ঢোকে নাই। আধার ভাল, ঈশ্বরের কাজে আস্‌তে পারে।

১১। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সহজেই আসক্তি হয়। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃই পুরুষকে ভালবাসে; পুরুষ স্বভাবতঃই স্ত্রীলোক ভালবাসে। তাই দুজনেই শিগ্‌গির পড়ে যায়।

১২। কামিনী-কাঞ্চনই ঈশ্বর থেকে মানুষকে বিমুখ

করে। সেদিকে যেতে দেয় না। এই দেখ না, সকলেই নিজের পরিবারকে সুখ্যাত্ করে। তা ভালই হোক্ আর মন্দই হোক্। যদি জিজ্ঞাসা কর, তোমার পরিবারটি কেমন গো? অমনি বলে, "আজ্ঞে, খুব ভাল।" তা স্ত্রীর উপর ভালবাসা হবে না? এটি জগৎমাতার ভুবনমোহিনী মায়া। স্ত্রীকে বোধ হয় যে পৃথিবীতে অমন আপনার লোক আর হবে না,—আপনার লোক, জীবনে মরণে, ইহকালে পরকালে। এই স্ত্রী নিয়ে মানুষ কি না দুঃখ ভোগ কর্‌ছে! তবু মনে করে যে এমন আত্মীয় আর কেউ নাই।

১৩। জমি, টাকা, স্ত্রী, এই তিনটি জিনিসের উপর মন রাখ্‌তে গেলে ভগবানের উপর মনের যোগ হয় না। কামিনী-কাঞ্চনের উপর থেকে যদি মন চলে যায়, তা হলে আর ভাবনা কি?

১৪। কামিনী ও কাঞ্চন, এই দুটি বিঘ্ন। মেয়ে মানুষে আসক্তি ঈশ্বরের পথ থেকে বিমুখ করে দেয়,—কিসে পতন হয়, পুরুষ জান্‌তে পারে না! যখন কেল্লায় যাচ্ছি, একটুও বুঝ্‌তে পারি নাই যে, গড়ানে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। কেল্লার ভিতর গাড়ি পৌঁছুলে দেখ্‌তে পেলাম, কত নীচে এসেছি। আহা, পুরুষদের বুঝ্‌তে দেয় না! ভূতে যাকে পায়, সে জানে না যে, ভূতে পেয়েছে; সে বলে, "বেশ আছি।" সংসারে শুধু যে কামের ভয়, তা নয়; আবার ক্রোধ আছে। কামনার পথে কাঁটা পড়্‌লেই ক্রোধ।

১৫। যতক্ষণ মায়ার ঘরের ভিতরে আছ, ততক্ষণ মায়া মেঘ রয়েছে, ততক্ষণ জ্ঞান-সূর্য্য কাজ করে না। মায়া-ঘর ছেড়ে বাহিরে এসে দাঁড়ালে (কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের পর) তবে জ্ঞান-সূর্য্য অবিদ্যা নাশ করে। ঘরের ভিতরে আন্‌লে আতস কাচে কাগজ পুড়ে না। ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালে রোদটি কাগজে পড়ে,—তখন কাগজ পুড়ে যায়। আবার মেঘ থাক্‌লে আতস কাচে কাগজ পুড়ে না। মেঘটি সরে গেলে তবে হয়। কামিনী-কাঞ্চন-ঘর থেকে সরে দাঁড়ালে,—সরে দাঁড়িয়ে একটু সাধনা তপস্যা কর্‌লে—তবে মনের অন্ধকার নাশ হয়,—অবিদ্যা, অহঙ্কার মেঘ দূরে যায়,—জ্ঞানলাভ হয়। কামিনী-কাঞ্চনই মেঘ।

১৬। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে খুব সাবধান না থাক্‌লে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। কিন্তু সংসার বড় কঠিন স্থান। যুবতীর সঙ্গে নিষ্কামেরও কাম হয়। তবে জ্ঞানীর পক্ষে স্বদারায় কখনও কখনও গমন দোষের নয়; যেমন মলমূত্র ত্যাগ, তেমনি রেতঃ-ত্যাগ।

১৭। সে কি রে? পান মাছে কি হয়েছে? ওতে কিছু দোষ হয় না। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ।

১৮। যে মাগ্‌সুখ ত্যাগ করেছে, সে ত জগৎসুখ ত্যাগ করেছে; ঈশ্বর তার অতি নিকট।

১৯। স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গ হোক্ আর নাই হোক্, একসঙ্গে শোয়াও খারাপ। গায়ের ঘর্ষণ, গায়ের গরম!

২০। খুব বীরপুরুষ হবি। ঘোম্‌টা দিয়ে কান্নাতে ভুলিস্‌ না। সিক্‌নি ফেল্‌তে ফেল্‌তে কান্না! ভগবানেতে মন ঠিক রাখ্‌বি। যে বীরপুরুষ, সে "রমণীর সঙ্গে থাকে, না করে রমণ।" পরিবারের সঙ্গে কেবল ঈশ্বরীয় কথা কবি।

২১। রমণ আট প্রকার; মেয়েদের সঙ্গে বসা, কি বেশীক্ষণ আলাপ করা, তাকেও রমণ বলেছে। মেয়েদের কথা শুন্‌ছি, শুন্‌তে শুন্‌তে আনন্দ হ'চ্ছে, ও একরকম রমণ। মেয়েদের কথা বল্‌ছি (কীর্ত্তনম্‌), ও একরকম রমণ। মেয়েদের সঙ্গে নির্জ্জনে চুপি চুপি কথা কচ্ছি, ও একরকম রমণ। মেয়েদের কোনও জিনিস কাছে রেখে দিয়েছি, আনন্দ হচ্ছে, ও একরকম রমণ। স্পর্শ করা একরকম রমণ। তাই গুরুপত্নী যুবতী হলে পাদ-স্পর্শ কর্‌তে নাই। সন্ন্যাসীদের এই সব নিয়ম। সংসারীদের আলাদা কথা; তাদের এই সাত রকম রমণে তত দোষ নাই।

২২। যে মন ভগবান্‌কে দিতে হবে, সেই মনের বার আনা মেয়ে মানুষে নিয়ে ফেলে। তার পর তার ছেলে হলে প্রায় সব মনটাই খরচ হয়ে যায়। তা হলে ভগবান্‌কে আর কি দিবে? আবার কারু কারু তাকে আগ্‌লাতে আগ্‌লাতে প্রাণ বেরিয়ে যায়।

২৩। ভগবান্‌ লাভ কর্‌তে গেলে তীব্র বৈরাগ্য দরকার। যা ঈশ্বরের পথের বিরুদ্ধ বলে বোধ হবে, তা তৎক্ষণাৎ ত্যাগ কর্‌তে হয়। পরে হবে বলে ফেলে রাখা উচিত নয়। কামিনী-কাঞ্চন ঈশ্বরের পথের বিরোধী। ও থেকে মন সরিয়ে

নিতে হবে। ঢিমে তেতালা হলে হবে না। যে ত্যাগ কর্‌বে, তার খুব মনের বল চাই।

২৪। যদি একবার এইরূপ তীব্র বৈরাগ্য হয়ে ঈশ্বর লাভ হয়, তা হলে আর মেয়ে মানুষে আসক্তি থাকে না। ঘরে থাক্‌লেও মেয়ে মানুষে আসক্তি থাকে না; তাদের ভয় থাকে না। যদি একটা চুম্বক পাথর খুব বড় হয়, আর একটা সামান্য হয়, তা হলে লোহাকে কোন্‌টা টেনে নেবে? বড়টাই টেনে নেবে। ঈশ্বর বড় চুম্বক পাথর; তাঁর কাছে কামিনী ছোট চুম্বক পাথর। কামিনী কি কর্‌বে?

২৫। যে স্ত্রী ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন করে, আত্মহত্যাই করুক্, আর যাই করুক্, অমন স্ত্রী ত্যাগ কর্‌বে। যে ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন দেয়, সে অবিদ্যা স্ত্রী; কিন্তু যার আন্তরিক ভক্তি আছে, তাঁর বশে সকলেই আসে,—রাজা, দুষ্টলোক, স্ত্রী। নিজের আন্তরিক ভক্তি থাক্‌লে স্ত্রীও ক্রমে ঈশ্বরের পথে যেতে পারে। নিজে ভাল হলে ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সেও ভাল হতে পারে।

২৬। সব দেখ্‌ছি কলাইয়ের ডালের খদ্দের। কামিনী-কাঞ্চন ছাড়্‌তে চায় না। লোকে মেয়ে মানুষের রূপে ভুলে যায়; টাকা, ঐশ্বর্য্য দেখ্‌লে ভুলে যায়; কিন্তু ঈশ্বরের রূপ দর্শন কর্‌লে ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়। রাবণকে একজন বলেছিল, "তুমি সব রূপ ধরে সীতার কাছে যাও, রাম রূপ ধর না কেন?" রাবণ বল্‌লে, "রাম রূপ হৃদয়ে একবার দেখ্‌লে, রম্ভা, তিলোত্তমা, এদের চিতার ভস্ম বলে বোধ হয়; ব্রহ্মপদ তুচ্ছ

হয়, পরস্ত্রীর কথা ত দূরে থাক্।" সব কলাইয়ের ডালের খদ্দের। শুদ্ধ আধার না হলে ঈশ্বরে শুদ্ধা ভক্তি হয় না; এক লক্ষ্য হয় না, নানাদিকে মন থাকে।

২৭। কাগজে তেল লাগ্‌লে, তাতে আর লেখা চলে না; তেমনি জীবে কাম-কাঞ্চন রূপ তেল লাগ্‌লে, তাতে আর সাধন চলে না। সে তেল-মাখা কাগজ, খড়ি দিয়ে ঘসে নিলে তাতে লেখা যায়; তেমনি জীবে কাম-কাঞ্চন রূপ তেল লাগ্‌লে, ত্যাগরূপ খড়ি দিয়ে ঘসে নিলে তবে সাধন চলে।

২৮। কেশবকে একদিন রাত্রে থাক্‌তে বলায়, সে বল্লে, "না, কাজ আছে, যেতে হবে।" তখন আমি হেসে বল্লাম, "আঁশ চুপ্‌ড়ির গন্ধ না হলে কি ঘুম হবে না?" একজন মেছুনী মালির বাড়ীতে অতিথি হয়েছিল; মাছ বিক্রী করে আস্‌ছে, চুপ্‌ড়ী হাতে আছে। তাকে ফুলের ঘরে শুতে দেওয়া হলো। অনেক রাত পর্য্যন্ত ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছে না। বাড়ীর গিন্নী সেই অবস্থা দেখে বল্‌লে, "কি গো, তুই ছট্‌ফট্ কর্‌ছিস্ কেন?" সে বল্লে, "কে জানে বাপু, বুঝি এই ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছে না। আমার আঁশ চুপ্‌ড়িটা আনিয়ে দিতে পার? তা হলে বোধ হয় ঘুম হতে পারে।" শেষে আঁশ চুপ্‌ড়ি আনাতে, জল ছিটে দিয়ে নাকের কাছে রেখে ভোঁস্ ভোঁস্ করে ঘুমুতে লাগ্‌লো। কামিনী-কাঞ্চন আঁশ চুপ্‌ড়ি; সাধুসঙ্গ ফুলের গন্ধ।

২৯। জয়পুরের গোবিন্দজীর পূজারীরা প্রথম প্রথম বিবাহ কর্‌তো না, তখন তাদের খুব তেজস্বী ভাব ছিল। রাজা

একবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন; কিন্তু তারা যায় নাই; বলেছিল, "রাজাকে আনে বোলো।" তার পর রাজা ও অন্যান্য লোকেরা তাদের বিবাহ দিয়েছিলেন। তখন রাজার সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্য আর কাকেও ডাক্‌তে হতো না। তারা নিজেই রাজার কাছে গিয়ে বল্‌তো, "মহারাজ, আশীর্ব্বাদ কর্‌তে এসেছি, এই নির্ম্মাল্য এনেছি, ধারণ করুন।" কাজে কাজেই তাদের ঐরূপ কর্‌তে হতো। কেন না, আজ তাদের ঘর তুল্‌তে হবে, কাল তাদের ছেলের অন্নপ্রাশন, পরশু তাদের হাতে খড়ি, এই সব নানা কারণে পয়সার দরকার।

৩০। যেমন সাপ দেখ্‌লে লোকে বলে থাকে, "মা মনসা, মুখটি লুকিয়ে রেখো, আর ল্যাজটি দেখিও;" তেমনি যুবতী স্ত্রীলোক দেখলে, 'মা' বলে নমস্কার কর্‌বে, আর তাদের মুখের দিকে না চেয়ে, পায়ের দিকে চাইবে; তা হলে আর পতনের ভয় থাক্‌বে না।

৩১। মেয়েদের গান শিখিও না। আপনা আপনি গায়, সে এক। যার তার কাছে গাইলে লজ্জা ভেঙ্গে যাবে। লজ্জা মেয়েদের বড় দরকার।

৩২। কামিনী-কাঞ্চনই ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়। তোমরা তাঁকে জেনে সংসার কর। এরই নাম 'বিদ্যার সংসার'। দেখ না, মেয়ে মানুষের কি মোহিনী শক্তি! অবিদ্যারূপিণী মেয়েদের; তারা পুরুষগুলোকে যেন বোকা, অপদার্থ করে রেখে দেয়।

৩৩। বিদ্যারূপিণী স্ত্রীও আছে। বিদ্যারূপিণী স্ত্রী ভগবানের দিকে লয়ে যায়; আর অবিদ্যারূপিণী ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়, —সংসারে ডুবিয়ে দেয়। তাঁর মহামায়াতে এই জগৎ সংসার। এই মায়ার ভিতর বিদ্যা-মায়া, অবিদ্যা-মায়া দুইই আছে। বিদ্যামায়া আশ্রয় করলে সাধুসঙ্গ, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য, এই সব হয়। অবিদ্যা-মায়া,—পঞ্চভূত আর ইন্দ্রিয়ের বিষয়, —রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ,শব্দ,—যত ইন্দ্রিয়ের ভোগের জিনিস! এরা ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়।

৩৪। সংসারীরা বুঝতে পারে না, কে ভাল স্ত্রী, কে মন্দ স্ত্রী,—কে বিদ্যাশক্তি, কে অবিদ্যাশক্তি। যে ভাল স্ত্রী, বিদ্যা-শক্তি, তার কাম, ক্রোধ, এ সব কম, ঘুম কম; স্বামীর মাথা ঠেলে দেয়। যে বিদ্যাশক্তি, তার স্নেহ, দয়া, ভক্তি, লজ্জা, এই সব থাকে। সে সকলেরই সেবা করে, বাৎসল্যভাবে। আর স্বামীর যাতে ভগবানে ভক্তি হয়, তার সাহায্য করে। বেশী খরচ করে না; পাছে স্বামীর বেশী খাটতে হয়, পাছে ঈশ্বর-চিন্তার অবসর না থাকে।

৩৫। কামিনী-কাঞ্চনই সংসার। অনেকে টাকা গায়ের রক্ত মনে করে; কিন্তু টাকাকে বেশী যত্ন করলে একদিন হয় ত সব বেরিয়ে যায়। আমাদের দেশে মাঠে আল বাঁধে। আল জান? যারা খুব যত্ন করে চারিদিকে আল দেয়, তাদের আল জলের তোড়ে ভেঙ্গে যায়। যারা একদিক খুলে ঘাসের চাপড়া দিয়ে রাখে, তাদের কেমন পলি প'ড়ে কত

ধান হয়। যারা টাকার সদ্ব্যবহার করে,—ঠাকুরসেবা, সাধু-ভক্তের সেবা করে, দান করে, তাদেরই কাজ হয়; তাদেরই ফসল হয়।

৩৬। টাকায় খাওয়া দাওয়া হয়, একটা থাক্‌বার জায়গা হয়, ঠাকুরের সেবা হয়, সাধুভক্তের সেবা হয়, সম্মুখে কেউ গরীব প'ড়্‌লো, তার উপকার হয়। এই সব টাকার সদ্ব্যবহার। ঐশ্বর্য্যভোগের জন্য টাকা নয়, দেহের সুখের জন্য টাকা নয়, লোকমান্যের জন্য টাকা নয়।

৩৭। দেখ, অর্থ যার দাস, সেই মানুষ। যারা অর্থের ব্যবহার জানে না, তারা মানুষ হয়ে মানুষ নয়। মানুষের আকৃতি, কিন্তু পশুর ব্যবহার।

৩৮। 'বিদ্যার সংসারের' জন্য বেশী অর্থ উপায়ের চেষ্টা কর্‌বে,—কিন্তু সদুপায়ে। উপার্জ্জন করা উদ্দেশ্য নয়; ঈশ্বরের সেবা করাই উদ্দেশ্য। টাকাতে যদি ঈশ্বরের সেবা হয়, তো সে টাকায় দোষ নাই।

৩৯। সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার। কামিনী-কাঞ্চন অনিত্য। ঈশ্বরই একমাত্র নিত্যবস্তু। তাই টাকা কখনও জীবনের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না। এর নাম বিচার। আর সুন্দর দেহেই বা কি আছে? বিচার কর। সুন্দরীর দেহেতেও কেবল হাড়, মাংস, চর্ব্বি, মল, মূত্র, এই সব আছে। এই সব বস্তুতে মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে কেন মন দেয়? কেন ঈশ্বরকে ভুলে যায়?

৪০। টাকাতে যদি কেউ 'বিদ্যার সংসার' করে, ঈশ্বরের সেবা, সাধু-ভক্তের সেবা করে, তাতে দোষ নাই। স্ত্রীলোক নিয়ে মায়ার সংসার করা,—তাতে ঈশ্বরকে ভুলে যায়। যিনি জগতের মা, তিনিই এই মায়ার রূপ,—স্ত্রীলোকের রূপ ধরেছেন। এটি ঠিক জানলে আর মায়ার সংসার কর্‌তে ইচ্ছা হয় না। সব স্ত্রীলোককে ঠিক্‌ 'মা' বোধ হ'লে, তবে 'বিদ্যার সংসার,' কর্‌তে পারে। ঈশ্বর-দর্শন না হলে, স্ত্রীলোক কি বস্তু বোঝা যায় না।

৪১। কামিনী-কাঞ্চনের ভিতরে থেকে কেমন ক'রে হবে? অনাসক্ত হওয়া বড় কঠিন। একজন ফকীর আকবর সার কাছে কিছু টাকা আন্‌তে গিয়েছিলো। বাদ্‌সা তখন নমাজ পড়্‌ছে আর বল্‌ছে, "হে খোদা, আমায় ধন দাও, দৌলত দাও।" ফকীর তখন চলে আস্‌বার উপক্রম কর্‌লে। কিন্তু আকবর সা তাকে বস্‌তে ইসারা কর্‌লেন; নমাজের পর জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "তুমি কেন চলে যাচ্ছিলে?" সে বল্‌লে, "আপনিই বল্‌ছিলেন 'ধন দাও, দৌলত দাও'; যখন দেখ্‌লুম, আপনিও ধন দৌলতের ভিখারী, তখন মনে কর্‌লুম যে ভিখারীর কাছে চেয়ে আর কি হবে? যদি চাইতে হয়, ত আল্লার কাছে চাইব।"

৪২। টাকার অহঙ্কার কর্‌তে নাই। যদি বল আমি ধনী; ধনীর আবার তারে বাড়া, তারে বাড়া আছে। সন্ধ্যার পর যখন জোনাকি পোকা উঠে, সে মনে করে,—আমি এই

জগৎকে আলো দিচ্ছি। কিন্তু যেই নক্ষত্র উঠলো, অমনি তার অভিমান চলে গেল। তখন নক্ষত্রেরা মনে করে,—আমরা জগৎকে আলো দিচ্ছি। কিন্তু পরে যখন চন্দ্র উঠ্‌লো, তখন নক্ষত্রেরা লজ্জায় মলিন হয়ে গেল। চন্দ্র মনে কর্‌লে আমার আলোয় জগৎ হাস্‌ছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে অরুণোদয় হলো, তখন চন্দ্র মলিন হয়ে গেল; খানিক পরে আর দেখা গেল না। ধনীরা যদি এগুলি ভাবে, তাহলে আর তাদের ধনের অহঙ্কার থাকে না।

৪৩। বড় বড় দোকানে চালের বড় বড় ঠেক থাকে। ঘরের চাল পর্য্যন্ত উঁচু। চাল থাকে, ডালও থাকে। কিন্তু পাছে ইঁদুরে খায়, তাই দোকানদার কুলোয় করে খই মুড়্‌কি রেখে দেয়। মিষ্ট লাগে আর সোঁদা সোঁদা গন্ধ,—তাই যত ইঁদুর সেই কুলোতে গিয়ে পড়ে, বড় বড় ঠেকের সন্ধান পায় না। জীব কামিনী-কাঞ্চনে মুগ্ধ হয়। ঈশ্বরের খবর পায় না।

সন্ন্যাস-আশ্রম।

১। যাঁর মন, প্রাণ, অন্তরাত্মা ঈশ্বরে গত হয়েছে, তিনি সাধু। যিনি কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী, তিনিই সাধু। যিনি সাধু, তিনি স্ত্রীলোককে ঐহিক চক্ষে দেখেন না; সর্ব্বদাই তাদের অন্তরে থাকেন; যদি স্ত্রীলোকের কাছে আসেন, তাঁকে মাতৃবৎ দেখেন ও পূজা করেন। সাধু সর্ব্বদা ঈশ্বর-চিন্তা করেন। ভগবৎ কথা ছাড়া অন্য কথা কন্ না; আর সর্ব্বভূতে ঈশ্বর আছেন জেনে তাদের সেবা করেন। মোটামুটি এইগুলি সাধুর লক্ষণ।

২। যেমন একজন কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করে আগুন জ্বেলে বসে থাকে, আর পাঁচ জনে এসে আগুন পোয়ায়, তেমনি সাধু সন্ন্যাসীরা কঠোর তপস্যা করে ভগবান্‌কে জানেন; আর পাঁচজন এসে তাঁদের সঙ্গ করে, তাঁদের উপদেশ শুনে ভগবানে চিত্ত স্থির করে।

৩। সাধুরা তিন শ্রেণীর;—উত্তম, মধ্যম, অধম। উত্তম যাঁরা, তাঁরা খাবার জন্য চেষ্টা করেন না। মধ্যম ও অধম, যেমন দণ্ডী ফণ্ডী। যারা মধ্যম, তারা ‘নমো নারায়ণ’ বলে

দাঁড়ায়। যারা অধম, তারা না দিলে ঝগড়া করে। উত্তম শ্রেণীর সাধুর অজগর বৃত্তি। ব'সে খাওয়া পাবে। অজগর নড়ে না। একটি সাধু বাল-ব্রহ্মচারী; ভিক্ষা করতে গিয়েছিলো; একটি মেয়ে এসে ভিক্ষা দিলে। তার বক্ষে স্তন দেখে মনে করলে,—ওর বুকে ফোড়া হয়েছে; তাই জিজ্ঞাসা করলে। পরে বাড়ীর গিন্নীরা বুঝিয়ে দিলে যে, ওর গর্ভে ছেলে হবে বলে ঈশ্বর স্তনেতে দুধ দেবেন; তাই ঈশ্বর আগে থাক্‌তে তার বন্দোবস্ত করেছেন। এই কথা শুনে ছোক্‌রা সাধুটি অবাক্ হয়ে গেল। তখন সে বল্লে, "তবে আমার ভিক্ষা কর্‌বার দরকার নাই; আমার জন্যও খাবার আছে।" যার মনে আছে, চেষ্টা দরকার, তার চেষ্টা কর্‌তেই হবে। আলো জ্বাল্‌লে বাদুলে পোকার অভাব হয় না। তাঁকে লাভ করলে তিনি সব যোগাড় করে দেন,—কোনও অভাব রাখেন না। তিনি হৃদয়মধ্যে এলে, সেবা কর্‌বার লোক অনেক এসে জোটে।

৪। যে সাধু ঔষধ দেয়, যে সাধু ঝাড় ফুঁক করে, যে সাধু টাকা নেয়, যে সাধু বিভূতি তিলকের বিশেষ আড়ম্বর ক'রে, খড়ম পায়ে দিয়ে যেন সাইনবোর্ড্ মেরে নিজেকে বড় সাধু বলে অপরকে জানায়, তাদের কদাচ বিশ্বাস করো না। আর সাধুর সঙ্গে যদি পুট্‌লী পাট্‌লা থাকে, পনেরটা গাঁটওয়ালা যদি কাপড় বুচ্‌কি থাকে, তাহলে তাদের বিশ্বাস করো না।

৫। মিথ্যা কিছুই ভাল নয়। মিথ্যা ভেক ভাল নয়। ভেকের মত যদি মনটা না হয়, তাহলে ক্রমে সর্ব্বনাশ হয়।

মিথ্যা বল্‌তে বা কর্‌তে ক্রমে ভয় ভেঙ্গে যায়। তার চেয়ে সাদা কাপড় ভাল। মনে আসক্তি, মাঝে মাঝে পতনও হচ্ছে, আর বাহিরে গেরুয়া, বড় ভয়ঙ্কর।

৬। কি জান? সংসার কর্‌লে মনের বাজে খরচ হয়ে যায়। এই বাজে খরচ হওয়ার দরুণ মনের যা ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি আবার পূরণ হয়,—যদি কেউ সন্ন্যাস করে। বাপ প্রথম জন্ম দেন, তার পরে দ্বিতীয় জন্ম উপনয়নের সময়। আর একবার জন্ম হয় সন্ন্যাসের সময়।

৭। বৈরাগ্য দুই প্রকার;—তীব্র বৈরাগ্য আর মন্দা বৈরাগ্য। মন্দা বৈরাগ্য—হচ্ছে হবে,—ঢিমে তেতালা। তীব্র বৈরাগ্য—শাণিত ক্ষুরের ধার—মায়া পাশ কচ্‌কুচ্‌ করে কেটে দেয়। কোনও চাষা কত দিন ধরে খাট্‌ছে,—পুষ্করিণীর জল ক্ষেতে আর আস্‌ছে না, মনে রোখ্‌ নাই। আবার কেউ দু চার দিন পরেই, "আজ জল আন্‌বো ত ছাড়্‌বো" প্রতিজ্ঞা করে। নাওয়া, খাওয়া, সব বন্ধ; সমস্ত দিন খেটে সন্ধ্যের সময় যখন জল কুল্‌কুল্‌ করে আস্‌তে লাগ্‌লো, তখন আনন্দ! তার পর বাড়ীতে গিয়ে পরিবারকে বলে, "দে, এখন তেল দে, নাইব।" নেয়ে, খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা।

৮। একজনের স্ত্রী একদিন তার স্বামীকে বল্লে, "দাদা আজ কদিন থেকে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হবার চেষ্টা কর্‌ছে। খাওয়া কমিয়েছে, মাটিতে শোয়, বউএর সঙ্গে ভাল করে কথা কয় না। তাই বড় ভাবনা হয়েছে, পাছে সন্ন্যাসী

হয়ে বেরিয়ে যায়।" তার স্বামী বল্লে, "দূর, ক্ষেপী, সে যেতে পার্‌বে না। সন্ন্যাসী কি অমন করে হয়?" স্ত্রী বল্লে, "ও গো, না, সে যে কাপড় ছুবিয়েছে, সব ঠিক করেছে, নিশ্চয় যাবে। তোমার যেমন কথা! অমন করে হয় না ত কেমন করে হয়?" তার স্বামী বল্‌লে, "কেমন করে হয় দেখ্‌বি? এই এমনি করে হয়।"—ব'লে নিজের পরা কাপড়খানি ছিঁড়ে কপ্‌নী করে প'রে বেরিয়ে গেল, আর এল না। এর নাম তীব্র বৈরাগ্য। সন্ন্যাসী হওয়ার কথা শুনেই অমনি চৈতন্য হলো; অমনি সব ত্যাগ করে চলে গেল। আর এক রকম বৈরাগ্য,—তাকে বলে মর্কট বৈরাগ্য। সংসারের জ্বালায় জ্বলে গেরুয়া বসন প'রে কাশী গেল। অনেক দিন সংবাদ নাই। তারপর একখানা চিঠি এল, "তোমরা ভাবিও না; আমার এখানে একটি কর্ম্ম হইয়াছে।"

৯। একজনের পরিবার বল্‌লে, "অমুক লোকের ভারি বৈরাগ্য হয়েছে,—তোমার কিছু হলো না? যার বৈরাগ্য হয়েছে, সে লোকটির ষোল জন স্ত্রী, এক এক জন করে তাদের ত্যাগ কর্‌ছে।" স্বামী নাইতে যাচ্ছিল,—কাঁধে গামছা,—বল্লে, "ক্ষেপী, সে লোক ত্যাগ কর্‌তে পার্‌বে না,—একটু একটু করে কি ত্যাগ হয়? আমি ত্যাগ কর্‌তে পার্‌বো। এই ত্যাখ্—আমি চল্লুম।" সে বাড়ীর গোছ্ গাছ্ না করে, সেই অবস্থায়, বাড়ী ত্যাগ করে চলে গেল। এরই নাম তীব্র বৈরাগ্য। এতে বোধ হয়, সংসার দাবানল; মাগ-ছেলে যেন পাতুকুয়া!

১০। যাদের কৌমার বৈরাগ্য, যারা ছেলেবেলা থেকে ভগবানের জন্য ব্যাকুল হয়ে বেড়ায়, সংসারে ঢোকে না, তারা একটি আলাদা থাক্। তারা নৈকষ্য কুলীন। ঠিক ঠিক বৈরাগ্য হলে, তারা মেয়ে মানুষ থেকে পঞ্চাশ হাত তফাতে থাকে; পাছে তাদের ভাব ভঙ্গ হয়। তারা যদি মেয়ে মানুষের পাল্লায় পড়ে, তাহলে আর নৈকষ্য কুলীন থাকে না। ভঙ্গভাব হয়ে যায়; তাদের ঘর নীচু হয়ে যায়। যাদের ঠিক কৌমার বৈরাগ্য, তাদের উঁচু ঘর, অতি শুদ্ধ ভাব। গায়ে দাগটি পর্য্যন্ত লাগে না।

১১। ছোক্‌রাদের সাধনার অবস্থা। এখন কেবল ত্যাগ। সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্য্যন্ত দেখ্‌বে না। আমি ওদের বলি, "মেয়ে মানুষ ভক্ত হলেও, তাদের সঙ্গে বসে কথা কবে না—দাঁড়িয়ে একটু কথা কবে। সিদ্ধ হলেও এইরূপ কর্‌তে হয়,—নিজের সাবধানের জন্য, আর লোকশিক্ষার জন্য। আমিও, মেয়েরা এলে, একটু পরে বলি, 'তোমরা এখন ঠাকুর দেখ গে।' তাতে যদি না উঠে, নিজে, উঠে পড়ি। আমার দেখে আবার সবাই শিখ্‌বে। সন্ন্যাসীর দেহ-ধারণ লোক-শিক্ষার জন্য।"

১২। সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীলোক একেবারে ত্যাগ। সন্ন্যাসীর পক্ষে বীর্য্যপাত বড়ই খারাপ। তাই তাদের সাবধানে থাক্‌তে হয়, স্ত্রীরূপ দর্শন যাতে না হয়। ভক্ত স্ত্রীলোক হলেও, সেখান থেকে সরে যাবে। স্ত্রীরূপ দেখাও খারাপ। জাগ্রত অবস্থায়,

না হয় স্বপ্নে, বীর্য্যপাত হয়। নিজে জিতেন্দ্রিয় হলেও, লোক-শিক্ষার জন্য মেয়েদের সঙ্গে আলাপ কর্‌বে না।

১৩। সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী আর কাঞ্চন,—যেমন সুন্দরীর পক্ষে তার গায়ের বোট্‌কা গন্ধ! ও গন্ধ থাক্‌লে বৃথা সৌন্দর্য্য। সন্ন্যাসীর ভারি কঠিন নিয়ম। যখন সাধু সন্ন্যাসী সেজেছে,—তখন ঠিক সাধু সন্ন্যাসীর মত কাজ কর্‌তে হবে। থিয়েটারে দেখ নাই, যে রাজা সাজে, সে রাজাই সাজে, যে মন্ত্রী সাজে, সে মন্ত্রীই সাজে। একজন বহুরূপী ত্যাগী সাধু সেজেছিলো। বাবুরা তাকে এক তোড়া টাকা দিতে গেল। সে উঁহুঁ করে চলে গেল,—টাকা ছুঁলেও না! কিন্তু খানিক পরে, গা, হাত, পা ধুয়ে, নিজের কাপড় প'রে এল। বল্লে, "কি দিচ্ছিলে এখন দাও।" যখন সাধু সেজেছিলো, তখন টাকা ছুঁতে পারে নাই; এখন চার আনা দিলেও হয়। কিন্তু পরমহংস অবস্থায় বালক হয়ে যায়। পাঁচ বছরের বালকের স্ত্রী পুরুষ জ্ঞান নাই। তবু লোকশিক্ষার জন্য সাবধান হতে হয়। চৈতন্যদেব লোকশিক্ষার জন্য সংসার ত্যাগ কর্‌লেন। সাধু সন্ন্যাসী নিজের মঙ্গলের জন্য কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ কর্‌বে। আবার নির্লিপ্ত হলেও, লোক শিক্ষার জন্য কাছে কামিনী-কাঞ্চন রাখ্‌বে না। ন্যাসী—সন্ন্যাসী—জগদ্‌গুরু!—তাঁকে দেখে তবে ত লোকের চৈতন্য হবে?

১৪। ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত, আর সংসারী ভক্ত, অনেক তফাৎ। ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী—ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত—মৌমাছির

মত। মৌমাছি ফুলে বৈ আর কিছুতে বস্‌বে না। মধুপান বৈ আর কিছু পান কর্‌বে না। সংসারী ভক্ত অন্য মাছির মত ;—সন্দেশেও বস্‌ছে, আবার পচা ঘায়েও বস্‌ছে। বেশ ঈশ্বরের ভাবেতে রয়েছে, আবার কামিনী-কাঞ্চন লয়ে মত্ত হয়। ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত চাতকের মত। চাতক স্বাতী নক্ষত্রের মেঘের জল বৈ আর কিছু খাবে না!—সাত সমুদ্র, নদী ভরপুর! সে অন্য জল খাবে না! কামিনী-কাঞ্চন স্পর্শ কর্‌বে না। কামিনী-কাঞ্চন কাছে রাখ্‌বে না ; পাছে আসক্তি হয়।

১৫। সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীলোক,—থুথু ফেলে থুথু খাওয়া। সন্ন্যাসী কামিনী-কাঞ্চন দুইই ত্যাগ কর্‌বে। যেমন মেয়ের পট পর্য্যন্ত দেখ্‌বে না, তেমনি কাঞ্চন—টাকা—স্পর্শ কর্‌বে না। টাকা কাছে থাক্‌লেও খারাপ। হিসাব, দুশ্চিন্তা, টাকার অহঙ্কার, লোকের উপর ক্রোধ, কাছে থাক্‌লে এই সব এসে পড়ে। সূর্য্য দেখা যাচ্ছিল, মেঘ এসে সব ঢেকে দিলে। সন্ন্যাসীর এ কঠিন নিয়ম কেন? তার নিজের মঙ্গলের জন্যও বটে, আর লোকশিক্ষার জন্যও বটে। সন্ন্যাসীর ষোল আনা ত্যাগ দেখ্‌লে, তবে ত লোকের সাহস হবে,—তবেই ত তারা কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বে। এ ত্যাগ শিক্ষা যদি সন্ন্যাসী না দেয়, তবে কে দিবে?

১৬। সন্ন্যাসীর পক্ষে ত্যাগ। মেয়ে মানুষ তাদের পক্ষে বিষবৎ। সন্ন্যাসীর এরূপ স্থানে থাকা উচিত, যেখানে স্ত্রী-লোকের মুখ দেখা যায় না, বা অনেক কাল পরে দেখা যায়।

১৭। সাধনের অবস্থায় কামিনী দাবানল-স্বরূপ,—কাল সাঁপের স্বরূপ! সিদ্ধ অবস্থায়, ভগবান্ দর্শনের পর, তবে মা আনন্দময়ী! তবে মার এক একটি রূপ ব'লে দেখ্‌বে। মেয়ে মানুষের গায়ের হাওয়া লাগ্‌বে না; মোটা কাপড় গায়ে দিয়ে থাক্‌বে, পাছে তাদের হাওয়া গায়ে লাগে;—আর আট হাত, নয় দু হাত, নয় অন্ততঃ এক হাত, মা ছাড়া সকলের সঙ্গে সর্ব্বদা তফাৎ থাক্‌বে।

১৮। ওরে সাধু, সাবধান! এক আধবার যাবি; বেশী যাস্ নে, পড়ে যাবি! কামিনী-কাঞ্চন মায়া। সাধুর মেয়ে-মানুষ থেকে অনেক দূরে থাক্‌তে হয়। ওখানে সকলে ডুবে যায়। ওখানে ব্রহ্মা বিষ্ণু পড়ে খাচ্ছে খাবি।

১৯। সাধুরা ঈশ্বরের উপর ষোল আনা নির্ভর কর্‌বে। তাদের সঞ্চয় কর্‌তে নাই। পন্‌ছী (পাখী) আউর দরবেশ (সাধু) সঞ্চয় করে না। অবধূতের আর একটি গুরু ছিল মৌমাছি। মৌমাছি কষ্ট ক'রে মধু সঞ্চয় কর্‌লে। আর একজন এসে চাক ভেঙ্গে তার মধু খেয়ে গেল। তার সঞ্চয়ের ধন সে ভোগ কর্‌তে পেলে না। অবধূত তা দেখে মৌমাছিকে নমস্কার ক'রে বল্‌লে, "ঠাকুর, তুমি আমার গুরু। সঞ্চয় কর্‌লে পরিণাম কি হয়, আমি তা তোমার কাছে শিখ্‌লাম।" এটি সংসারীর পক্ষে নয়। সংসারীর সংসার প্রতিপালন কর্‌তে হয়, তাই সঞ্চয়ের দরকার হয়।

২০। সন্ন্যাসীর পক্ষে টাকা লওয়া বা লোভে আসক্ত

হওয়া কিরূপ জান?—যেমন ব্রাহ্মণের বিধবা অনেককাল হবিষ্য খেয়ে ব্রহ্মচর্য্য করে বাগ্দী উপপতি করেছিলো।

২১। সাধুর মন ঈশ্বরে বার আনা, আর কাজে চার আনা। সাধুর ঈশ্বরের কথাতেই বেশ হুঁস্। সাপের ল্যাজ্ মারালে আর রক্ষা নাই! ল্যাজে যেন বেশী লাগে।

২২। ওদেশেতে লোকে যখন ধান মাপে, একজন মাপ্তে থাকে, আর একজন পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে। যেই কম প'ড়ে আসে, পেছনে যে গাদা করা থাকে, তা থেকে ঠেলে দিয়ে তার সামনে যুগিয়ে দেয়। তেমনি যারা ঠিক ঠিক সাধু, ভক্ত, ঈশ্বরীয় কথা বলা ফুরাতে না ফুরাতে তাদের ভেতর থেকে ভাব যুগিয়ে আসে। তাদের ভাব আর ফুরোয় না।

২৩। সাধুরা যদি তাঁর নামগুণানুকীর্ত্তন না করে, তাহলে কেমন করে লোকের ঈশ্বরে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভক্তি হবে? তিন পুরুষে আমীর জান্‌লে তবে ত লোকে মান্‌বে?

২৪। মনে ত্যাগ হলেই হলো। তা হলেও সন্ন্যাসী। কিন্তু বাসনায় আগুন দিতে হয়, তবে তো!

২৫। যাদের দ্বারা তিনি লোকশিক্ষা দেবেন, তাদের সংসার ত্যাগ করা দরকার। যিনি আচার্য্য, তাঁর কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করা দরকার। তা না হলে উপদেশ গ্রাহ্য হয় না। শুধু ভিতরে ত্যাগ হলে হবে না। বাহিরে ত্যাগও চাই, তবে লোকশিক্ষা হয়। তা না হলে লোকে মনে করে, ইনি যদিও কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতে বল্‌ছেন, ইনি নিজে

ভিতরে ভিতরে ঐ সব ভোগ করেন। সন্ন্যাসীও যদি মনে ত্যাগ করে, বাহিরে কামিনী-কাঞ্চন লয়ে থাকে,—তার দ্বারা লোকশিক্ষা হয় না। লোকে বল্‌বে, লুকিয়ে লুকিয়ে গুড় খায়।

২৬। একজন কবিরাজ ঔষধ দিয়ে রোগীকে বল্লে, "তুমি আর একদিন এস, খাওয়া দাওয়ার কথা বলে দিব।" সে দিন তার ঘরে অনেকগুলি গুড়ের নাগ্‌রি ছিল। রোগীর বাড়ী অনেক দূরে। সে আর একদিন এসে দেখা কর্‌লে। কবিরাজ বল্লেন, "খাওয়া দাওয়া সাবধানে কর্‌বে, গুড় খাওয়া ভাল নয়।" রোগী চলে গেলে একজন বৈদ্যকে বল্‌লে, "ওকে এত কষ্ট দিয়ে আনা কেন? সেই দিন বল্‌লেই ত হতো।" বৈদ্য হেসে বল্‌লেন, "ওর মানে আছে। সে দিন ঘরে অনেকগুলি গুড়ের নাগ্‌রী ছিল। সেদিন যদি বলি, রোগীর বিশ্বাস হতো না। সে মনে কর্‌তো ওঁর ঘরে যখন এত গুড়ের নাগ্‌রি, উনি নিশ্চয় কিছু কিছু খান। তাহলে গুড় জিনিসটা এত খারাপ নয়। আজ আমি গুড়ের নাগ্‌রি লুকিয়ে ফেলেছি, এখন বিশ্বাস হবে।"

২৭। পরমহংস দুই প্রকার;—জ্ঞানী পরমহংস, আর প্রেমী পরমহংস। যিনি জ্ঞানী, তিনি আপ্তসার,—"আমার হলেই হলো।" যিনি প্রেমী, যেমন শুকদেবাদি, তিনি ঈশ্বরকে লাভ করে আবার লোকশিক্ষা দেন। কেউ আম খেয়ে মুখটি মুছে ফেলে, আর কেউ পাঁচজনকে দেয়। কেউ

পাতকুয়া খোঁড়্‌বার সময় ঝুড়ি, কোদাল আনে ; খোঁড়া শেষ হয়ে গেলে ঝুড়ি, কোদাল ঐ পাতকুয়াতে ফেলে দেয়। আবার কেউ ঝুড়ি, কোদাল রেখে দেয়, যদি পাড়ার লোকের কারুর দরকার হয়। শুকদেবাদি পরের জন্য ঝুড়ি, কোদাল তুলে রেখেছিলেন।

১৮। রসুনের বাটী যত ধোও না কেন, গন্ধ একটু থাক্‌বেই। ছোকরারা শুদ্ধ আধার, কামিনী-কাঞ্চন স্পর্শ করে নাই। অনেকদিন ধরে কামিনী-কাঞ্চন ঘাঁট্‌লে রসুনের গন্ধ হয়। রসুনের বাটী পুড়িয়ে নিলে, আর গন্ধ থাকে না, নূতন হাঁড়ি হয়ে যায়। যেমন কাকে ঠোকরান আম, ঠাকুরদের দেওয়া যায় না, নিজেরও সন্দেহ। নূতন হাঁড়ি আর দৈপাতা হাঁড়ি ; দৈপাতা হাঁড়িতে দুধ রাখ্‌তে ভয় হয়, প্রায় দুধ নষ্ট হয়ে যায়। একটা দাম্‌ড়া গাইগরুর কাছে যেতে দেখে আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "একি হলো ? এ ত দাম্‌ড়া।" তখন গাড়োয়ান বল্লে, "মশায়, এ বেশী বয়সে দাম্‌ড়া হয়েছিল। তাই আগেকার সংস্কার যায় নাই।" এক জায়গায় সন্ন্যাসীরা বসে আছে,—একটি স্ত্রীলোক সেইখান দিয়ে চলে যাচ্চে। সকলেই ঈশ্বরচিন্তা কচ্ছে, একজন আড়চোখে চেয়ে দেখ্‌লে। সে তিনটি ছেলে হবার পর সন্ন্যাসী হয়েছিল।

ত্যাগ।

১। ত্যাগ দরকার। একটা জিনিসের পর যদি আর একটা জিনিস থাকে, প্রথম জিনিসটা পেতে গেলে ও জিনিসটাকে সরাতে হবে না ? একটা না সরালে আর একটা কি পাওয়া যায় ? ত্যাগ না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

২। খুব জনশূন্য স্থানে যুবতী স্ত্রীলোককে দেখে যে মা ব'লে চলে যেতে পারে, তাকেই ঠিক ঠিক ত্যাগী বলা যায়। আর, যে লোক সভার মাঝখানে ত্যাগী সেজে থাকে, তাকে প্রকৃত ত্যাগী বলা যায় না।

৩। ঠিক ঠিক ত্যাগ, বিশ্বাস, ভাবসমাধির চেয়ে ঢের বড় জিনিস জান্‌বি। নরেন্দর ত ও সব বড় একটা হয় না। কিন্তু দেখ্ দেখি, তার কি ত্যাগ, কি বিশ্বাস, কি মনের তেজ ও নিষ্ঠা !

৪। এদিককার বাসনা-কামনাগুলো সব এক এক করে ছাড়, তবে ত হবে ! কোথা ওগুলোকে সব এক এক করে ছাড়বে, না আরও বাড়াতে চল্লে ! তাহলে কেমন করে হবে ?

৫। মনে ত্যাগ কর্‌লেই ত্যাগ করা যায় না। প্রারব্ধ, সংস্কার, এ সব আবার আছে। এক রাজাকে একজন

যোগী বল্‌লে, “তুমি আমার কাছে বসে থেকে ভগবানের চিন্তা কর।” রাজা বল্লে, “ঠাকুর, সে বড় হবে না। আমি থাক্‌তে পারি, কিন্তু আমার এখনও ভোগ আছে। এ বনে যদি থাকি, হয় ত বনেতে একটা রাজ্য হয়ে যাবে। আমার এখনও ভোগ আছে।”

৬। সংসারী লোকেরা যখন সুখের জন্য চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, আর পায় না, আর শেষে পরিশ্রান্ত হয়, যখন কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হয়ে কেবল দুঃখ পায়, তখনি বৈরাগ্য আসে, ত্যাগ আসে। অনেকের ভোগ না কর্‌লে ত্যাগ হয় না। একটী পাখী জাহাজের মাস্তুলে অন্যমনস্ক হয়ে বসেছিল। জাহাজ গঙ্গার ভিতরে ছিল। ক্রমে মহাসমুদ্রে এসে পড়্‌লো। তখন পাখীর চট্‌কা ভাঙ্গ্‌লো। সে দেখ্‌লে, চতুর্দ্দিকে কূল কিনারা নাই। তখন ড্যাঙ্গায় ফিরে যাবার জন্য উত্তর দিকে উড়ে গেল। অনেক দূর গিয়ে শ্রান্ত হয়ে গেল, তবু কূল-কিনারা দেখ্‌তে পেলে না। তখন কি করে,—ফিরে এসে আবার মাস্তুলে এসে বস্‌লো। অনেকক্ষণ পরে পাখীটা আবার উড়ে গেল;—এবার পূর্ব্বদিকে গেল। সে দিকে কিছুই দেখ্‌তে পেলে না; চারিদিকে কেবল অকূল পাথার! তখন ভারি পরিশ্রান্ত হয়ে, আবার জাহাজে ফিরে এসে মাস্তুলের উপর বস্‌লো। অনেকক্ষণ জিরিয়ে এইবার দক্ষিণ দিকে; এইরূপে আবার পশ্চিম দিকে গেল। যখন দেখ্‌লে, কোথাও কূল-কিনারা নাই, তখন সেই যে মাস্তুলের উপর বস্‌লো, আর

উঠ্‌লো না। নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইল। তখন মনে আর কোনও ব্যস্তভাব বা অশান্তি রইল না। নিশ্চিন্ত হয়েছে, আর কোন চেষ্টাও নাই। সাধকের ভিতরও কেউ কেউ অনেক তীর্থে ঘোরে। এক জায়গায় স্থির হয়ে বস্‌তে পারে না ; অনেক তীর্থের উদক —কি না, জল খায়। যখন ঘুরে ঘুরে ক্ষোভ মিটে যায়, তখন এক জায়গায় কুটীর বেঁধে বসে। আর নিশ্চিন্ত ও চেষ্টা-শূন্য হয়ে ভগবান্‌কে চিন্তা করে। তাই সাধুদের ভিতর, —কুটীচরক আর বহূদক।

৭। যা কিছু দেখ্‌ছো, শুন্‌ছো, চিন্তা কর্‌ছো, সবই মায়া। এক কথায় বল্‌তে গেলে, কামিনী-কাঞ্চনই মায়ার আবরণ। পান খাওয়া, মাছ খাওয়া, তামাক খাওয়া, তেল মাখা, এ সব তাতে দোষ নাই। এ সব শুধু ত্যাগ কর্‌লে কি হবে ? কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগই দরকার। সেই ত্যাগই ত্যাগ। গৃহীরা মাঝে মাঝে নির্জ্জনে গিয়ে সাধন ভজন ক'বে, ভক্তিলাভ ক'রে মনে ত্যাগ কর্‌বে। সন্ন্যাসীরা বাহিরের ত্যাগ, আর মনের ত্যাগ, দুইই কর্‌বে।

৮। ত্যাগীদের আলাদা কথা। তারা কামিনী-কাঞ্চন থেকে মন সরিয়ে এনে, কেবল ঈশ্বরকে দিতে পারে,—কেবল হরিরস পান কর্‌তে পারে। ঠিক ঠিক ত্যাগী হলে, ঈশ্বর বৈ তাদের আর কিছু ভাল লাগে না। বিষয় কথা হলে উঠে যায়, ঈশ্বরীয় কথা হলে শুনে। ঠিক ঠিক ত্যাগী হলে, নিজেরা ঈশ্বর কথা বৈ আর অন্য কথা মুখে আনে না। মৌমাছি কেবল

ফুলে বসে; মধু খাবে ব'লে। অন্য কোনও জিনিস মৌমাছির ভাল লাগে না।

৯। কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর থাক্‌লে মন বড় টেনে লয়। সাবধানে থাক্‌তে হয়। ত্যাগীদের অত ভয় নাই। ঠিক ঠিক ত্যাগী কামিনী-কাঞ্চন থেকে তফাতে থাকে। তাই সাধন থাক্‌লে ঈশ্বরে সর্ব্বদা মন রাখ্‌তে পারে। যারা সর্ব্বদা ঈশ্বরে মন দিতে পারে, তারা মৌমাছির মত। কেবল ফুলে বসে; ফুলে ব'সে মধু পান করে। সংসারে কামিনী-কাঞ্চনের ভিতরে যে আছে, তার ঈশ্বরে মন হতে পারে, আবার কখনও কখনও কামিনী-কাঞ্চনেও মন হয়। ঈশ্বরেতে সর্ব্বদা মন রাখ্‌বে। প্রথম একটু খেটে নিতে হয়; তার পর পেন্সন্ ভোগ কর্‌বে।

১০। 'গীতা' পড়্‌লে কি হয়? দশবার 'গীতা' 'গীতা' বল্লে যা হয়। 'গীতা' 'গীতা' বল্‌তে বল্‌তে 'ত্যাগী' 'ত্যাগী' হয়ে যায়। সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি যার ত্যাগ হয়ে গেছে, আর ঈশ্বরেতে ষোল আনা ভক্তি দিতে পেরেছে, সেই গীতার মর্ম্ম বুঝেছে। গীতার সব বইটা পড়্‌বার দরকার নাই; 'ত্যাগী' 'ত্যাগী' বল্‌তে পার্‌লেই হ'লো।

জ্ঞানযোগ।

১। দেখ অমৃতসাগরে যাবার অনন্ত পথ। যে কোনও প্রকারে হোক্, এ সাগরে পড়্‌তে পার্‌লেই হলো। মনে কর, অমৃতের একটি কুণ্ড আছে। কোনও রকমে এই অমৃত একটু মুখে পড়্‌লেই অমর হবে ; তা তুমি নিজে ঝাঁপ দিয়েই পড়, বা সিঁড়িতে আস্তে আস্তে নেমে একটু খাও, বা কেউ তোমায় ধাক্কা মেরে ফেলেই দিক্,—একই ফল। একটু অমৃত আস্বাদন কর্‌লেই তুমি অমর হবে। অনন্ত পথ। তার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি,—যে পথ দিয়ে যাও,—আন্তরিক হ'লে ঈশ্বরকে পাবে।

২। জ্ঞান কাকে বলে? আর আমি কে? ঈশ্বরই কর্ত্তা, আর সব অকর্ত্তা, এর নাম জ্ঞান। আমি অকর্ত্তা; তাঁর হাতের যন্ত্র। তাই আমি বলি, "মা তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র ; তুমি ঘরণী, আমি ঘর ; আমি গাড়ী, তুমি ইঞ্জিনিয়ার ; যেমন চালাও, তেমনি চলি ; যেমন করাও, তেমনি করি ; যেমন বলাও, তেমনি বলি ; নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু। "ঈশ্বর সৎ, আর সমস্ত অসৎ", এইটি জানার নাম জ্ঞান। যিনি সৎ, তাঁর একটি নাম ব্রহ্ম, আর একটি নাম কাল (মহাকাল)।

তাই বলে; "কালে কত গেল—কত হ'লো রে ভাই।" 'আমি' আর 'আমার'—এ দুটি অজ্ঞান। 'হে ঈশ্বর, তুমি কর্ত্তা, আর তোমার এই সব',—এর নাম জ্ঞান। আর 'আমার' কেমন করে বল্‌বে?

৩। দেখ, ঈশ্বর সব কর্‌ছেন; তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র,—এ বিশ্বাস যদি কারও হয়, সে ত জীবন্মুক্ত। "তোমার কর্ম্ম তুমি কর, লোকে বলে করি আমি।" কি রকম জান? বেদান্তের একটা উপমা আছে।—একটা হাঁড়িতে ভাত চড়িয়েছো, আলু, বেগুন, সব ভাতে দিয়েছো, খানিক পরে আলু, বেগুন, চাল, লাফাতে থাকে, যেন অভিমান কর্‌ছে; "আমি নড়্‌ছি," "আমি লাফাচ্ছি"; ছোট ছেলেরা দেখ্‌লে ভাবে, আলু, পটোল, বেগুন, ওরা বুঝি জীয়ন্ত, তাই লাফাচ্ছে। যাদের জ্ঞান হয়েছে, তারা কিন্তু বুঝিয়ে দেয় যে, এই সব আলু, বেগুন, পটোল, এরা জীয়ন্ত নয়। নিজে নিজে লাফাচ্ছে না। হাঁড়ির নীচে আগুন জ্বল্‌ছে, তাই ওরা লাফাচ্ছে। যদি কাঠ টেনে লওয়া যায়, তাহলে আর নড়ে না। জীবের "আমি কর্ত্তা", এই অভিমান অজ্ঞান থেকে হয়। ঈশ্বরের শক্তিতে সব শক্তিমান্। জ্বাল ও কাঠ টেনে নিলে সব চুপ। পুতুল-নাচের পুতুল, বাজীকরের হাতে বেশ নাচে। হাত থেকে পড়ে গেলে আর নড়ে না, চড়ে না।

৪। যতক্ষণ অহঙ্কার, ততক্ষণ অজ্ঞান। অহঙ্কার থাক্‌তে মুক্তি নাই। গরুগুলো 'হাম্মা', 'হাম্মা' করে, আর ছাগলগুলো

'ম্যা' 'ম্যা' করে। তাই ব'লে ওদের কত যন্ত্রণা! কসাইয়ে কাটে; জুতো, ঢোলের চামড়া, এই সব তৈয়ার করে। যন্ত্রণার শেষ নাই। হিন্দিতে 'হাম্' মানে 'আমি', আর 'ম্যায়্' মানেও 'আমি'। 'আমি' 'আমি' করে ব'লে কত কর্ম্মভোগ! শেষে নাড়ীভুঁড়ি থেকে ধুনুরীর তাঁত তৈয়ার করে। তখন ধুনুরীর হাতে "তুঁহু" "তুঁহু" বলে, অর্থাৎ 'তুমি' 'তুমি'। 'তুমি' 'তুমি' বলার পর তবে নিস্তার; আর ভুগ্‌তে হয় না।

৫। "আমি" আর "আমার",—অজ্ঞান। বিচার কর্‌তে গেলে, যাকে 'আমি' 'আমি' কর্‌ছো, দেখ্‌বে তিনি আত্মা বৈ আর কেউ নয়। বিচার কর—তুমি শরীর, না হাড়, না মাংস, না আর কিছু? তখন দেখ্‌বে, তুমি কিছু নও। তোমার কোনও উপাধি নাই। এটা সোনা, এটা পিতল, এর নাম অজ্ঞান; আর, সব সোনা, এর নাম জ্ঞান। ঈশ্বর দর্শন হলে বিচার বন্ধ হয়ে যায়। ঈশ্বরলাভ করেছে, অথচ বিচার কর্‌ছে, তাও আছে। কি কেউ ভক্তি নিয়ে তাঁর নামগুণগান কর্‌ছে। ছেলে কাঁদে কতক্ষণ? যতক্ষণ না স্তন পান কর্‌তে পায়; তারপরই কান্না বন্ধ হয়ে যায়। কেবল আনন্দ! আনন্দে মা'র দুধ খায়। তবে একটি কথা আছে। খেতে খেতে মাঝে মাঝে খেলা করে, আবার হাসে।

৬। 'তত্ত্বজ্ঞান' মানে 'আত্মজ্ঞান'। 'তৎ' মানে 'পরমাত্মা', 'ত্বম্' মানে 'জীবাত্মা'; জীবাত্মা আর পরমাত্মা এক জ্ঞান হলে, তত্ত্বজ্ঞান হয়।

৭। কুঁড়ে ঘরে হাতী প্রবেশ কর্‌লে, ঘর তোলপাড় ক'রে ভেঙ্গে চুরে দেয়। ভাব-হস্তী দেহ-ঘরে প্রবেশ করে, আর তোলপাড় করে। হয় কি জান? আগুন লাগ্‌লে কতকগুলো জিনিস পুড়িয়ে টুড়িয়ে ফেলে, আর একটা হৈ হৈ কাণ্ড আরম্ভ করে দেয়। জ্ঞানাগ্নি প্রথমে কাম, ক্রোধ, এই সব রিপু্ নাশ করে; তার পর অহং বুদ্ধি নাশ করে। তার পর একটা তোলপাড় আরম্ভ করে।

৮। যেমন কারও পায়ে একটি কাঁটা ফুটেছে; সে ঐ কাঁটাটি তোল্‌বার জন্য আর একটি কাঁটা যোগাড় করে আনে। তার পর কাঁটা দিয়ে কাঁটাটি তোল্‌বার পর, দুটি কাঁটাই ফেলে দেয়। তেমনি অজ্ঞান-কাঁটা তোল্‌বার জন্য জ্ঞান-কাঁটা আহরণ কর্‌তে হয়। তার পর জ্ঞান-অজ্ঞান দুই কাঁটা ফেলে দিলে হয় বিজ্ঞান। ঈশ্বর আছেন, এইটি বোধে বোধ ক'রে তাঁকে বিশেষরূপে জান্‌তে হয়, তাঁর সঙ্গে বিশেষ-রূপে আলাপ কর্‌তে হয়,—এরই নাম বিজ্ঞান।

৯। 'বিজ্ঞান', কি না 'বিশেষরূপে জানা।' কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে। যে কেবল শুনেছে, সে অজ্ঞান। যে দেখেছে, সে জ্ঞানী। যে খেয়েছে, তারই বিজ্ঞান, অর্থাৎ বিশেষরূপে জানা হয়েছে। ঈশ্বর দর্শন ক'রে তাঁর সহিত আলাপ, যেন তিনি পরমাত্মীয়, এরই নাম বিজ্ঞান।

১০। এই বিজ্ঞান লাভ কর্‌বার জন্য বিদ্যা-মায়া আশ্রয়

কর্‌তে হয়। ঈশ্বর সত্য, জগৎ অনিত্য, এই বিচার, অর্থাৎ বিবেক বৈরাগ্য। আবার তাঁর নাম গুণ কীর্ত্তন, ধ্যান, সাধুসঙ্গ, প্রার্থনা, এ সব বিদ্যা-মায়ার ভিতর। বিদ্যা-মায়া যেন ছাদে উঠ্‌বার শেষ কয় ধাপ্‌। আর এক ধাপ্‌ উঠ্‌লেই ছাদ।

১১। বিজ্ঞান হলে সংসারেও থাকা যায়। তখন বেশ অনুভব হয় যে, তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন,—তিনি সংসার ছাড়া নন।

১২। তিনিই সব হয়েছেন ;—তাই বিজ্ঞানীর এই সংসার 'মজার কুটী', জ্ঞানীর পক্ষে এ সংসার 'ধোঁকার টাটী'।

১৩। তাই নিত্যকে মান্‌তে গেলেই লীলাকে মান্‌তে হয়। অনুলোম বিলোম। সাকার নিরাকার সাক্ষাতের পর এই অবস্থা। সাকার চিন্ময়রূপ ; নিরাকার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ।

১৪। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ক'রে, তার পর লীলা আস্বাদন ক'রে বেড়াও। এক সাধু একটি সহরে এসে রং দেখে বেড়াচ্ছে। এমন সময় তার এক আলাপী সাধুর সঙ্গে দেখা হলো। সে বল্‌লে, "তুমি যে ঘুরে ঘুরে আমোদ করে বেড়াচ্ছ, তল্পিতল্পা কই ? সেগুলো ত চুরি করে লয়ে যায় নাই ?" প্রথম সাধু বল্লে, "না মহারাজ, আগে বাসা পাকড়ে, গাঁট্‌রি উট্‌রি ঠিকঠাক্‌ করে ঘরে রেখে, তালা লাগিয়ে, তবে রং দেখে বেড়াচ্ছি।" ব্রহ্মজ্ঞান কি সহজে হয় গো ? মনের নাশ না হলে হয় না।

১৫। বিজ্ঞানী দেখে ব্রহ্ম অটল, নিষ্ক্রিয় ; সুমেরুবৎ।

এই জগৎ সংসার তাঁর সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিনগুণে হয়েছে। কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত। বিজ্ঞানী দেখে, যিনি ব্রহ্ম, তিনিই ভগবান্; যিনি গুণাতীত, তিনিই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্। এই জীব, জগৎ, মন, বুদ্ধি, ভক্তি, বৈরাগ্য, জ্ঞান, এ সব তাঁব ঐশ্বর্য্য। যে বাবুর ঘর দ্বার নাই, হয়ত বিকিয়ে গেল, সে বাবু কিসের বাবু? ঈশ্বর ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ। সে ব্যক্তির যদি ঐশ্বর্য্য না থাক্‌তো, তাহলে কে মান্‌তো? দেখ না, এই জগৎ কি চমৎকার! কত রকম জিনিস—চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, কত রকম জীব, বড়, ছোট, ভাল, মন্দ, কারু বেশী শক্তি, কারু কম শক্তি।

১৬। ঈশ্বরীয় কথা জিজ্ঞাসা না কর্‌লে, জ্ঞানীরা সে সব কথা কয় না। আগে জিজ্ঞাসা কর্‌বে—এখন তুমি কেমন আছ?—বাড়ীর সব কেমন আছে? কিন্তু বিজ্ঞানীর স্বভাব আলাদা; তার এলানো স্বভাব; হয়ত কাপড় খানা আল্‌গা, কি বগলের ভিতর, ছেলেদের মত। বিজ্ঞানী সর্ব্বদা ঈশ্বর দর্শন করে,—তাই ত এরূপ এলানো ভাব। চক্ষু চেয়েও দর্শন করে। কখনও নিত্য হ'তে লীলাতে থাকে; কখনও লীলা হ'তে নিত্যতে যায়।

১৭। ব্রহ্মজ্ঞান হলে কতকগুলি লক্ষণে বুঝা যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবতে জ্ঞানীর চারটি অবস্থার কথা আছে:—(১) বালকবৎ, (২) জড়বৎ, (৩) উন্মাদবৎ, (৪) পিশাচবৎ। পাঁচ বছরের বালকের অবস্থা হয়। আবার কখনও পাগলের

মত ব্যবহার করে। কখনও জড়ের ন্যায় থাকে। এ অবস্থায় কর্ম্ম করতে পারে না; কর্ম্মত্যাগ হয়।

১৮। পরমহংসের সর্ব্বদা এই বোধ, ঈশ্বরই সত্য, আর সব অনিত্য। হাঁসেরই শক্তি আছে, দুধকে জল থেকে তফাৎ করা। দুধে জলে মিশিয়ে থাকে, তাদের জিহ্বাতে এক রকম টক রস আছে, সেই রসের দ্বারা দুধ আলাদা, জল আলাদা হয়ে যায়। পরমহংসের মুখেও সেই টকরস আছে,—প্রেমাভক্তি। প্রেমাভক্তি থাক্‌লেই নিত্য অনিত্য বিবেক হয়, ঈশ্বরের অনুভূতি হয়, ঈশ্বর দর্শন হয়।

১৯। নেতি নেতি করে আত্মাকে ধরার নাম জ্ঞান। নেতি নেতি বিচার করে সমাধিস্থ হলে, আত্মাকে ধরা যায়।

২০। যে জ্ঞানী, জ্ঞান যোগ ধরে আছে, সে নেতি নেতি এই বিচার করে। ব্রহ্ম এ নয়, ও নয়, জীব নয়, জগৎ নয়। এইরূপ বিচার কর্‌তে কর্‌তে যখন মন স্থির হয়, মনের লয় হয়, আর সমাধি হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ব্রহ্মজ্ঞানীর ঠিক ধারণা,—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; নাম, রূপ, এসব স্বপ্নবৎ; ব্রহ্ম যে কি, তা মুখে বলা যায় না, তিনি যে একজন ব্যক্তি তাও বল্‌বার যো নাই।

২১। ব্রহ্ম যে কি, তা মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে; বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়্‌দর্শন,—সব এঁটো হয়ে গেছে, মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে; তাই এঁটো হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই।

সে জিনিসটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি, আজ পর্য্যন্ত কেহ মুখে বল্‌তে পারে নাই! এক বাপের তুটি ছেলে। ব্রহ্মবিদ্যা শিখ্‌বার জন্য ছেলে তুটিকে বাপ আচার্য্যের হাতে দিলেন। কয়েক বৎসর পরে তারা গুরুগৃহ হতে ফিরে এল, এসে বাপকে প্রণাম কর্‌লে। বাপের ইচ্ছা, দেখেন ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপ হয়েছে। বড় ছেলেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "বাপু, তুমি ত সব পড়েছ, ব্রহ্ম কিরূপ বল দেখি ?" বড় ছেলেটি বেদ থেকে নানা শ্লোক ব'লে ব'লে ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাতে লাগ্‌লো। বাপ চুপ করে রইলেন। যখন ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, সে হেঁট মুখে চুপ করে রইল; মুখে কোনও কথা নাই। বাপ তখন প্রসন্ন হয়ে ছোট ছেলেটিকে বল্লেন, "বাপু, তুমিই একটু বুঝেছ।" ব্রহ্ম যে কি, মুখে বলা যায় না।

২২। মানুষে মনে করে, আমরা তাঁকে জেনে ফেলেছি। একটা পিঁপ্‌ড়ে চিনির পাহাড়ে গিয়েছিলো। একদানা খেয়ে পেট ভরে গেল। আর একদানা মুখে করে বাসায় যেতে লাগ্‌লো। যাবার সময় ভাব্‌ছে, এবার এসে সব পাহাড়টি ল'য়ে যাব। ক্ষুদ্র জীবেরা এই সব মনে করে। জানে না, ব্রহ্ম বাক্য-মনের অতীত। যে যত বড়ই হোক্ না কেন, তাঁকে কি জান্‌বে ? শুকদেবাদি না হয় ডেঁও পিঁপ্‌ড়ে,—চিনির আট দশটা দানা না হয় মুখে করুক। আবার আছে, ব্রহ্ম অবাঙ্‌মনসোগোচরঃ। জ্ঞান-সূর্য্যের তাপে সাকার বরফ গ'লে যায়; ব্রহ্মজ্ঞানের পর,—নির্ব্বিকল্প সমাধির

পর,—আবার সেই অনন্ত, বাক্য-মনের অতীত, অরূপ নিরাকার ব্রহ্ম। ব্রহ্মের স্বরূপ মুখে বলা যায় না, চুপ হয়ে যায়। অনন্তকে কে মুখে বুঝাবে? পাখী যত উপরে উঠে, তার উপর আরও আছে।

২৩। সমাধিস্থ হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, ব্রহ্মদর্শন হয়। সে অবস্থায় বিচার একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ চুপ হয়ে যায়। ব্রহ্ম কি বস্তু, মুখে বল্‌বার শক্তি থাকে না। নুনের ছবি সমুদ্র মাপ্‌তে গিয়েছিলো। কত গভীর জল তাই খবর দেবে! খবর দেওয়া আর হলো না। যেই নামা, অমনি গলে যাওয়া! কে আর খবর দেবে!

২৪। সাধনের সময় নেতি নেতি করে ত্যাগ কর্‌তে হয়: তাঁকে লাভ করার পর বুঝা যায়, তিনিই সব হয়েছেন। যখন রামচন্দ্রের বৈরাগ্য হলো, দশরথ বড় ভাবিত হয়ে বশিষ্ঠদেবের শরণাপন্ন হলেন—যাতে রাম সংসার ত্যাগ না করেন। বশিষ্ঠ রামচন্দ্রের কাছে গিয়ে ছাখেন, তিনি বিমনা হয়ে বসে আছেন,—অন্তরে তীব্র বৈরাগ্য। বশিষ্ঠ বল্লেন, "রাম, তুমি সংসার ত্যাগ কর্‌বে কেন? সংসার কি তিনি ছাড়া? আমার সঙ্গে বিচার কর।" রাম দেখ্‌লেন,—সংসার সেই পরমব্রহ্ম থেকেই হয়েছে,—তাই চুপ করে রইলেন। যেমন, যে জিনিস থেকে ঘোল, সেই জিনিস থেকে মাখন। তখন ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল। অনেক কষ্টে মাখন তুল্‌লে (অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হ'লো); তখন দেখ্‌ছো

যে মাখন থাক্‌লেই ঘোল আছে,—যেখানে মাখন, সেইখানেই ঘোল। 'ব্রহ্ম আছেন' বোধ থাক্‌লেই,—জীব জগৎ—চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বও আছে।

২৫। প্রথমে নেতি নেতি কর্‌তে হয়,—তিনি পঞ্চভূত নন, ইন্দ্রিয় নন, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার নন। তিনি সকল তত্ত্বের অতীত। ছাদে উঠ্‌তে হবে,—সব সিঁড়ি একে একে ত্যাগ করে যেতে হবে। সিঁড়ি কিন্তু ছাদ নয়; কিন্তু ছাদের উপরে পৌঁছে দেখা যায় যে, যে জিনিসে ছাদ তৈয়ারী,—ইট, চূণ, শুড়্‌কি,—সেই জিনিসেই সিঁড়িও তৈরী। যিনি পরব্রহ্ম, তিনিই এই জীব জগৎ হয়েছেন, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। যিনি আত্মা, তিনিই পঞ্চভূত হয়েছেন। মাটি এত শক্ত কেন, যদি আত্মা থেকেই হয়েছে? তাঁর ইচ্ছাতে সব হতে পারে। শোণিত শুক্র থেকে যে হাড়, মাস হচ্ছে; সমুদ্রের ফেণা কত শক্ত হয়!

২৬। নেতি নেতি বিচার করে সেই নিত্য অখণ্ড সচ্চিদানন্দে পৌঁছোয়। তারা এই বিচার করে,—তিনি জীব নন, জগৎ নন, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব নন। নিত্যে পৌঁছে আবার ছ্যাখে, তিনি এই সব হয়েছেন,—জীব, জগৎ, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব।

২৭। হাঁড়ির ভাত ফুট্‌ছে; চালগুলি সুসিদ্ধ হয়েছে কি না, জান্‌তে তুই তার ভিতর থেকে একটা ভাত তুলে টিপে দেখ্‌লি যে হয়েছে,—আর অমনি বুঝ্‌তে পার্‌লি যে, সব

চালগুলি সিদ্ধ হয়েছে। কেন? তুই ত ভাতগুলির সব এক একটি করে টিপে টিপে দেখ্‌লি না; তবে কি করে বুঝ্‌লি? ঐ কথা যেমন বুঝা যায়, তেমনি জগৎ সংসারটা নিত্য কি অনিত্য, সৎ কি অসৎ, একথাও সংসারে দুটো চার্‌টে জিনিস পরীক্ষা করে দেখ্‌লেই বুঝা যায়। মানুষটা জন্মাল, কিছুদিন বেঁচে রইল, তারপর মলো; গরুটাও তাই গাছটাও তাই; এইরূপে দেখে দেখে বুঝ্‌লি যে, যে জিনিসেরই নাম আছে, রূপ আছে, সে গুলোরই এই ধারা। পৃথিবী, সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক, সকলের নাম রূপ আছে; অতএব তাদেরও এই ধারা। এইরূপে জান্‌তে পার্‌লি, সমস্ত জগৎ সংসারটারই এই স্বভাব। তখন জগতের ভিতরের সব জিনিসেরই স্বভাবটা জান্‌লি কি না? এইরূপে যখনই সংসারটাকে ঠিক ঠিক অনিত্য, অসৎ বলে বুঝ্‌বি, অমনি সেটাকে আর ভালবাস্‌তে পার্‌বি না,— মন থেকে ত্যাগ করে নির্ব্বাসনা হবি। আর যখনই ত্যাগ কর্‌বি, তখনই জগৎ-কারণ ঈশ্বরের দেখা পাবি। এইরূপে যার ঈশ্বর দর্শন হলো, সে সর্ব্বজ্ঞ হলো না ত কি হ'লো বল্?

২৮। 'আমি কি?' এটা খোঁজ দেখি। আমি কি হাড়, না মাংস, না রক্ত, না নাড়ীভূঁড়ি? 'আমি' খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে 'তুমি' এসে পড়ে, অর্থাৎ অন্তরে সেই ঈশ্বরের শক্তি বৈ আর কিছুই নাই। "আমি" নাই!—"তিনি"। বিচার কর্‌তে কর্‌তে আমি টামি আর কিছুই থাকে না। যেমন প্যাঁজের প্রথমে লাল লাল খোসা তুমি ছাড়ালে, তার

পর সাদা পুরু খোসা ছাড়ালে; এইরূপ বরাবর ছাড়াতে ছাড়াতে ভিতরে কিন্তু কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। যেখানে নিজের 'আমি' খুঁজে পাওয়া যায় না,—আর খোঁজেই বা কে,—সেখানে ব্রহ্মের স্বরূপ বোধে বোধ কিরূপ হয়, সে কথা কে ব'ল্‌বে?

২৯। যদি বল সংসার-আশ্রমের জ্ঞানী, আর সন্ন্যাস-আশ্রমের জ্ঞানী,—এ দুয়ের তফাৎ আছে কি না? তার উত্তর এই যে, দুইই এক জিনিস। এটিও জ্ঞান, ওটিও জ্ঞান, —এক জিনিস। তবে সংসারে জ্ঞানীরও ভয় আছে। কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর থাক্‌তে গেলেই একটু না একটু ভয় আছে। মাখন তুলে যদি নূতন হাঁড়িতে রাখ, মাখন নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে না। যদি ঘোলের হাঁড়িতে রাখ, তাহলে সন্দেহ হয়। খই যখন ভাজা হয়, দু চার্‌টে খই খোলা থেকে টপ্ টপ্ করে লাফিয়ে পড়ে। সেগুলি যেন মল্লিকা ফুলের মত, গায়ে একটু দাগ থাকে না। খোলার উপর যে সব খই থাকে, সেও বেশ খই, তবে অত ফুলের মত হয় না, একটু গায়ে দাগ থাকে। সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী যদি জ্ঞান-লাভ করে, তবে ঠিক এই মল্লিকা ফুলের মত দাগশূন্য হয়। আর জ্ঞানের পর সংসার-খোলায় থাক্‌লে, একটু গায়ে লাল্‌চে দাগ হতে পারে। যাই হোক্, যদিও সংসারের জ্ঞানীর গায়ে দাগ থাক্‌তে পারে, সে দাগে কোনও ক্ষতি হয় না। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বটে, কিন্তু আলোর ব্যাঘাত হয় না।

৩০। দুটি জ্ঞানের লক্ষণ। প্রথম, কূটস্থ-বুদ্ধি। হাজার দুঃখ, কষ্ট, বিপদ, বিঘ্ন হোক্—নির্ব্বিকার,—যেমন কামার-শালের লোহা, যার উপর হাতুড়ি দিয়ে পেটে। আর দ্বিতীয়, পুরুষকার,—খুব রোখ্। কাম, ক্রোধে আমার অনিষ্ট কর্‌ছে, তো একেবারে ত্যাগ। কচ্ছপ যদি হাত, পা একবার ভিতরে সাঁদ করে, চার্‌খানা করে কাট্‌লেও আর বা'র কর্‌বে না।

৩১। শুদ্ধাত্মা নির্লিপ্ত,—প্রকৃতির পার। তাঁর ক্ষুধা, তৃষ্ণা নাই। জন্ম, মৃত্যু নাই,—অজর, অমর, সুমেরুবৎ। যার এই ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে, সে জীবন্মুক্ত। সে ঠিক বুঝ্‌তে পারে যে, আত্মা আলাদা, আর দেহ আলাদা। ভগবানকে দর্শন কর্‌লে দেহাত্মবুদ্ধি আর থাকে না। দুটি আলাদা। যেমন নারিকেলের জল শুকিয়ে গেলে, শাঁস আলাদা আর খোলা আলাদা হয়। আত্মাটি যেন দেহের ভিতর নড়্ নড়্ করে। তেমনি বিষয়-বুদ্ধি-রূপ জল শুকিয়ে গেলে আত্মজ্ঞান হয়; আত্মা আলাদা আর দেহ আলাদা বোধ হয়। কাঁচা সুপারী বা কাঁচা বাদামের ভিতরের সুপারী বা বাদাম ছাল থেকে তফাৎ করা যায় না, কিন্তু পাকা অবস্থায় সুপারী বা বাদাম আলাদা, ও ছাল আলাদা হয়ে যায়। ব্রহ্মজ্ঞান হলে বিষয় রস শুকিয়ে যায়।

৩২। বেদে আছে, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম একও নও, দুইও নয়। এক দুয়ের মধ্যে। অস্তিও বলা যায় না, নাস্তিও বলা যায় না, তবে অস্তি নাস্তির মধ্যে।

৩৩। বেদান্তের অদ্বৈত ভাব বা ভাবাতীত ভাব কি রকম জানিস্ ?—যেমন অনেক দিনের পুরাণো চাকর ; মনিব তার গুণে খুসী হয়ে, তাকে সকল কথায় বিশ্বাস করে সব বিষয়ে পরামর্শ করে। একদিন খুসী হয়ে তার হাত ধরে নিজের গদীতেই বসাতে গেল। চাকর সঙ্কোচ হয়ে "কি কর ?" "কি কর ?" বল্লেও, মনিব জোর করে টেনে বসিয়ে বল্লে, "আঃ, ব'স্ না, তুইও যে, আমিও সে"—সেই রকম।

৩৪। ব্রহ্ম, তিনি বিদ্যা ও অবিদ্যার পার, তিনি মায়াতীত। এই জগতে বিদ্যা-মায়া, অবিদ্যা-মায়া, দুইই আছে ; জ্ঞান, ভক্তি আছে ; আবার কামিনী-কাঞ্চনও আছে ; সৎও আছে, অসৎও আছে ; ভালও আছে, আবার মন্দও আছে ; কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। ভাল মন্দ জীবের পক্ষে ; সৎ অসৎ জীবের পক্ষে ; তাঁর ওতে কিছু হয় না। যেমন প্রদীপের সম্মুখে কেউ বা ভাগবত পড়্ছে, আর কেউ বা জাল কর্ছে ; প্রদীপ নির্লিপ্ত ! সূর্য্য শিষ্টের উপর আলো দিচ্ছে, আবার দুষ্টের উপরেও আলো দিচ্ছে। যদি বল, দুঃখ, পাপ, অশান্তি, এ সকল তবে কি ? তার উত্তর এই যে, ওসব জীবের পক্ষে ; ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। সাপের ভিতর বিষ আছে, অন্যকে কামড়ালে মরে যায়, সাপের কিন্তু কিছু হয় না।

৩৫। দেখ না, একটা জিনিস দেখ্তেই কতগুলা দরকার —চক্ষু দরকার, আলো দরকার, আবার মনের দরকার। এই তিনটার মধ্যে একটা বাদ দিলে তার দর্শন হয় না। এই

মনের কাজ যতক্ষণ চল্‌ছে, ততক্ষণ কেমন করে বল্‌বে যে জগৎ নাই, কি আমি নাই। মনের নাশ হলে, সংকল্প বিকল্প চলে গেলে, সমাধি হয়, ব্রহ্মজ্ঞান হয়। কিন্তু সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি,—নি-তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না।

৩৬। যতক্ষণ মনের দ্বারা বিচার, ততক্ষণ নিত্যতে পৌঁছান যায় না। মনের দ্বারা বিচার কর্‌তে গেলেই, জগৎকে ছাড়্‌বার যো নাই,—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ,—ইন্দ্রিয়ের এই সকল বিষয়কে ছাড়্‌বার যো নাই। বিচার বন্ধ হলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান। এ মনের দ্বারা আত্মাকে জানা যায় না। আত্মা দ্বারাই আত্মাকে জানা যায়। শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ আত্মা একই।

৩৭। কিন্তু হাজার বাজী দেখ, তবু তার অধীন;—পালাবার যো নাই। তুমি স্বাধীন নও। তিনি যেমন করান, তেমনি কর্‌তে হবে। সেই আদ্যাশক্তি ব্রহ্মজ্ঞান দিলে, তবে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তবে বাজী খেলা দেখা যায়। নচেৎ নয়। যতক্ষণ একটু 'আমি' থাকে, ততক্ষণ সেই আদ্যাশক্তির এলাকা। তাঁর অধীনে, তাঁকে ছাড়িয়ে যাবার যো নাই।

৩৮। কৃপা হলেই দর্শন হয়। তিনি জ্ঞান-সূর্য্য। তাঁর একটি কিরণে এই জগতে জ্ঞানের আলো পড়েছে; তবেই আমরা পরস্পরকে জান্‌তে পার্‌ছি, আর জগতে কত রকম বিদ্যা উপার্জ্জন কর্‌ছি। তাঁর আলো যদি একবার তিনি নিজে তাঁর মুখের উপর ধরেন, তাহলে দর্শন লাভ হয়।

৩৯। সার্জ্জেণ্ট্ সাহেব রাত্রে আঁধারে লণ্ঠন হাতে করে

বেড়ায়। তার মুখ কেউ দেখ্‌তে পায় না। কিন্তু ঐ আলোতে সে সকলের মুখ দেখ্‌তে পায়; আর সকলে পরস্পরের মুখ দেখ্‌তে পায়। যদি কেউ সার্জেন্ট্‌কে দেখ্‌তে চায়, তাহলে তাকে প্রার্থনা কর্‌তে হয়,—বল্‌তে হয়, "সাহেব, কৃপা করে একবার আলোটি নিজের মুখের উপর ফিরাও, তোমাকে একবার দেখি।" ঈশ্বরকে প্রার্থনা কর্‌তে হয়, "ঠাকুর, কৃপা করে জ্ঞানের আলো তোমার নিজের উপর একবার ধর, আমি তোমায় দর্শন করি।" ঘরে যদি আলো না জ্বলে, সেটি দারিদ্র্যের চিহ্ন; তাই হৃদয়-মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বাল্‌তে হয়। "জ্ঞানদীপ জ্বেলে ঘরে, ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখ না?"

৪০। চিত্তশুদ্ধি না হলে ভগবান্ দর্শন হয় না। কাম, ক্রোধ, লোভ, এ সব জয় কর্‌লে তবে তাঁর কৃপা হয়; তখন দর্শন হয়।

৪১। চিত্তশুদ্ধি না হলে হয় না। কামিনী-কাঞ্চনে মন মলিন হয়ে আছে, মনে ময়লা পড়ে আছে। ছুঁচ কাদা দিয়ে ঢাকা থাক্‌লে আর চুম্বকে টানে না। মাটি, কাদা ধুয়ে ফেল্লে, তখন চুম্বকে টানে। মনের ময়লা তেমনি চোখের জলে ধুয়ে ফেলা যায়। "হে ঈশ্বর! আর অমন কাজ কর্‌বো না" ব'লে যদি কেউ অনুতাপে কাঁদে, তাহলে ময়লাটা ধুয়ে যায়। তখন ঈশ্বররূপ চুম্বক-পাথর মনরূপ ছুঁচকে টেনে লন। তখন সমাধি হয়, ঈশ্বরদর্শন হয়। কিন্তু হাজার চেষ্টা কর, তাঁর কৃপা না হলে কিছু হয় না। তাঁর কৃপা না হলে তাঁর দর্শন হয়

না। কৃপা কি সহজে হয়? অহঙ্কার একেবারে ত্যাগ কর্‌তে হবে। "আমি কর্ত্তা", এ বোধ থাক্‌লে ঈশ্বরদর্শন হয় না। ভাঁড়ারে একজন আছে, তখন বাড়ীর কর্ত্তাকে যদি কেউ বলে, "মহাশয়, আপনি এসে জিনিস বা'র করে দিন।" তখন কর্ত্তাটি বলে, "ভাড়ারে একজন রয়েছে, আমি আর গিয়ে কি কর্‌বো?" যে নিজে কর্ত্তা হয়ে বসেছে, তার হৃদয়-মধ্যে ঈশ্বর সহজে আসেন না।

৪২। চৈতন্য না লাভ কর্‌লে, চৈতন্যকে জানা যায় না। বিচার কতক্ষণ? যতক্ষণ না তাঁকে লাভ করা যায়। শুধু মুখে বল্লে হবে না, 'এই আমি দেখ্‌ছি, তিনি সব হয়েছেন।' তাঁর কৃপায় চৈতন্য লাভ করা চাই। চৈতন্য লাভ কর্‌লে সমাধি হয়; মাঝে মাঝে দেহ ভুল হয়ে যায়, কামিনী-কাঞ্চনের উপর আসক্তি থাকে না, ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া কিছু ভাল লাগে না। বিষয় কথা শুন্‌লে কষ্ট হয়। চৈতন্য লাভ কর্‌লে, তবে চৈতন্যকে জান্‌তে পারা যায়। দেখ্‌ছি, বিচার করে একরকম জানা যায়, তাঁকে ধ্যান করে একরকম জানা যায়। আবার তিনি যখন দেখিয়ে দেন, সে এক। কি রকম জান? যেমন অন্ধকারের ভিতর দেশলাই ঘস্‌তে ঘস্‌তে দপ্‌ করে আলো হয়। সেইরূপ দপ্‌ করে আলো যদি তিনি দেন, তাহলে সব সন্দেহ মিটে যায়। এরূপ বিচার করে কি তাঁকে জানা যায়?

৪৩। চৈতন্যকে চিন্তা কর্‌লে অচৈতন্য হয় না। তাঁর

কৃপা না হলে, সন্দেহ ভঞ্জন হয় না। তাঁর কৃপা হলে আর ভয় নাই। তিনি কৃপা করে যদি সন্দেহ ভঞ্জন করেন, আর দেখা দেন, আর কষ্ট নাই। তবে তাঁকে পাবার জন্য খুব ব্যাকুল হলে,—তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাক্‌তে ডাক্‌তে, সাধনা কর্‌তে কর্‌তে,—তবে কৃপা হয়। ছেলে অনেক দৌড়াদৌড়ি কর্‌ছে দেখে মা'র দয়া হয়। মা লুকিয়েছিল, এসে দেখা দেয়। তাঁর ইচ্ছা, যে খানিক দৌড়াদৌড়ি হয়, তবে আমোদ হয়। তিনি লীলায় এই সংসার রচনা করেছেন, এরই নাম মহামায়া। তাই, সেই শক্তিরূপিণী মা'র শরণাগত হতে হয়। মায়াপাশে বেঁধে ফেলেছে, এই পাশ ছেদন কর্‌তে পার্‌লে, তবে ঈশ্বরদর্শন হতে পারে।

৪৪। তাঁর কৃপা পেতে গেলে, আদ্যাশক্তিরূপিণী তাঁকে প্রসন্ন কর্‌তে হয়। তিনিই মহামায়া, জগৎকে মুগ্ধ করে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কর্‌ছেন। তিনি অজ্ঞান করে রেখে দিয়েছেন। সেই মহামায়া দ্বার ছেড়ে দিলে তবে অন্দরে যাওয়া যায়। বাহিরে পড়ে থাক্‌লে, বাহিরের জিনিস কেবল দেখা যায়। সেই নিত্য সচ্চিদানন্দ পুরুষকে জান্‌তে পারা যায় না।

৪৫। জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ করে রেখেছে। "আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।" যদি ঈশ্বরের কৃপায় "আমি অকর্ত্তা" এই বোধ হয়ে গেল, তা হলে সে ব্যক্তি ত জীবন্মুক্ত হয়ে গেল। তার আর ভয় নাই।

যদি গুরুর কৃপায় একবার অহং-বুদ্ধি যায়, তা হলে ঈশ্বর দর্শন হয়। আড়াই হাত দূরে শ্রীরামচন্দ্র, যিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, মধ্যে সীতারূপিণী মায়া ব্যবধান আছে বলে, লক্ষ্মণ-রূপ জীব সেই ঈশ্বরকে দেখ্‌তে পান নাই। এই দেখ, আমি এই গামছা খানা দিয়ে মুখের সাম্‌নে আড়াল কর্‌ছি। আর আমায় দেখ্‌তে পাচ্ছ না। তবু আমি এত কাছে। সেইরূপ ভগবান্ সকলের চেয়ে কাছে; তবু এই মায়া আবরণের দরুণ তাঁকে দেখ্‌তে পাচ্ছ না। জীব ত সচ্চিদা-নন্দ স্বরূপ, কিন্তু এই মায়া বা অহঙ্কারে তাদের সব নানা উপাধি হয়ে পড়েছে, আর তারা আপনার স্বরূপ ভুলে গেছে।

৪৬। অহঙ্কার আছে বলে ঈশ্বর-দর্শন হয় না। ঈশ্বরের বাড়ীর দরজার সাম্‌নে, এই অহঙ্কার-রূপ গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে। এই গুঁড়ি উল্লঙ্ঘন না ক'র্‌লে তাঁর ঘরে প্রবেশ করা যায় না। একজন ভূতসিদ্ধ হ'য়েছিল। সিদ্ধ হ'য়ে যাই ডেকেছে, অম্‌নি ভূতটি এসেছে। এসে ব'ল্লে, "কি কাজ কর্‌তে হবে বল। কাজ যাই দিতে পারবে না, অমনি তোমার ঘাড় ভাঙ্গব।" সে ব্যক্তি যত কাজ দরকার ছিল, সব ক্রমে ক্রমে করিয়ে নিল। তারপর আর কাজ পায় না; ভূতটি বল্‌লে, "এইবার তোমার ঘাড় ভাঙ্গি।" সে ব'ল্‌লে, "একটু দাঁড়াও, আমি আস্‌ছি।" এই বলে গুরুদেবের কাছে গিয়ে ব'ল্‌লে, "মহাশয়, ভারি বিপদে পড়েছি, এই এই বিবরণ; এখন কি করি?" গুরু তখন ব'ললেন, "তুই এক কর্ম্ম কর্, তাকে এই

চুলগাছটি সোজা ক'র্‌তে বল।" ভূতটি দিন রাত ঐ ক'র্‌তে লাগল। চুল কি সোজা হয়? যেমন বাঁকা, তেমনি রহিল! অহঙ্কারও এই যায়, আবার আসে। অহঙ্কার ত্যাগ না কর্‌লে ঈশ্বরের কৃপা হয় না। কর্ম্মের বাড়ীতে যদি একজনকে ভাঁড়ারি করা যায়, যতক্ষণ ভাঁড়ারে সে থাকে, ততক্ষণ কর্ত্তা আসে না। যখন সে নিজে ইচ্ছা ক'রে ভাঁড়ার ছেড়ে চলে যায়, তখনই কর্ত্তা ঘরে চাবি দেয় ও নিজে ভাঁড়ারেব বন্দোবস্ত করে!

৪৭। নাবালকেরই অছী। ছেলেমানুষ নিজে বিষয় রক্ষা ক'র্‌তে পারে না; রাজা ভার লন। অহঙ্কার ত্যাগ না কর্‌লে ঈশ্বর ভার লন না। বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণ বসে আছেন, হঠাৎ নারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন। লক্ষ্মী পদসেবা কর্‌ছিলেন; বল্লেন, "ঠাকুর কোথা যাও?" নারায়ণ বল্লেন, "আমার একটি ভক্ত বড় বিপদে পড়েছে, তাই তাকে রক্ষা কর্‌তে যাচ্ছি।" এই বলে নারায়ণ বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার ফিরলেন। লক্ষ্মী বল্লেন, "ঠাকুর, এত শীঘ্র ফির্‌লে যে?" নারায়ণ হেসে বল্লেন, "ভক্তটি প্রেমে বিহ্বল হয়ে পথে চলে যাচ্ছিল; ধোপারা কাপড় শুকাতে দিচ্ছিল, ভক্তটি মাড়িয়ে যাচ্ছিল! দেখে ধোপারা লাঠি নিয়ে তাকে মার্‌তে যাচ্ছিল। তাই আমি তাকে রক্ষা কর্‌তে গিয়েছিলাম।" লক্ষ্মী আবার বল্লেন, "ফিরে এলেন কেন?" নারায়ণ হাসতে হাসতে বল্লেন, "সে ভক্তটি নিজে ধোপাদের মারবার জন্য ইট তুলেছে, দেখ্‌লাম। তাই আর আমি গেলাম না।"

৪৮। ব্রহ্ম আর মায়া। জ্ঞানী মায়া ফেলে দেয়। মায়া আবরণ স্বরূপ। এই দেখ, গামছা আড়াল কর্‌লাম; আর প্রদীপের আলো দেখা যাচ্ছে না। ভক্ত কিন্তু মায়া ছেড়ে দেয় না; মহামায়ার পূজা করে। শরণাগত হয়ে বলে, "মা, পথ ছেড়ে দাও; তুমি পথ ছেড়ে দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হবে।"

৪৯। জীব, জগৎ, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, এ সব তিনি আছেন ব'লে সব আছে; তাঁকে বাদ দিলে কিছুই থাকে না। একের পিঠে অনেক শূন্য দিলে সংখ্যা বেড়ে যায়; এককে মুছে ফেল্‌লে, শূন্যের কোনও মূল্য থাকে না।

৫০। ব্রহ্মজ্ঞান হলে সংসারে আসক্তি, কামিনী-কাঞ্চন লয়ে উৎসাহ, সব চলে যায়। সব শান্তি হয়ে যায়। কাঠ পোড়াবার সময় অনেক পড়্‌পড়্‌ শব্দ করে, আর আগুনের ঝাঁজ যখন সব শেষ হয়ে গেল, ছাই পড়্‌লো—তখন আর শব্দ থাকে না। আসক্তি গেলেই উৎসাহ যায়; শেষে শান্তি। ঈশ্বরের নিকট যত এগিয়ে যাবে, তত শান্তি। শান্তি, শান্তি, শান্তি, প্রশান্তি! গঙ্গার যত নিকটে যাবে, ততই শীতল বোধ হবে, স্নান কর্‌লে আরও শান্তি। ব্রহ্মদর্শন হলে মানুষ চুপ হয়ে যায়। যতক্ষণ দর্শন না হয়, ততক্ষণই বিচার। ঘি যতক্ষণ কাঁচা থাকে, ততক্ষণই কল্‌কলানি। পাকা ঘির কোনও শব্দ থাকে না। কিন্তু যখন পাকা ঘিয়ে আবার কাঁচা লুচি পড়ে, তখন আর একবার ছ্যাঁক্ কল্‌কল্

করে। যখন কাঁচা লুচিকে পাকা করে, তখন আবার চুপ হয়ে যায়। তেমনি সমাধিস্থ পুরুষ, লোককে শিক্ষা দিবার জন্য আবার নেমে আসে, আবার কথা কয়। যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে, ততক্ষণ ভন্‌ভন্‌ করে; ফুলে বসে মধুপান করতে আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। মধুপান করবার পর মাতাল হয়ে আবার কখনও কখনও গুন্‌গুন্‌ করে। পুকুরে কলসীতে জল ভরবার সময় ভক্‌ভক্‌ শব্দ হয়। পূর্ণ হয়ে গেলে আর শব্দ হয় না। তবে আর এক কলসীতে যদি ঢালাঢালি হয়, তবে আবার শব্দ হয়।

৫১। তাঁকে লাভ হলে, তাঁতে সমাধিস্থ হলে, জ্ঞান-বিচার আর থাকে না। জ্ঞান-বিচার আর কতক্ষণ? যতক্ষণ অনেক বলে বোধ হয়,—যতক্ষণ জীব, জগৎ, আমি, তুমি, এ সব বোধ থাকে। যখন ঠিক ঠিক এক জ্ঞান হয়, তখন চুপ হয়ে যায়, যেমন ত্রৈলঙ্গ স্বামী। ব্রাহ্মণভোজনের সময় দেখ নাই? প্রথমটা খুব হৈ চৈ। পেট যত ভরে আস্‌ছে, ততই হৈ চৈ কমে আস্‌ছে। যখন দধি মুণ্ডি পড়্‌লো, তখন কেবল সুপ্‌ সাপ্‌; আর কোনও শব্দ নাই। তার পর নিদ্রা—সমাধি। তখন হৈ চৈ আর আদৌ নাই।

৫২। বেদান্তবাদী কেবল বিচার করে,—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। বড় কঠিন পথ। জগৎ মিথ্যা হলে তুমিও মিথ্যা, যিনি বল্‌ছেন, তিনিও মিথ্যা, তাঁর কথাও মিথ্যা, স্বপ্নবৎ। বড় দূরের কথা। কি রকম জান? যেমন কর্পূর পোড়ালে কিছুই

বাকী থাকে না ; কাঠ পোড়ালে তবু ছাই বাকী থাকে। শেষ বিচারের পর সমাধি হয়। তখন 'আমি', 'তুমি', 'জগৎ', এ সবের খবর থাকে না।

৫৩। সমাধি কাকে বলে ? যেখানে মনের লয় হয়। জ্ঞানীর জড় সমাধি হয়—'আমি' থাকে না। ভক্তিযোগের সমাধিকে চেতন সমাধি বলে। এতে সেব্য-সেবকের 'আমি' থাকে ; রস-রসিকের 'আমি' ; আস্বাদ্য-আস্বাদকের 'আমি'। ঈশ্বর—সেব্য, ভক্ত—সেবক। ঈশ্বর রসস্বরূপ, ভক্ত রসিক। ঈশ্বর আস্বাদ্য, ভক্ত আস্বাদক। চিনি হব না, খেতে ভালবাসি।

৫৪। জ্ঞানলাভ হলে অহঙ্কার যেতে পারে। জ্ঞানলাভ হলে সমাধিস্থ হয়। সমাধিস্থ হলে, তবে অহং যায়। সে জ্ঞানলাভ বড় কঠিন। বেদে আছে যে, সপ্তম ভূমিতে মন গেলে তবে সমাধি হয় ; সমাধি হলে তবে অহং চলে যেতে পারে। মনের সচরাচর বাস কোথায় ? প্রথম, তিন ভূমিতে। লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি—সেই তিন ভূমি। তখন মনের আসক্তি কেবল সংসারে ; কামিনী-কাঞ্চনে। হৃদয়ে যখন মনের বাস হয়, তখন ঈশ্বরীয় জ্যোতিঃ দর্শন হয় ; সে ব্যক্তি যদি দর্শন করে, বলে "এ কি ! এ কি !" তার পর কণ্ঠ ; সেখানে যখন মনের বাস হয়, তখন কেবল ঈশ্বরীয় কথা কইতে ও শুনতে ইচ্ছা হয়। কপালে—ভ্রূমধ্যে মন গেলে, তখন সচ্চিদানন্দ-রূপ দর্শন হয়, সেই রূপের সঙ্গে আলিঙ্গন, স্পর্শন করতে ইচ্ছা হয়,

কিন্তু পারে না ; লণ্ঠনের ভিতর আলো দর্শন হয়, কিন্তু স্পর্শ হয় না। ছুঁই ছুঁই বোধ হয়, কিন্তু ছোঁয়া যায় না। সপ্তম ভূমিতে মন যখন যায়, তখন অহং আর থাকে না ; সমাধি হয়। সপ্তম ভূমিতে মন পৌঁছিলে, কি হয় মুখে বলা যায় না। জাহাজ একবার কালাপানিতে গেলে, আর ফেরে না। জাহাজের খবর আর পাওয়া যায় না। সমুদ্রের খবরও জাহাজের কাছে পাওয়া যায় না।

৫৫। ব্রহ্মজ্ঞান যার হয়, সে খবর দিতে পারে না। চার বন্ধু বেড়াতে বেড়াতে পাঁচিলে ঘেরা একটা জায়গা দেখ্‌তে পেলে। খুব উঁচু পাঁচিল। ভিতরে কি আছে দেখ্‌বার জন্য সকলে বড় উৎসুক হলো। পাঁচিল বেয়ে একজন উঠ্‌লো। উঁকি মেরে যা দেখ্‌লে, তাতে অবাক্ হয়ে 'হা' 'হা' 'হা' 'হা' বলে ভিতরে পড়ে গেল। আর কোন খবর দিল না। যেই উঠে, সেই 'হা' 'হা' 'হা' 'হা' করে পড়ে যায়! তখন খবর আর কে দেবে? জড়ভরত, দত্তাত্রেয়, এরা ব্রহ্ম দর্শন করে আর খবর দিতে পারে নাই।

৫৬। কিন্তু 'আমি' থাক্‌বেই থাক্‌বে,—যায় না : যেমন অনন্ত জল,—উপরে, নীচে, সম্মুখে, পেছনে, ডাইনে, বামে, জলে পরিপূর্ণ! সেই জলের মধ্যে একটি জলপূর্ণ কুম্ভ আছে ; ভিতরে, বাহিরে জল ; কিন্তু তবু কুম্ভটি আছে ; 'আমি'-রূপ কুম্ভ। যতক্ষণ 'আমি' বোধ তিনি রেখেছেন, ততক্ষণ সবই আছে। আর স্বপ্নবৎ বল্‌বার যো নাই। নীচে আগুন জ্বালা

আছে ; তাই হাঁড়ির ভিতর জল, ভাত, আলু, পটোল, সব টগ্‌বগ্ কর্‌ছে, লাফাচ্ছে, আর যেন বল্‌ছে, "আমি আছি, আমি লাফাচ্ছি।" শরীরটা যেন হাঁড়ি, মন বুদ্ধি জল, আর ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি যেন ডাল, ভাত, আলু, পটোল। অহং যেন তাদের অভিমান—"আমি টগ্‌বগ্" 'কর্‌ছি'। আর সচ্চিদানন্দ অগ্নি।

৫৭। জ্ঞানী জ্ঞানলাভ কর্‌বার পরও বিদ্যামায়া নিয়ে থাকে,—ভক্তি, দয়া, বৈরাগ্য, এই সব—নিয়ে থাকে। এর দুটি উদ্দেশ্য। প্রথম, লোকশিক্ষা হয়। তার পর রসাস্বাদনের জন্য। জ্ঞানী যদি সমাধিস্থ হয়ে চুপ করে থাকে, তা হলে লোক-শিক্ষা হয় না। তাই শঙ্করাচার্য্য বিদ্যার 'আমি' রেখেছিলেন। আর ঈশ্বরের আনন্দ ভোগ কর্‌বার জন্য,—সম্ভোগ কর্‌বার জন্য—ভক্ত ভক্তি নিয়ে থাকে। এই বিদ্যার 'আমি', কি ভক্তের 'আমি', এতে দোষ নাই। বজ্জাত্ 'আমি'তে দোষ হয়। তাঁকে দর্শন কর্‌বার পর বালকের স্বভাব হয়; বালকের 'আমি'তে কোনও দোষ নাই। যেমন আর্সির মুখ, লোককে গালাগাল দেয় না।

৫৮। ঈশ্বর দর্শনের পর, কখনও কখনও তিনি অহঙ্কার একেবারে মুছে ফেলেন ; যেমন সমাধি অবস্থা। আবার প্রায় অহঙ্কার একটু রেখে দেন। কিন্তু সে অহঙ্কারে দোষ নাই ; যেমন বালকের অহঙ্কার। পাঁচ বছরের বালক 'আমি' 'আমি' করে, কিন্তু কারও অনিষ্ট কর্‌তে জানে না। পরশমণি ছুঁলে লোহা সোনা হয়ে যায়। লোহার তরোয়াল সোনার তরোয়াল

হয়ে যায়। তরোয়ালের আকার থাকে, কারও অনিষ্ট করে না। সোনার তরোয়ালে মারা কাটা চলে না।

৫৯। পোড়া দড়ি দেখ্‌তেই দড়ির আকার; ফুঁ দিলে উড়ে যায়। জ্ঞানাগ্নিতে অহঙ্কার পুড়ে গেছে। এখন আর কারও অনিষ্ট করে না। নাম মাত্র 'আমি'। নিত্যতে পৌঁছিয়ে আবার লীলায় থাকা,—যেমন ওপারে গিয়ে আবার এপারে আসা; লোকশিক্ষার জন্য আর বিলাসের জন্য—আমোদের জন্য।

৬০। যিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন, তাঁর দ্বারা আর ছেলে-মেয়ের জন্ম দেওয়া,—সৃষ্টির কাজ হয় না। ধান পুঁত্‌লে গাছ হয়; কিন্তু ধান সিদ্ধ করে পুঁত্‌লে গাছ হয় না। যিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন, তাঁর 'আমি'টা নামমাত্র থাকে। সে 'আমি' দ্বারা কোনও অন্যায় কাজ হয় না। নামমাত্র থাকে, যেমন নারিকেলের বাল্‌দোর দাগ; বাল্‌দো ঝড়ে গেছে, এখন কেবল দাগমাত্র।

৬১। ব্রহ্মজ্ঞানের পরও ঈশ্বর একটু 'আমি' রেখে দেন। সেই 'আমি' ভক্তের 'আমি', বিদ্যার 'আমি'। তা হতে এ অনন্তলীলা আস্বাদন হয়। মুষল সব ঘসে, তার একটুখানি আবার উলুবনে পড়ে কুলনাশন,—যদুবংশ ধ্বংস হলো। বিজ্ঞানী তাই এই ভক্তের 'আমি', বিদ্যার 'আমি' রাখে,—লোকশিক্ষার জন্য।

৬২। জ্ঞানী কেবল ঈশ্বরের কথা ভালবাসে; বিষয়ের

কথা হলে তার বড় কষ্ট হয়। কিন্তু বিষয়ীরা আলাদা লোক। তাদের অবিদ্যা পাগ্‌ড়ি খসে না। তাই ফিরে ঘুরে ঐ বিষয়ের কথা এনে ফেলে। বেদেতে সপ্তভূমির কথা আছে। পঞ্চম ভূমিতে যখন জ্ঞানী উঠে, তখন ঈশ্বর-কথা বই শুন্‌তেও পারে না, আর বল্‌তেও পারে না। তখন তার মুখ থেকে কেবল জ্ঞান উপদেশ বেরোয়।

৬৩। আমি দেখ্‌ছি, বাজীকর আর বাজীকরের খেলা। বাজীকরই সত্য ; তার খেলা সব অনিত্য, স্বপ্নের মত।

৬৪। যতক্ষণ না তাঁকে জান্‌তে পার্‌ছো, ততক্ষণ 'আমি' 'আমি' কর্‌ছো। সকলেই তাঁকে জান্‌তে পার্‌বে। সকলেরই উদ্ধার হবে। তবে কেহ সকাল সকাল খেতে পায়, কেহ তুপুর বেলা, কেহ বা সন্ধ্যের সময়। কিন্তু কেহ অভুক্ত থাক্‌বে না। সকলেই আপনার স্বরূপকে জান্‌তে পার্‌বে।

৬৫। যতক্ষণ বোধ যে, ঈশ্বর সেথা সেথা, ততক্ষণ অজ্ঞান। যখন হেথা হেথা, তখনি জ্ঞান। একজন তামাক খাবে ; প্রতিবেশীর বাড়ী টিকে ধরাতে গেছে। রাত অনেক হয়েছে। তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে ঠেলাঠেলি করার পর একজন দোর খুল্‌তে নেমে এল। লোকটির সঙ্গে দেখা হলে, সে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "কি গো? কি মনে ক'রে?" "আর কি মনে ক'রে! তামাকের নেশা আছে, জান ত! টিকে ধরাব মনে ক'রে।" তখন সেই লোকটি বল্‌লে, "বাঃ! তুমি ত বেশ লোক! এত কষ্ট ক'রে আসা, আর দোর ঠেলাঠেলি।

তোমার হাতে যে লণ্ঠন রয়েছে !" যা চায়, তাই কাছে রয়েছে, অথচ লোকে নানা স্থানে ঘুরে বেড়ায়।

৬৬। যতদিন বেঙাচির ল্যাজ্ থাকে, ততদিন সে জলেই থাকে। তার পর ল্যাজ্ খসে গেলে, সে জলেও থাক্‌তে পারে, আবার ডাঙ্গায়ও থাক্‌তে পারে। তেমনি মানুষের যতদিন অবিদ্যারূপ ল্যাজ্ থাকে, ততদিন সে সংসার-রূপ জলে থাকে। অবিদ্যারূপ ল্যাজ্ খসে গেলে, সংসারেও থাক্‌তে পারে, আবার সচ্চিদানন্দেও যেতে পারে।

৬৭। সাংখ্যদর্শনে বলে, "পুরুষ অকর্ত্তা, কিছু করেন না ; প্রকৃতিই সকল কাজ করেন। পুরুষ প্রকৃতির ঐ সকল কাজ সাক্ষি-স্বরূপ হয়ে ত্যাখেন ; প্রকৃতিও আবার পুরুষকে ছেড়ে আপনি কোনও কাজ কর্‌তে পারে না।" ঐ যে গো, দেখনি, —বিয়ে বাড়ীতে ? কর্ত্তা হুকুম দিয়ে নিজে বসে বসে আল্-বোলায় তামাক টান্‌ছে, গিন্নী কিন্তু কাপড়ে হলুদ মেখে এক-বার এখানে, একবার ওখানে, বাড়ীময় ছুটাছুটী ক'রে এ কাজটি হলো কি না, ও কাজটা কর্‌লে কি না, সব দেখ্‌ছেন, শুন্‌ছেন ; বাড়ীতে যত মেয়ে ছেলে আস্‌ছে, তার আদর অভ্যর্থনা কর্‌ছেন ; আর মাঝে মাঝে কর্ত্তার কাছে এসে হাত মুখ নেড়ে শুনিয়ে যাচ্ছেন, "এটা এই রকম করা হলো, ওটা এই রকম হলো, এটা কর্‌তে হবে, ওটা করা হবে না" এই সব। কর্ত্তা তামাক টান্‌তে টান্‌তে সব শুন্‌ছেন, আর "হুঁ হুঁ" ক'রে ঘাড় নেড়ে সব কথার সায় দিচ্ছেন !—সেই রকম আর কি !

৬৮। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। এককে মান্‌লে আর একটিকে মান্‌তে হয়। যেমন অগ্নি, আর তার দাহিকা-শক্তি;—অগ্নি মান্‌লেই দাহিকা-শক্তি মান্‌তে হয়। দাহিকা-শক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না; আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকা-শক্তি ভাবা যায় না। সেইরূপ আবার সূর্য্যকে বাদ দিয়ে সূর্য্যের রশ্মি ভাবা যায় না; আবার সূর্য্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্য্যকে ভাবা যায় না। দুধ কেমন? না ধব্‌ধবে। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না; আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না। তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, আবার শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলা, আবার লীলাকে ছেড়ে নিত্যকে ভাবা যায় না।

৬৯। তিনি বিভুরূপে সর্ব্বভূতে আছেন,—পিঁপ্‌ড়েতে পর্য্যন্ত। কিন্তু শক্তি বিশেষ। তা না হলে একজন লোকে দশ জনকে হারিয়ে দেয়? আর কেউ একজনের কাছ থেকে পালায়?

৭০। কালী,—যিনি কালের সহিত রমণ করেন,—আদ্যাশক্তি। কাল ও কালী,—ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম নিত্য,—তিন কালেই আছেন—আদি-অন্ত-রহিত। তাঁকে মুখে বর্ণনা করা যায় না; হদ্দ বলা যায়, "তিনি চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ।" জগৎ অনিত্য, তিনিই নিত্য। জগৎ ভেল্কি-স্বরূপ। বাজীকরই সত্য, বাজীকরের ভেল্কি অনিত্য। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি।

তাঁকেই মা ব'লে ডাকি। যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি; আবার যখন সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার কার্য্য করেন, তখন তাঁকে শক্তি বলি। যেমন, স্থির জল, আর জলে ঢেউ হয়েছে। এই আদ্যাশক্তি বা মহামায়া ব্রহ্মকে আবরণ করে রেখেছে। আবরণ গেলেই "যা ছিলুম, তাই হলুম!" "আমিই তুমি," "তুমিই আমি!" যতক্ষণ আবরণ রয়েছে, ততক্ষণ বেদান্ত-বাদিদের 'সোঽহং' অর্থাৎ আমিই সেই পর-ব্রহ্ম,—একথা ঠিক খাটে না। জলেরই তরঙ্গ, তরঙ্গের কিছু জল নয়। যতক্ষণ আবরণ রয়েছে, ততক্ষণ "মা" "মা" বলে ডাকা ভাল। তুমি মা, আমি তোমার সন্তান; তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস। সেব্য-সেবক ভাবই ভাল। এই দাসভাব থেকে আবার সব ভাবই আসে,—শান্ত, সখ্য প্রভৃতি। মনিব যদি দাসকে ভালবাসে, তাহলে আবার তাকে বলে, "আয়, আমার কাছে বস্; তুইও যা আমিও তা।" কিন্তু দাস যদি মনিবের কাছে সেধে বস্‌তে যায়, মনিব রাগ কর্‌বে না?

৭১। বেদান্তে বলে,—ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি—পুরুষ ও প্রকৃতি অভেদ, অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি দুইটি পৃথক্ পদার্থ নয়। একই পদার্থ; কখনও পুরুষভাবে, কখনও বা প্রকৃতিভাবে থাকে। সেটা কি রকম জানিস্? যেমন সাপটা কখনও চল্‌ছে, আবার কখনও বা স্থির হয়ে পড়ে আছে। যখন স্থির হয়ে আছে, তখন হলো পুরুষভাব, প্রকৃতি তখন পুরুষের

সঙ্গে মিশে এক হয়ে আছে। আর যখন সাপটা চল্‌ছে, তখন যেন প্রকৃতি পুরুষ থেকে আলাদা হ'য়ে কাজ কর্‌ছে।

৭২। ব্রহ্ম ও কালী একই ব্যক্তি; নামরূপ ভেদ। যেমন—জল, water, পানি। এক পুকুরে তিন চার ঘাট আছে। এক ঘাটে হিন্দুরা জল খায়, তারা বলে জল। এক ঘাটে মুসলমানেরা জল খায়, তারা বলে পানি। আর এক ঘাটে ইংরাজেরা জল খায়, তারা বলে water (ওয়াটার্)। তিনি একই; কেবল নামে তফাৎ। তাঁকে কেউ বল্‌ছে "আল্লা", কেউ বল্‌ছে "God" (গড্), কেউ বল্‌ছে "ব্রহ্ম" কেউ বল্‌ছে "কালী", কেউ কেউ বল্‌ছে "রাম", "হরি", "যীশু", "দুর্গা"।

৭৩। যখন তিনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন, তখন তাঁকে সগুণ ব্রহ্ম,—আদ্যাশক্তি বলি। যখন তিনি তিন গুণের অতীত, তখন তাঁকে নির্গুণ ব্রহ্ম, বাক্যমনের অতীত বলা যায়—পরব্রহ্ম।

৭৪। মেঘেতে যেমন সূর্য্যকে ঢেকে রাখে, মায়াতে তেমনি ঈশ্বরকে ঢেকে রেখেছে; মেঘ সরে গেলেই যেমন সূর্য্যকে দেখা যায়, মায়া দূর হলে তেমনি ঈশ্বরকে দেখা যায়।

৭৫। তাঁকে কি বুঝা যায় গো? আমিও কখন তাঁকে ভাবি ভাল, কখনও ভাবি মন্দ। তাঁর মহামায়ার ভিতর আমাদের রেখেছেন। কখনও তিনি হুঁস্ করেন, কখনও তিনি অজ্ঞান করেন। একবার অজ্ঞানটা চলে যায়, আবার ঘিরে ফেলে। পুকুর পানাঢাকা, ঢিল মার্‌লে খানিকটা জল দেখা

যায় ; আবার খানিকক্ষণ পরে পানা নাচ্‌তে নাচ্‌তে এসে সে জলটুকুও ঢেকে ফেলে। যতক্ষণ দেহ-বুদ্ধি, ততক্ষণই সুখ দুঃখ, জন্মমৃত্যু, রোগশোক। দেহেরই এই সব ; আত্মার নয়। দেহের মৃত্যুর পর তিনি হয়ত ভাল জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন,—যেমন প্রসব-বেদনার পর সন্তান-লাভ। আত্মজ্ঞান হলে সুখদুঃখ, জন্মমৃত্যু, স্বপ্নবৎ বোধ হয়।

৭৬। এ সংসার তাঁর মায়া। মায়ার কাজের ভিতর অনেক গোলমাল আছে,—কিছু বুঝা যায় না। ঈশ্বরের কার্য্য কিছু বুঝা যায় না। ভীষ্মদেব শরশয্যায় শুয়ে আছেন, পাণ্ডবেরা দেখ্‌তে এসেছেন ; সঙ্গে কৃষ্ণ। তাঁরা এসে খানিক-ক্ষণ পরে দেখেন, ভীষ্মদেব কাঁদ্‌চেন। পাণ্ডবেরা তখন কৃষ্ণকে বল্লেন, "কৃষ্ণ, কি আশ্চর্য্য ! ইনি অষ্টবসুর একজন বসু। আর এঁর মত জ্ঞানী দেখা যায় না ; ইনিও মৃত্যুর সময় মায়াতে কাঁদ্‌চেন !" কৃষ্ণ বল্‌লেন, "ভীষ্ম সেজন্য কাঁদ্‌চেন না ; ওঁকে জিজ্ঞাসা কর দেখি ?" জিজ্ঞাসা করাতে ভীষ্ম বল্‌লেন, "কৃষ্ণ, ঈশ্বরের কার্য্য কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। আমি এইজন্য কাঁদ্‌ছি যে, পাণ্ডবদের সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাৎ নারায়ণ ফির্‌ছেন তাঁদের কিন্তু বিপদের শেষ নাই,—এই কথা যখন ভাবি, দেখি যে তাঁর কার্য্য কিছু বোঝ্‌বার যো নাই।"

৭৭। মায়াকে চিন্‌তে পার্‌লে সে তখনই পালায়। এক গুরু শিষ্যবাড়ী যাচ্ছিলেন ; সঙ্গে চাকর ছিল না। পথের মাঝে এক মুচিকে দেখ্‌তে পেয়ে বল্‌লেন, "ওরে, আমার সঙ্গে যাবি ?

ভাল খেতে পাবি, আদরে থাক্‌বি, চল্ না ?" মুচি বল্‌লে, "ঠাকুর, আমি অতি নীচ জাত্, কেমন করে আপনার চাকর হয়ে যাব ?" গুরু বল্লেন, "তাতে তোর কোনও চিন্তা নাই ; তুই কাকেও আপনার পরিচয় দিস্ না, কি কারু সঙ্গে আলাপ করিস্ না।" মুচি রাজী হল। সন্ধ্যের সময় শিষ্যবাড়ীতে গুরু সন্ধ্যা কর্‌ছেন, এমন সময় আর একজন ব্রাহ্মণ এসে সেই চাকরকে বল্লেন, "আমার জুতা জোড়াটা এনে দে ত ?" চাকর কথা কইলে না। ব্রাহ্মণ আবার বল্লেন, সে তাতেও চুপ করে রইল। ব্রাহ্মণ তিন চার বার বল্লেন, সে তবুও নড়্‌লো না। শেষে ব্রাহ্মণ বিরক্ত হয়ে বল্লেন, "আরে বেটা, ব্রাহ্মণের কথা শুনিস্ নে ? তুই কি জাত্ ? মুচি না কি ?" মুচি এ কথা শুনে ভয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে গুরুর দিকে চেয়ে বল্লে, "ঠাকুর মশায় গো ! ঠাকুর মশায় গো ! আমায় চিনেছে, আমি পালাই।"

৭৮। হরিদাস বাঘের মুখোস্ মুখে দিয়ে একটা ছেলেকে ভয় দেখাচ্ছিল। মা এসে ছেলেকে শান্ত কর্‌বার জন্য বল্লেন, "ওকে আবার ভয় কি ? ও যে আমাদের হরে। ও কাগজের মুখোস্ মুখে দিয়েছে।" সে তাতেও থাম্‌লো না ; পরে যখন হরিদাস মুখোস্ খুলে তার সুমুখে দাঁড়াল, ও মুখোস্‌টি তার হাতে দিয়ে শান্ত কর্‌লে, তখন সে সব বুঝ্‌লে, আর মুখোসে ভয় পায় না। সেই রকম মায়ার ভিতর যিনি আছেন, তাঁকে জান্‌তে পার্‌লে আর মায়াকে ভয় হয় না।

৭৯। "জ্ঞান", "জ্ঞান", বল্‌লেই কি হয় ? জ্ঞান হবার

লক্ষণ আছে। দুটি লক্ষণ,—প্রথম, অনুরাগ অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভালবাসা। শুধু জ্ঞানবিচার কর্‌ছি, কিন্তু ঈশ্বরেতে অনুরাগ নাই, ভালবাসা নাই, সে মিছে। আর একটি লক্ষণ, কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ। কুলকুণ্ডলিনী যতক্ষণ নিদ্রিত থাকেন, ততক্ষণ জ্ঞান হয় না। বসে বসে বই পড়ে যাচ্ছি, বিচার কর্‌ছি, কিন্তু ভিতরে ব্যাকুলতা নাই। সেটি জ্ঞানের লক্ষণ নয়।

৮০। ঈশ্বরদর্শনের একটি লক্ষণ,—ভিতর থেকে মহাবায়ু গড়্‌গড়্‌ করে উঠে মাথার দিকে যায়। তখন যদি সমাধি হয়, ভগবানের দর্শন হয়।

৮১। ব্যাকুলতার সঙ্গে কাঁদ; আর বিবেক বৈরাগ্য এনে যদি সর্ব্বত্যাগ কর্‌তে পার, তা হলে সাক্ষাৎকার হবে। সে ব্যাকুলতা এলে, উন্মাদের অবস্থা হয়,—তা জ্ঞান-পথেই থাক, আর ভক্তি-পথেই থাক। দুর্ব্বাসার জ্ঞানোন্মাদ হয়েছিল। সংসারীর জ্ঞান আর সর্ব্বত্যাগীর জ্ঞান, অনেক তফাৎ। সংসারীর জ্ঞান, দীপের আলোর ন্যায়, ঘরের ভিতরটি আলো করে;—নিজের দেহ, ঘরকন্না ছাড়া আর কিছু বুঝ্‌তে পারে না। সর্ব্বত্যাগীর জ্ঞান সূর্য্যের আলোর ন্যায়। সে আলোতে ঘরের ভিতর বা'র সব দেখা যায়। চৈতন্যদেবের জ্ঞান সৌরজ্ঞান,—জ্ঞান-সূর্য্যের আলো। আবার তাঁর ভিতর ভক্তি-চন্দ্রের শীতল আলোও ছিল। ব্রহ্মজ্ঞান, ভক্তিপ্রেম,—দুইই ছিল।

৮২। দিব্যচক্ষু চাই। মন শুদ্ধ হলেই সেই চক্ষু হয়।

দেখ না, কুমারী পূজা! হাগা মোতা মেয়ে, তাকে ঠিক দেখ্‌লুম্ সাক্ষাৎ ভগবতী। এক দিকে স্ত্রী, এক দিকে ছেলে, দুজনকেই আদর করছে, কিন্তু ভিন্ন ভাবে। তবেই হলো, মন নিয়ে কথা। শুদ্ধ মনেতে এক ভাব হয়। সেই মনটি পেলে সংসারে ঈশ্বরদর্শন হয়। তবে সাধন চাই।

৮৩। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। 'আমি মুক্তপুরুষ। সংসারেই থাকি বা অরণ্যেই থাকি, আমার বন্ধন কি? আমি ঈশ্বরের সন্তান,—রাজাধিরাজের ছেলে! আমায় আবার বাঁধে কে?' যদি সাপে কামড়ায়, 'বিষ নাই' জোর করে বল্‌লে বিষ ছেড়ে যায়; তেমনি 'আমি বদ্ধ নই', 'আমি মুক্ত', এই কথাটি রোখ্ করে বল্‌তে বল্‌তে তাই হয়ে যায়,—মুক্তই হয়ে যায়।

৮৪। জ্ঞানীর পথ বিচার-পথ। বিচার কর্‌তে কর্‌তে নাস্তিকভাব হয়ত কখনও কখনও এসে পড়ে। ভক্তের আন্তরিক তাঁকে জান্‌বার ইচ্ছা থাক্‌লে, নাস্তিকভাব এলেও, সে ঈশ্বর-চিন্তা ছেড়ে দেয় না। যার বাপ পিতামহ চাষাগিরি করে এসেছে, হাজা শুকা বৎসরে ফসল না হলেও সে চাষ করে।

৮৫। বেশী বিচার করা ভাল নয়। আগে ঈশ্বর, তার-পর জগৎ। তাঁকে লাভ কর্‌লে তাঁর জগতের বিষয়ও জানা যায়। যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ কর্‌লে তার কত বাড়ী, বাগান, কোম্পানীর কাগজ, সব জান্‌তে পারা যায়। তাই ত

ঋষিরা বাল্মীকিকে "মরা" "মরা" জপ কর্‌তে বল্‌লেন। ওর একটু মানে আছে,—"ম" মানে ঈশ্বর, "রা" মানে জগৎ; আগে ঈশ্বর, তারপর জগৎ। তাই আগে বাল্মীকির মত সব ত্যাগ করে, নির্জ্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে ঈশ্বরকে ডাক্‌তে হয়। আগে দরকার ঈশ্বর-দর্শন; তারপর বিচার—শাস্ত্র, জগৎ।

৮৬। 'আমিই সেই'—এ অভিমান ভাল নয়। দেহাত্মবুদ্ধি থাক্‌তে যে এ অভিমান করে, তার বিশেষ হানি হয়; এগুতে পারে না, ক্রমে অধঃপতন হয়। পরকে ঠকায়, আবার নিজেকে ঠকায়; নিজের অবস্থা বুঝ্‌তে পারে না।

৮৭। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা,—এই বোধ ঠিক হলে মনের লয় হয়,—সমাধি হয়। কিন্তু কলিতে জীব অন্নগত প্রাণ। "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা" কেমন করে বোধ হবে? সে বোধ দেহ-বুদ্ধি না গেলে হয় না। 'আমি দেহ নই, আমি মন নই, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব নই, আমি সুখদুঃখের অতীত, আমার আবার রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু কই?' এ সব বোধ কলিতে হওয়া কঠিন। যতই বিচার কর, কোন্ খান্ থেকে দেহাত্মবুদ্ধি এসে দেখা দেয়। অশ্বত্থ গাছ এই কেটে দাও, মনে কর্‌লে মূলশুদ্ধ উঠে গেল। কিন্তু তার পরদিন সকালে দেখ, গাছের একটি ফেঁক্‌ড়ি দেখা দিয়েছে। দেহাভিমান যায় না। তাই ভক্তিযোগ কলির পক্ষে ভাল,—সহজ।

৮৮। অভিমান ত্যাগ করা বড় কঠিন। এই বিচার

কর্‌ছো, 'অভিমান কিছু নয়', আবার কোথা থেকে এসে পড়ে। ছাগলকে কেটে ফেলা গেছে, তবু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নড়্‌ছে। স্বপ্নে ভয় দেখেছ, ঘুম ভেঙ্গে গেল, বেশ জেগে উঠ্‌লে; তবু বুক দুড়্‌দুড়্ করে। অভিমান ঠিক সেই রকম; তাড়িয়ে দিলেও আবার কোথা থেকে এসে পড়ে। অমনি মুখ ভার করে বলে, "আমায় খাতির কর্‌লে না?"

৮৯। জ্ঞান আর ভক্তি একই জিনিস;—তবে একজন বল্‌ছে 'জল,' আর একজন 'জলের খানিকটা চাপ'।

৯০। পূর্ণ জ্ঞান আর পূর্ণ ভক্তি একই। 'নেতি নেতি' করে বিচারের শেষ হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়।" তারপর যা ত্যাগ করে গিয়েছিল, তাই আবার গ্রহণ করে। ছাদে উঠ্‌বার সময় সাবধানে উঠ্‌তে হয়। তারপর দেখে যে, ছাদও যে জিনিসের তৈয়ারী,—ইট, চূণ, শুড়্‌কি,—সিঁড়িও সেই জিনিসে তৈয়ারী। যার উঁচুবোধ আছে, তার নীচুবোধ আছে। জ্ঞানের পর, উপর নীচে এক বোধ হয়।

৯১। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি;—এই তিন অবস্থা জ্ঞানীরা উড়িয়ে দেয়। ভক্তেরা এ সব অবস্থাই লয়। যতক্ষণ 'আমি' আছে, ততক্ষণ সবই আছে। যতক্ষণ 'আমি' আছে, ততক্ষণ দেখে যে, তিনিই মায়া, জীব, জগৎ, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব,—তিনিই সব হয়েছেন। মায়াবাদ শুক্‌নো।

৯২। বেদান্তবিচারে সংসার মায়াময়,—স্বপ্নের মত, সব মিথ্যা। যিনি পরমাত্মা, তিনি সাক্ষিস্বরূপ,—জাগ্রত, স্বপ্ন,

সুষুপ্তি, তিন অবস্থারই সাক্ষিস্বরূপ। স্বপ্নও যত সত্য, জাগরণও সেইরূপ সত্য। এদেশে একটি চাষা থাকে। ভারি জ্ঞানী। চাষবাস করে ;—পরিবার আছে, একটি ছেলেও অনেক দিন পরে হয়েছে, নাম হারু। ছেলেটার উপর বাপ, মা দুজনেরই ভালবাসা ; কেন না, সবে ধন নীলমণি। চাষীটি ধার্ম্মিক ; গাঁয়ের সব লোকেই ভালবাসে। একদিন মাঠে কাজ কর্‌ছে, এমন সময় একজন এসে খবর দিলে, হারুর কলেরা হয়েছে। চাষাটি বাড়ী গিয়ে অনেক চিকিৎসা করালে ; কিন্তু ছেলেটি মারা গেল। বাড়ীর সকলে শোকে কাতর হলো ; কিন্তু চাষাটির যেন কিছুই হয় নাই। উল্‌টে আবার সকলকে বুঝায় যে, শোক করে কি হবে ? তারপর আবার চাষবাস কর্‌তে গেল। বাড়ী ফিরে এসে দেখে, পরিবার আরও কাঁদ্‌ছে। পরিবার আবার বল্‌লে, "তুমি নিষ্ঠুর, ছেলেটার জন্য একবারও কাঁদ্‌লে না।" চাষা তখন স্থির হয়ে বল্লে, "কেন কাঁদ্‌ছি না বলবো ? আমি কাল একটা ভারি স্বপ্ন দেখেছি। দেখ্‌লাম্ যে আমি রাজা হয়েছি, আর আট ছেলের বাপ হয়েছি, আর খুব সুখে আছি। তারপর ঘুম ভেঙ্গে গেল। এখন মহা ভাবনায় পড়েছি,—আমার সেই আট ছেলের জন্য শোক কর্‌বো, না তোমার এই এক ছেলে 'হারুর' জন্য শোক কর্‌বো ?" চাষা জ্ঞানী ; তাই দেখ্‌ছিল, স্বপ্ন অবস্থাও যেমন মিথ্যা, জাগরণ অবস্থাও তেমনি মিথ্যা। এক নিত্য বস্তু সেই আত্মা।

৯৩। আমি সবই লই। তুরীয়,—আবার জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি; আমি তিন অবস্থাই লই। আমি ব্রহ্ম,—আবার মায়া, জীব, জগৎ, সবই লই। সব না নিলে ওজনে কম পড়ে। ব্রহ্ম,—জীব-জগৎ-বিশিষ্ট। প্রথম, 'নেতি নেতি' কর্‌বার সময় জীব জগৎকে ছেড়ে দিতে হয়। অহং বুদ্ধি যতক্ষণ, ততক্ষণ তিনিই সব হয়েছেন এই বোধ হয়;—তিনিই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। বেলের সার বল্‌তে গেলে শাঁসই বুঝায়, তখন বীচি আর খোলা ফেলে দিতে হয়। কিন্তু বেলটা কত ওজনে ছিল বল্‌তে গেলে, শুধু শাঁস ওজন কর্‌লে হবে না। ওজন কর্‌বার সময় শাঁস, বীচি, খোলা সব নিতে হবে। যারই শাঁস, তারই বীচি, তারই খোলা। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। তাই আমি নিত্য, লীলা, সবই লই। মায়া বলে জগৎসংসার উড়িয়ে দিই না। তাহলে যে ওজনে কম পড়্‌বে?

৯৪। জ্ঞানবিজ্ঞানের শেষে সমাধি হলে 'আমি টামি' কিছু থাকে না। কিন্তু সমাধি হওয়া বড় কঠিন। 'আমি' কোনও মতে যেতে চায় না। আর যেতে চায় না বলে, ফিরে ফিরে এই সংসারে আসতে হয়। সমাধির পর কাহারও কাহারও 'আমি' থাকে—'দাস আমি', 'ভক্তের আমি'। 'দাস আমি', 'বিদ্যার আমি', 'ভক্তের আমি',—এরই নাম 'পাকা আমি'। 'কাঁচা আমি' কি জান? 'আমি কর্ত্তা, আমি এত বড় লোকের ছেলে, আমি বিদ্বান্, আমি ধনবান্, আমাকে এমন কথা বলে?' এই সব ভাব। ঈশ্বর লাভ হলে পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব

হয়। বালক কোনও গুণের বশ নয়। ত্রিগুণাতীত। সত্ত্ব রজঃ তমঃ কোনও গুণের বশ নয়। দেখ, ছেলে তমোগুণের বশ নয়। এই মাত্র ঝগড়া মারামারি কর্‌লে, আবার তৎক্ষণাৎ তারই গলা ধরে কত ভাব, কত খেলা। আবার রজোগুণেরও বশ নয়। এই খেলা ঘর পাত্‌লে, কত বন্দোবস্ত, আবার কিছুক্ষণ পরেই সব পড়ে রইল ; মা'র কাছে ছুটেছে। হয়ত একখানি সুন্দর কাপড় পরে বেড়াচ্ছে। খানিকক্ষণ পরে কাপড় খুলে পড়ে গেছে ; হয় কাপড়ের কথা একেবারে ভুলে গেল,—নয় বগলদাবা করে বেড়াচ্ছে। যদি ছেলেটিকে বল, "বেশ কাপড়খানি ! কার কাপড় রে ?" সে বলে, "আমার কাপড়, আমার বাবা দিয়েছে।" যদি বল, "লক্ষ্মী ছেলে, আমায় কাপড়খানি দাও না ?" সে বলে, "না, আমার কাপড়, আমার বাবা দিয়েছে ; না, আমি দোবো না।" তারপর ভুলিয়ে একটি পুতুল কি একটি বাঁশি যদি হাতে দাও, তাহলে পাঁচটাকা দামের কাপড়খানা তোমায় দিয়ে চলে যাবে। আবার পাঁচ বছরের ছেলের সত্ত্বগুণেরও আঁট নাই। এই পাড়ার খেলুড়েদের সঙ্গে কত ভালবাসা, একদণ্ড না দেখ্‌লে থাক্‌তে পারে না। কিন্তু বাপ মার সঙ্গে যখন অন্য জায়গায় চলে গেল, তখন নূতন খেলুড়ে হলো। তাদের উপর তখন সব ভালবাসা পড়্‌লো। পুরাণো খেলুড়েদের এক রকম একবারে ভুলে গেল। তারপর জাত্ অভিমান নাই। মা বলে দিয়েছে, "ও তোর দাদা হয়।" তা সে ষোল আনা জানে যে, এ আমার ঠিক

দাদা। তা এক জন যদি বামুনের ছেলে হয়, আর একজন যদি কামারের ছেলে হয়, তো এক পাতে বসে ভাত খাবে। আর শুচি অশুচি নাই: হেগো পোঁদে খাবে। আবার লোক-লজ্জা নাই, ছোঁচাবার পর যাকে তাকে পেছন ফিরে বলে,—"দেখ দেখি, আমার ছোঁচান হয়েছে কি না?" আবার 'বুড়োর আমি' আছে। বুড়োর অনেকগুলি পাশ। জাতি, অভিমান, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, এই সব। বিষয়বুদ্ধি, পাটোয়ারি, কপটতা। যদি কারুর উপর আকোচ্ হয়, তো সহজে যায় না;—হয়ত যতদিন বাঁচে, ততদিন যায় না। তার পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, এই সব। বুড়োর আমি 'কাঁচা আমি'।

৯৫। দয়া সত্ত্বগুণ থেকে হয়। সত্ত্বগুণে পালন, রজোগুণে সৃষ্টি, তমোগুণে সংহার। কিন্তু ব্রহ্ম সত্ত্বরজস্তমঃ তিন গুণের পার,—প্রকৃতির পার।

৯৬। ত্রিগুণাতীত হওয়া বড় কঠিন। ঈশ্বরলাভ না কর্‌লে হয় না। জীব মায়ার রাজ্যে বাস করে। এই মায়া ঈশ্বরকে জান্‌তে দেয় না। এই মায়া মানুষকে অজ্ঞান করে রেখেছে।

৯৭। সংসারই অরণ্য। এই বনে সত্ত্বরজস্তমঃ তিন গুণ ডাকাত জীবের তত্ত্বজ্ঞান কেড়ে লয়। তমোগুণ জীবের বিনাশ কর্‌তে যায়। রজোগুণ সংসারে বদ্ধ করে। কিন্তু সত্ত্বগুণ রজস্তমঃ থেকে বাঁচায়। সত্ত্বগুণের আশ্রয় পেলে কাম, ক্রোধ, এই সব তমোগুণ থেকে রক্ষা হয়। সত্ত্বগুণ আবার

জীবের সংসার বন্ধন মোচন করে। কিন্তু সত্ত্বগুণও চোর,—তত্ত্বজ্ঞান দিতে পারে না। কিন্তু সেই পরম ধামে যাবার পথে তুলে দেয়। দিয়ে বলে "ঐ দেখ, তোমার বাড়ী দেখ; ঐ দেখা যায়।" যেখানে ব্রহ্মজ্ঞান, সেখান থেকে সত্ত্বগুণও অনেক দূরে। একটি লোক বনের পথ দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময়ে তাকে তিন জন ডাকাত এসে ধর্‌লে। তারা তার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিলে। একজন ডাকাত বল্লে, "আর এ লোকটাকে রেখে কি হবে?" এই কথা বলে কাট্‌তে এল। তখন আর একজন বল্লে, "না হে, কেটে কি হবে? একে হাত পা বেঁধে এখানে ফেলে যাও।" তখন তাকে হাত পা বেঁধে রেখে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে একজন ফিরে এসে বল্‌লে, "আহা, তোমায় কি লেগেছে? এস আমি তোমার বন্ধন খুলে দিই।" তার বন্ধন খুলে দিয়ে ডাকাতটি বল্লে, "আমার সঙ্গে সঙ্গে এস, তোমায় সদর রাস্তায় তুলে দিচ্ছি।" অনেকক্ষণ পরে সদর রাস্তায় এসে বল্‌লে, "এই রাস্তা ধরে যাও, ঐ তোমার বাড়ী দেখা যাচ্ছে।" তখন লোকটি ডাকাতকে বল্লে, "মশায়, আমার অনেক উপকার কর্‌লেন, এখন আপনিও আসুন, আমার বাড়ী পর্য্যন্ত যাবেন।" ডাকাত বল্লে, "না, আমার ওখানে যাবার যো নাই। পুলিশে টের পাবে।"

৯৮। পঞ্চভূত লয়ে যে দেহ, সেইটি স্থূল দেহ। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার আর চিত্ত, এই লয়ে সূক্ষ্ম শরীর। যে শরীরে ভগবানের আনন্দ লাভ হয়, আর সম্ভোগ হয়, সেইটি কারণ

শরীর। তন্ত্রে বলে 'ভাগবতী তনু'। সকলের অতীত, "মহাকারণ" (তুরীয়)—মুখে বলা যায় না।

৯৯। শুদ্ধ আত্মা নির্লিপ্ত। আর শুদ্ধ আত্মাকে দেখা যায় না। জলে লবণ মিশ্রিত থাক্‌লে লবণকে চোখের দ্বারা দেখা যায় না। যিনি শুদ্ধাত্মা, তিনি মহাকারণ—কারণের কারণ। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ; মহাকারণ। পঞ্চভূত স্থূল। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার সূক্ষ্ম। প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তি সকলের কারণ। ব্রহ্ম বা শুদ্ধাত্মা কারণের কারণ। এই শুদ্ধ আত্মাই আমাদের স্বরূপ! জ্ঞান কাকে বলে ? এই স্ব-স্বরূপকে জানা, আর তাঁতে মন রাখা।

১০০। বহির্ম্মুখ অবস্থায় স্থূল দেখে ; অন্নময় কোষে মন থাকে। তার পর সূক্ষ্ম শরীর, লিঙ্গ শরীর,—মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষে মন থাকে। তার পর কারণ শরীর। যখন মন কারণ শরীরে আসে, তখন আনন্দ,—আনন্দময় কোষে মন থাকে। এইটি চৈতন্যদেবের অর্দ্ধবাহ্য দশা। তারপর মন লীন হয়ে যায়। মনের নাশ হয়। মহাকারণে নাশ হয়। মনের নাশ হলে আর খবর নাই। এইটি চৈতন্যদেবের অন্তর্দশা। অন্তর্মুখ অবস্থা কি রকম জান ? দয়ানন্দ বলেছিল, "অন্দরে এস কপাট বন্ধ ক'রে।" অন্দরবাড়ীতে যে সে যেতে পারে না। আমি দীপ-শিখাকে নিয়ে আরোপ করতুম। লাল্‌চে রংটাকে বল্‌তুম "স্থূল", তার ভিতর সাদা সাদা ভাগটাকে বল্‌তুম "সূক্ষ্ম", সব ভিতরে কাল খড়্‌কের মত ভাগটাকে বল্‌তুম "কারণ শরীর"।

১০১। জ্ঞানীর শরীর যেমন, তেমনি থাকে; তবে জ্ঞানাগ্নিতে কামাদি রিপু দগ্ধ হয়ে যায়।

১০২। আপনার ভিতর আপনাকে দেখ্‌তে পেলে ত সব হয়ে গেল। ঐটি দেখ্‌তে পাবার জন্যই সাধনা। ঐ সাধনার জন্যই শরীর। যতক্ষণ না স্বর্ণপ্রতিমা ঢালাই হয়, ততক্ষণ মাটির ছাঁচের দরকার। প্রতিমা হয়ে গেলে, মাটির ছাঁচটা ফেলে দেওয়া যায়। তিনি শুধু অন্তরে নয়, অন্তরে বাহিরে। কালীঘরে মা আমাকে দেখালেন, সবই চিন্ময়। মাই সব হয়েছেন,—প্রতিমা, আমি, কোশাকুশী, চুম্‌কী, চৌকাট, মার্ব্বেল পাথর,—সব চিন্ময়। এইটি সাক্ষাৎকার কর্‌বার জন্যই তাঁকে ডাকা,—সাধন, ভজন, তাঁর নাম-গুণ-কীর্ত্তন। এইটির জন্যই তাঁকে ভক্তি করা দরকার।

১০৩। আনন্দ তিন প্রকার;—বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ। যা সব্বাই নিয়ে আছে—কামিনী-কাঞ্চনের আনন্দ, তার নাম বিষয়ানন্দ। ঈশ্বরের নাম গুণ গান করে যে আনন্দ, তার নাম ভজনানন্দ। আর ভগবান্ দর্শনের যে আনন্দ, তার নাম ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মানন্দ লাভের পর ঋষিদের স্বেচ্ছাচার হয়ে যেতো। চৈতন্যদেবের তিন রকম অবস্থা হতো,—অন্তর্দশা, অর্দ্ধবাহ্য দশা ও বাহ্য দশা। অন্তর্দশায় ভগবান্ দর্শন করে সমাধিস্থ হতেন,—জড় সমাধির অবস্থা হতো। অর্দ্ধবাহ্যে একটু বাহিরের হুঁস্ থাক্‌তো। বাহ্য দশায় নাম গুণ কীর্ত্তন করতে পারতেন।

১০৪। ঈশ্বর দর্শন হচ্ছে কি না, তার লক্ষণ আছে। একটি লক্ষণ আনন্দ। সঙ্কোচ থাকে না। যেমন সমুদ্র, উপরে হিল্লোল, নীচে গভীর জল।

১০৫। ঈশ্বর লাভ করলে তাঁর বাহিরের ঐশ্বর্য্য, তাঁর জগতের ঐশ্বর্য্য ভুল হয়ে যায়। তাঁকে দেখ্‌লে তাঁর ঐশ্বর্য্য মনে থাকে না। ঈশ্বরের আনন্দে মগ্ন হয়ে ভক্তের আর হিসাব থাকে না। হনুমানকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, "আজ কি তিথি ?" হনুমান বল্লে, "ভাই, আমি বার, তিথি, নক্ষত্র, এ সব জানি না। আমি এক রাম চিন্তা করি।"

১০৬। শিব-অংশে জন্মালে জ্ঞানী হয় ; ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, এই বোধের দিকে মন সর্ব্বদা যায়। বিষ্ণু-অংশে জন্মালে প্রেম ভক্তি হয়। সে প্রেম ভক্তি যাবার নয়। জ্ঞান-বিচারের পর এই প্রেম ভক্তি যদি কমে যায়, আবার এক সময়ে হু হু করে বেড়ে যায়; যদুবংশ ধ্বংস করেছিল মুষল, তারই মত।

১০৭। জ্ঞানীর পথও পথ, জ্ঞান ভক্তির পথও পথ। আবার ভক্তির পথও পথ। জ্ঞান যোগও সত্য, ভক্তি পথও সত্য। সব পথ দিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া যায়। তিনি যতক্ষণ 'আমি' রেখে দেন, ততক্ষণ ভক্তি পথই সোজা।

১০৮। এই কয় জনের জ্ঞান হয় না ;—(১) যার বাঁকা মন, সরল নয় ; (২) যার শুচিবাই ; (৩) যারা সংশয়াত্মা। আরও কয় জনের জ্ঞান হয় না। যার বিদ্যার অহঙ্কার, যার

পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, যার ধনের অহঙ্কার,—তার জ্ঞান হয় না।

১০৯। জ্ঞান লাভের অধিকারী বড়ই কম। গীতায় বলেছে,—হাজার হাজার লোকের ভিতর একজন তাঁকে জান্‌তে ইচ্ছা করে। আবার যারা জান্‌তে ইচ্ছা করে, সেইরূপ হাজার লোকের ভিতর একজন জান্‌তে পারে।

১১০। বিষয় বুদ্ধির লেশ থাক্‌লে এই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। কামিনী-কাঞ্চন মনে আদৌ থাক্‌বে না, তবে হবে। গিরিরাজকে পার্ব্বতী বল্লেন, "বাবা, ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও, তা হলে সাধু সঙ্গ কর।"

১১১। টাকা থাক্‌লেই বড় মানুষ হয় না। বড় মানুষের বাড়ীর একটী লক্ষণ যে, সব ঘরে আলো থাকে। গরীবেরা তেল খরচ কর্‌তে পারে না; তাই তত আলোর বন্দোবস্ত করে না। এই দেহ মন্দির অন্ধকারে রাখ্‌তে নাই; জ্ঞান দীপ জ্বেলে দিতে হয়।

১১২। যারা অজ্ঞান, ঈশ্বরকে মানে না অথচ সংসারে আছে, তারা যেন মাটির ঘরের ভিতর বাস করে। ক্ষীণ আলোতে শুধু ঘরের ভিতরটি দেখ্‌তে পায়। কিন্তু যারা জ্ঞান লাভ করেছে, ঈশ্বরকে জেনেছে তারপর সংসারে আছে, তারা যেন সাসির ঘরের ভিতর বাস করে,—ঘরের ভিতরও দেখ্‌তে পায়, ঘরের বাহিরের জিনিসও দেখ্‌তে পায়। জ্ঞান-সূর্য্যের আলো ঘরের ভিতরে খুব প্রবেশ করে। সে ব্যক্তি ঘরের

ভিতরের জিনিস খুব স্পষ্টরূপে দেখ্‌তে পায়,—কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ ; কোন্‌টি নিত্য, কোন্‌টি অনিত্য।

১১৩। ঈশ্বর সৎ, আর সব অসৎ, এই বিচার। 'সৎ' মানে 'নিত্য'। 'অসৎ',—'অনিত্য'। যার বিবেক হয়েছে, সে জানে ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু। বিবেক উদয় হলে ঈশ্বরকে জান্‌বার ইচ্ছা হয় ; অসৎকে ভাল বাস্‌লে, —যেমন দেহসুখ, লোকমান্য, টাকা, এই সব ভাল বাস্‌লে,—ঈশ্বর, যিনি সৎস্বরূপ, তাঁকে জান্‌তে ইচ্ছা হয় না। সদসৎ বিচার এলে, তবে ঈশ্বরকে খুঁজ্‌তে ইচ্ছা করে। মনে নিবৃত্তি এলে তবে বিবেক হয় : বিবেক হলে তবে তত্ত্ব কথা মনে উঠে।

কর্ম্মযোগ।

১। কর্ম্ম চাই, তবে দর্শন হয়। একদিন ভাবে হালদার পুকুর দেখ্‌লুম। দেখি, একজন ছোটলোক পানা ঠেলে জল নিচ্ছে, আর হাতে তুলে এক একবার দেখ্‌ছে ;—যেন দেখালে, পানা না ঠেল্‌লে জল দেখা যায় না। কর্ম্ম না কর্‌লে ভক্তি লাভ হয় না, ঈশ্বর দর্শন হয় না। ধ্যান, জপ, এই সব কর্ম্ম ; তাঁর নামগুণ-কীর্ত্তনও কর্ম্ম ; দান, যজ্ঞ, এই সবও কর্ম্ম। মাখন যদি চাও, তবে দুধকে দই পাত্‌তে হয় ; তারপর নির্জ্জনে রাখ্‌তে হয় ; তারপর দই বস্‌লে পরিশ্রম করে মন্থন কর্‌তে হয় ; তবে মাখন তোলা হয়।

২। কর্ম্ম চাই। ঈশ্বর আছেন ব'লে বসে থাক্‌লে হবে না ; যো সো ক'রে তাঁর কাছে যেতে হবে। নির্জ্জনে তাঁকে ডাক, প্রার্থনা কর—দেখা দাও ব'লে। ব্যাকুল হয়ে কাঁদ ; কামিনী-কাঞ্চনের জন্য পাগল হয়ে বেড়াতে পার, তাঁর জন্য একটু পাগল হও। লোকে বলুক, যে ঈশ্বরের জন্য অমুক পাগল হয়ে গেছে। দিন কতক না হয় সব ত্যাগ করে, তাঁকে একলা ডাক। শুধু তিনি আছেন ব'লে বসে থাক্‌লে কি হবে ?

৩। সংসারের কর্ম্ম, বিষয়কর্ম্ম, তাও কর্‌বে; সংসার-যাত্রার জন্য যেটুকু দরকার। কিন্তু কেঁদে নির্জ্জনে তাঁর কাছে প্রার্থনা কর্‌তে হবে, যাতে ঐ কর্ম্মগুলি নিষ্কামভাবে করা যায়; আর বল্‌বে "হে ঈশ্বর, আমার বিষয়কর্ম্ম কমিয়ে দাও। কেন না, ঠাকুর দেখছি যে, বেশী কর্ম্ম জুট্‌লে তোমায় ভুলে যাই।" মনে করছি, নিষ্কাম কর্ম্ম কর্‌ছি, কিন্তু সকাম হয়ে পড়ে। হয়তো দান, সদাব্রত বেশী কর্‌তে গিয়ে লোক-মান্য হতে ইচ্ছা হয়ে পড়ে। সম্মুখে যেটা পড়্‌লো, না কর্‌লে নয়, সেইটাই নিষ্কাম হয়ে কর্‌তে হয়। ইচ্ছা করে বেশী কাজ জড়ানো ভাল নয়, ঈশ্বরকে ভুলে যেতে হয়। কালীঘাটে দানই কর্‌তে লাগ্‌লো, কালীদর্শন আর হ'ল না। আগে যো সো করে ধাক্কা ধুক্কি খেয়েও কালীদর্শন কর্‌তে হয়; তারপর দান যত কর আর না কর; ইচ্ছা হয়, খুব কর। ঈশ্বরলাভের জন্যই কর্ম্ম।

৪। যতদিন সংসারে ভোগ কর্‌বার ইচ্ছা থাকে, ততদিন কর্ম্মত্যাগ কর্‌তে পারে না। যতক্ষণ ভোগের আশা, ততক্ষণ কর্ম্ম।

৫। মনোযোগ ও কর্ম্মযোগ। পূজা, তীর্থ, জীবসেবা, এ সব গুরু-উপদেশে কর্ম্ম করার নাম কর্ম্মযোগ। জনকাদি যা কর্ম্ম কর্‌তেন, তার নামও কর্ম্মযোগ। যোগীরা যে স্মরণ, মনন করেন, তার নাম মনোযোগ।

৬। জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। কর্ম্ম ত আদিকাণ্ড;

জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। তবে নিষ্কাম কর্ম্ম,—একটি উপায়,—উদ্দেশ্য নয়।

৭। কর্ম্মকাণ্ড হচ্ছে আদিকাণ্ড। সত্ত্বগুণ,—ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, দয়া, এই সব,—না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। রজোগুণে কাজের আড়ম্বর হয়; তাই রজোগুণ থেকে তমোগুণ এসে পড়ে। বেশী কাজ জড়ালেই ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়, আর কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি বাড়ে। তবে কর্ম্ম একেবারে ত্যাগ করবার যো নাই; তোমার প্রকৃতিতে তোমায় কর্ম্ম করাবে, তা তুমি ইচ্ছা কর, আর নাই কর। তাই বলেছে, অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম কর। অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করা,—কিনা কর্ম্মের ফল আকাঙ্ক্ষা করবে না। যেমন পূজা, জপ, তপ করছো, কিন্তু লোকমান্য হবার জন্য নয়, কিংবা পুণ্য করবার জন্য নয়। এরূপ অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করার নাম কর্ম্মযোগ। ভারি কঠিন। একে কলিযুগ, সহজেই আসক্তি এসে যায়। মনে করছি, অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করছি, কিন্তু কোন্‌দিক দিয়ে আসক্তি এসে যায়, জান্‌তে দেয় না। হয়ত পূজা, মহোৎসব করলুম, কি অনেক গরিব কাঙ্গালের সেবা করলুম,—মনে করলুম যে অনাসক্ত হয়ে করেছি; কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে লোকমান্য হবার ইচ্ছা হয়েছে জান্‌তে দেয় না। তবে একবারে অনাসক্ত হওয়া সম্ভব কেবল তাঁর, যাঁর ঈশ্বর-দর্শন হয়েছে।

৮। এটি যেন মনে থাকে যে, তোমার মানব জন্মের

উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ ;—হাঁসপাতাল, ডিস্‌পেন্‌সারি করা নয়। মনে কর, ঈশ্বর তোমার সাম্‌নে এলেন। এসে বল্‌লেন, "তুমি বর লও।" তা হ'লে তুমি কি বল্‌বে, "আমায় কতকগুলো হাঁসপাতাল, ডিস্‌পেন্‌সারি করে দাও"; না বল্‌বে, "হে ভগবান্, তোমার পাদপদ্মে যেন আমার শুদ্ধাভক্তি হয়, আর যেন তোমাকে আমি সর্ব্বদা দেখ্‌তে পাই?" হাঁসপাতাল, ডিস্‌পেন্‌সারি এ সব অনিত্য বস্তু; তাঁকে লাভ হলে তাঁর ইচ্ছায় অনেক হাঁসপাতাল, ডিস্‌পেন্‌সারি হ'তে পারে।

৯। সংসারীলোক শুদ্ধ ভক্ত হ'লে অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করে। কর্ম্মের ফল,—লাভ, লোকসান, সুখ, দুঃখ,—ঈশ্বরকে সমর্পণ করে; আর তাঁর কাছে রাতদিন ভক্তি প্রার্থনা করে, আর কিছু চায় না। এরই নাম নিষ্কাম কর্ম্ম,—অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম্ম করা। সন্ন্যাসীরও সব কর্ম্ম নিষ্কাম কর্‌তে হয়। তবে সন্ন্যাসী বিষয়কর্ম্ম সংসারীদের মত করে না। সংসারী ব্যক্তি নিষ্কামভাবে যদি কাউকে দান করে, সে নিজের উপকারের জন্য,—পরোপকারের জন্য নয়। সর্ব্বভূতে হরি আছেন, তাঁরই সেবা করা হয়। হরি-সেবা হলে নিজেরই উপকার হ'লো, পরোপকার নয়। এই সর্ব্বভূতে হরির সেবা,—শুধু মানুষের নয়, জীবজন্তুর মধ্যেও হরির সেবা,—যদি কেউ করে, আর যদি সে মান চায় না, যশ চায় না, মর্‌বার পর স্বর্গ চায় না, যাদের সেবা কর্‌ছে, তাদের কাছ থেকে উল্টে কোনও উপকার চায় না, এরূপ ভাবে যদি সেবা করে,

তাহলে তার যথার্থ নিষ্কাম কর্ম্ম, অনাসক্ত কর্ম্ম করা হয়। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্ম কর্‌লে, তার নিজের কল্যাণ হয়। এরই নাম কর্ম্মযোগ। এই কর্ম্মযোগও ঈশ্বরলাভের একটি পথ।

১০। যে অনাসক্ত হয়ে এরূপ কর্ম্ম করে,—দয়া, দান করে,—সে নিজেরই মঙ্গল করে। পরের উপকার, পরের মঙ্গল, সে ঈশ্বর করেন,—যিনি চন্দ্র, সূর্য্য, বাপ, মা, ফল, ফুল, শস্য জীবের জন্য করেছেন। বাপ মার ভিতর যা স্নেহ দেখ, সে তাঁরই স্নেহ,—জীবের রক্ষার জন্যই দিয়েছেন। দয়ালুর ভিতর যা দয়া দেখ, সে তাঁরই দয়া, নিঃসহায় জীবের রক্ষার জন্য দিয়েছেন। তুমি দয়া কর, আর না কর, তিনি কোনও না কোন সূত্রে তাঁর কাজ কর্‌বেন ; তাঁর কাজ আট্‌কে থাকে না। জগতের দুঃখনাশ তুমি কর্‌বে ? জগৎ কি এতটুকু ? বর্ষাকালে গঙ্গায় কাঁকড়া হয় জান ? এইরূপ অসংখ্য জগৎ আছে। এই জগতের পতি যিনি, তিনি সকলের খবর নিচ্ছেন। তাঁকে আগে জানা,—এই জীবনের উদ্দেশ্য। তারপর যা হয় ক'রো।

১১। তিনি সব করাচ্ছেন বটে ; তিনিই কর্ত্তা, মানুষ যন্ত্রের স্বরূপ। অবশ্য এও ঠিক যে কর্ম্মফল আছেই আছে। লঙ্কা মরিচ খেলেই পেট জ্বালা কর্‌বে। তিনিই বলে দিয়েছেন যে, খেলে পেট জ্বালা কর্‌বে। পাপ কর্‌লেই তার ফলটি পেতে হবে। পাপ আর পারা কেউ হজম করতে

পারে না। যদি কেউ লুকিয়ে পারা খায়, তাহলে কোন দিন না কোন দিন গায়ে ফুটে বেরোবে। যে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করেছে, যে ঈশ্বরদর্শন করেছে, সে কিন্তু পাপ কর্‌তে পারে না। সাধা লোকের বেতালে পা পড়ে না। যার সাধা গলা, তার সুরেতে সা রে গা মাই এসে পড়ে।

১২। ঈশ্বরের নিয়ম যে, পাপ কর্‌লে তার ফল পেতে হবে। লঙ্কা খেলে তার ঝাল লাগ্‌বে না? সেজোবাবু বয়সকালে অনেক রকম করেছিল, তাই মৃত্যুর সময় নানা-রকম অসুখ হ'লো। কম বয়সে এত টের পাওয়া যায় না। কালীবাড়ীতে ভোগ রাঁধ্‌বার অনেক সুঁদরী কাঠ থাকে। ভিজে কাঠ প্রথমটা বেশ জ্বলে যায়; তখন ভিতরে যে জল আছে, টের পাওয়া যায় না। কাঠটা পোড়া শেষ হলে যত জল পিছনে ঠেলে আসে, ও ফ্যাচ্ ফোঁচ্ ক'রে উনুন নিবিয়ে দেয়। তাই কাম, ক্রোধ, লোভ, এ সব থেকে সাবধান হতে হয়। দেখ না, হনুমান ক্রোধ করে লঙ্কা দগ্ধ করেছিল, শেষে মনে পড়্‌লো, অশোকবনে সীতা আছেন। তখন ছট্‌ফট্ কর্‌তে লাগ্‌লো, পাছে সীতার কিছু হয়।

১৩। যতক্ষণ বাসনা থাকে, ততক্ষণ কর্ম্ম থাকে: আর কর্ম্মের দরুণ ভাবনা, চিন্তা, অশান্তি। বাসনা ত্যাগ হলেই কর্ম্মক্ষয় হয়, আর শান্তি হয়। তবে নিষ্কাম কর্ম্ম ভাল; তাতে অশান্তি হয় না। কিন্তু নিষ্কাম করা ভারি কঠিন। আগে যদি অনেক সাধন থাকে, সাধনের বলে কেউ কেউ

নিষ্কাম কর্ম্ম কর্‌তে পারে। ঈশ্বর-দর্শনের পর নিষ্কাম কর্ম্ম অনায়াসে করা যায়। ঈশ্বর-দর্শনের পর প্রায় কর্ম্মত্যাগ হয়। দু' একজন (নারদাদি) লোকশিক্ষার জন্য কর্ম্ম করে।

১৪। ভোগের শান্তি না হলে বৈরাগ্য হয় না। ছোট ছেলেকে খাবার আর পুতুল দিয়ে বেশ ভুলান যায়; কিন্তু যখন খাওয়া হয়ে গেল, আর পুতুল নিয়ে খেলা হয়ে গেল, তখন 'মা যাব' বলে। মার কাছে নিয়ে না গেলে পুতুল ছুড়ে ফেলে দেয়, আর চীৎকার ক'রে কাঁদে।

১৫। কর্ম্ম ভাল। জমি পাট করা হলে যা রুইবে, তাই জন্মাবে। তবে কর্ম্ম নিষ্কামভাবে কর্‌তে হয়।

১৬। তুমি জপ, আহ্নিক, উপবাস, পুরশ্চরণ, এই সব কর্ম্ম কর্‌ছো, তা বেশ। যার আন্তরিক ঈশ্বরের উপর টান থাকে, তাকে দিয়ে তিনি এই সব কর্ম্ম করিয়ে লন। ফল-কামনা না করে এই সব কর্ম্ম করে যেতে পার্‌লে, নিশ্চিত তাঁকে লাভ হয়।

১৭। জপ থেকে ঈশ্বরলাভ হয়। নির্জ্জনে, গোপনে তাঁর নাম কর্‌তে কর্‌তে তাঁর কৃপা হয়, তারপর দর্শন হয়; যেমন জলের ভিতর ডুবানো বাহাদুরি কাঠ আছে, তীরেতে শিকল দিয়ে বাঁধা। সেই শিকলের এক এক পাপ্‌ ধরে ধরে গেলে, শেষে বাহাদুরি কাঠকে স্পর্শ করা যায়।

১৮। তা সংসারে আছ, থাক্‌লেই বা। কিন্তু কর্ম্মফল সমস্ত ঈশ্বরকে সমর্পণ কর্‌তে হবে; নিজে কোনও ফল

কামনা করতে নাই। তবে একটা কথা আছে, ভক্তি-কামনা কামনার মধ্যে নয়। ভক্তি-কামনা, ভক্তিপ্রার্থনা করতে পার। ভক্তির তমঃ আন্‌বে, মার কাছে জোর কর। তোমার যে আপনার মা গো! এ কি পাতানো মা? এ কি ধর্ম্ম মা? এতে জোর চল্‌বে না ত কিসে জোর চল্‌বে? আপনার মা, জোর কর। যার যাতে সত্ত্বা থাকে, তার তাতে টানও থাকে। মার সত্ত্বা আমার ভিতর আছে ব'লে, তাই ত মার দিকে অত টান হয়। যে ঠিক শৈব, সে শিবের সত্ত্বা পায়, কিছু কণা তার ভিতর এসে পড়ে। যে ঠিক বৈষ্ণব, তার নারায়ণের সত্ত্বা ভিতরে আসে।

১৯। অন্তরে কি আছে জান্‌বার জন্য একটু সাধন চাই: প্রথমটা একটু উঠে পড়ে লাগ্‌তে হয়; তার পর আর বেশী পরিশ্রম করতে হবে না। যতক্ষণ ঢেউ, ঝড়, তুফান থাকে, আর ব্যাঁকের কাছ দিয়ে যেতে হয়, ততক্ষণ মাঝির দাঁড়িয়ে হাল ধর্‌তে হয়। সেইটুকু পার হয়ে গেলে আর না। যদি ব্যাঁক পার হ'লো, আর অনুকূল হাওয়া বইল, তখন মাঝি আরাম করে ব'সে হালে হাতটা ঠেকিয়ে রাখে; তার পর পাল টাঙ্গাবার বন্দোবস্ত ক'রে তামাক সাজ্‌তে বসে। কামিনী-কাঞ্চনের ঝড়, তুফানগুলো কাটিয়ে গেলে তখন শান্তি।

২০। সাধনের খুব দরকার। ফস্ ক'রে কি আর ঈশ্বর-দর্শন হয়? একজন জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "কই, ঈশ্বরকে দেখ্‌তে পাই না কেন?" তা মনে উঠ্‌লো, বল্‌লুম্, "বড় মাছ ধর্‌বে,

তার আয়োজন কর, চার কর, হাতসুতো, ছিপ্ এ সব যোগাড় কর ; গন্ধ পেয়ে গভীর জল থেকে মাছ আস্‌বে। তখন জল নড়্‌লে টের পাবে বড় মাছ এসেছে। 'ঈশ্বর আছেন,' 'ঈশ্বর আছেন' বল্লে কি ঈশ্বরকে দেখা যায়? সাধন চাই। নিজে ভগবতী পঞ্চমুণ্ডীর উপর ব'সে কঠোর তপস্যা করেছিলেন,—লোকশিক্ষার জন্য। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম। তিনিও রাধাযন্ত্র কুড়িয়ে পেয়ে লোকশিক্ষার জন্য তপস্যা করেছিলেন।"

২১। সাধন করে আরও এগিয়ে পড়। সাধন কর্‌তে কর্‌তে আরও এগিয়ে পড়্‌লে শেষে জান্‌তে পার্‌বে যে, ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু, ঈশ্বরলাভই জীবনের উদ্দেশ্য। একজন কাঠুরে বনে কাঠ কাট্‌তে গিয়েছিল। হঠাৎ এক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা হলো। ব্রহ্মচারী বল্লেন, "ওহে এগিয়ে পড়।" কাঠুরে বাড়ীতে ফিরে এসে ভাব্‌তে লাগ্‌লো, ব্রহ্মচারী এগিয়ে যেতে বল্লেন কেন? এই রকমে কিছুদিন যায়। একদিন সে বসে আছে, এমন সময় এই ব্রহ্মচারীর কথাগুলি মনে পড়্‌লো। তখন সে মনে মনে বল্‌লে, "আজ আমি আরও এগিয়ে যাব।" বনে গিয়ে আরও এগিয়ে দ্যাখে যে, অসংখ্য চন্দনের গাছ। তখন আনন্দে গাড়ি গাড়ি চন্দনের কাঠ নিয়ে এলো, আর বাজারে বেচে খুব বড় মানুষ হয়ে গেল। এই রকমে কিছুদিন যায়। আর একদিন মনে পড়্‌লো, ব্রহ্মচারী বলেছেন, "এগিয়ে পড়।" তখন আবার বনে গিয়ে এগিয়ে

দ্যাখে, নদীর ধারে রূপোর খনি। একথা সে কখনও স্বপ্নেও ভাবে নাই। তখন খনি থেকে কেবল রূপো নিয়ে গিয়ে বিক্রী কর্‌তে লাগ্‌লো। এত টাকা হলো যে আণ্ডীল হয়ে গেল। আবার কিছুদিন যায়। একদিন বসে ভাবছে, "ব্রহ্মচারী ত আমাকে রূপোর খনি পর্য্যন্ত যেতে বলেন নাই, তিনি যে আমাকে এগিয়ে যেতে বলেছেন।" এবার নদীর পারে গিয়ে দ্যাখে, সোনার খনি। তখন সে ভাব্‌লে, "ওহো, তাই ব্রহ্মচারী বলেছিলেন, 'এগিয়ে পড়'।" আবার কিছুদিন পরে, এগিয়ে দ্যাখে,—হীরে, মাণিক রাশীকৃত পড়ে আছে। তখন তার কুবেরের ঐশ্বর্য্য হলো।' তাই বল্‌ছি যে যা কিছু কর না কেন, এগিয়ে গেলে আরও ভাল জিনিস পাবে। একটু জপ ক'রে উদ্দীপন হয়েছে ব'লে মনে করো না, যা হবার তা হয়ে গেছে। কর্ম্ম কিছু জীবনের উদ্দেশ্য নয়। আরও এগোও; তাহ'লে কর্ম্ম নিষ্কাম কর্‌তে পার্‌বে। তবে নিষ্কাম কর্ম্ম বড় কঠিন। তাই ভক্তি ক'রে, ব্যাকুল হয়ে তাঁকে প্রার্থনা কর, "হে ঈশ্বর, তোমার পাদপদ্মে ভক্তি দাও, আর কর্ম্ম কমিয়ে দাও; আর যেটুকু রাখ্‌বে, সেটুকু কর্ম্ম যেন নিষ্কাম হয়ে কর্‌তে পারি।" আরও এগিয়ে গেলে ঈশ্বরকে লাভ হবে, তাঁকে দর্শন হবে, ক্রমে তাঁর সঙ্গে আলাপ, কথাবার্ত্তা হবে।

২২। নিষ্কাম কর্ম্ম কর্‌তে পার্‌লে ঈশ্বরে ভালবাসা হয়। ক্রমে তাঁর কৃপায় তাঁকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে দেখা যায়,

আবার তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়, যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি।

২৩। কি জান ? ডিমের ভিতর ছানা বড় না হলে পাখী ঠোক্‌রায় না। সময় হলেই পাখী ডিম ফুটোয়। তবে একটু সাধনা করা দরকার। গুরুই সব করেন, তবে শেষটা একটু সাধনা করিয়ে লন। বড় গাছ কাট্‌বার সময় প্রায় সবটা কাটা হলে পর, একটু সরে দাঁড়াতে হয়; তারপর গাছটা মড়্‌মড়্‌ ক'রে আপনি ভেঙ্গে পড়ে। যখন খাল কেটে জল আনে, আর একটু কাট্‌লেই নদীর সঙ্গে যোগ হয়ে যাবে, তখন যে কাটে, সে সরে দাঁড়ায়। তখন মাটিটা ভিজে আপনিই পড়ে যায়, আর নদীর জল হুড়্‌হুড়্‌ করে খালে আসে।

২৪। সাধনা কর্‌তে কর্‌তে তাঁর কৃপায় সিদ্ধ হয়। একটু খাটা চাই। তার পরেই দর্শন ও আনন্দলাভ। অমুক জায়গায় সোনার কলসী পোঁতা আছে,—শুনে লোক ছুটে যায়, আর খুঁড়্‌তে আরম্ভ করে। খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে মাথার ঘাম পড়ে। অনেক খোঁড়ার পর এক জায়গায় কোদালে ঠং করে শব্দ হ'লো। কোদাল ফেলে দ্যাখে, কলসী বেরিয়েছে কি না। কলসী দেখে নাচ্‌তে থাকে। কলসী বা'র ক'রে মোহর ঢেলে হাতে ক'রে গণে,—আর খুব আনন্দ। দর্শন, স্পর্শন, সম্ভোগ! কেমন ?

২৫। কর্ম্মযোগে কতকগুলি শক্তি হয়,—সিদ্ধাই হয়।

২৬। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন, "ভাই, যদি দেখ যে অষ্ট সিদ্ধির একটি সিদ্ধি কারও আছে, তাহ'লে জেনো যে, সে ব্যক্তি আমাকে পাবে না। কেন না, সিদ্ধাই থাক্‌লেই অহঙ্কার থাক্‌বে ; আর অহঙ্কারের লেশ থাক্‌লে, ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না।

২৭। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এলে কর্ম্মত্যাগ আপনিই হয়ে যায়। যাদের ঈশ্বর কর্ম্ম করাচ্ছেন, তারা করুক।

২৮। যখন একবার 'হরি' বা একবার 'রাম' নাম কর্‌লে রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয়ই জেনো যে, সন্ধ্যাদি কর্ম্ম আর কর্‌তে হবে না। তখন কর্ম্মত্যাগের অধিকার হয়েছে। কর্ম্ম আপনা আপনি ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে। তখন কেবল রামনাম কি হরিনাম, কি শুদ্ধ ওঁকার জপ্‌লেই হ'লো। সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী আবার ওঁকারে লয় হয়। প্রণব সমাধিতে লয় হয়। যেমন ঘণ্টার শব্দ টং—ট—অম্। যোগী নাদ ভেদ ক'রে পরব্রহ্মে লয় হন। সমাধি মধ্যে সন্ধ্যাদি কর্ম্মের লয় হয়। এই রকমে জ্ঞানীদের কর্ম্মত্যাগ হয়।

২৯। পূজা, হোম, যাগ, যজ্ঞ কিছুই কিছু নয়। যদি তাঁর উপর ভালবাসা আসে, তাহ'লে আর এ সব কর্ম্মের বেশী দরকার নাই। যতক্ষণ হাওয়া পাওয়া না যায়, ততক্ষণই পাখার দরকার। যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি আসে, তা হ'লে পাখা রেখে দেওয়া যায়; আর পাখার কি দরকার?

৩০। ফল হ'লেই ফুল প'ড়ে যায়। ভক্তি—ফল; কর্ম্ম—ফুল। গৃহস্থের বৌ পেটে ছেলে হ'লে বেশী কর্ম্ম কর্‌তে পারে না। শাশুড়ী দিন দিন তার কর্ম্ম কমিয়ে দেয়। দশমাস পড়্‌লে, শাশুরী প্রায় কর্ম্ম কর্‌তে দেয় না। ছেলে হ'লে সে ঐটিকে নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করে; আর কর্ম্ম কর্‌তে হয় না।

৩১। সমাধি হ'লে সব কর্ম্মত্যাগ হয়ে যায়। পূজা, জপাদি কর্ম্ম, বিষয় কর্ম্ম, সব ত্যাগ হয়। প্রথমে কর্ম্মের বড় হৈ চৈ থাকে। যত ঈশ্বরের দিকে এগুবে, ততই কর্ম্মের আড়ম্বর কমে। এমন কি, তাঁর নামগুণগান পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়।

ভক্তিযোগ।

১। কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তি। শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্মের কথা আছে, তার সময় কৈ? আজকালকার জ্বরে দশমূল পাঁচন চলে না। দশমূল পাঁচন দিতে গেলে রোগীর এদিকে হয়ে যায়! আজকাল ফিভার্ মিক্শ্চার। কর্ম্ম কর্‌তে যদি বল, ত নেজা মুড়া বাদ দিয়ে বল্‌বে। আমি লোকদের বলি, তোমাদের "আপোধন্যন্যা" ও সব অত বলতে হবে না। তোমাদের গায়ত্রী জপ্‌লেই হবে।

২। আবার জ্ঞানযোগও এ যুগে ভারি কঠিন। জীবের একে অন্নগত প্রাণ, তাতে আবার আয়ু কম, তার পর আবার দেহবুদ্ধি কোন মতে যায় না। এদিকে দেহবুদ্ধি না গেলে একেবারে জ্ঞানই হবে না। এ যুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। এতে অন্যান্য পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মযোগ আর অন্যান্য পথ দিয়েও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এ সব পথ ভারি কঠিন। ভক্তিযোগ যুগধর্ম্ম,—তার এ মানে নয় যে, ভক্ত এক জায়গায় যাবে, জ্ঞানী বা কর্ম্মী আর এক জায়গায় যাবে। এর মানে যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তিপথ ধরেও যান, তা

হ'লেও সেই জ্ঞানলাভ কর্‌বেন। ভক্তবৎসল মনে কর্‌লেই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন।

৩। ভক্তিযোগে সব পাওয়া যায়। আমি মা'র কাছে কেঁদে কেঁদে ব'লেছিলাম, "মা, যোগীরা যোগ ক'রে যা জেনেছে, জ্ঞানীরা বিচার ক'রে যা জেনেছে, আমায় জানিয়ে দাও,—আমায় দেখিয়ে দাও।" মা আমায় সব দেখিয়ে দিয়েছেন। ব্যাকুল হ'য়ে তাঁর কাছে কাঁদ্‌লে তিনি সব জানিয়ে দেন। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র,—এ সব শাস্ত্রে কি আছে, সব তিনি আমায় জানিয়ে দিয়েছেন।

৪। ভক্ত ঈশ্বরের সাকার রূপ দেখ্‌তে চায় ও তাঁর সঙ্গে আলাপ কর্‌তে চায়; প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। তবে ঈশ্বর ইচ্ছাময়,—তাঁর যদি খুসী হয়, তিনি ভক্তকে সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করেন,—ভক্তিও দেন, জ্ঞানও দেন। জগতের মাকে পেলে ভক্তিও পাবে, আবার জ্ঞানও পাবে; জ্ঞানও পাবে, আবার ভক্তিও পাবে। ভাব-সমাধিতে রূপ দর্শন হয়, আবার নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন হয়,—তখন অহং, নাম, রূপ থাকে না।

৫। শুদ্ধ জ্ঞান, আর শুদ্ধা ভক্তি এক। শুদ্ধ জ্ঞান যেখানে, শুদ্ধা ভক্তিও সেইখানে নিয়ে যায়। ভক্তিপথ বেশ সহজ পথ।

৬। কলিযুগে ভক্তিযোগই ভাল। ভক্তিদ্বারাও তাঁকে পাওয়া যায়। ভক্তি মেয়ে মানুষ, তাই অন্তঃপুর পর্য্যন্ত যেতে

পারে। জ্ঞান বা'র বাড়ী পর্য্যন্ত যায়। বেশী বিচার করা ভাল নয়। মা'র পাদপদ্মে ভক্তি থাক্‌লেই হ'লো। বেশী বিচার কর্‌তে গেলে সব ঘুলিয়ে যায়। এদেশে পুকুরের জল উপর উপর খাও, বেশ পরিষ্কার জল পাবে। বেশী নীচে হাত দিয়ে নাড়্‌লে জল ঘুলিয়ে যায়। তাই তাঁর কাছে ভক্তি প্রার্থনা কর।

৭। যে ঠিক ভক্ত, তার কাছে হাজার বেদান্ত বিচার কর, আর স্বপ্নবৎ বল, তার ভক্তি যাবার নয়। ফিরে ঘুরে একটু-খানি থাক্‌বেই।

৮। ভক্তেরও একাকার জ্ঞান হয়; সে দেখে, ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নাই। 'স্বপ্নবৎ' বলে না; তবে বলে, 'তিনিই এই সব হয়েছেন।' মোমের বাগানে সবই মোম, তবে নানা রূপ। তবে পাকা ভক্তি হ'লে এইরূপ বোধ হয়। অনেক পিত্ত জম্‌লে ন্যাবা লাগে। তখন দেখে যে সবই হল্‌দে। শ্রীমতী শ্যামকে ভেবে ভেবে সমস্ত শ্যামময় দেখ্‌লে, আর নিজেকেও শ্যাম বোধ হ'লো। পারার হ্রদে সীসে অনেক দিন থাক্‌লে সেটাও পারা হয়ে যায়। আরশুলা কুমুরে পোকা ভেবে ভেবে নিশ্চল হয়ে যায়, নড়ে না; শেষে কুমুরে পোকাই হয়ে যায়। ভক্তও তাঁকে ভেবে ভেবে অহংশূন্য হয়ে যায়; আবার দেখে 'তিনিই আমি', 'আমিই তিনি।' আরশুলা যখন কুমুরে পোকা হয়ে যায়, তখন সব হয়ে গেল; তখনই মুক্তি।

৯। কলিতে ভক্তিযোগ। ঈশ্বরের নামগুণ গান করা ও ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করা, “হে ঈশ্বর, আমায় জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, আমায় দেখা দাও।” ভক্তিই সার। ঈশ্বরকে বিচার করে কে জান্‌তে পার্‌বে? আমার দরকার ভক্তি। তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য্য; অত জানবার আমার কি দরকার? এক বোতল মদে যদি মাতাল হই, শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে সে খবরে আমার কি দরকার? এক ঘটী জলে আমার তৃষ্ণা যেতে পারে; পৃথিবীতে কত জল আছে সে খবরে আমার প্রয়োজন নাই।

১০। কলিতে সর্ব্বদা তাঁর নামগুণ কীর্ত্তন করা। যাদের সময় নাই, তারা যেন সন্ধ্যা সকালে হাততালি দিয়ে একমনে ‘হরিবোল’ ‘হরিবোল’ ব’লে, তাঁর ভজনা করে। ভক্তির ‘আমি’তে অহঙ্কার হয় না। এ ‘আমি’তে অজ্ঞান করে না; বরং ঈশ্বরলাভ করিয়ে দেয়। এ ‘আমি’ আমির মধ্যে নয়। যেমন হিঞ্চেশাক শাকের মধ্যে নয়; অন্য শাকে অসুখ হয়, কিন্তু হিঞ্চেশাক খেলে পিত্তনাশ হয়; উল্টে উপকার হয়। মিছরি মিষ্টের মধ্যে নয়; অন্য মিষ্টি খেলে অপকার হয়, মিছরি খেলে অম্বল নাশ হয়। হাঁ, ‘দাস আমি’—অর্থাৎ ‘আমি ঈশ্বরের দাস, আমি তাঁর ভক্ত’, এই অভিমান। এতে দোষ নাই, বরং এতে ঈশ্বর লাভ হয়। কেউ কেউ সমাধির পরও ‘ভক্তের আমি’, ‘দাস আমি’ নিয়ে থাকে। ‘আমি দাস, তুমি প্রভু’, ‘আমি ভক্ত, তুমি ভগবান’, এই অভিমান

ভক্তি। এত জপ কর্‌তে হবে, উপোষ কর্‌তে হবে, তীর্থে যেতে হবে, এত উপচারে পূজা কর্‌তে হবে, এতগুলি বলিদান দিতে হবে,—এ সব বৈধী-ভক্তি। এ সব অনেক ক'র্‌তে ক'র্‌তে ক্রমে রাগভক্তি আসে। কিন্তু রাগভক্তি যতক্ষণ না হবে, ততক্ষণ ঈশ্বরলাভ হবে না। তাঁর উপর ভালবাসা চাই। সংসার-বুদ্ধি একেবারে চ'লে যাবে, আর তাঁর উপর ষোল আনা মন হবে,—তবে তাঁকে পাবে।

১৭। রাগভক্তি এলে, অর্থাৎ ঈশ্বরে ভালবাসা এলে, তবে তাঁকে পাওয়া যায়। বৈধীভক্তি হতেও যেমন, যেতেও তেমন। এত জপ, এত ধ্যান কর্‌বে, এত যাগ যজ্ঞ হোম কর্‌বে, এই এই উপচারে পূজা কর্‌বে, পূজার সময় এই এই মন্ত্র পাঠ কর্‌বে, এই সকলের নাম বৈধীভক্তি। হতেও যেমন, যেতেও তেমন। কত লোকে বলে, "আর ভাই, কত হবিষ্য কর্‌লুম, কতবার বাড়ীতে পূজা আন্‌লুম, কিন্তু কি হ'লো?" রাগভক্তির কিন্তু পতন নাই। কাদের রাগভক্তি হয়? যাদের পূর্ব্ব জন্মে অনেক কাজ করা আছে, অথবা যারা নিত্য-সিদ্ধ। যেমন, একটা পোড়ো বাড়ীর বন জঙ্গল কাট্‌তে কাট্‌তে নল বসান ফোয়ারা পেয়ে গেল। মাটি শুর্‌কি ঢাকা ছিল; যাই সরিয়ে দিলে, অমনি ফর্ ফর্ ক'রে জল উঠ্‌তে লাগ্‌লো। যাদের রাগভক্তি, তারা এমন কথা বলে না, "ভাই কত হবিষ্য কর্‌লুম, কিন্তু কি হ'লো?" যারা নূতন চাষ করে, তাদের যদি ফসল না হয়, তাহ'লে জমি ছেড়ে দেয়। কিন্তু খান্‌দানি

চাষা ফসল হোক আর না হোক, আবার চাষ কর্‌বেই। তাদের বাপ-পিতামহ চাষাগিরি ক'রে এসেছে। তারা জানে যে, চাষ করেই খেতে হবে। যাদের রাগভক্তি, তাদেরই আন্তরিক। ঈশ্বর তাদের ভার লন। ঈশ্বর যাদের ধরে আছেন, তাদের কোনও ভয় নাই। মাঠের আলের উপর চল্‌তে চল্‌তে যে ছেলে বাপকে ধ'রে থাকে, সে পড়্‌লেও পড়্‌তে পারে,—যদি অন্যমনস্ক হ'য়ে হাত ছেড়ে দেয়। কিন্তু বাপ যে ছেলেকে ধ'রে থাকে, সে পড়ে না।

১৮। কিন্তু কারু কারু রাগভক্তি আপনা আপনি হয়,—স্বতঃসিদ্ধ। ছেলেবেলা থেকেই আছে। ছেলেবেলা থেকে ঈশ্বরের জন্য কাঁদে, যেমন প্রহ্লাদ।

১৯। যতক্ষণ না তাঁর উপর ভালবাসা জন্মায়, ততক্ষণ ভক্তি কাঁচা ভক্তি। তাঁর উপর ভালবাসা এলে তখন সেই ভক্তির নাম পাকা ভক্তি। যার কাঁচা ভক্তি, সে ঈশ্বরের কথা, উপদেশ ধারণা কর্‌তে পারে না। পাকা ভক্তি হ'লে ধারণা কর্‌তে পারে। ফটোগ্রাফের কাঁচে যদি কালি মাখান থাকে, তাহ'লে যা ছবি পড়ে তা রয়ে যায়। কিন্তু শুধু কাঁচের উপর হাজার ছবি পড়ুক, একটাও থাকে না। একটু সরে গেলেই যেমন কাঁচ, তেমনি কাঁচ। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা না থাক্‌লে উপদেশ ধারণা হয় না।

২০। ভক্তি দ্বারাই তাঁকে দর্শন হয়; কিন্তু পাকা ভক্তি, প্রেমাভক্তি, রাগভক্তি চাই। সেই ভক্তি এলেই তাঁর উপর

ভালবাসা আসে। যেমন ছেলের মা'র উপর ভালবাসা, মা'র ছেলের উপর ভালবাসা, স্ত্রীর স্বামীর উপর ভালবাসা। এ ভালবাসা, এ রাগভক্তি এলে স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় কুটুম্বের উপর সে মায়ার টান থাকে না। দয়া থাকে। এ ভালবাসা এলে সংসার বিদেশ বোধ হয়; একটি কর্ম্মভূমি মাত্র বোধ হয়। ঈশ্বরে ভালবাসা এলে সংসারাসক্তি,—বিষয়-বুদ্ধি—একেবারে যাবে।

২১। কিন্তু ভক্তি অমনি কর্‌লেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। প্রেমাভক্তি না হ'লে ঈশ্বরলাভ হয় না। প্রেমাভক্তির আর একটি নাম রাগভক্তি। প্রেম, অনুরাগ না হ'লে ভগবান লাভ হয় না। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা না এলে, তাঁকে লাভ করা যায় না।

২২। গোপীদের প্রেমাভক্তি। প্রেমাভক্তিতে দুটি জিনিস থাকে,—অহংতা আর মমতা। আমি কৃষ্ণকে সেবা না কর্‌লে কৃষ্ণের অসুখ হ'বে,—এর নাম অহংতা। এতে ঈশ্বর-বোধ থাকে না। মমতা,—'আমার' 'আমার' করা। পাছে শ্রীকৃষ্ণের পায়ে কিছু আঘাত লাগে, গোপীদের এত মমতা যে, তাদের সূক্ষ্ম শরীর তাঁর চরণতলে থাক্‌তো। যশোদা বল্লেন, "তোদের চিন্তামণি কৃষ্ণ জানি না,—আমার গোপাল।" গোপীরাও বল্‌ছে, "কোথায় প্রাণবল্লভ! হৃদয়বল্লভ!"—ঈশ্বর-বোধ নাই।

২৩। একটি আছে,—অহৈতুকী ভক্তি। এটি যদি হয়,

তাহ'লে খুব ভাল। প্রহ্লাদের অহৈতুকী ভক্তি ছিল। সেরূপ ভক্ত বলে, "হে ঈশ্বর, আমি ধন, মান, দেহসুখ, এ সব কিছুই চাই না। এই কর যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধা-ভক্তি হয়।"

২৪। অহল্যা বলেছিলেন, "হে রাম, যদি শূকর যোনিতে জন্ম হয়, তাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি থাকে,—আমি আর কিছু চাই না।"

২৫। নারদ রাবণ-বধের কথা স্মরণ করাবার জন্য অযোধ্যায় রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তিনি সীতারাম দর্শন করে স্তব করতে লাগ্‌লেন। রামচন্দ্র স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে বল্লেন, "নারদ, আমি তোমার স্তবে সন্তুষ্ট হয়েছি; তুমি কিছু বর লও।" নারদ বল্লেন, "রাম, যদি একান্ত আমায় বর দেবে, তো এই বর দাও, যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধাভক্তি থাকে; আর এই ক'রো যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই।"

২৬। যারা কিন্তু ঈশ্বরচিন্তা করে, বিষয়ে আসক্তি, কামিনী-কাঞ্চনে ভালবাসা চলে যাবার জন্য রাতদিন প্রার্থনা করে, যাদের বিষয়রস তেঁতো লাগে, হরিপাদপদ্মের সুধা বই আর কিছু ভাল লাগে না, তাদের স্বভাব যেমন হাঁসের স্বভাব। হাঁসের সুমুখে দুধে জলে দাও, জল ত্যাগ করে দুধ খাবে। আর হাঁসের গতি দেখেছো? একদিকে সোজা

চলে যাবে। শুদ্ধ ভক্তের গতিও কেবল ঈশ্বরের দিকে। সে আর কিছু চায় না ; তার আর কিছু ভাল লাগে না।

২৭। তাই নিষ্কাম ভক্তি,—অহৈতুকী ভক্তি,—সর্ব্বাপেক্ষা ভাল।

২৮। অহৈতুকী ভক্তি ঈশ্বরকোটির হয়, জীবকোটির হয় না।

২৯। আবার আছে ঊর্জিতা ভক্তি। ভক্তি যেন উথ্‌লে পড়্‌ছে। 'ভাবে হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়।' যেমন চৈতন্যদেবের। রাম লক্ষ্মণকে বল্‌লেন, "ভাই, যেখানে দেখ্‌বে ঊর্জিতা ভক্তি, সেইখানে জান্‌বে, আমি স্বয়ং বর্ত্তমান।"

৩০। ভক্তের ভিতর একটানা নয় ; জোয়ার ভাটা হয়। হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়। ভক্ত তাঁর সঙ্গে বিলাস কর্‌তে ভালবাসে,—কখনও সাঁতার দেয়, কখনও ডুবে, কখনও উঠে,—যেমন জলের ভিতর বরফ টাপুর টুপুর, টাপুর টুপুর করে।

৩১। যার ঠিক ঠিক ঈশ্বরে ভক্তি আছে, সে শরীর, টাকা, এ সব গ্রাহ্য করে না। সে ভাবে, দেহসুখের জন্য, কি লোক-মান্যের জন্য, কি টাকার জন্য আবার জপ তপ কি? এ সব অনিত্য, দিন দুই তিনের জন্য।

৩২। আর এক রকম ভক্ত আছে। এক জায়গায় একটি স্যাক্‌রার দোকান আছে। তারা পরম বৈষ্ণব, গলায় মালা, তিলক সেবা, প্রায় হাতে হরিনামের ঝুলি, আর মুখে সর্ব্বদাই হরিনাম। সাধু বল্লেই হয়,—তবে পেটের জন্য স্যাক্‌রার কর্ম্ম

করা ; মাগ ছেলেদের তো খাওয়াতে হবে ? পরম বৈষ্ণব, —এই কথা শুনে অনেক খরিদ্দার তাদেরই দোকানে আসে ; কেন না, তারা জানে যে, এদের দোকানে সোনা রূপা গোলমাল হবে না। খরিদ্দার দোকানে গিয়ে দ্যাখে যে, মুখে হরিনাম কর্‌ছে, আর বসে বসে কাজকর্ম্ম কর্‌ছে। খরিদ্দার যাই গিয়ে বস্‌লো, একজন বলে উঠ্‌লো, "কেশব ! কেশব ! কেশব !" খানিকক্ষণ পরে আর একজন ব'লে উঠ্‌লো, "গোপাল ! গোপাল ! গোপাল !" আবার একটু কথাবার্ত্তা হ'তে না হ'তেই আর একজন বলে উঠ্‌লো, "হরি ! হরি ! হরি !" গয়না গড়াবার কথা যখন এক রকম ফুরিয়ে এল, তখন আর একজন ব'লে উঠ্‌লো, "হর ! হর ! হর !" কাজেকাজেই এত ভক্তি, প্রেম দেখে তারা স্যাক্‌রাদের কাছে টাকা কড়ি দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'লো ; জানে যে, এরা কখনও ঠকাবে না ! কিন্তু কথা কি জান ? খরিদ্দার আসবার পর যে বলেছিল, "কেশব ! কেশব !" তার মানে এই, এরা সব কে ? অর্থাৎ যে খরিদ্দারেরা আস্‌লো, এরা সব কে ? যে বল্লে, "গোপাল ! গোপাল !" তার মানে এই, এরা দেখছি 'গরুর পাল, 'গরুর পাল'। যে বল্লে, "হরি ! হরি !", তার মানে এই, যে কালে দেখ্‌ছি 'গরুর পাল', সে স্থলে তবে হরি অর্থাৎ হরণ করি। আর যে বল্লে, "হর ! হর !" তার মানে এই, যে কালে গরুর পাল দেখ্‌ছো, সে কালে সর্ব্বস্ব হরণ কর। এই তারা পরম ভক্ত সাধু !

৩৩। প্রেম কি সামান্য জিনিস গো ? চৈতন্যদেবের প্রেম হ'য়েছিল। প্রেমের দুটি লক্ষণ। প্রথম,—জগৎ ভুল হ'য়ে যাবে ; এত ঈশ্বরেতে ভালবাসা, যে বাহ্যশূন্য। চৈতন্যদেব "বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে, সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবে।" দ্বিতীয় লক্ষণ,—নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, এর উপরও মমতা থাক্‌বে না। দেহাত্মবোধ একেবারে চ'লে যাবে। ঈশ্বরদর্শন না হ'লে প্রেম হয় না। ঈশ্বরলাভের কতকগুলি লক্ষণ আছে। যার ভিতর অনুরাগের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হচ্ছে, তার ঈশ্বরলাভের আর দেরী নাই। অনুরাগের ঐশ্বর্য্য কি কি ? বিবেক, বৈরাগ্য, জীবে দয়া, সাধুসেবা, সাধুসঙ্গ, ঈশ্বরের নামগুণ কীর্ত্তন, সত্য কথা, এই সব। এই সকল অনুরাগের লক্ষণ দেখ্‌লে ঠিক বল্‌তে পারা যায়, ঈশ্বরদর্শনের আর দেরী নাই। বাবু কোন খানসামার বাড়ী যাবেন, এরূপ যদি ঠিক হ'য়ে থাকে, খানসামার বাড়ীর অবস্থা দেখে ঠিক বুঝ্‌তে পারা যায়। প্রথমে বন জঙ্গল কাটা হয়, ঝুল ঝাড়া হয়, ঝাঁট্ পাট্ দেওয়া হয়। বাবু নিজেই সতরঞ্চ, গুড়্‌গুড়ি, এই সব পাঁচ রকম জিনিস পাঠিয়ে দেন। এই সব আস্‌তে দেখ্‌লেই লোকের বুঝ্‌তে বাকী থাকে না, বাবু এসে পড়্‌লেন ব'লে।

৩৪। ঈশ্বরে খুব ভালবাসা না হ'লে প্রেমাভক্তি হয় না। তিন বন্ধু বন দিয়ে যাচ্ছে। এক বাঘ এসে উপস্থিত। একজন বল্লে, "ভাই, আমরা সব মারা গেলুম।" আর একজন বল্লে,

"কেন, মারা যাব কেন? এস, আমরা ঈশ্বরকে ডাকি।" আর একজন বল্লে, "না, তাঁকে আর কষ্ট দিয়ে কি হবে? এস, এই গাছে উঠে পড়ি।" যে লোকটি বল্লে, "আমরা মারা গেলুম," সে জানে না যে, ঈশ্বর রক্ষাকর্ত্তা আছেন। যে বল্লে, "এস, আমরা ঈশ্বরকে ডাকি," সে ব্যক্তি জ্ঞানী। তার বোধ আছে যে, ঈশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, সব কর্‌ছেন। আর যে ব্যক্তি বল্লে, "তাঁকে কষ্ট দিয়ে কি হবে? এস, আমরা গাছে উঠি," তার ভিতরে প্রেম জন্মেছে, ভালবাসা জন্মেছে। তা প্রেমের স্বভাবই এই যে, আপনাকে বড় মনে করে, আর প্রেমের পাত্রকে ছোট মনে করে, পাছে তার কষ্ট হয়। কেবল এই ইচ্ছা যে, যাকে ভালবাসে, তার পায়ে কাঁটাটি পর্য্যন্ত না ফোটে।

৩৫। সব মতকে নমস্কার ক'র্‌বে; তবে একটি আছে নিষ্ঠাভক্তি। সব্বাইকে প্রণাম ক'র্‌বে বটে, কিন্তু একটির উপরে প্রাণঢালা ভালবাসার নাম নিষ্ঠা। রামরূপ বই আর কোনও রূপ হনুমানের ভাল লাগ্‌তো না। গোপীদের এত নিষ্ঠা যে, তারা দ্বারকার পাগ্‌ড়ি বাঁধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখ্‌তে চাইলে না। পত্নী, দেওর, ভাসুর,—এ সবকে পা ধোবার জল, আসন দিয়ে সেবা করে; কিন্তু পতিকে যেরূপ সেবা করে, সেরূপ সেবা আর কাকেও করে না। পতির সঙ্গে সম্বন্ধ আলাদা।

৩৬। ব্যাকুলতা থাক্‌লে সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া

যায়। তবে নিষ্ঠা থাকা ভাল। নিষ্ঠাভক্তির আর একটি নাম অব্যভিচারিণী ভক্তি। যেমন, একডেলে গাছ, সোজা উঠেছে। ব্যভিচারিণী ভক্তি,—যেমন পাঁচ ডেলে গাছ। গোপীদের এমনই নিষ্ঠা যে, বৃন্দাবনের মোহনচূড়া, পীতধড়া পরা রাখাল কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু ভালবাস্‌বে না। মথুরায় যখন রাজবেশ, পাগড়ি মাথায় কৃষ্ণকে দর্শন ক'র্‌লে, তখন তারা ঘোমটা দিলে, আর বল্লে, "ইনি আবার কে? এঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে কি আমরা দ্বিচারিণী হ'ব?"

৩৭। নিষ্ঠার পর ভক্তি। ভক্তি পাক্‌লে ভাব হয়। ভাব ঘনীভূত হ'লে মহাভাব হয়। সর্ব্বশেষে প্রেম। প্রেম রজ্জুস্বরূপ। প্রেম হ'লে ভক্তের কাছে ঈশ্বর বাঁধা পড়েন, আর পালাতে পারেন না। সামান্য জীবের ভাব পর্য্যন্ত হয়। ঈশ্বরকোটি না হ'লে মহাভাব, প্রেম হয় না। চৈতন্যদেবের হয়েছিল।

৩৮। কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ হ'লে ভাব, ভক্তি, প্রেম, এই সব হয়। এরই নাম ভক্তিযোগ।

৩৯। 'আমি' তো সহজে যায় না; তাই ভক্ত জাগ্রত, স্বপ্ন, এ সব অবস্থা উড়িয়ে দেয় না। ভক্ত সব অবস্থাই লয়; সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, তিন গুণও লয়। ভক্ত দেখে, তিনিই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হ'য়ে রয়েছেন,—জীব জগৎ হ'য়ে রয়েছেন; আবার দেখে সাকার চিন্ময়রূপে তিনি দর্শন দেন।

৪০। সব তত্ত্ব শেষে আকাশতত্ত্বে লয় হয়। আবার

সৃষ্টির সময় আকাশতত্ত্ব থেকে মহৎতত্ত্ব, মহৎতত্ত্ব থেকে অহঙ্কার, এই সব ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হ'য়েছে। অনুলোম, বিলোম। ভক্ত সবই লয়। ভক্ত অখণ্ড সচ্চিদানন্দকেও লয়, আবার জীব জগৎকে লয়।

৪১। ভক্ত বিদ্যামায়া আশ্রয় ক'রে থাকে। সাধুসঙ্গ, তীর্থ, জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য, এই সব আশ্রয় ক'রে থাকে। সে বলে, যদি 'আমি' সহজে চলে না যায়, তবে থাক্ শালা দাস হ'য়ে,—ভক্ত হ'য়ে।

৪২। ভক্ত যেমন ভগবান না হ'লে থাক্‌তে পারে না, ভগবানও ভক্ত না হ'লে থাক্‌তে পারেন না। তখন ভক্ত হন রস, ভগবান হন রসিক; ভক্ত হন পদ্ম, ভগবান হন অলি। তিনি নিজের মাধুর্য্য আস্বাদন কর্‌বার জন্য দুটি হয়েছেন। তাই রাধাকৃষ্ণ লীলা।

৪৩। ভক্তিই সার; ঠিক ভক্তের কোনও ভয় ভাবনা নাই। মা সব জানে। বিড়াল ইঁদুরকে ধরে এক রকম ক'রে, কিন্তু নিজের ছানাকে আর এক রকম ক'রে ধরে।

৪৪। তিনি খুব কাণ খড়্‌কে, সব শুন্‌তে পান গো। যত ডেকেছো, সব শুনেছেন। একদিন না একদিন দেখা দেবেনই দেবেন। অন্ততঃ মৃত্যু সময়েও দেখা দেবেন।

৪৫। একজন মুসলমান নমাজ ক'র্‌তে ক'র্‌তে "হো আল্লা, হো আল্লা" ব'লে চীৎকার ক'রে ডাক্‌ছিলো। তাকে একজন লোক এসে বল্‌লে, "তুই আল্লাকে ডাক্‌ছিস্, তা অত

চেঁচাচ্ছিস্ কেন ? তিনি যে পিঁপ্‌ড়ের পায়ের নূপুর শুন্‌তে পান।” তাঁতে যখন মনের যোগ হয়, তখন ঈশ্বরকে খুব কাছে দেখে ; হৃদয়ের মধ্যে দেখে। কিন্তু আর একটি কথা আছে ; যত এই যোগ হবে, ততই বাহিরের জিনিস থেকে মন স’রে আস্‌বে। ভক্তমালে একজন ভক্তের কথা আছে। সে বেশ্যালয়ে রোজ যেতো। একদিন অনেক রাত্রে যাচ্ছে। বাড়ীতে বাপ মায়ের শ্রাদ্ধ হয়েছিল, তাই দেরী হ’য়েছে। শ্রাদ্ধের খাবার বেশ্যাকে দেবে ব’লে হাতে ক’রে লয়ে যাচ্ছে। তার বেশ্যার দিকে এত একাগ্র মন যে, কিসের উপর দিয়ে যাচ্ছে, কোন্‌খান দিয়ে যাচ্ছে, এ সব কিছুই হুঁস্ নাই। পথে এক যোগী চোক বুজে ঈশ্বরচিন্তা কর্‌ছিল। তার গায়ে পা দিয়ে চলে যাচ্ছে ; যোগী রাগ ক’রে ব’লে উঠ্‌লো, “কি, তুই দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না ? আমি ঈশ্বরকে চিন্তা কর্‌ছি, তুই গায়ের উপর পা দিয়ে চলে যাচ্ছিস্ !” তখন সে লোকটি বল্লে, “আমায় মাপ কর্‌বেন ; কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ; বেশ্যাকে চিন্তা ক’রে আমার হুঁস্ নাই, আর আপনি ঈশ্বরচিন্তা কর্‌ছেন, আপনার সব বাহিরের হুঁস্ আছে ; এ কি রকম ঈশ্বরচিন্তা ?” সে ভক্ত শেষে সংসার ত্যাগ ক’রে ঈশ্বরের আরাধনায় চলে গিয়েছিল। বেশ্যাকে ব’লেছিল, “তুমি আমার গুরু, কেন না, তুমিই শিখিয়েছ, কি রকম ক’রে ঈশ্বরে অনুরাগ ক’র্‌তে হয়।” বেশ্যাকে “মা” ব’লে ত্যাগ ক’রেছিল।

৪৬। ভক্তের হৃদয় তাঁর আবাসস্থান। তিনি সর্ব্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু ভক্তহৃদয়ে তিনি বিশেষরূপে আছেন। যেমন কোন জমিদার তার জমিদারীর সকল স্থানে থাক্‌তে পারে। তবে অমুক বৈঠকখানায় তিনি প্রায়ই থাকেন, এই কথা লোকে বলে। ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।

৪৭। ভক্ত তিন শ্রেণীর। অধম ভক্ত বলে, "ঐ ঈশ্বর", অর্থাৎ আকাশের দিকে সে দেখাইয়া দেয়। মধ্যম ভক্ত বলে যে, তিনি হৃদয়ের মধ্যে অন্তর্য্যামীরূপে আছেন। আর উত্তম ভক্ত বলে যে, তিনিই এই সব হয়েছেন,—যা কিছু দেখ্‌ছি, সবই তাঁর এক একটি রূপ।

৪৮। ঠিক ভক্তের লক্ষণ আছে। গুরুর উপদেশ শুনে স্থির হ'য়ে থাকে। বেহুলার গানের কাছে জাত্‌ সাপ স্থির হ'য়ে শুনে, কিন্তু কেউটে নয়। আর একটি লক্ষণ,—ঠিক ভক্তের ধারণাশক্তি হয়। আরও একটি লক্ষণ,—ঠিক ভক্ত জিতেন্দ্রিয় হয়, কামজয়ী হয়। গোপীদের কাম হতো না।

৪৯। যখন দেখ্‌বে ঈশ্বরের নাম কর্‌তেই অশ্রু আর পুলক হয়, তখন জান্‌বে, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি চলে গেছে, ঈশ্বরলাভ হয়েছে। দেশলাই যদি শুক্‌নো হয়, একটা ঘস্‌লেই দপ ক'রে জ্বলে উঠে। আর যদি ভিজে হয়, পঞ্চাশটা ঘস্‌লেও কিছু হয় না ; কেবল কাঠিগুলো ফেলা যায়। বিষয়-রসে র'সে থাক্‌লে, কামিনী-কাঞ্চন-রসে মন ভিজে থাক্‌লে,

ঈশ্বরের উদ্দীপনা হয় না। হাজার চেষ্টা কর,—কেবল পণ্ড-শ্রম। বিষয়-রস শুকুলে তৎক্ষণাৎ উদ্দীপন হয়।

৫০। ভক্তের জাতি নাই। ভক্তি হ'লেই দেহ, মন, আত্মা, সব শুদ্ধ হয়। গৌর নিতাই হরিনাম দিতে লাগ্‌লেন, আর আচণ্ডালে কোল দিলেন। ভক্তি না থাক্‌লে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়। ভক্তি থাক্‌লে চণ্ডাল চণ্ডাল নয়। অস্পৃশ্য জাতি ভক্তি থাক্‌লে শুদ্ধ, পবিত্র হয়।

৫১। বড় মানুষের দ্বারবান একদিন এসে বাবুর সভার একধারে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে কি একটি জিনিস আছে, কাপড়ে ঢাকা; অতি সঙ্কোচভাবে আছে। বাবু জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "কি দরবান, হাতে কি আছে?" দ্বারবান সঙ্কোচ-ভাবে একটি আতা বা'র ক'রে বাবুর সাম্‌নে রাখ্‌লে, ইচ্ছা বাবু ওটি খাবেন। বাবু দ্বারবানের ভক্তিভাব দেখে আতাটি খুব আদর করে নিলেন, আর বল্‌লেন, "আহা এটি বেশ আতা; তুমি এটি কোথা থেকে কষ্ট করে আন্‌লে?" তিনি ভক্তাধীন! দুর্য্যোধন অত যত্ন দেখালেন আর বল্লেন, "এখানে খাওয়া দাওয়া করুন।" ঠাকুর (শ্রীকৃষ্ণ) কিন্তু বিদুরের কুটীরে গেলেন! তিনি ভক্তবৎসল,—বিদুরের শাকান্ন তিনি সুধার ন্যায় খেলেন।

৫২। একটা ভাব পাকা ক'রে তাঁকে আপনার করে নিতে হবে: তবে তো তাঁর উপর জোর চ'ল্‌বে। এই দেখ না, প্রথম প্রথম একটু আধটু ভাব যতক্ষণ, ততক্ষণ 'আপনি'

'মশাই' এ সব লোকে ব'লে থাকে ; সেই ভাব যাই বাড়্লো, অমনি 'তুমি' 'তুমি' ; আর তখন আপনি টাপনি গুলো বলা আসে না। যাই আরও বাড়্লো, আর তখন তুমি টুমিতেও মানে না ; তখন 'তুই' 'মুই'। তাঁকে আপনার হ'তে আপনার ক'রে নিতে হবে, তবে তো হবে। যেমন নষ্ট মেয়ে পরপুরুষকে প্রথম প্রথম ভালবাস্তে শিখ্ছে,—তখন কত লুকোলুকি, কত ভয়, কত লজ্জা ; তার পর, যাই ভাব বেড়ে উঠ্লো, তখন আর কিছু নাই ; একেবারে তার হাত ধরে সকলের সামনে কুলের বাইরে এসে দাঁড়াল। তখন যদি সে পুরুষটা তাকে আদর যত্ন,না ক'রে ছেড়ে যেতে চায়, তো তার গলায় কাপড় দিয়ে টেনে ধ'রে বলে, "তোর জন্যে পথে দাঁড়ালুম, এখন তুই খেতে দিবি কি না বল্ ?" 'সেই রকম যে ভগবানের জন্য সব ছেড়েছে, তাঁকে আপনার ক'রে নিয়েছে, সে তাঁর উপর জোর ক'রে বলে, "তোর জন্যে সব ছাড়্লুম, এখন দেখা দিবি কি না, বল্ ?"

৫৩। তাঁকে লাভ ক'র্তে হ'লে একটা ভাব আশ্রয় ক'র্তে হয়,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর। শান্ত,—ঋষিদের ছিল। তাদের অন্য কিছু ভোগ কর্বার বাসনা ছিল না। যেমন স্ত্রীর স্বামীতে নিষ্ঠা ;—সে জানে আমার পতি কন্দর্প। দাস্য,—যেমন হনুমানের। রামের কাজ কর্বার সময় সিংহতুল্য। স্ত্রীরও দাস্যভাব থাকে। স্বামীকে প্রাণপণে সেবা করে। মা'র কিছু কিছু থাকে ; যশোদারও

ছিল। সখ্য,—যেমন বন্ধুর ভাব; এস, এস, কাছে এসে বস। শ্রীদামাদি কৃষ্ণকে কখনও এঁটো ফল এনে খাওয়াচ্ছে, কখনও ঘাড়ে চড়্‌ছে। বাৎসল্য,—যেমন যশোদার। স্ত্রীরও কতকটা থাকে; স্বামীকে প্রাণ চিরে খাওয়ায়। ছেলেটি পেট ভ'রে খেলে, তবেই মা সন্তুষ্ট। যশোদা কৃষ্ণ খাবেন বলে ননী হাতে ক'রে বেড়াতেন। মধুর,—যেমন শ্রীমতীর। স্ত্রীরও মধুর ভাব। এ ভাবের ভিতরে সকল ভাবই আছে,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য।

৫৪। কথাটা এই,—সচ্চিদানন্দে প্রেম। কিরূপ প্রেম? ঈশ্বরকে কিরূপ ভালবাস্‌তে হবে? গৌরী বল্‌তো, 'রামকে জান্‌তে গেলে সীতার মত হ'তে হয়।' ভগবানকে জান্‌তে ভগবতীর মত হ'তে হয়। ভগবতী যেমন শিবের জন্য কঠোর তপস্যা ক'রেছিলেন, সেইরূপ তপস্যা ক'র্‌তে হয়। পুরুষকে জান্‌তে গেলে প্রকৃতিভাব আশ্রয় ক'র্‌তে হয়,—সখীভাব, দাসীভাব, মাতৃভাব।

৫৫। শক্তিই জগতের মূলাধার। সেই আদ্যাশক্তির ভিতরে বিদ্যা ও অবিদ্যা দুইই আছে। অবিদ্যা মুগ্ধ করে। অবিদ্যা,—যা থেকে কামিনী-কাঞ্চন,—মুগ্ধ করে। বিদ্যা,—যা থেকে ভক্তি, দয়া, জ্ঞান, প্রেম,—ঈশ্বরের পথে লয়ে যায়। সেই অবিদ্যাকে প্রসন্ন কর্‌তে হবে। তাই শক্তির পূজা পদ্ধতি। তাঁকে প্রসন্ন কর্‌বার জন্য নানা ভাবে পূজা করা হয়। দাসীভাব, সখীভাব, বীরভাব, সন্তানভাব। বীরভাব, অর্থাৎ

রমণ দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন করা। শক্তি সাধনা। সব ভারি উৎকট সাধনা,—চালাকি নয়। আমি মা'র দাসীভাবে, সখীভাবে দুই বৎসর ছিলাম। আমার কিন্তু সন্তান ভাব। স্ত্রীলোকের স্তন মাতৃস্তন মনে করি। মেয়েরা এক একটি শক্তির রূপ। পশ্চিমে বিবাহের সময় বরের হাতে ছুরি থাকে, বাংলা দেশে জাঁতি থাকে, অর্থাৎ ঐ শক্তিরূপা কন্যার সাহায্যে বর মায়া পাশ ছেদন ক'র্‌বে। এটি বীরভাব। আমি বীরভাবে পূজা করি নাই; আমার সন্তানভাব। কন্যা শক্তিরূপা। বিবাহের সময় দেখ নাই, বর বোকাটি পেছনে ব'সে থাকে, কন্যা কিন্তু নিঃশঙ্ক।

৫৬। তাঁকে চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না। সাধন ক'র্‌তে ক'র্‌তে একটি প্রেমের শরীর হয়; তাঁর প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কর্ণ। সেই চক্ষে তাঁকে দেখে, সেই কর্ণে তাঁর বাণী শোনা যায়। আবার প্রেমের লিঙ্গ যোনি হয়; এই প্রেমের শরীরে আত্মার সহিত রমণ হয়। ঈশ্বরের প্রতি খুব ভালবাসা না এলে হয় না। খুব ভালবাসা হ'লে, তবেই তো চারিদিক ঈশ্বরময় দেখা যায়। খুব ন্যাবা হ'লে, তবেই চারিদিক হলদে দেখা যায়। তখন আবার 'তিনিই আমি' এইটি বোধ হয়। তাঁকে রাতদিন চিন্তা ক'র্‌লে, তাঁকে চারিদিকে দেখা যায়। যেমন প্রদীপের শিখার দিকে যদি একদৃষ্টে চেয়ে থাক, তবে খানিকক্ষণ পরে চারিদিকে শিখাময় দেখা যায়।

৫৭। এ জন্মে না হোঁক্, পরজন্মে পাব; ওকি কথা?

অমন ম্যাদাটে ভক্তি কর্‌তে নাই। তাঁর কৃপায় তাঁকে এ জন্মেই পাব,—এখনই পাব,—মনে এই রকম জোর রাখ্‌তে হয়,—বিশ্বাস রাখ্‌তে হয়; তা না হ'লে কি হয়? ওদেশে চাষীরা সব গরু কিন্‌তে গিয়ে গরুর ল্যাজে আগে হাত দেয়। কতকগুলো গরু আছে, ল্যাজে হাত দিলে কিছু বলে না, গা এলিয়ে শুয়ে পড়ে,—অমনি তারা বোঝে, সেগুলো ভাল নয়। আর যেগুলোর ল্যাজে হাত দেবামাত্র তিরিং মিরিং ক'রে লাফিয়ে উঠে, অমনি বোঝে,—এইগুলো খুব কাজ দেবে। ঐগুলোর ভিতর থেকে পছন্দ ক'রে কেনে। ম্যাদাটে ভাব ভাল নয়। জোর নিয়ে এসে বিশ্বাস ক'রে বল, "তাঁকে পাবই পাব,—এখনই পাব;" তবে তো হবে।

৫৮। তাঁর শরণাগত হও। তিনি সদ্‌বুদ্ধি দিবেন। তিনি সব ভার লবেন। তখন সব রকম বিকার দূরে যাবে। এ বুদ্ধি দিয়ে কি তাঁকে বুঝা যায়? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে? আর তিনি না বুঝালে কি বুঝা যায়? তাই বল্‌ছি, তাঁর শরণাগত হও। তাঁর যা ইচ্ছা, তিনি করুন। তিনি ইচ্ছাময়। মানুষের কি শক্তি আছে?

৫৯। তাঁর পদে সব সমর্পণ কর,—তাঁকে আম্মোক্তারি দাও; তিনি যা ভাল হয় করুন। বড় লোকের উপর যদি ভার দেওয়া যায়, সে লোক কখনও মন্দ ক'র্‌বে না। সাধনার প্রয়োজন বটে, কিন্তু দুরকম সাধক আছে। এক রকম সাধকের বানরের ছা'র স্বভাব; আর এক রকম সাধকের

বিড়ালের ছা'র স্বভাব। বানরের ছা নিজে যো সো ক'রে মাকে আঁকড়িয়ে ধরে। সেইরূপ কোন কোন সাধক মনে করে, এত জপ কর্‌তে হবে, এত ধ্যান কর্‌তে হবে, এত তপস্যা কর্‌তে হবে, তবে ভগবানকে পাওয়া যাবে। এ সাধক নিজে চেষ্টা ক'রে ভগবানকে ধর্‌তে যায়। বিড়ালের ছা কিন্তু নিজে মাকে ধর্‌তে পারে না। সে প'ড়ে কেবল মিউ মিউ ক'রে ডাকে,—মা যা করে। মা কখনও বিছানার উপর রেখে দিচ্ছে, কখনও হেঁশেলে রেখে দিচ্ছে, কখনও ছাদের উপর কাঠের আড়ালে রেখে দিচ্ছে। মা তাকে মুখে ক'রে এখানে ওখানে নিয়ে রাখে। সে নিজে মাকে ধ'র্‌তে জানে না। সেইরূপ কোন কোন সাধক নিজে হিসাব ক'রে কোনও সাধন ক'র্‌তে পারে না,—এত জপ ক'র্‌বো, এত ধ্যান ক'র্‌বো, এই সব। সে কেবল ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাকে। তিনি তার কান্না শুনে আর থাক্‌তে পারেন না, এসে দেখা দেন।

৬০। উপরে ভাস্‌লে কি হবে? একটু ডুব দাও। গভীর জলের নীচে রত্ন রয়েছে। জলের উপর হাত পা ছুড়্‌লে কি হবে? ঠিক মাণিক ভারি হয়; জলে ভাসে না, তলিয়ে গিয়ে জলের নীচে থাকে। ঠিক মাণিক লাভ ক'র্‌তে গেলে জলের ভিতর ডুব দিতে হয়। ঈশ্বরকে ভালবাস্‌তে শেখ। তাঁর প্রেমে মগ্ন হও। সব লোক বাবুর বাগান দেখেই অবাক্! কেমন গাছ, কেমন ফুল, কেমন ঝিল, কেমন

বৈঠকখানা, কেমন তার ভিতর ছবি ; এই সব দেখেই অবাক্। কিন্তু কই, বাগানের মালিক যে বাবু, তাঁকে খোঁজে ক'জন ? বাবুকে খোঁজে দু একজনা। ঈশ্বরকে ব্যাকুল হ'য়ে খুঁজ্‌লে তাঁকে দর্শন হয়,—তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়, কথা হয়, যেমন আমি তোমাদের সঙ্গে কথা কচ্ছি। সত্য বল্‌ছি, মাইরি বল্‌ছি, দর্শন হয়! এ কথা কারেই বা বল্‌ছি, কেই বা বিশ্বাস করে!

যোগতত্ত্ব।

১। গর্ব্ভে ছিলাম, যোগে ছিলাম,
ভূমে প'ড়ে খেলাম মাটি।
ওরে, ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী,
মায়ার বেড়ী কিসে কাটি॥

কামিনী-কাঞ্চনই মায়া। মন থেকে ঐ দুটি গেলেই যোগ। আত্মা,—পরমাত্মা,—চুম্বক পাথর, জীবাত্মা যেন একটি ছুঁচ,—তিনি টেনে নিলেই যোগ। কিন্তু ছুঁচে যদি মাটি মাখান থাকে, চুম্বকে টানে না; মাটি সাফ্ ক'রে দিলে আবার টানে। কামিনী-কাঞ্চন মাটি পরিষ্কার কর্‌তে হয়। তাঁর জন্য ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ,—সেই জল মাটিতে লাগ্‌লে ধুয়ে ধুয়ে যাবে। যখন খুব পরিষ্কার হবে, তখন চুম্বকে টেনে লবে। যোগ তবেই হবে।

২। কামিনী-কাঞ্চনে মন থাক্‌লে যোগ হয় না। সাধারণ জীবের মন লিঙ্গ, গুহ্য ও নাভিতে। সাধ্য সাধনার পর কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হন। ঈড়া, পিঙ্গলা আর সুষুম্না নাড়ী। সুষুম্নার মধ্যে ছয়টি পদ্ম আছে। সর্ব্বনীচে মূলাধার। তারপর স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। এইগুলিকে ষড়্‌চক্র বলে।

৩। কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হ'লে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, এই সব পদ্ম ক্রমে পার হ'য়ে হৃদয়মধ্যে অনাহত পদ্ম,—সেইখানে এসে অবস্থান করে। তখন লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি থেকে মন স'রে গিয়ে চৈতন্য হয়, আর জ্যোতিঃ দর্শন হয়। সাধক অবাক্ হ'য়ে জ্যোতিঃ দেখে, আর বলে, "একি! একি!" বেদমতে এ সব চক্রকে 'ভূমি' বলে। সপ্তভূমি। হৃদয় চতুর্থ ভূমি,—অনাহত পদ্ম দ্বাদশদল।

৪। বিশুদ্ধ চক্র পঞ্চম ভূমি। এখানে মন উঠ্‌লে, কেবল ঈশ্বরের কথা বল্‌তে আর শুন্‌তে প্রাণ ব্যাকুল হয়। এ চক্রের স্থান কণ্ঠ। ষোড়শদল পদ্ম। যার এ চক্রে মন এসেছে, তার সাম্‌নে বিষয় কথা, কামিনী-কাঞ্চনের কথা হ'লে, ভারি কষ্ট হয়। ওরূপ কথা শুন্‌লে সে সেখান থেকে উঠে যায়।

৫। তারপর ষষ্ঠ ভূমি। আজ্ঞাচক্র,—দ্বিদল পদ্ম। এখানে কুলকুণ্ডলিনী এলে ঈশ্বরের রূপ দর্শন হয়। কিন্তু একটু আড়াল থাকে,—যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো; মনে হয় আলো ছুঁলাম, কিন্তু কাঁচ ব্যবধান আছে ব'লে ছোঁয়া যায় না।

৬। ষড়্‌চক্র ভেদ হ'লে কুণ্ডলিনী সহস্রার পদ্মে গিয়া মিলিত হন। কুণ্ডলিনী সেখানে গেলে সমাধি হয়। সপ্তম-ভূমি সহস্রার পদ্ম। সেখানে কুণ্ডলিনী গেলে সমাধি হয়। সহস্রারে সচ্চিদানন্দ শিব আছেন, তিনি শক্তির সহিত মিলিত হন। শিবশক্তির মিলন। সহস্রারে মন এসে সমাধিস্থ হ'য়ে আর বাহ্য থাকে না। সে আর দেহরক্ষা

ক'র্‌তে পারে না। মুখে দুধ দিলে দুধ গড়িয়ে যায়। এ অবস্থায় থাক্‌লে একুশদিনে মৃত্যু হয়। কালাপানিতে গেলে জাহাজ আর ফেরে না।

৭। ঈশ্বর-কোটি,—অবতারাদি এই সমাধি অবস্থা থেকে নাম্‌তে পারে। তারা ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকে, তাই নাম্‌তে পারে। তিনি তাদের ভিতর 'বিদ্যার আমি', 'ভক্তের আমি', লোকশিক্ষার জন্য রেখে দেন। তাদের অবস্থা, যেমন ষষ্ঠ-ভূমি আর সপ্তমভূমির মাঝখানে বাচ্‌ খেলা। সমাধির পর 'বিদ্যার আমি' কেউ কেউ ইচ্ছা করে রেখে দেন। সে 'আমি'র আঁট নাই,—রেখা মাত্র।

৮। হৃষীকেশের সাধু এসেছিল। সে বল্লে যে, সমাধি পাঁচ প্রকার,—তা তোমার সবই হয় দেখ্‌ছি, পিপীলিকাবৎ, মীনবৎ, কপিবৎ, পক্ষিবৎ, তির্য্যগ্‌বৎ। কখনও বায়ু উঠে পিঁপড়ের মত শিড়্‌ শিড়্‌ ক'রে। কখনও সমাধি অবস্থায় ভাবসমুদ্রের ভিতর আত্মা-মীন আনন্দে খেলা করে। কখনও পাশ ফিরে রয়েছি, মহাবায়ু বানরের ন্যায় আমায় ঠেলে আমোদ করে; আমি চুপ ক'রে থাকি। সেই বায়ু হঠাৎ যেন বানরের ন্যায় লাফ দিয়ে সহস্রারে উঠে যায়। তাই তো তিরিং ক'রে লাফিয়ে উঠি। আবার কখনও পাখীর মত এ ডাল থেকে ও ডাল, ও ডাল থেকে এ ডাল, মহাবায়ু উঠ্‌তে থাকে। যে ডালে বসে, সে স্থান আগুনের মত বোধ হয়। হয়তো মূলাধার থেকে স্বাধিষ্ঠান, স্বাধিষ্ঠান থেকে হৃদয়, এই-

রূপ, ক্রমে মাথায় উঠে। কখনও বা মহাবায়ু তির্য্যক্ গতিতে চলে;—এঁকে বেঁকে। এইরূপ চ'লে চ'লে শেষে মাথায় এলে সমাধি হয়।

৯। আবার দুরকম আছে। প্রথম, স্থিত সমাধি: একেবারে বাহ্যশূন্য; অনেকক্ষণ, হয়ত অনেক দিন রইল। দ্বিতীয়, উন্মনা সমাধি,—হঠাৎ মনটা চার দিক্ থেকে কুড়িয়ে এনে ঈশ্বরেতে যোগ ক'রে দেওয়া।

১০। থিয়েটার অভিনয় দেখ নাই? লোকসব পরস্পর কথা কচ্ছে, এমন সময় পর্দ্দা উঠে গেল; তখন সকলের সমস্ত মনটা অভিনয়ে যায়, আর বাহ্যদৃষ্টি থাকে না,—এরই নাম সমাধিস্থ হওয়া। আবার পর্দ্দা প'ড়ে গেলে বাহিরে দৃষ্টি। মায়ারূপ যবনিকা প'ড়ে গেলে আবার মানুষ বহির্ম্মুখ হয়।

১১। কুলকুণ্ডলিনী না জাগ্‌লে চৈতন্য হয় না। মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী আছেন। চৈতন্য হ'লে তিনি সুষুম্না-নাড়ীর মধ্য দিয়ে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, এই সব চক্র ভেদ ক'রে, শেষে শিরোমধ্যে গিয়ে পড়েন। এরই নাম মহাবায়ুর গতি। তবেই শেষে সমাধি হয়। শুধু পুঁথি প'ড়্‌লে চৈতন্য হয় না। তাঁকে ডাক্‌তে হয়। ব্যাকুল হ'লে তবে কুলকুণ্ডলিনী জাগেন। শুনে, বই পড়ে, জ্ঞানের কথা! তাতে কি হবে? আমার এই অবস্থা যখন হ'লো, তার ঠিক আগে আমায় দেখিয়ে দিলে,—কিরূপ কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরণ হ'য়ে, ক্রমে ক্রমে সব পদ্মগুলি ফুটে যেতে লাগ্‌লো, আর সমাধি হ'লো।

এ অতি গুহ্য কথা। দেখ্‌লাম, ঠিক আমার মতন বাইশ তেইশ বছরের ছোক্‌রা সুষুম্নানাড়ীর ভিতর গিয়ে, জিহ্বা দিয়ে যোনিরূপ পদ্মের সঙ্গে রমণ কর্‌তে লাগ্‌লো। প্রথমে গুহ্য, লিঙ্গ, নাভি। চতুর্দ্দল, ষড়্‌দল, দশদল পদ্ম সব অধোমুখ হ'য়েছিল। ঊর্দ্ধমুখ হ'লো। হৃদয়ে যখন এল,—বেশ মনে প'ড়্‌ছে,—জিহ্বা দিয়ে রমণ ক'রবার পর, দ্বাদশদল অধোমুখ পদ্ম ঊর্দ্ধমুখ হ'লো আর প্রস্ফুটিত হ'লো। তার পর কণ্ঠে ষোড়শদল, আর কপালে দ্বিদল। শেষে সহস্রদল পদ্ম প্রস্ফুটিত হ'লো! সেই অবধি আমার এই অবস্থা।

১২। ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না। সুষুম্নার ভিতর সব পদ্ম আছে; চিন্ময়। যেমন মোমের গাছ,—ডাল পালা, ফল,—সব মোমের। মূলাধার পদ্মে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি আছেন। চতুর্দ্দল পদ্ম। যিনি আদ্যাশক্তি, তিনিই সকলের দেহে কুলকুণ্ডলিনীরূপে আছেন। যেন ঘুমন্ত সাপ, কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে! "প্রসুপ্ত ভুজগাকারা আধার পদ্মবাসিনী!" ভক্তি-যোগে কুলকুণ্ডলিনী শীঘ্র জাগ্রত হয়। কিন্তু ইনি জাগ্রত না হ'লে ভগবান দর্শন হয় না। গান ক'রে ক'রে একাগ্রতার সহিত গাইবে,—নির্জ্জনে,—গোপনে,—"জাগো মা কুল-কুণ্ডলিনি! তুমি নিত্যানন্দস্বরূপিণী, প্রসুপ্ত ভুজগাকারা আধার পদ্মবাসিনী।" গানে রামপ্রসাদ সিদ্ধ। ব্যাকুল হ'য়ে গান গাইলে ঈশ্বর দর্শন করা যায়।

১৩। কোনও রকম ক'রে তাঁর সঙ্গে যোগ হ'য়ে

থাকা। দুই পথ আছে,—কর্ম্মযোগ আর মনোযোগ। যারা আশ্রমে আছে, তাদের যোগ কর্ম্মের দ্বারা। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। সন্ন্যাসীরা কাম্য কর্ম্ম ত্যাগ ক'র্‌বে, কিন্তু নিত্য কর্ম্ম কামনাশূন্য হ'য়ে কর্‌বে। দণ্ডধারণ, ভিক্ষা করা, তীর্থ যাত্রা, পূজা, জপ, এ সব কর্ম্মের দ্বারা তাঁর সঙ্গে যোগ হয়। আর যে কর্ম্মই কর, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ক'রে, কামনাশূন্য হ'য়ে ক'র্‌তে পার্‌লে, তাঁর সঙ্গে যোগ হয়। আর এক পথ,—মনোযোগ। এরূপ যোগীর বাহিরে কোনও চিহ্ন নাই, অন্তরে যোগ। যেমন জড়ভরত, শুকদেব। আরও কত আছে,—এঁরা নামজাদা। এঁদের শরীরে চুল, দাড়ি যেমন তেমনই থাকে। পরমহংস অবস্থায় কর্ম্ম উঠে যায়। স্মরণ মনন থাকে। সর্ব্বদাই মনের যোগ। যদি কর্ম্ম করে, সে লোকশিক্ষার জন্য।

১৪। কর্ম্মের দ্বারাই যোগ হোক্, আর মনের দ্বারাই যোগ হোক্, ভক্তি হ'লে সব জান্‌তে পারা যায়। ভক্তিতে কুম্ভক আপনি হয়,—একাগ্র মন হ'লেই বায়ু স্থির হ'য়ে যায়; আর বায়ু স্থির হ'লেই মন একাগ্র হয়, বুদ্ধি স্থির হয়। যার হয়, সে নিজে টের পায় না।

১৫। তাঁর জন্য কাঁদ্‌তে পার্‌লে দর্শন হয়,—সমাধি হয়। যোগে সিদ্ধ হ'লেই সমাধি। কাঁদ্‌লে কুম্ভক আপনি হয়;—তারপর সমাধি।

১৬। মন স্থির না হ'লে যোগ হয় না, যে পথেই যাও।

মন যোগীর বশ; যোগী মনের বশ নয়। মন স্থির হ'লে বায়ু স্থির হয়,—কুম্ভক হয়। এই কুম্ভক ভক্তিযোগেতেও হয়; ভক্তিতে বায়ু স্থির হ'য়ে যায়। "নিতাই আমার মাতা হাতী!" "নিতাই আমার মাতা হাতী!" এই কথা বল্‌তে বল্‌তে যখন ভাব হ'য়ে যায়, তখন সব কথাগুলো ব'ল্‌তে পারে না; কেবল বলে "হাতী" "হাতী", তার পর শুধু "হা"। ভাব হ'লে বায়ু স্থির হয়, কুম্ভক হয়। একজন ঝাঁট দিচ্ছে, এমন সময় একজন লোক এসে বল্লে, "ওগো, অমুক নেই, মারা গেছে।" যে ঝাঁট দিচ্ছে, তার যদি আপনার লোক না হয়, তাহ'লে সে ঝাঁট দিতে থাকে, আর মাঝে মাঝে বলে, "আহা! তাই তো গো, লোকটা মারা গেল! বেশ ছিল!" এদিকে ঝাঁটও চল্‌ছে। আর যদি আপনার লোক হয়, তাহ'লে ঝাঁটা হাত থেকে প'ড়ে যায়; আর "এ্যাঁ" ব'লে বসে পড়ে। তখন বায়ু স্থির হ'য়ে গেছে; তখন আর কোনও কাজ বা চিন্তা ক'র্‌তে পারে না। মেয়েদের ভিতর দেখ নাই? যদি কেউ অবাক্ হ'য়ে একটা জিনিস দেখে বা একটা কথা শুনে, তখন অন্য মেয়েরা বলে, "তোর ভাব লেগেছে না কি লো?" এখানেও বায়ু স্থির হয়েছে। তাই অবাক্ হ'য়ে হাঁ ক'রে থাকে। ভাবেতে মানুষ অবাক্ হয়, বায়ু স্থির হ'য়ে যায়, আপনি কুম্ভক হয়। যেমন বন্দুকের গুলি ছোড়্‌বার সময় যে ব্যক্তি গুলি ছোড়ে, সে বাক্যশূন্য হয় ও তার বায়ু স্থির হ'য়ে যায়।

১৭। মন স্থির না হ'লে যোগ হয় না। সংসার-হাওয়া মনরূপ দীপকে সর্ব্বদা চঞ্চল ক'র্ছে। ঐ দীপটা যদি আদপে না নড়ে, তাহ'লে ঠিক যোগের অবস্থা হ'য়ে যায়।

১৮। ক্ষণকাল তাঁর সঙ্গে যোগ হ'লেই মুক্তি। আন্তরিক তাঁর কাছে প্রার্থনা ক'র্লে তাঁতে মন হয় ;—ঈশ্বরের পাদ-পদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়।

১৯। যোগীর মন সর্ব্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে,—সর্ব্বদাই আত্মস্থ। চক্ষু ফ্যাল্‌ফেলে ; চক্ষু দেখ্‌লেই বুঝা যায়। যেমন পাখী ডিমে তা দিচ্ছে, সব মনটা সেই ডিমের দিকে ; উপরে নামমাত্র চেয়ে রয়েছে।

২০। যোগীও পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার ক'র্তে চেষ্টা করে। উদ্দেশ্য,—জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ। যোগী বিষয় থেকে মন কুড়িয়ে লয় ও পরমাত্মাতে মন স্থির ক'র্তে চেষ্টা করে। তাই প্রথম অবস্থায় নির্জ্জনে, স্থির আসনে, অনন্যমন হ'য়ে ধ্যান চিন্তা করে।

২১। অভ্যাসযোগের দ্বারা কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি ত্যাগ করা যায়, গীতায় এ কথা আছে। অভ্যাস দ্বারা মনে অসাধারণ শক্তি এসে পড়ে। তখন ইন্দ্রিয়-সংযম ক'র্তে,—কাম, ক্রোধ বশ ক'র্তে,—কষ্ট হয় না। যেমন কচ্ছপ হাত পা টেনে নিলে আর বার করে না। কুড়ুল দিয়ে চারখানা ক'রে কাট্‌লেও আর বার করে না।

২২। এই মায়া জীব জগৎ পার হ'য়ে গেলে, তবে নিত্যতে

পৌঁছান যায়। নাদ ভেদ হ'লে তবে সমাধি হয়। ওঁকার সাধন ক'র্‌তে ক'র্‌তে নাদভেদ হয় আর সমাধি হয়।

২৩। শব্দ ব্রহ্ম। ঋষি মুনিরা ঐ শব্দ লাভের জন্য তপস্যা ক'র্‌তেন। সিদ্ধ হ'লে শুন্‌তে পায়, নাভি থেকে ঐ শব্দ আপনি উঠ্‌ছে,—অনাহত শব্দ। একমতে শুধু শব্দ শুন্‌লে কি হ'বে? দূর থেকে শব্দ কল্লোল শোনা যায়। সেই শব্দ কল্লোল ধ'রে গেলে সমুদ্রে পৌঁছান যায়। যে কালে কল্লোল আছে, সে কালে সমুদ্রও আছে। অনাহত ধ্বনি ধ'রে ধ'রে গেলে তার প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, তাঁর কাছে পৌঁছান যায়। তাকেই পরমপদ ব'লেছে। 'আমি' থাক্‌তে ওরূপ দর্শন হয় না। যেখানে 'আমি'ও নাই, 'তুমি'ও নাই, একও নাই, অনেকও নাই, সেইখানেই এই দর্শন।

২৪। হঠযোগীরা দেহাভিমানী সাধু। কেবল নেতি ধৌতি ক'র্‌ছে,—কেবল দেহের যত্ন। ওদের উদ্দেশ্য—আয়ু বৃদ্ধি করা। দেহ নিয়ে রাত দিন সেবা। ও ভাল নয়।

২৫। শরীর, টাকা, এ সব অনিত্য। এর জন্য এত কেন? দেখ না, হঠযোগীদের দশা? শরীর কিসে দীর্ঘায়ু হ'বে, এই দিকেই নজর। ঈশ্বরের দিকে লক্ষ্য নাই। নেতি ধৌতি,—কেবল পেট সাফ ক'র্‌ছেন! নল দিয়ে দুধ গ্রহণ ক'র্‌ছেন! একজন স্যাক্‌রা, তার তালুতে জিভ্‌ উল্‌টে গিয়েছিল। তখন তার জড়সমাধির মত হ'য়ে গেল। আর নড়ে চড়ে না। অনেকদিন ঐ ভাবে ছিল। সকলে এসে

পূজা ক'র্তো। কয়েক বৎসর পরে তার জিভ্ হঠাৎ সোজা হ'য়ে গেল। তখন আগেকার মত চৈতন্য হ'লো; আবার স্যাক্‌রার কাজ ক'র্তে লাগ্‌লো। ওসব শরীরের কার্য্য;—ওতে প্রায় ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না।

২৬। কারও কারও যোগীর লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু তাদেরও সাবধান হওয়া উচিত। কামিনী-কাঞ্চনই যোগের ব্যাঘাত। যোগভ্রষ্ট হ'য়ে সংসারে এসে পড়ে; হয়ত ভোগের বাসনা কিছু ছিল। সেইগুলো হ'য়ে গেলে আবার ঈশ্বরের দিকে যাবে,—আবার সেই যোগের অবস্থা। সট্‌কা কল জান? ওদেশে আছে। বাঁশ নুইয়ে রাখে; তাতে বড়সী লাগান দড়ী বাঁধা থাকে; বড়সীতে টোপ দেওয়া হয়; মাছ যাই টোপ খায়, অমনি সরাৎ ক'রে বাঁশটা উঠে পড়ে। যেমন উপরে উঁচু দিকে মুখ ছিল, সেইরূপই হ'য়ে যায়।

২৭। যোগভ্রষ্ট হ'লে ভাগ্যবানের ঘরে জন্ম হয়,—তারপর আবার ঈশ্বরের জন্য সাধনা করে। পূর্ব্বজন্মে ঈশ্বরচিন্তা ক'র্তে ক'র্তে হয়ত হঠাৎ ভোগ ক'র্‌বার লালসা হ'য়েছে। এরূপ হ'লে যোগভ্রষ্ট হয়, আর পরজন্মে ঐরূপ জন্ম হয়। কামনা থাক্‌তে, ভোগ লালসা থাক্‌তে মুক্তি নাই। তাই খাওয়া পরা, রমণ ফমন, সব ক'রে নেবে। ভোগ লালসা থাকা ভাল নয়। আমি সেইজন্য যা যা মনে উঠ্‌তো, অমনি ক'রে নিতাম।

ধ্যানতত্ত্ব।

১। ধ্যানের অবস্থা কি রকম জান? মনটি হয়ে যায় তৈলধারার ন্যায়;—এক চিন্তা, ঈশ্বরের; অন্য কোন চিন্তা তার ভিতর আস্‌বে না।

২। ধ্যান কর্‌বার সময় তাঁতে মগ্ন হতে হয়। উপর উপর ভাস্‌লে কি জলের নীচের রত্ন পাওয়া যায়? সুমুখে ঢাক ঢোল বাজাতে বাজাতে মহা জাঁকজমকে একটি বর আস্‌ছে; পাশে একটা ব্যাধ এক মনে আপনার লক্ষ্যের দিকে চেয়ে আছে। এমন যে জাঁকজমকে বর আস্‌ছে, তার দিকে সে একবারও চেয়ে দেখ্‌ছে না। তুমি যখন ধ্যানে ব'স্‌বে, তখন যেন ঐ রকম লক্ষ্য হয়। একজন মাছ ধ'রছে, অবধূত তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "ভাই! অমুক জায়গা কোন্ পথে যাব?" তখন তার ফাৎনায় মাছ খাচ্চে, সে কোন উত্তর না দিয়ে আপনার মনে মাছের দিকে লক্ষ্য ক'রে রৈল। কাজ শেষ ক'রে পেছন ফিরে ব'ল্‌লে, "আপনি কি বল্‌ছেন?" অবধূত প্রণাম করে বল্‌লেন, "আপনি আমার গুরু, আমি যখন পরমাত্মার ধ্যানে বস্‌বো, তখন যেন এই রকম আপন কাজ শেষ না ক'রে অন্যদিকে মন না দিই।"

৩। গভীর ধ্যানে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয় ; ধ্যানে একাগ্রতা হয়, অন্য কিছু দেখা যায় না, শুনাও যায় না, স্পর্শবোধ পর্য্যন্ত হয় না। সাপ গায়ের উপর দিয়ে চলে যায়, জান্‌তে পারে না। যে ধ্যান করে, সেও বুঝ্‌তে পারে না ; সাপটাও জান্‌তে পারে না।

৪। গভীর ধ্যানে ইন্দ্রিয়ের কাজ সব বন্ধ হয়ে যায়। মন বহির্মুখ থাকে না, যেন বা'র বাড়ীতে কপাট পড়্‌লো। ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়,—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ,—বাহিরে পড়ে থাক্‌বে। ধ্যানের সময় প্রথম প্রথম ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল সাম্‌নে আসে। গভীর ধ্যানে সে সকল আর আসে না। বাহিরে প'ড়ে থাকে।

৫। ধ্যান কর্‌বে মনে, কোণে ও বনে।

৬। ঈশ্বরচিন্তা যত লোকে টের না পায়, ততই ভাল।

৭। সব কাজ ফেলে সন্ধ্যার সময় তোমরা তাঁকে ডাক্‌বে। অন্ধকারে ঈশ্বরকে মনে পড়ে। সব এই দেখা যাচ্ছিল, কে এরূপ কর্‌লে ? মুসলমানেরা দেখ, সব কাজ ফেলে ঠিক সময়ে নমাজটি পড়্‌বে।

৮। হৃদয় ডঙ্কাপেটা জায়গা। হৃদয়ে ধ্যান হ'তে পারে, অথবা সহস্রারে ; এগুলি আইনের ধ্যান,—শাস্ত্রে আছে। তবে তোমার যেখানে অভিরুচি ধ্যান কর্‌তে পার। সব স্থানই ত ব্রহ্মময়। কোথায় তিনি নাই ? যখন বলির কাছে তিন পায় নারায়ণ স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল ঢেকে ফেল্‌লেন,

তখন কি কোন স্থান বাকী ছিল? গঙ্গাতীরও যেমন পবিত্র, আবার যেখানে খারাপ মাটি আছে, সেও তেমনি পবিত্র। আবার আছে, এ সমস্ত তাঁরই বিরাট মূর্ত্তি।

৯। আর এক আছে ধ্যান,—সহস্রারে শিব বিশেষরূপে আছেন, তাঁর ধ্যান। শরীর সরা, মন বুদ্ধি জল। এই জলে সেই সচ্চিদানন্দ সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে। সেই প্রতিবিম্ব-সূর্য্য ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে সত্য-সূর্য্য তাঁর কৃপায় দর্শন হয়।

১০। দেখ, ধ্যান কর্‌তে বস্‌বার আগে, একবার (আপনাকে দেখাইয়া) একে ভেবে নিবি। কেন বল্‌ছি? এখানকার উপর তোদের বিশ্বাস আছে কি না? একে ভাব্‌লেই তাঁকে (ভগবানকে) মনে পড়ে যাবে। ঐ যে গো, যেমন গরুর পাল দেখ্‌লেই রাখালকে মনে পড়ে, ছেলেকে দেখ্‌লেই তার বাপের কথা মনে পড়ে, উকিল দেখ্‌লেই কাছারির কথা মনে পড়ে, সেই রকম, বুঝ্‌লে কি না? মন নানান্ জায়গায় ছড়িয়ে থাকে কি না? একে ভাব্‌লেই মনটা এক জায়গায় গুটিয়ে আস্‌বে, আর সেই মনে ঈশ্বরকে চিন্তা কর্‌লে তাতে ঠিক ঠিক ধ্যান লাগ্‌বে।

১১। ওগো, তখন তখন ইষ্টচিন্তা কর্‌বার আগে ভাব্‌তুম, যেন মনের ভিতরটা বেশ ক'রে ধুয়ে দিচ্ছি; মনের ভিতর নানান্ আবর্জ্জনা, ময়লা, মাটি (চিন্তা, বাসনা, এই সব) থাকে কি না? সেগুলো সব বেশ ক'রে ধুয়ে ধেয়ে সাফ ক'রে, তার ভিতর ইষ্টকে এনে বসাচ্ছি। এই রকম ক'রো।

১২। স্মরণ মনন থাক্‌লেই হ'লো। ইহাতেই ধ্যান হয়। বিষয়ীদের পূজা, জপ, তপ, যখনকার তখন। যারা ভগবান্ বই জানে না, তারা নিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর নাম করে। কেউ মনে মনে সর্ব্বদাই 'রাম ওঁ রাম' জপ করে। জ্ঞান-পথের লোকেরা 'সোঽহং'ও জপ করে। কারও কারও সর্ব্বদাই জিহ্বা নড়ে। সর্ব্বদাই স্মরণ মনন থাকা উচিত।

১৩। দেখ, আমি তখন তখন ভাবতুম, ভগবান্ যেন সমুদ্রের জলের মত সব জায়গা পূর্ণ ক'রে রয়েছেন, আর আমি যেন একটি মাছ, সেই সচ্চিদানন্দসাগরে ডুব্‌ছি, ভাস্‌ছি, সাঁতার দিচ্ছি; আবার কখনও মনে হ'তো, আমি যেন একটি কুম্ভ, সেই জলে ডুবে র'য়েছি, আর আমার ভিতরে বাহিরে সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পূর্ণ হ'য়ে রয়েছেন।

১৪। ন্যাংটা জ্ঞানীর ধ্যানের কথা ব'ল্‌ত। জলে জল, অধো ঊর্দ্ধ পরিপূর্ণ; জীব যেন মীন, সেই জলে আনন্দে সাঁতার দিচ্ছে; ঠিক ধ্যান হ'লে এইটি সত্য সত্য দেখ্‌বে। অনন্ত সমুদ্র; জলের অবধি নাই। তার ভিতরে যেন একটি ঘট রয়েছে; বাহিরে ভিতরে জল। জ্ঞানী দেখে, অন্তরে বাহিরে সেই পরমাত্মা। তবে ঘটটি কি? ঘট আছে ব'লে জল দুই ভাগ দেখাচ্ছে; অন্তর বাহির বোধ হ'চ্ছে। 'আমি' ঘট থাক্‌লে এই বোধ হয়। ঐ 'আমি'টি যদি যায়, তা'হলে যা আছে তাই, মুখে বল্‌বার কিছু নাই।

১৫। জ্ঞানীর ধ্যান আর কি রকম জান? অনন্ত

আকাশ, তাতে পাখী আনন্দে উড়্‌ছে, পাখা বিস্তার ক'রে। চিদাকাশ আত্মাপাখী। পাখী খাঁচায় নাই, চিদাকাশে উড়্‌ছে ; আনন্দ ধরে না।

১৬। নিরাকার ধ্যান বড় কঠিন। সে ধ্যানে যা কিছু দেখ্‌ছ, শুন্‌ছ, লীন হ'য়ে যাবে ; কেবল স্ব-স্বরূপ চিন্তা। সেই স্বরূপ চিন্তা ক'রে শিব নাচেন ; 'আমি কি', 'আমি কি', এই ব'লে নাচেন। একে বলে শিবযোগ। ধ্যানের সময় কপালে দৃষ্টি রাখ্‌তে হয়। নেতি নেতি ক'রে জগৎ ছেড়ে স্ব-স্বরূপ চিন্তা।

১৭। তাঁকে ধ্যান ক'র্‌তে হ'লে, প্রথমে উপাধিশূন্য তাঁকে ধ্যান কর্‌বার চেষ্টা করা উচিত। তিনি নিরুপাধি, বাক্য-মনের অতীত। কিন্তু এ ধ্যানে সিদ্ধ হওয়া বড় কঠিন। তিনি মানুষে অবতীর্ণ হন ; তখন ধ্যানের খুব সুবিধা। মানুষের ভিতর নারায়ণ। দেহটি আবরণ, যেন লণ্ঠনের ভিতর আলো জ্বল্‌ছে ; অথবা সার্সির ভিতর বহুমূল্য জিনিস দেখ্‌ছি।

১৮। আর এক আছে বিষ্ণুযোগ। নাসাগ্রে দৃষ্টি, অর্দ্ধেক জগতে, অর্দ্ধেক অন্তরে। সাকার ধ্যানে এইরূপ হয়।

১৯। যদি বল, কোন্ মূর্ত্তির চিন্তা করব ? যে মূর্ত্তি ভাল লাগে, তারই ধ্যান কর্‌বে। কিন্তু জানবে যে, সবই এক। কারও উপর বিদ্বেষ কর্‌তে নাই। শিব, কালী, হরি,—সবই একেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। যে এক করেছে, সেই ধন্য। বহিঃ শৈব, হৃদে কালী, মুখে হরিবোল !

২০। ধ্যান কর্‌বার সময় ভাব্‌বে, যেন মনকে রেশমের রশি দিয়ে ইষ্টের পাদপদ্মে বেঁধে রেখেছ; যেন সেখান থেকে আর কোথাও যেতে না পারে। রেশমের দড়ি বল্‌ছি কেন? সে পাদপদ্ম যে বড় নরম; অন্য দড়ি দিয়ে বাঁধ্‌লে লাগ্‌বে,—তাই। ধ্যান কর্‌বার সময় ইষ্টচিন্তা ক'রে, তারপর কি অন্য সময় ভুলে থাক্‌তে হয়? কতকটা মন সেইদিকে সর্ব্বদা রাখ্‌বে। দেখেছ ত, দুর্গাপূজার সময় একটা যাগ্‌প্রদীপ জ্বাল্‌তে হয়; ঠাকুরের কাছে সর্ব্বদা একটা জ্যোৎ (জ্যোতিঃ) রাখ্‌তে হয়; সেটাকে নিভ্‌তে দিতে নাই। নিভ্‌লে গেরস্তোর অকল্যাণ হয়। সেই রকম হৃদয়পদ্মে ইষ্টকে এনে বসিয়ে তাঁর চিন্তারূপ যাগ্‌প্রদীপ সর্ব্বদা জ্বেলে রাখ্‌তে হয়। সংসারের কাজ ক'র্‌তে ক'র্‌তে মাঝে মাঝে ভিতরে চেয়ে দেখ্‌তে হয়, সে প্রদীপটা জ্বল্‌ছে কি না!

২১। ধ্যান যে ঠিক হচ্ছে, তার লক্ষণ আছে। একটি লক্ষণ, মাথায় পাখী ব'স্‌বে, জড় মনে ক'রে। চক্ষু চেয়েও ধ্যান হয়। কথা কচ্ছে, তবুও ধ্যান হয়; যেমন মনে কর, একজনের দাঁতের ব্যামো আছে, কন্ কন্ করে।

২২। সাধকের ধ্যানের সময় মধ্যে মধ্যে একরকম নিদ্রার মতন আসে; তাকে যোগনিদ্রা বলে। সে অবস্থায় অনেক সাধক ভগবানের রূপ দেখ্‌তে পায়।

২৩। তাঁকে চিন্তা যত ক'র্‌বে, ততই সংসারের সামান্য ভোগের জিনিসে আসক্তি কম্‌বে। তাঁর পাদপদ্মে যত ভক্তি

হবে, ততই বিষয়-বাসনা কম পড়ে আস্‌বে, ততই দেহের সুখের দিকে নজর কম্‌বে; পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ বোধ হবে; নিজের স্ত্রীকে ধর্ম্মের সহায়, বন্ধু বোধ হবে; পশুভাব চলে যাবে, দেবভাব আস্‌বে; সংসারে একবারে অনাসক্ত হয়ে যাবে। তখন সংসারে যদিও থাক, জীবন্মুক্ত হয়ে বেড়াবে।

সত্যকথা।

১। যার সত্যনিষ্ঠা আছে, সে সত্যের ভগবানকে পায়। যার সত্যনিষ্ঠা আছে, মা তার কথা কখনও মিথ্যা হতে দেন না।

২। যারা বিষয়কর্ম্ম করে,—আফিসের কাজ, কি ব্যবসা, —তাদেরও সত্যেতে থাকা উচিত। সত্যকথা কলির তপস্যা।

৩। সত্যকথাই কলির তপস্যা। সত্যকে আঁট্‌ ক'রে ধ'রে থাক্‌লে ভগবান লাভ হয়। সত্যে আঁট্‌ না থাক্‌লে, ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হয়ে যায়। আমি এই ভেবে যদিও কখনও ব'লে ফেলি যে বাহ্যে যাবো, যদি বাহ্যে নাও পায়, তবুও একবার গাড়ুটা সঙ্গে ক'রে ঝাউতলার দিকে যাই। ভয় এই, পাছে সত্যের আঁট্‌ যায়। সব মাকে দিতে পার্‌লুম, 'সত্য' মাকে দিতে পার্‌লুম না।

৪। সংসারে থাক্‌তে গেলে, সত্যকথার খুব আঁট চাই। সত্যেতেই ভগবানকে লাভ করা যায়। রামের বাড়ী গেলুম ক'লকাতায়; বলে ফেলেছি 'লুচি খাব না।' যখন খেতে দিলে, তখন আবার ক্ষিদে পেয়েছে; কিন্তু লুচি খাব না ব'লেছি; তখন মিঠাই দিয়ে পেট ভরাই।

সরলতা। দশরথ কত সরল। নন্দ,—শ্রীকৃষ্ণের বাবা,—কত সরল। লোকে বলে, "আহা, কি স্বভাব, ঠিক যেন নন্দ ঘোষ।"

৫। সরল হ'লে ঈশ্বরকে সহজে পাওয়া যায়। সরল হ'লে উপদেশে শীঘ্র কাজ হয়। পাটকরা জমি,—যাতে কাঁকর কিছু নাই,—তাতে বীজ পড়্‌লেই গাছ হয়, আর শীঘ্র ফল হয়।

বিশ্বাস।

১। তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়, 'আমাকে ভক্তি, বিশ্বাস দাও।' বিশ্বাস হয়ে গেলেই হলো। বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিস নাই। বিশ্বাসের কত জোর তা ত শুনেছ। পুরাণে আছে, রামচন্দ্র, যিনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে হলো; কিন্তু হনুমান রাম-নামে বিশ্বাস ক'রে লাফ দিয়ে সমুদ্রের পারে গিয়ে পড়্ল।

২। বালকের মত বিশ্বাস না হ'লে, ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। মা বলেছেন, 'ও তোর দাদা।' বালকের অমনি বিশ্বাস যে, 'ও আমার ষোল আনা দাদা'। মা বলেছেন, 'জুজু আছে'; তো ষোল আনা বিশ্বাস যে, 'ও ঘরে জুজু আছে।' এইরূপ বালকের ন্যায় বিশ্বাস দেখ্লে, ঈশ্বরের দয়া হয়। সংসার-বুদ্ধিতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

৩। ঈশ্বরলাভ হবে ব'লে, যে যেটা সরলভাবে, প্রাণের সহিত বিশ্বাস ক'রে অনুষ্ঠান করে, সেটাকে খারাপ বল্‌তে নাই, নিন্দা কর্‌তে নাই। কারু ভাব নষ্ট কর্‌তে নাই। কেন না, যে কোনও একটা ভাব, ঠিক ঠিক ধর্‌লে, তা থেকেই ভাবময় ভগবানকে পাওয়া যায়। যে যার ভাব ধ'রে তাঁকে

ডেকে যা। আর কারও ভাবের নিন্দা করিস্ নি, বা অপরের ভাবটা নিজের ব'লে নিতে যাস্‌নি।

৪। কর্ম্ম কর্‌তে গেলে আগে একটি বিশ্বাস চাই। সেই সঙ্গে জিনিসটি মনে ক'রে আনন্দ হয়। তবে সেই ব্যক্তি কাজে প্রবৃত্ত হয়। মাটির নীচে একঘড়া মোহর আছে, এই জ্ঞান, এই বিশ্বাস প্রথমে চাই। ঘড়া মনে ক'রে সেই সঙ্গে আনন্দ হয়; তারপর খোঁড়ে। খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে ঠং শব্দ হলে আনন্দ বাড়ে। তারপর ঘড়ার কানা দেখা যায়। তখন আনন্দ আরও বাড়ে। এই রকম ক্রমে ক্রমে আনন্দ বাড়্‌তে থাকে।

৫। 'ইনিই আমার ইষ্ট', এইটি ষোল আনা বিশ্বাস যদি হয়, তাঁকে লাভ হয়, দর্শন হয়। আগেকার লোকের খুব বিশ্বাস ছিল।

৬। 'তাঁর কৃপায় তাঁকে এ জন্মেই পাব, এখনই পাব', মনে এই রকম জোর রাখ্‌তে হয়, বিশ্বাস রাখ্‌তে হয়। তা না হ'লে কি হয়?

৭। বিশ্বাস করো, নির্ভর করো, তাহ'লে নিজের কিছু করতে হবে না। মা কালী সব কর্‌বেন।

৮। সাধন বড় দরকার। তবে হবে না কেন? ঠিক বিশ্বাস যদি হয়, তাহলে আর বেশী খাট্‌তে হয় না। গুরু-বাক্যে বিশ্বাস। ব্যাসদেব যমুনা পার হবেন, গোপীরা এসে উপস্থিত। গোপীরাও পার হবে, কিন্তু খেয়া মিল্‌ছে না।

গোপীরা বল্লে, "ঠাকুর, এখন কি হবে?" ব্যাসদেব বল্লেন, "আচ্ছা, তোদের পার করে দিচ্ছি, কিন্তু আমার বড় খিদে পেয়েছে, কিছু আছে?" গোপীদের কাছে দুধ, ক্ষীর, নবনী, অনেক ছিল; সমস্ত ভক্ষণ করলেন। গোপীরা বল্লে, "ঠাকুর, পারের কি হলো?" ব্যাসদেব তখন ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন; বল্লেন, "হে যমুনে, যদি আজ কিছু খেয়ে না থাকি, তাহ'লে তোমার জল দু'ভাগ হয়ে যাবে, আর আমরা সব সেই পথ দিয়ে পার হয়ে যাব।" বল্‌তে না বল্‌তে জল দু'ধারে সরে গেল। গোপীরা অবাক্; তারা ভাব্‌তে লাগ্‌ল, উনি এই মাত্র এত খেলেন, আবার বল্‌ছেন, 'যদি আমি কিছু খেয়ে না থাকি'। এই দৃঢ় বিশ্বাস,—'আমি না, হৃদয় মধ্যে নারায়ণ, তিনি খেয়েছেন।'

৯। প্রধান কথা বিশ্বাস। "যেমন ভাব, তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয়।" বিশ্বাস হয়ে গেলে আর ভয় নাই। অনেকের গুরুর প্রয়োজন আছে। তবে গুরুবাক্যে বিশ্বাস করতে হয়। গুরুকে ঈশ্বরজ্ঞান করলে তবে হয়।

১০। সরল বিশ্বাসে কি না হয়। গুরুপুত্রের অন্নপ্রাশনে শিষ্যেরা যে যেমন পারে উৎসবের আয়োজন করছে। একটি গরীব বিধবা, সেও শিষ্য। তার একটি গরু আছে, সে এক ঘটি দুধ এনেছে। গুরু মনে করেছিলেন যে, দুধ দধির ভার ঐ মেয়েটি লবে। বিরক্ত হয়ে সে যা এনেছিল ফেলে দিলেন, আর বল্‌লেন, "তুই জলে ডুবে মরতে পারিস নি?" মেয়েটি

এই গুরুর আজ্ঞা মনে করে নদীর ধারে ডুব্‌তে গেল। তখন নারায়ণ দর্শন দিলেন; আর প্রসন্ন হয়ে বল্‌লেন, "এই পাত্রটিতে দধি আছে, যতই ঢাল্‌বে, ততই বেরুবে, গুরু সন্তুষ্ট হবেন।" সেই পাত্রটি দেওয়া হ'লে, গুরু অবাক্; আর সমস্ত বিবরণ শুনে নদীর ধারে এসে মেয়েটিকে বল্‌লেন, "নারায়ণকে যদি আমাকে দর্শন না করাও, তবে আমি এই জলেতে প্রাণত্যাগ কর্‌ব।" নারায়ণ দর্শন দিলেন, কিন্তু গুরু দেখ্‌তে পেলেন না। মেয়েটি তখন বল্‌লে, "প্রভু গুরুদেবকে যদি দর্শন না দেন, আর তাঁর শরীর যদি যায়, ত আমিও শরীর ত্যাগ কর্‌ব।" তখন নারায়ণ একবার গুরুকে দেখা দিলেন। দেখ, গুরুভক্তি থাক্‌লে নিজেরও দর্শন হ'ল, আবার গুরু-দেবেরও হ'ল। তাই বলি, 'যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ী যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়'। সকলেই গুরু হ'তে চায়। শিষ্য হতে বড় কেউ চায় না। কিন্তু দেখ, উঁচু জমিতে বৃষ্টির জল জমে না। নীচু জমিতে, খাল জমিতে জমে। গুরু যে নামটি দেবেন, বিশ্বাস ক'রে সে নামটি লয়ে সাধন ভজন কর্‌তে হয়। যে শামুকের ভিতর মুক্তা তয়ের হয়, সেই শামুক স্বাতিনক্ষত্রের বৃষ্টির জলের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। সেই জল পড়্‌লে একেবারে অতল জলে ডুবে চলে যায়, যত দিন না মুক্তা হয়।

১১। অন্ধ বিশ্বাসটা কাকে বলিস্? আমাকে বোঝাতে পারিস্? বিশ্বাসের ত সবটাই অন্ধ। বিশ্বাসের আবার

চক্ষু কি ? হয় বল্ 'বিশ্বাস', আর নয় বল্ 'জ্ঞান'। তা নয়, বিশ্বাসের ভিতর আবার কতকগুলো অন্ধ, আর কতকগুলোর চোক আছে, এ আবার কি রকম ?

১২। বিশ্বাস যত বাড়্‌বে, জ্ঞানও তত বাড়্‌বে। যে গরু বেছে বেছে খায়, সে ছিড়িক্ ছিড়িক্ ক'রে দুধ দেয় ; আর যে গরু শাক, পাতা, খোসা, ভূষি, জাব, যা দাও, গব্‌গব্ ক'রে খায়, সে গরু হুড়্‌হুড়্ ক'রে দুধ দেয়।

১৩। শাক্তদের বিশ্বাস, 'কি ! একবার কালীনাম, দুর্গা-নাম করেছি, একবার রামনাম করেছি, আমার আবার পাপ !' বৈষ্ণবদের বড় দীনহীন ভাব, যারা কেবল মালা জপে, কেঁদে ককিয়ে বলে, 'হে কৃষ্ণ, দয়া কর, আমি অধম, আমি পাপী'। এমন জ্বলন্ত বিশ্বাস চাই যে, 'তাঁর নাম করেছি, আমার আবার পাপ !' রাতদিন হরিনাম করে, আবার বলে, 'আমার পাপ'।

১৪। তাঁর নামে বিশ্বাস কর। তা হলে আর তীর্থাদিরও প্রয়োজন হবে না। ঠিক বিশ্বাসের দ্বারাই তাঁকে লাভ করা যায়। আর, সব বিশ্বাস কর্‌লে আরও শীঘ্র হয়। গুরু ভক্তকে বলে দিয়েছিলেন যে, 'রামই ঘট্ ঘট্‌মে লেটা'। ভক্তের অমনি বিশ্বাস ! যখন একটা কুকুর রুটি মুখে ক'রে পালাচ্ছে, তখন ভক্ত ঘিয়ের ভাঁড় হাতে ক'রে পেছু পেছু দৌড়াচ্ছে, আর বল্‌ছে, "রাম একটু দাঁড়াও, রুটিতে ঘি মাখান হয় নাই"! বাহ্যের পর ঝাউতলা থেকে আস্‌ছি, পঞ্চবটীর দিকে ; দেখি, সঙ্গে একটি কুকুর আস্‌ছে। তখন পঞ্চবটীর কাছে একবার

দাঁড়াই, মনে করি, মা যদি একে দিয়ে কিছু বলান। তাই বলি, বিশ্বাসে সব মিলে।

১৫। বিশ্বাস নাই অথচ পূজা, জপ, সন্ধ্যাদি কর্ম্ম কর্‌ছে, তাতে কিছুই হয় না।

১৬। যার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, সে যদি মহাপাতক করে,—গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী হত্যা করে,—তবুও ভগবানে এই বিশ্বাসের বলে, ভারি ভারি পাপ থেকে উদ্ধার হতে পারে। সে যদি বলে, আর আমি এমন কাজ কর্‌ব না, তার কিছুতেই ভয় হয় না।

ব্যাকুলতা।

১। অনুরাগ হ'লে ঈশ্বরলাভ হয়। খুব ব্যাকুলতা চাই। খুব ব্যাকুলতা হ'লে সমস্ত মন তাঁতে গত হয়। বালকের মত বিশ্বাস। বালক মাকে দেখবার জন্য যেমন ব্যাকুল হয়, সেই ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা হ'ল তো, অরুণ উদয় হ'ল। তারপর সূর্য্য উঠবেই। এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বর দর্শন। জটিল বালকের কথা আছে। সে পাঠশালে যেত; একটু বনের পথ দিয়ে পাঠশালে যেতে হতো; তাই সে ভয় পেত। মাকে বল্‌তে মা বল্‌লে, "তোর ভয় কি? তুই মধুসূদনকে ডাক্‌বি।" ছেলেটি জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "মধুসূদন কে?" মা বল্‌লে, "মধুসূদন তোর দাদা হয়।" তখন একলা যেতে যেতে যাই ভয় পেয়েছে, অমনি ডেকেছে, 'দাদা মধুসূদন'। কেউ কোথাও নাই। তখন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল "কোথায় দাদা মধুসূদন? তুমি এস, আমার বড় ভয় হচ্ছে।" ঠাকুর তখন থাক্‌তে পার্‌লেন না; এসে বল্‌লেন, "এই যে আমি, তোর ভয় কি?" এই বলে সঙ্গে করে পাঠশালার রাস্তা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিলেন; আর বললেন, "তুই যখন ডাক্‌বি আমি আস্‌ব। ভয় কি?" এই বালকের বিশ্বাস,

এই ব্যাকুলতা। একটি ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ঠাকুরের সেবা ছিল। একদিন কোন কাজ উপলক্ষে, তার অন্যস্থানে যেতে হয়েছিল। তখন ছোট ছেলেটিকে বলে গেল, "তুই আজ ঠাকুরের ভোগ দিস্; ঠাকুরকে খাওয়াবি।" ছেলেটি ঠাকুরকে ভোগ দিল। ঠাকুর কিন্তু চুপ করে বসে আছেন। কথাও কন না, খানও না। ছেলেটি অনেকক্ষণ বসে বসে দেখ্‌লে যে, ঠাকুর উঠছেন না। সে ঠিক জানে যে ঠাকুর এসে আসনে বসে খাবেন। তখন সে বারবার বল্‌তে লাগ্‌ল, "ঠাকুর, এসে খাও; অনেক দেরী হ'ল; আর আমি বস্‌তে পারি না।" ঠাকুর কথা কন না। তখন ছেলেটি কান্না আরম্ভ করলে। বল্‌তে লাগ্‌ল, "ঠাকুর, বাবা তোমাকে খাওয়াতে বলে গেছেন; তুমি কেন আসবে না, তুমি কেন আমার কাছে খাবে না?" ব্যাকুল হয়ে যাই খানিকক্ষণ কেঁদেছে, অমনি ঠাকুর হাসতে হাসতে এসে আসনে বসে খেতে লাগ্‌লেন। ঠাকুরকে খাইয়ে যখন ঠাকুরঘর থেকে সে গেল, বাড়ীর লোকেরা বল্‌লে, "ভোগ হয়ে গেছে, সে সব নামিয়ে আন্।" ছেলেটি বল্‌লে, "হাঁ হয়ে গেছে; ঠাকুর খেয়ে গেছেন।" তারা বল্লে, "সে কিরে?" ছেলেটি সরলবুদ্ধিতে বল্‌লে, "কেন ঠাকুর ত খেয়ে গেছেন!" তখন ঠাকুরঘরে গিয়ে দেখে সকলে অবাক্!

২। একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, "ঈশ্বরকে কেমন ক'রে পাওয়া যায়?" গুরু বল্‌লে, "এসো আমার সঙ্গে, তোমাকে দেখিয়ে দিই, কি হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।" এই বলে

একটা পুকুরে নিয়ে গিয়ে তাকে জলে চুবিয়ে ধর্‌লে। খানিকক্ষণ পরে তাকে ছেড়ে দেওয়ার পর, শিষ্যকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "তোমার প্রাণটা কি রকম কচ্ছিলো ?" সে বল্লে, "প্রাণ যায় যায় হচ্ছিলো।"

৩। ঈশ্বরের জন্য প্রাণ আটু বাটু কর্‌লে জানবে যে, দর্শনের আর দেরী নাই। অরুণ উদয় হলে, পূর্ব্বদিক লাল হলে, বুঝা যায় সূর্য্য উঠবে।

৪। ব্যাকুলতা হ'লেই অরুণ উদয় হ'ল। তারপর সূর্য্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বরদর্শন। তিন টান হলে তবে তিনি দেখা দেন,—বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান, মায়ের সন্তানের উপর টান, আর সতীর পতির উপর টান। এই তিন টান যদি কারুর এক সঙ্গে হয়, সেই টানের জোরে ঈশ্বরকে লাভ কর্‌তে পারে। কথাটা এই, ঈশ্বরকে ভালবাস্‌তে হবে।

৫। আন্তরিক ঈশ্বরকে যে জান্‌তে চাইবে তারই হবে, হবেই হবে। যে ব্যাকুল, ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না, তারই হবে।

৬। যে পথেই থাক, ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকা চাই। তিনি ত অন্তর্য্যামী, সে আন্তরিক ডাক শুনবেনই শুনবেন। ব্যাকুল হয়ে সাকারবাদীর পথেই যাও, আর নিরাকারবাদীর পথেই যাও, তাঁকেই পাবে। মিছরির রুটি,—সিধে ক'রেই খাও, আর আড় ক'রেই খাও, মিষ্ট লাগ্‌বেই।

৭। ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হবে, যেমন ব্যাকুল হয়ে 'বৎসের পিছে গাভী ধায়।' ব্যাকুলতার সঙ্গে কাঁদ। আর বিবেক বৈরাগ্য এনে যদি কেউ সর্ব্বত্যাগ কর্‌তে পারে, তা হলে সাক্ষাৎকার হবে। সে ব্যাকুলতা এলে উন্মাদের অবস্থা হয়, তা জ্ঞানপথেই থাক, আর ভক্তিপথেই থাক। দুর্ব্বাসার জ্ঞানোন্মাদ হয়েছিল।

৮। ব্যাকুল হয়ে তাঁর জন্য কাঁদ্‌তে পার? লোকে ছেলের জন্য, স্ত্রীর জন্য, টাকার জন্য, এক ঘটি কাঁদে; কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদ্‌ছে? যতক্ষণ ছেলে চুষি নিয়ে ভুলে থাকে, মা রান্না বান্না বাড়ীর কাজ সব করে। ছেলের যখন চুষি আর ভাল লাগে না, চুষি ফেলে চীৎকার ক'রে কাঁদে, তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে দুড়্‌দুড়্‌ ক'রে এসে ছেলেকে কোলে নেয়।

৯। ঈশ্বরকে লাভ কর্‌তে গেলে পাগল হতে হয়। তবে কামিনী-কাঞ্চনে মন থাক্‌লে হয় না। কামিনীর সঙ্গে রমণ, তাতে কি সুখ আছে? ঈশ্বরকে দর্শন হলে, রমণ সুখের কোটীগুণ আনন্দ হয়। গৌরী বল্‌ত, মহাভাব হ'লে শরীরের সব ছিদ্র, লোমকূপ পর্য্যন্ত, মহাযোনি হয়ে যায়; এক একটি ছিদ্রে আত্মার সহিত রমণ সুখ বোধ হয়।

১০। ব্যাকুলতা চাই। যখন ছেলে বিষয়ের ভাগের জন্য ব্যতিব্যস্ত করে, তখন বাপ মা দুজনে পরামর্শ করে, আর ছেলেকে আগেই হিস্যা ফেলে দেয়। ব্যাকুল হলে তিনি

শুন্‌বেনই শুন্‌বেন। তিনি যে কালে জন্ম দিয়াছেন, সে কালে তাঁর ঘরে আমাদের হিস্যা আছে। তিনি আপনার বাপ, আপনার মা। তাঁর উপর জোর খাটে। "দাও পরিচয়! নয় গলায় ছুরি দিব।" আমি মা বলে এইরূপে ডাক্‌তাম্, "মা আনন্দময়ি, দেখা দিতে যে হবে।" আবার কখনও বল্‌তাম, "ওহে দীননাথ, জগন্নাথ, আমি ত জগৎ ছাড়া নই নাথ। আমি জ্ঞানহীন, সাধনহীন, ভক্তিহীন, আমি কিছুই জানি না; দয়া ক'রে দেখা দিতে হবে।"

১১। মা'র কাছে ব্যাকুল হয়ে ডাক। তাঁর দর্শন হ'লে বিষয়রস শুকিয়ে যাবে; কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি সব দূরে চলে যাবে। আপনার মা বোধ থাক্‌লে এক্ষণই হয়। তিনি ত ধর্ম্ম মা নন। তিনি আপনারই মা। ব্যাকুল হ'য়ে মা'র কাছে আব্দার কর। তিনি অবশ্য দেখা দিবেন।

১২। ব্যাকুল হয়ে তাঁকে প্রার্থনা কর, যাতে তাঁর নামে রুচি হয়। তিনিই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌বেন।

১৩। এই কর্ম্মের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যাবে, আর এ কর্ম্মের দ্বারা পাওয়া যাবে না, তা নয়। তাঁর কৃপার উপর নির্ভর। তবে ব্যাকুল হয়ে কিছু কর্ম্ম ক'রে যেতে হয়। ব্যাকুলতা থাক্‌লে তাঁর কৃপা হয়।

১৪। তাঁর শরণাগত হও, আর ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, যাতে অনুকূল হাওয়া বয়,—যাতে শুভযোগ ঘটে। ব্যাকুল হয়ে ডাক্‌লে তিনি শুন্‌বেনই শুন্‌বেন। সব সুযোগ ক'রে দেবেন।

সাধুসঙ্গ, বিবেক, সদ্‌গুরু লাভ; হয়ত এক জন বড় ভাই সংসারের ভার নিলে; হয় ত স্ত্রীটি বিদ্যাশক্তি, বড় ধার্ম্মিক; কি বিবাহ আদপেই হল না, সংসারে বদ্ধ হতে হল না: এই সব যোগাযোগ হলে হয়ে যায়। এক জনের বাড়ীতে ভারি অসুখ,—যায় যায়। কেউ বল্লে, "স্বাতীনক্ষত্রে বৃষ্টি পড়্‌বে সেই বৃষ্টির জল মড়ার মাথার খুলিতে থাকবে, আর একটা সাপ ব্যাঙ্‌কে তেড়ে যাবে, ব্যাঙ্‌কে ছোবল মারবার সময় ব্যাঙ্‌টা যাই লাফ দিয়ে পালাবে, অমনি সেই সাপের বিষ মড়ার মাথার খুলিতে পড়ে যাবে; সেই বিষে ঔষধ তৈয়ার ক'রে যদি খাওয়াতে পার, তবে বাঁচে।" তখন যার বাড়ীতে অসুখ, সেই লোক দিন ক্ষণ নক্ষত্র দেখে বাড়ী থেকে বেরুলো, আর ব্যাকুল হয়ে ঐ সব খুঁজতে লাগ্‌লো। মনে মনে ঈশ্বরকে ডাক্‌ছে, "ঠাকুর তুমি যদি জোটপাট ক'রে দাও, তবেই হয়!" এইরূপে যেতে যেতে সত্য সত্যই দেখ্‌তে পেলে, একটা মড়ার খুলি পড়ে রয়েছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক পসলা বৃষ্টিও হ'ল। তখন সে ব্যক্তি বল্‌ছে, "হে গুরুদেব! মড়ার মাথার খুলিও পেলুম, আবার স্বাতীনক্ষত্রে বৃষ্টিও হ'ল, সেই বৃষ্টির জলও ঐ খুলিতে পড়েছে; এখন কৃপা করে আর কয়টির যোগাযোগ ক'রে দাও ঠাকুর!" ব্যাকুল হ'য়ে ডাক্‌ছে; এমন সময় দেখে একটা বিষধর সাপ আস্‌ছে। তখন সে লোকটির ভারি আহ্লাদ হ'ল; আর সে এত ব্যাকুল হ'ল যে বুক দুড়্ দুড়্ করতে লাগ্‌লো। আর সে বল্‌তে লাগ্‌লো, "হে

গুরুদেব! এবার সাপও এসেছে; অনেকগুলির যোগাযোগও হ'ল; কৃপা করে এখন আর যেগুলি বাকী আছে, সেগুলি করিয়ে দাও!" বল্‌তে বল্‌তে ব্যাঙ্‌ও এলো, সাপটা ব্যাঙ্ তাড়া ক'রে যেতেও লাগ্‌লো: মড়ার মাথার খুলির কাছে এসে যাই ছোবল দিতে যাবে, অমনি ব্যাঙ্‌টা লাফিয়ে ওদিকে গিয়ে প'ড়্‌লো, আর বিষ অমনি খুলির ভিতর প'ড়ে গেল। তখন লোকটি আনন্দে হাততালি দিয়ে নাচ্‌তে লাগ্‌লো। তাই বল্‌ছি, ব্যাকুলতা থাক্‌লে সব হ'য়ে যায়।

১৫। বালক যেমন মাকে না দেখলে দিশেহারা হয়, সন্দেশ মিঠাই হাতে দিয়ে ভোলাতে যাও, কিছুই চায় না, কিছুতেই ভোলে না, আর বলে, 'না, আমি মা'র কাছে যাব'; সেই রকম ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা চাই! আহা! কি অবস্থা! বালক যেমন মা মা করে পাগল হয়; কিছুতেই ভোলে না। যার সংসারে এ সব সুখ ভোগ আলুনি লাগে, যার আর কিছু ভাল লাগে না, টাকা, মান, দেহের সুখ, ইন্দ্রিয়ের সুখ যার কিছুই ভাল লাগে না, সেই আন্তরিক মা মা ক'রে কাতর হয়। তারই জন্যে মা'র আবার সকল কাজ ফেলে দৌড়ে আস্‌তে হয়। এই ব্যাকুলতা। যে পথেই যাও, —হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শাক্ত, ব্রহ্মজ্ঞানী,—যে পথেই যাও, ঐ ব্যাকুলতা নিয়েই কথা। তিনি ত অন্তর্যামী, ভুল পথে গিয়ে পড়্‌লেও দোষ নাই, যদি ব্যাকুলতা থাকে, তিনিই আবার ভাল পথে তুলে লন। আর, সব পথেই ভুল আছে;

সব্বাই মনে করে, আমার ঘড়ি ঠিক যাচ্ছে, কিন্তু কারও ঘড়ি ঠিক যায় না ; মাঝে মাঝে সূর্য্যের সঙ্গে ঘড়ি মিলিয়ে নিতে হয়। ব্যাকুলতা থাক্‌লে সাধুসঙ্গ জুটে যায়, সাধুসঙ্গে নিজের ঘড়ি অনেকটা ঠিক ক'রে লওয়া যায়।

১৬। ব্যাকুল না হলে তাঁকে দেখা যায় না। এই ব্যাকুলতা ভোগান্ত না হলে হয় না। যারা কামিনী-কাঞ্চনের মধ্যে আছে, ভোগান্ত হয় নাই, তাদের ব্যাকুলতা আসে না। ও দেশে হৃদয়ের ছেলে সমস্ত দিন আমার কাছে থাক্‌ত, চার পাঁচ বছরের ছেলে। আমার সামনে এটা ওটা খেলা কর্‌ত, এক রকম ভুলে থাক্‌ত। যাই সন্ধ্যা হয় হয়, অমনি বলে 'মা যাব'। আমি কত বল্‌তুম, 'পায়রা দোব' এই সব কথা ; সে ভুল্‌ত না, কেঁদে কেঁদে বল্‌ত, 'মা যাব।' খেলা টেলা কিছুই ভাল লাগ্‌ত না। আমি তার অবস্থা দেখে কাঁদ্‌তুম। এই বালকের মত ঈশ্বরের জন্য কান্না। এই ব্যাকুলতা। আর খেলা, খাওয়া কিছুই ভাল লাগে না। ভোগান্তে এই ব্যাকুলতা ও তাঁর জন্য কান্না।

১৭। এত তীর্থ, এত জপ ক'রে হয় না কেন ? ব্যাকুলতা নাই। ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাক্‌লে তিনি দেখা দেন। যাত্রার গোড়ায় অনেক খচ মচ খচ মচ করে ; তখন শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যায় না। তার পর নারদ ঋষি যখন ব্যাকুল হয়ে বৃন্দাবনে এসে, বীণা বাজাতে বাজাতে ডাকে আর বলে, "প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন !" তখন কৃষ্ণ আর থাক্‌তে পারেন না।

রাখালদের সঙ্গে সামনে আসেন, আর বলেন, "ধবলী রও, ধবলী রও।"

১৮। রোজ তাঁকে ডাকা অভ্যাস কর্‌তে হয়। একদিনে হয় না। রোজ ডাক্‌তে ডাক্‌তে ব্যাকুলতা আসে। কেবল রাতদিন বিষয়-কর্ম্ম কর্‌লে ব্যাকুলতা কেমন ক'রে আস্‌বে?

সাকার ও নিরাকার।

১। তিনি সাকারও বটে, আবার নিরাকারও বটে। আবার তা ছাড়া আরও কি, তা কে জানে? সাকার কেমন জানিস্? যেমন, জল আর বরফ। জল জমেই বরফ হয়। বরফের ভিতরে বাহিরে জল। জল ছাড়া বরফ আর কিছুই নয়। কিন্তু দেখ, জলের রূপ নাই (একটা কোনও বিশেষ আকার নাই)। কিন্তু বরফের আকাব আছে। তেমনি ভক্তিহিমে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-সাগরের জল জ'মে বরফের মত নানা আকার ধারণ করে।

২। ঈশ্বর সাকার বল্লে কি হবে? তিনি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মানুষের মত দেহ ধারণ ক'রে আসেন, এও সত্য,—নানা রূপ ধ'রে ভক্তকে দেখা দেন, এও সত্য। আবার তিনি নিরাকার, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, এও সত্য। বেদে তাঁকে সাকার, নিরাকার, দুইই ব'লেছে। সগুণও ব'লেছে, নির্গুণও ব'লেছে। কি রকম জান? সচ্চিদানন্দ যেন অনন্ত সাগর; ঠাণ্ডার গুণে যেমন সাগরের জল বরফ হ'য়ে ভাসে, নানা রূপ ধ'রে বরফের চাঁই সাগরের জলে ভাসে, তেমনি ভক্তিহিম লেগে, সচ্চিদানন্দ

সাগরে সাকার মূর্ত্তি দর্শন হয়। ভক্তের জন্য সাকার। আবার জ্ঞানসূর্য্য উঠ্‌লে বরফ গ'লে যায়। আগেকার যেমন জল, তেমনি জল। অধঃ, ঊর্দ্ধ, পরিপূর্ণ ; জলে জল।

৩। সাকার, নিরাকার,—দুই-ই সত্য। শুধু নিরাকার বলা কিরূপ জান? যেমন রসুনচৌকীর একজন পোঁ ধ'রে থাকে, তার বাঁশীর সাত ফোকর সত্ত্বেও। কিন্তু আর একজন দেখ, কত রাগ রাগিণী বাজায়। সেইরূপ সাকারবাদীরা, দেখ, ঈশ্বরকে কতভাবে সম্ভোগ করে,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর,—নানাভাবে।

৪। বেদান্ত বিচারের কাছে রূপ টুপ উড়ে যায়। সে বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত এই,—ব্রহ্ম সত্য, আর নামরূপযুক্ত জগৎ মিথ্যা। যতক্ষণ 'আমি ভক্ত' এই অভিমান থাকে, ততক্ষণই ঈশ্বরের রূপ দর্শন, আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি ব'লে বোধ সম্ভব হয়। বিচারের চক্ষে দেখ্‌লে, ভক্তের 'আমি' অভিমান ভক্তকে একটু দূরে রেখেছে। কালীরূপ কি শ্যামরূপ চৌদ্দপোয়া কেন? দূরে ব'লে। দূরে ব'লে সূর্য্য ছোট দেখায়। কাছে যাও, তখন এত বড় দেখাবে যে, ধারণা ক'র্‌তে পার্‌বে না। আবার, কালীরূপ কি শ্যামরূপ শ্যামবর্ণ কেন? সেও দূরে ব'লে। যেমন দীঘির জল দূরে থেকে সবুজ, নীল বা কাল বর্ণ দেখায় ; কাছে গিয়ে হাতে ক'রে জল তুলে দেখ, কোনও রঙই নাই। আকাশ দূরে দেখ্‌লে, নীলবর্ণ ; কাছে দেখ, কোনও রঙ নাই। তাই বল্‌ছি, বেদান্ত

বিচারে ব্রহ্ম নির্গুণ। তাঁর কি স্বরূপ, তা মুখে বলা যায় না। কিন্তু যতক্ষণ তুমি নিজে সত্য, ততক্ষণ জগৎও সত্য; ঈশ্বরের নানা রূপও সত্য। ঈশ্বরকে ব্যক্তি বোধও সত্য।

৫। 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' এই বিচারের পর সমাধি হ'লে রূপ টুপ উড়ে যায়। তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি ব'লে বোধ হয় না। কি তিনি, মুখে বলা যায় না। কে ব'ল্‌বে? যিনি ব'ল্‌বেন, তিনিই নাই। তিনি তাঁর 'আমি' আর খুঁজে পান না। তখন ব্রহ্ম নির্গুণ; তখন তিনি কেবল বোধে বোধ হন; মন বুদ্ধি দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না।

৬। তাঁর ইতি করা যায় না। তিনি নিরাকার, আবার সাকার। ভক্তের জন্য তিনি সাকার। যারা জ্ঞানী, অর্থাৎ জগৎকে যাদের স্বপ্নবৎ মনে হয়েছে, তাদের পক্ষে তিনি নিরাকার। ভক্ত জানে, 'আমি' একটি জিনিস, 'জগৎ' একটি জিনিস। তাই ভক্তের কাছে ঈশ্বর ব্যক্তি হয়ে দেখা দেন। জ্ঞানী,—যেমন বেদান্তবাদী,—কেবল নেতি নেতি বিচার করে। বিচার ক'রে জ্ঞানীর বোধে বোধ হয় যে, 'আমি'ও মিথ্যা, 'জগৎ'ও মিথ্যা, স্বপ্নবৎ। জ্ঞানী ব্রহ্মকে বোধে বোধ করে। তিনি যে কি, মুখে ব'ল্‌তে পারে না।

৭। ঈশ্বরের যত কাছে যাবে, ততই ধারণা হবে, তাঁর নামরূপ নাই। পেছিয়ে একটু দূরে এলে, আবার আমার শ্যামা মা যেন ঘাস ফুলের রং। শ্যামা পুরুষ, না প্রকৃতি? যিনি শ্যামা, তিনিই ব্রহ্ম। যাঁরই রূপ, তিনিই অরূপ! যিনি

সগুণ, তিনিই নির্গুণ। ব্রহ্ম শক্তি, শক্তি ব্রহ্ম,—অভেদ। সচ্চিদানন্দময় আর সচ্চিদানন্দময়ী।

৮। তিনি সাকার, আবার নিরাকার। একজন সন্ন্যাসী জগন্নাথ দর্শন ক'র্‌তে গিয়েছিল। জগন্নাথ দর্শন ক'রে সন্দেহ হ'লো, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার। হাতে দণ্ড ছিল, সেই দণ্ড দিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো, জগন্নাথের গায়ে ঠেকে কি না। একবার এধার থেকে ওধারে দণ্ডটি নিয়ে যাবার সময় দেখ্‌লে যে, জগন্নাথের গায়ে ঠেক্‌লো না। ছাখে যে, সেখানে ঠাকুরের মূর্ত্তি নাই। আবার দণ্ড এধার থেকে ওধার নিয়ে যাবার সময়, বিগ্রহের গায়ে ঠেক্‌লো। তখন সন্ন্যাসী বুঝ্‌ল যে, ঈশ্বর নিরাকার, আবার সাকার।

৯। তিনি অন্তরে বাহিরে আছেন। অন্তরে তিনিই আছেন, তাই বেদে বলে, "তত্ত্বমসি" (সেই তুমি)। আর বাহিরেও তিনি। মায়াতে দেখাচ্ছে, নানারূপ, কিন্তু বস্তুতঃ তিনিই র'য়েছেন; তাই সব নামরূপ বর্ণনা ক'রবার আগে ব'ল্‌তে হয়, "ওঁ তৎসৎ।"

১০। যে ব্যক্তি সদা সর্ব্বদা ঈশ্বরচিন্তা করে, সেইই জান্‌তে পারে, তাঁর স্বরূপ কি? সে ব্যক্তিই জানে যে, তিনি নানা রূপে দেখা দেন, নানা ভাবে দেখা দেন। তিনি সগুণ, আবার তিনি নির্গুণ। যে গাছতলায় থাকে, সেই জানে যে, বহুরূপীর নানা রং; আবার কখনও কখনও কোনও রঙই থাকে না। অন্য লোকে কেবল তর্ক, ঝগড়া ক'রে কষ্ট পায়।

ভক্ত যে রূপটি ভালবাসে, সেই রূপে তিনি দেখা দেন ; তিনি যে ভক্তবৎসল !

১১। যে ভক্ত যেরূপ দেখে, সে সেইরূপ মনে করে। বাস্তবিক কোনও গণ্ডগোল নাই। তাঁকে কোনও রকমে যদি একবার লাভ ক'র্‌তে পারা যায়, তাহ'লে তিনি সব বুঝিয়ে দেন। সে পাড়াতেই গেলে না,—সব খবর পাবে কেমন ক'রে ? একজন বাহ্যে গিয়েছিল। সে দেখ্‌লে যে, গাছের উপর একটি জানোয়ার রয়েছে। সে এসে আর একজনকে বল্লে, "দেখ, অমুক গাছে একটি সুন্দর লাল রঙের জানোয়ার দেখে এলাম।" লোকটি উত্তর ক'র্‌লে, "আমি যখন বাহ্যে গিয়েছিলাম, আমিও দেখেছি ; তা সে লাল রং হতে যাবে কেন ? সে যে সবুজ রং।" আর একজন বল্লে, "না, না, আমি দেখেছি হল্‌দে।" এইরূপে আরও কেউ কেউ বল্লে, "না, জর্‌দা, বেগুনী, নীল, এই সব।" শেষে ঝগড়া। তখন তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে একজন লোক ব'সে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বল্লে, "আমি এই গাছতলায় থাকি ; আমি সে জানোয়ারটিকে বেশ জানি। তোমরা যা যা ব'ল্‌ছ, সব সত্য। সে কখনও লাল, কখনও সবুজ, কখনও হল্‌দে, কখনও নীল, আরও সব কত কি হয়। আবার কখনও দেখি, কোনও রং নাই।"

১২। ঈশ্বরকে লাভ না ক'র্‌তে পার্‌লে, এ সব বুঝা যায় না। সাধকের জন্য তিনি নানাভাবে, নানারূপে দেখা দেন।

একজনের এক গামলা রং ছিল। অনেকে তার কাছে কাপড় রং করাতে আস্‌তো। সে লোকটি জিজ্ঞাসা ক'র্‌তো, "তুমি কি রংএ ছোপাতে চাও?" একজন হয়ত বল্লে, "আমি লাল রংএ ছোপাতে চাই।" অমনি সেই লোকটি গামলার রংএ সেই কাপড়খানি ছুপিয়ে ব'ল্‌তো, "এই নাও তোমার লাল রংএ ছোপান কাপড়।" আর একজন বল্লে, "আমার হল্‌দে রংএ ছোপান চাই।" অমনি সেই লোকটি সেই গামলায় কাপড়খানি ডুবিয়ে ব'ল্‌তো, "এই নাও তোমার হল্‌দে রং।" কেউ নীল রংএ ছোপাতে চাইলে, আবার সেই একই গামলায় ডুবিয়ে সেই কথা, "এই নাও তোমার নীল রংএ ছোপান কাপড়।" এই রকমে যে যে রংএ ছোপাতে চাইত, তার কাপড় সেই রংএ সেই একই গামলা হ'তে ছোপান হ'তো। একজন লোক এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ্‌ছিল। যার গামলা, সে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "কেমন হে, তোমার কি রংএ ছোপাতে হবে?" তখন সে বল্লে, "ভাই, তুমি যে রংএ রঙেছ, আমায় সেই রঙ্‌ দাও।"

১৩। নিরাকার সাধন হবে না কেন? তবে বড় কঠিন। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না হ'লে হয় না। বাহিরে ত্যাগ, আবার ভিতরে ত্যাগ। বিষয়বুদ্ধির লেশ থাক্‌লে হবে না। সাকার সাধনা সোজা; তবে তেমন সোজা নয়। নিরাকার সাধনা জ্ঞানযোগের সাধনা। ভক্তদের কাছে ব'ল্‌তে নাই। অনেক কষ্টে একটু ভক্তি হচ্ছে; সব স্বপ্নবৎ বল্লে, ভক্তির হানি হয়।

১৪। নিরাকার দু'রকম আছে ঃ—পাকা ও কাঁচা। পাকা নিরাকার উঁচু ভাব বটে; সাকার ধ'রে সে নিরাকারে পৌঁছাতে হয়। কাঁচা নিরাকারে চোখ বুজ্‌লেই অন্ধকার।

১৫। রূপ,—ঈশ্বরীয় রূপ,—অবিশ্বাস ক'রো না। রূপ আছে বিশ্বাস কর। তার পর যে রূপটি ভালবাস, সেই রূপ ধ্যান কর।

১৬। ঈশ্বরীয় রূপ মান্‌তে হয়। জগদ্ধাত্রী রূপের মানে জান? যিনি জগৎকে ধারণ ক'রে আছেন। তিনি না ধর্‌লে, তিনি না পালন ক'র্‌লে, জগৎ প'ড়ে যায়, নষ্ট হ'য়ে যায়। মনকরীকে যে বশ ক'র্‌তে পারে, তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী উদয় হন। সিংহবাহিনীর সিংহ তাই হাতীকে জব্দ ক'রে র'য়েছে।

১৭। সব মানতে হয় গো,—নিরাকার, সাকার সব মান্‌তে হয়। কালীঘরে ধ্যান ক'র্‌তে ক'র্‌তে দেখ্‌লুম, রমণী খান্‌কি, বল্লুম, "মা, তুই এই রূপেও আছিস্!" তাই ব'ল্‌ছি,—সব মান্‌তে হয়। তিনি কখন কিরূপে দেখা দেন, সাম্‌নে আসেন, বলা যায় না।

১৮। যেমন বাপের ফটোগ্রাফ দেখ্‌লে বাপ্‌কে মনে পড়ে, তেমনি প্রতিমায় পূজা ক'র্‌তে ক'র্‌তে সত্যের রূপ উদ্দীপন হয়। সাকার রূপ কি রকম জান? যেমন জলরাশির মাঝ থেকে ভুড়্‌ভুড়ি উঠে, সেইরূপ। মহাকাশ, চিদাকাশ থেকে এক একটি রূপ উঠ্‌ছে দেখা যায়। অবতারও একটি রূপ। অবতার-লীলা সে আদ্যাশক্তিরই খেলা।

১৯। যদি ঐ মাটির প্রতিমা পূজা কর্‌তে কিছু ভুল হ'য়ে থাকে, তিনি কি জানেন না, তাঁকেই ডাকা হচ্ছে? তিনি ঐ পূজাতেই সন্তুষ্ট হবেন। মাটির প্রতিমা পূজাতেও প্রয়োজন আছে। নানা রকম পূজা ঈশ্বরই আয়োজন ক'রেছেন। যাঁর জগৎ, তিনিই এ সব ক'রেছেন,—অধিকারী ভেদে। যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেন। এক মার পাঁচ ছেলে। বাড়ীতে মাছ এসেছে। মা মাছের নানা রকম ব্যঞ্জন করেছেন, যার যা পেটে সয়। কারও জন্য মাছের পোলোয়া, কারও জন্য মাছের অম্বল, মাছের চড়্‌চড়ি, মাছ ভাজা, এই সব করেছেন। যেটি যার ভাল লাগে। যেটি যার পেটে সয়।

২০। প্রতিমায় আবির্ভাব হ'তে হ'লে, তিনটি জিনিসের দরকার ঃ—প্রথম, পূজারীর ভক্তি; দ্বিতীয়, প্রতিমা সুন্দর হওয়া চাই; তৃতীয়, গৃহস্বামীর ভক্তি।

২১। আহা! কেমন দালানের শোভা হ'য়েছে; মা যেন আলো ক'রে ব'সে আছেন! এ রূপ দর্শন ক'র্‌লে কত আনন্দ হয়! ভোগের ইচ্ছা, শোক, এ সব পালিয়ে যায়। তবে নিরাকার কি দর্শন হয় না, তা নয়। বিষয় বুদ্ধি একটুও থাক্‌লে হ'বে না। ঋষিরা সর্ব্বত্যাগ ক'রে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের চিন্তা ক'রেছিলেন। তোমরা দেখ, কেমন বাহিরে দর্শন ক'র্‌ছ, আর আনন্দ পাচ্ছ! যারা নিরাকার নিরাকার ক'রে কিছু পায় না, তাদের না আছে বাহিরে, না আছে ভিতরে।

২২। নিরাকারও সত্য, আবার সাকারও সত্য। তোমার যেটি বিশ্বাস, সেইটি ধ'রে থাক্‌বে।

২৩। তিনি নিরাকার কি সাকার, সে সব কথা ভাব্‌বারই বা কি দরকার? নির্জ্জনে, গোপনে, ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে বল্লেই হয়, "হে ঈশ্বর, তুমি যে কেমন, তাই আমায় দেখা দাও।"

২৪। সাকার কি নিরাকার, যদি ঠিক কর্‌তে না পারিস্, তো এই ব'লে প্রার্থনা করিস্ যে, "হে ভগবান, তুমি সাকার কি নিরাকার, আমি বুঝ্‌তে পারি না। তুমি যাহাই হও, আমায় কৃপা কর,—দেখা দাও।"

অবতার-তত্ত্ব।

১। অবতার, যিনি তারণ করেন। তা দশাবতার আছে, চব্বিশ অবতার আছে, আবার অসংখ্য অবতার আছে।

২। মানুষদেহ ধারণ ক'রে ঈশ্বর অবতীর্ণ হন। তিনি সর্ব্বস্থানে সর্ব্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু অবতার না হলে জীবের আকাঙ্ক্ষা পূরে না; প্রয়োজন মিটে না।

৩। ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, নরলীলা, জগৎলীলা। নরলীলায় অবতার হন। নরলীলা কিরূপ জান? যেমন বড় ছাদের জল নল দিয়ে হুড়্ হুড়্ ক'রে পড়্ছে। সেই সচ্চিদানন্দ, তাঁরই শক্তি একটি প্রণালী দিয়ে,—নলের ভিতর দিয়ে,—আস্ছে।

৪। ঈশ্বর অনন্ত হউন আর যত বড়ই হউন, তিনি ইচ্ছা কর্লে, তাঁর ভিতরের সারবস্তু, মানুষের ভিতর দিয়ে আস্তে পারে ও আসে। তিনি অবতার হয়ে থাকেন, এটি উপমা দিয়ে বুঝান যায় না। অনুভব হওয়া চাই। প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। উপমার দ্বারা কতকটা আভাস পাওয়া যায়। গরুর মধ্যে শিংটা যদি ছোঁয়, গরুকে ছোঁয়াই হ'ল; পা-টা বা

ল্যাজটা ছুঁলেও গরুটাকে ছোঁয়া হ'ল। কিন্তু আমাদের পক্ষে গরুর ভিতরের সার পদার্থ হচ্ছে দুধ। সেই দুধ বাঁট দিয়ে আসে। সেইরূপ প্রেম, ভক্তি শিখাবার জন্য ঈশ্বর মানুষদেহ ধারণ ক'রে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন।

৫। তাঁর নানারূপ, নানালীলা। ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, নরলীলা, জগৎলীলা। তিনি মানুষ হয়ে, অবতার হয়ে, যুগে যুগে আসেন,—প্রেম, ভক্তি শিখাবার জন্য। দেখ না, চৈতন্যদেব। অবতারের ভিতরেই তাঁর প্রেম, ভক্তি আস্বাদন করা যায়। তাঁর অনন্ত লীলা; কিন্তু আমার দরকার প্রেম, ভক্তি। আমার ক্ষীরটুকু দরকার। গাভীর বাঁট দিয়েই ক্ষীর আসে; অবতার গাভীর বাঁট।

৬। হাঁ, ঈশ্বরকে অবশ্য দেখা যায়। নিরাকার, সাকার দুইই দেখা যায়। সাকার চিন্ময়-রূপ দর্শন হয়; আবার সাকার মানুষ, তাতেও তিনি প্রত্যক্ষ। অবতারকে দেখাও যা, ঈশ্বরকে দেখাও তা। ঈশ্বরই যুগে যুগে মানুষরূপে অবতীর্ণ হন।

৭। ঈশ্বরের সব ধারণা কে করতে পারে? তা তাঁর বড় ভাবটাও পারে না, আবার ছোট ভাবটাও পারে না। আর সব ধারণা করা কি দরকার? তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারলেই হ'ল। তাঁর অবতারকে দেখলেই তাঁকে দেখা হ'ল। যদি কেউ গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে, সে বলে, গঙ্গা দর্শন, স্পর্শন ক'রে এলুম। সব গঙ্গাটা হরিদ্বার থেকে

গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত হাত দিয়ে ছুঁতে হয় না। তোমার পা-টা যদি ছুঁই, তাহ'লে তোমায় ছোঁয়াই হ'ল।

৮। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। ভক্তের জন্য লীলা। তাঁকে নররূপে দেখ্‌তে পেলে, তবে ত ভক্তেরা ভালবাস্‌তে পার্‌বে। তবেই ভাই, ভগিনী, বাপ, মা, সন্তানের মত ঈশ্বরকে স্নেহ কর্‌তে পার্‌বে। তিনি ভক্তের ভালবাসার জন্য ছোটটি হয়ে লীলা কর্‌তে আসেন।

৯। ঈশ্বর-তত্ত্ব যদি খোঁজ, মানুষে খুঁজ্‌বে। মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ হন। যে মানুষে দেখবে উর্জিতাভক্তি, প্রেমভক্তি উথ্‌লে পড়্‌ছে, ঈশ্বরের জন্য পাগল, তাঁর প্রেমে মাতোয়ারা,—সেই মানুষে নিশ্চিত জেনো, তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি ত আছেনই; তবে তাঁর শক্তি কোথাও বেশী প্রকাশ, কোথাও বা কম প্রকাশ। অবতারের ভিতর তাঁর শক্তি বেশী প্রকাশ। সেই শক্তি কখন কখন পূর্ণভাবে থাকে। শক্তিরই অবতার।

১০। প্রতিমাতে তাঁর আবির্ভাব হয়, আর মানুষে হবে না? তিনি নরলীলা কর্‌বার জন্য মানুষের ভিতর অবতীর্ণ হন; যেমন রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্যদেব। অবতারকে চিন্তা কর্‌লেই তাঁর চিন্তা করা হয়। আমি কেশব সেনকে বলেছিলাম যে, মানুষের ভিতর তিনি বেশী প্রকাশ। মাঠের আলের ভিতর ছোট ছোট গর্ত্ত থাকে; তাদের বলে ঘুঁটি। ঘুঁটির ভিতর মাছ, কাঁকড়া জমে থাকে। মাছ, কাঁকড়া

খুঁজতে গেলে ঐ ঘুঁটির ভিতর খুঁজতে হয়; ঈশ্বরকে খুঁজতে হ'লে অবতারের ভিতর খুঁজতে হয়। ঐ চৌদ্দপোয়া মানুষের ভিতরে জগৎমাতা প্রকাশ হন। কিন্তু ঈশ্বরকে জান্‌তে হ'লে, অবতারকে চিন্‌তে গেলে, সাধনের প্রয়োজন। দীঘিতে বড় মাছ আছে; চার ফেল্‌তে হয়। দুধেতে মাখন আছে; মন্থন করতে হয়। সরিষার ভিতর তেল আছে; সরিষাকে পিষ্‌তে হয়। মেতীতে হাত রাঙ্গা হয়; মেতী বাঁটতে হয়।

১১। অবতার বা অবতারের অংশ, এদের ব'লে ঈশ্বর-কোটী; আর সাধারণ লোকদের বলে জীব বা জীবকোটী। যারা জীবকোটী, তারা সাধনা ক'রে ঈশ্বরলাভ করতে পারে। তারা সমাধিস্থ হ'য়ে আর ফেরে না। যারা ঈশ্বরকোটী, তারা যেমন রাজার বেটা, সাত তলার চাবি তাদের হাতে। তারা সাত তলায় উঠে যায়, আবার ইচ্ছামত নেমে আস্‌তে পারে। জীবকোটী যেমন ছোট কর্ম্মচারী, সাত তলা বাড়ীর খানিকটা যেতে পারে,—ঐ পর্য্যন্ত।

১২। ঈশ্বরকোটী (যেমন অবতারাদি) না হ'লে সমাধির পর ফেরে না। জীব কেউ কেউ সাধনার জোরে সমাধিস্থ হয়, কিন্তু আর ফেরে না। তিনি যখন নিজে মানুষ হয়ে আসেন, যখন অবতার হন, যখন জীবের মুক্তির চাবি তাঁর হাতে থাকে, তখন সমাধির পর ফেরেন,—লোকের মঙ্গলের জন্য।

১৩। অবতারাদি ঈশ্বরকোটী। তারা ফাঁকা জায়গায়

বেড়াচ্ছে। তারা কখনও সংসারে বদ্ধ হয় না, বন্দী হয় না। তাদের 'আমি' মোটা 'আমি' নয়,—সংসারী লোকদের মত। সংসারী লোকদের অহঙ্কার, সংসারী লোকদের 'আমি', যেন চতুর্দ্দিকে পাঁচিল,—মাথার উপর ছাদ; বাহিরের কোন জিনিস দেখা যায় না। অবতারাদির 'আমি' পাত্‌লা 'আমি'। এ 'আমির' ভিতর দিয়ে ঈশ্বরকে সর্ব্বদা দেখা যায়। যেমন একজন লোক পাঁচিলের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে; পাঁচিলের দু'দিকেই অনন্ত মাঠ। সেই পাঁচিলের গায়ে যদি ফোঁকর থাকে, পাঁচিলের ওধারে সব দেখা যায়। বড় ফোঁকর হলে আনাগোনাও হয়। অবতারাদির 'আমি', ঐ ফোঁকরওয়ালা পাঁচিল। পাঁচিলের এধারে থাক্‌লেও অনন্ত মাঠ দেখা যায়। এর মানে, দেহ ধারণ কর্‌লেও তারা সর্ব্বদা যোগেতেই থাকে। আবার ইচ্ছা হলে, বড় ফোঁকরের ওধারে গিয়ে সমাধিস্থ হয়। আবার বড় ফোঁকর হলে আনাগোনা কর্‌তে পারে; সমাধিস্থ হলেও আবার নেমে আস্‌তে পারে।

১৪। মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ। যদি বল, অবতার কেমন ক'রে হবে, যাঁর ক্ষুধা, তৃষ্ণা এই সব জীবের ধর্ম্ম অনেক আছে, হয় ত রোগ শোকও আছে,—তার উত্তর এই যে, "পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম প'ড়ে কাঁদে।" দেখ না, রামচন্দ্র সীতার শোকে কাতর হয়ে কাঁদ্‌তে লাগলেন। হিরণ্যাক্ষ বধ কর্‌বার জন্য বরাহ অবতার হ'লেন। হিরণ্যাক্ষ বধ হ'ল, কিন্তু নারায়ণ স্বধামে যেতে চান না। বরাহ হয়ে আছেন।

কতকগুলি ছানাপোনা হয়েছে। তাদের নিয়ে এক রকম বেশ আনন্দে রয়েছেন। দেবতারা ব'ল্লেন, "একি হ'ল? ঠাকুর যে আর আস্‌তে চান না।" তখন সকলে শিবের কাছে গেল ও ব্যাপারটি নিবেদন কর্‌লে। শিব গিয়ে তাঁকে অনেক জেদাজিদি কর্‌লেন, তিনি ছানাপোনাদের মাই দিতে লাগ্‌লেন। তখন শিব ত্রিশূল দিয়ে শরীরটা ভেঙ্গে দিলেন। ঠাকুর হি হি ক'রে হেসে তখন স্বধামে চলে গেলেন।

১৫। মানুষ লীলা কেন জান? এর ভিতর তাঁর কথা শুন্‌তে পাওয়া যায়; এর ভিতর তাঁর বিলাস: এর ভিতর তিনি রসাস্বাদন করেন। আর সব ভক্তদের ভিতর তাঁরই একটু একটু প্রকাশ। যেমন জিনিস অনেক চুস্‌তে চুস্‌তে একটু রস, ফুল চুস্‌তে চুস্‌তে একটু মধু।

১৬। তিনিই স্বরাট্, তিনিই বিরাট্। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। তিনি মানুষ হতে পারেন না, এ কথা জোর ক'রে আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কি বল্‌তে পারি? আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে এ সব কথা কি ধারণা হ'তে পারে? একসের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে? তাই সাধুমহাত্মা যাঁরা ঈশ্বর লাভ করেছেন, তাঁদের কথা বিশ্বাস কর্‌তে হয়। সাধুরা ঈশ্বরচিন্তা নিয়ে থাকেন; যেমন উকিলরা মোকদ্দমা নিয়ে থাকে।

১৭। অবতার যখন আসে, সাধারণ লোকে জান্‌তে পারে না; গোপনে আসে। দুই চার জন অন্তরঙ্গ ভক্ত জান্‌তে পারে। রাম পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণ অবতার, একথা বার জন

ঋষি কেবল জান্ত। অন্যান্য ঋষিরা বলেছিল, "হে রাম, তোমাকে আমরা দশরথের ব্যাটা বলে জানি।" ভরদ্বাজাদি ঋষি রামকে স্তব করেছিলেন, আর বলেছিলেন, "হে রাম, তুমিই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ! তুমি আমাদের কাছে মানুষ-রূপে অবতীর্ণ হয়েছ। বস্তুতঃ তুমি তোমার মায়া আশ্রয় ক'রেছ ব'লে, তোমাকে মানুষের মত দেখাচ্ছে।"

১৮। কেমন ক'রে জান্‌লে, অবতার নাই? অবতারকে সকলে চিন্‌তে পারে না। নারদ যখন রামচন্দ্রকে দর্শন করতে গেলেন, রাম দাঁড়িয়ে উঠে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর্‌লেন, আর বল্‌লেন, "আমরা সংসারী জীব, আপনাদের মত সাধুরা না এলে কি ক'রে পবিত্র হবো?" আবার যখন সত্যপালনের জন্য বনে গেলেন, তখন দেখ্‌লেন, রামের বনবাস শুনে অবধি ঋষিরা আহার ত্যাগ ক'রে অনেকে পড়ে আছেন। রাম যে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম, তা তাঁরা অনেকেই জানেন নাই।

১৯। বড় বড় বাহাদুরী কাঠ যখন ভেসে আসে, তখন কত লোক তার উপরে চড়ে চলে যায়। তাতে সে ডোবে না। সামান্য একখানা কাঠে একটা কাক বস্‌লে অম্‌নি ডুবে যায়। তেমনি যখন অবতারাদি আসেন, কত শত লোক তাঁকে আশ্রয় ক'রে তরে যায়। সিদ্ধলোক নিজে কষ্টে সৃষ্টে যায় মাত্র। রেলের ইঞ্জিন্ আপনি চলে যায় ও কত মাল বোঝাই গাড়ী টেনে নিয়ে যায়; অবতারেরাও সেই রকম সহস্র সহস্র লোকদের ঈশ্বরের নিকট নিয়ে যান।

২০। তিনি ভক্তের জন্য দেহধারণ ক'রে যখন আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরাও আসে। কেউ অন্তরঙ্গ, কেউ বহিরঙ্গ, কেউ রসদ্দার। যারা সংসার ছেড়ে এখানে আছে, তারা অন্তরঙ্গ; আর যারা একবার এসে 'কেমন আছেন, মশাই' জিজ্ঞাসা করে, তারা বহিরঙ্গ।

২১। মন থেকে কামিনী-কাঞ্চন সব না গেলে, অবতারকে চিনতে পারা কঠিন। যার যেমন পুঁজি, জিনিসের সেই রকম দর দেয়। একজন বাবু তার চাকরকে বল্লে, "তুই এই হীরেটি বাজারে নিয়ে যা, আমায় বল্‌বি কে কি রকম দর দেয়। আগে বেগুনওয়ালার কাছে নিয়ে যা।" চাকরটি প্রথমে বেগুনওয়ালার কাছে গেল। সে নেড়েচেড়ে দেখে বল্লে, "ভাই, নয় সের বেগুন আমি দিতে পারি।" চাকরটি বল্লে, "ভাই, আর একটু ওঠ, না হয় দশ সের দাও।" সে বল্লে, "আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী বলে ফেলেছি; এতে তোমার পোষায় ত দিয়ে যাও।" চাকর তখন হাস্‌তে হাস্‌তে হীরেটি ফিরিয়ে নিয়ে বাবুর কাছে বল্লে, "মহাশয়, বেগুনওয়ালা নয় সের বেগুনের বেশী একটিও দেবে না। সে বল্লে, আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী বলে ফেলেছি।" বাবু হেসে বল্লে, "আচ্ছা, এবার কাপড়ওয়ালার কাছে নিয়ে যা। ও বেগুন নিয়ে থাকে, ও আর কতদূর বুঝ্‌বে? কাপড়-ওয়ালার পুঁজি একটু বেশী, দেখি ও কি বলে।" চাকরটি কাপড়ওয়ালার কাছে বল্লে, "ওহে এটি নেবে? কত দর দিতে

পার ?” কাপড়ওয়ালা বল্‌লে, “হাঁ জিনিসটা ভাল, এতে বেশ গয়না হ'তে পারে ; তা ভাই, আমি নয়শো টাকা দিতে পারি।” চাকরটি বল্‌লে, “ভাই আর একটু ওঠ ; তা হ'লে ছেড়ে দিয়ে যাই ; না হয় হাজার টাকাই দাও।” কাপড়-ওয়ালা বল্‌লে, “ভাই, আর কিছু ব'ল না ; আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী ব'লে ফেলেছি। নয়শো টাকার বেশী একটি টাকাও আমি দিতে পার্‌ব না।” চাকর ফিরিয়ে নিয়ে মনিবের কাছে হাস্‌তে হাস্‌তে ফিরে গেল। আর বল্‌লে, “কাপড়ওয়ালা ব'লেছে যে, ন'শো টাকার বেশী একটি টাকাও সে দিতে পারবে না। আরও সে বলেছে, আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী ব'লে ফেলেছি।” তখন তার মনিব হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, “এইবার জহুরীর কাছে যাও ; সে কি বলে, দেখা যাক্।” চাকরটি জহুরীর কাছে এল। জহুরী একটু দেখেই একেবারে বল্‌লে, “এক লাখ্ টাকা দেবো।”

২২। পূর্ণ ও অংশ,—যেমন অগ্নি ও তার স্ফুলিঙ্গ। অবতার ভক্তের জন্য, জ্ঞানীর জন্য নয়।

২৩। জ্ঞানীরা নিরাকার চিন্তা করে ; তারা অবতার মানে না। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে স্তব কর্‌ছেন, “তুমি পূর্ণব্রহ্ম।” কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বল্‌লেন, “আমি পূর্ণব্রহ্ম কি না দেখ্‌বে এস।” এই ব'লে একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে বল্‌লেন, “তুমি কি দেখ্‌ছ ?” অর্জ্জুন বল্‌লে, “আমি এক বৃহৎ গাছ দেখ্‌ছি, তাতে থোলো থোলো কাল জামের মত ফল ফলে রয়েছে।”

কৃষ্ণ বল্‌লেন, "আরও কাছে এসে দেখ দেখি, ও থোলো থোলো 'কাল ফল নয়, থোলো থোলো কৃষ্ণ অসংখ্য ফলে রয়েছে,—আমার মত।" অর্থাৎ, সেই পূর্ণব্রহ্ম-রূপ বৃক্ষ থেকে অসংখ্য অবতার হচ্ছে, যাচ্ছে।

শাস্ত্র ও পাণ্ডিত্য

১। যে পণ্ডিতের বিবেক নাই, সে ব্যক্তি পণ্ডিতই নয়।

২। শুধু পণ্ডিত কি হবে, যদি বিবেক, বৈরাগ্য না থাকে? পণ্ডিতের যদি দেখি বিবেক নাই, ঈশ্বরে ভালবাসা নাই, তাহলে তাকে খড় কুটো মনে হয়।

৩। যারা শুধু পণ্ডিত, কিন্তু যাদের ভগবানে ভক্তি হয় নাই, তাদের কথা গোলমেলে।

৪। শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? অনেক শ্লোক, অনেক শাস্ত্র পণ্ডিতের জানা থাক্‌তে পারে; কিন্তু যার সংসারে আসক্তি আছে, যার কামিনী-কাঞ্চনে মনে মনে ভালবাসা আছে, তার শাস্ত্র ধারণা হয় নাই; মিছে পড়া। পাঁজীতে লিখেছে, বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজী টিপ্‌লে এক ফোঁটাও পড়ে না। এক ফোঁটাই পড়্‌,—কিন্তু এক ফোঁটাও পড়ে না।

৫। পণ্ডিত খুব লম্বা লম্বা কথা বলে, কিন্তু নজর কোথায়? কামিনী আর কাঞ্চনে, দেহের সুখে আর টাকায়। শকুনি খুব উঁচুতে উড়ে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে; কেবল খুঁজ্‌ছে, কোথায় মরা জানোয়ার, কোথায় ভাগাড়, কোথায় মড়া।

৬। শাস্ত্র, বই, শুধু এ সব তাতে কি হবে? তাঁর

কৃপা না হলে, কিছু হবে না। যাতে তাঁর কৃপা হয়, ব্যাকুল হয়ে তার চেষ্টা কর। কৃপা হলে তাঁর দর্শন হবে। তিনি তোমাদের সঙ্গে কথা কইবেন।

৭। তুমি কল্-কলানি ছাড়। ঘি কাঁচা থাক্‌লেই কল্-কল্ করে। একবার তাঁর আনন্দ পেলে বিচার-বুদ্ধি পালিয়ে যায়। মধুপানের আনন্দ পেলে আর ভন্-ভনানি থাকে না। বই পড়ে কতকগুলো কথা বল্‌তে পার্‌লে কি হবে? পণ্ডিতেরা কত শ্লোক বলে,—'শীর্ণা গোকুলমণ্ডলী!'—এই সব। 'সিদ্ধি' 'সিদ্ধি' মুখে বল্‌লে কি হবে? কুল্‌কুচো কর্‌লেও কিছু হবে না। পেটে ঢুকুতে হবে; তবে নেশা হবে। ঈশ্বরকে নির্জ্জনে, গোপনে, ব্যাকুল হয়ে না ডাক্‌লে এ সব কথা ধারণা হয় না।

৮। বই, শাস্ত্র, এ সব কেবল ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিবার পথ ব'লে দেয়। পথ, উপায়, জেনে নেবার পর, আর বই শাস্ত্রে কি দরকার? তখন নিজে কাজ কর্‌তে হয়।

৯। শুধু শাস্ত্র পড়ে কি হবে? শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশেল আছে। চিনিটুকু লওয়া বড় কঠিন: তাই শাস্ত্রের মর্ম্ম সাধুমুখে, গুরুমুখে শুনে নিতে হয়। তখন আর গ্রন্থের কি দরকার? চিঠিতে খবর এসেছে,—পাঁচ সের সন্দেশ পাঠাইবা, আর একখানা রেলপেড়ে কাপড় পাঠাইবা। এখন চিঠিখানি হারিয়ে গেল। তখন ব্যস্ত হয়ে চারিদিকে খোঁজে। অনেক খোঁজ্‌বার পর চিঠিখানি পেলে; প'ড়ে দেখে,—

লিখেছে, পাঁচ সের সন্দেশ আর একখানা রেলপেড়ে কাপড় পাঠাইবা। তখন চিঠিখানি আবার ফেলে দেয়। আর কি দরকার? এখন সন্দেশ আর কাপড়ের জোগাড় কর্‌লেই হ'ল। সব সন্ধান জেনে, তারপর ডুব দাও। পুকুরের অমুক জায়গায় ঘটিটি প'ড়ে গেছে; জায়গাটি ঠিক ক'রে দেখে নিয়ে, সেইখানে ডুব দিতে হয়।

১০। তাঁকে লাভ হ'লেই হ'লো। সংস্কৃত নাই জান্‌লাম। তাঁর কৃপা পণ্ডিত, মূর্খ সকল ছেলেরই উপর, যে তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়। বাপের পাঁচটি ছেলে; দুই একজন 'বাবা' ব'লে ডাকতে পারে; আবার কেউ বা 'বা' ব'লে ডাকে, কেউ বা 'পা' ব'লে ডাকে; সবটা উচ্চারণ কর্‌তে পারে না। যে 'বাবা' বলে, তার উপর কি বাপের বেশী ভালবাসা হবে, যে 'পা' বলে তার চেয়ে? বাবা জানে, এরা কচি ছেলে, 'বাবা' ঠিক বল্‌তে পার্‌ছে না। বাপের সকলের উপর সমান স্নেহ।

১১। শাস্ত্র কত পড়্‌বে? শুধু বিচার কর্‌লে কি হবে? আগে তাঁকে লাভ কর্‌বার চেষ্টা কর, গুরুবাক্যে বিশ্বাস ক'রে কিছু কর্ম্ম কর। গুরু না থাকেন, তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা কর; তিনি কেমন, তিনিই জানিয়ে দিবেন। বই প'ড়ে কি জান্‌বে? যতক্ষণ না হাটে পৌঁছান যায়, ততক্ষণ দূর হতে কেবল 'হো হো' শব্দ; হাটে পৌঁছিলে আর একরকম। তখন স্পষ্ট দেখ্‌তে পাবে, শুন্‌তে পাবে। 'আলু নাও,' 'পয়সা

দাও' স্পষ্ট শুন্‌তে পাবে। সমুদ্র দূর হতে 'হো হো' শব্দ কর্‌ছে। কাছে গেলে কত জাহাজ যাচ্ছে, পাখী উড়্‌ছে, ঢেউ হচ্ছে, দেখ্‌তে পাবে। বই পড়ে ঠিক অনুভব হয় না। অনেক তফাৎ। তাঁকে দর্শনের পর বই, শাস্ত্র, সায়েন্স (Science) সব খড় কুটো বোধ হয়।

১২। বড় বাবুর সঙ্গে আলাপ দরকার। তাঁর ক'খানা বাড়ী, ক'টা বাগান, কত কোম্পানীর কাগজ, এ আগে জান্‌বার জন্য অত ব্যস্ত কেন? চাকরদের কাছে গেলে তারা দাঁড়াতেই দেয় না; কোম্পানীর কাগজের খবর কি দিবে? কিন্তু যো সো করে বড়বাবুর সঙ্গে একবার আলাপ ক'র, তা ধাক্কা খেয়েই হোক আর বেড়া ডিঙ্গিয়েই হোক; তখন কত বাড়ী, কত বাগান, কোম্পানীর কাগজ, তিনিই ব'লে দিবেন। বাবুর সঙ্গে আলাপ হ'লে, আবার চাকর, দ্বারবান্ সব সেলাম কর্‌বে।

১৩। দর্শন কর্‌লে এক রকম, আর শাস্ত্র প'ড়ে আর এক রকম। শাস্ত্রে আভাস মাত্র পাওয়া যায়। তাই কতক-গুলো শাস্ত্র পড়্‌বার কোন প্রয়োজন নাই। তার চেয়ে নির্জ্জনে তাঁকে ডাকা ভাল।

১৪। শাস্ত্রের ভিতর কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? শাস্ত্র প'ড়ে হদ্দ অস্তি মাত্র বোধ হয়। কিন্তু নিজে ডুব না দিলে, ঈশ্বর দেখা দেন না। ডুব দেবার পর, তিনি নিজে জানিয়ে দিলে তবে সন্দেহ দূর হয়। বই হাজার পড়, মুখে হাজার শ্লোক বল, ব্যাকুল হয়ে তাতে ডুব না দিলে তাঁকে ধর্‌তে

১৯। সদ্গুরুর কাছে উপদেশ নিতে হয়। সদ্গুরুর লক্ষণ আছে। যে কাশী গিয়েছে আর দেখেছে, তার কাছেই কাশীর কথা শুন্তে হয়। শুধু পণ্ডিত হলে হয় না। যার সংসার অনিত্য বলে বোধ হয় নাই, সে পণ্ডিতের কাছে উপদেশ লওয়া উচিত নয়। পণ্ডিতের বিবেক, বৈরাগ্য থাকলে তবে উপদেশ দিতে পারে।

২০। শাস্ত্রের মর্ম্ম গুরুমুখে শুনে নিয়ে, তারপর সাধন কর্‌তে হয়। এই সাধন ঠিক ঠিক হলে তবে প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। ডুব দিলে তবে ত ঠিক ঠিক সাধন হয়। ব'সে ব'সে শাস্ত্রের কথা নিয়ে কেবল বিচার কর্‌লে কি হবে? যদি বল, ডুব দিলেও হাঙ্গর কুমীরের ভয় আছে,—কাম ক্রোধাদির ভয় আছে,—হলুদ মেখে ডুব দাও, তারা কাছে আস্‌তে পার্‌বে না;—বিবেক-বৈরাগ্য হলুদ।

২১। পাণ্ডিত্যে কি আছে? ব্যাকুল হ'য়ে ডাক্‌লে তাঁকে পাওয়া যায়; নানা বিষয় জান্‌বার দর্‌কার নাই। যিনি আচার্য্য, তাঁরই পাঁচটা জানা দরকার। অপরকে বধ কর্‌বার জন্য ঢাল তরোয়াল চাই; আপনাকে বধ কর্‌বার জন্য, একটি ছুঁচ্ বা নরুন হ'লেই হয়।

২২। আমার তিন কথাতে গায়ে কাঁটা বেঁধে; গুরু, কর্ত্তা, আর বাবা। গুরু এক সচ্চিদানন্দ। তিনিই শিক্ষা দিবেন। আমার সন্তান ভাব। মানুষ গুরু মেলে লাখ্ লাখ্। সকলেই গুরু হতে চায়; শিষ্য কে হতে চায়? লোকশিক্ষা

দেওয়া বড় কঠিন। যদি তিনি সাক্ষাৎকার হন, আর আদেশ দেন, তাহ'লে হতে পারে। নারদ শুকদেবাদির আদেশ হয়েছিল; শঙ্করের আদেশ হয়েছিল। আদেশ না হলে, কে তোমার কথা শুন্‌বে?

২৩। প্রচার! ওগুলো অভিমানের কথা। মানুষ ত ক্ষুদ্র জীব। প্রচার তিনিই কর্‌বেন, যিনি চন্দ্র সূর্য্য সৃষ্টি ক'রে এই জগৎ প্রকাশ করেছেন। প্রচার করা কি সামান্য কথা? তিনি সাক্ষাৎকার হ'য়ে আদেশ না দিলে প্রচার হয় না। তবে হবে না কেন? আদেশ হয় নি, তুমি বকে যাচ্ছ; ঐ দুদিন লোকে শুন্‌বে, তারপর ভুলে যাবে। যেমন একটা হুজুক আর কি! যতক্ষণ তুমি বল্‌বে, ততক্ষণ লোকে বল্‌বে, 'আহা, ইনি বেশ বল্‌ছেন!' তুমি থাম্‌বে, তারপর কোথাও কিছু নাই। যতক্ষণ দুধের নীচে আগুনের জ্বাল রয়েছে, ততক্ষণ দুধটা ফোঁশ্‌ করে ফুলে উঠে। জ্বালও টেনে নিলে, আর দুধও যেমন তেমনি; কমে গেল। আর সাধন ক'রে নিজের শক্তি বাড়াতে হয়। তা না হ'লে প্রচার হয় না। 'আপনি শুতে স্থান পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।'

২৪। আবার মনে মনে আদেশ হলে হয় না। তিনি সত্য সত্যই সাক্ষাৎকার হন, আর কথা কন; তখন আদেশ হতে পারে। সে কথার জোর কত? পর্ব্বত টলে যায়। শুধু লেক্‌চার? দিনকতক লোক শুন্‌বে। তারপর ভুলে যাবে, সে কথা অনুসারে কাজ কর্‌বে না। ও দেশে হালদার

পুকুর বলে একটা পুকুর আছে। পুকুরের পাড়ে রোজ সকাল-বেলা লোকে বাহ্যে ক'রে রাখ্‌তো। যারা সকালবেলা আসে, তারা খুব গালাগাল দেয়। কিন্তু আবার তার পরদিন সেই-রূপ। বাহ্যে আর থামে না। তখন লোকে কোম্পানীকে জানালে। তারা একটা চাপরাসী পাঠিয়ে দিলে। সেই চাপরাসী যখন একটা কাগজ মেরে দিলে, 'এখানে বাহ্যে করিও না', তখন সব বন্ধ হলো। যে লোক শিক্ষা দিবে, তার চাপরাস্ চাই; না হলে হাসির কথা হয়ে পড়ে। আপনারই হয় না, আবার অন্য লোক। কাণা কাণাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে! হিতে বিপরীত হয়। ভগবান্ লাভ হলে অন্তর্দৃষ্টি হয়; তবেই কার কি রোগ বুঝা যায়, উপদেশ দেওয়া যায়। আদেশ না থাক্‌লে, 'আমি লোকশিক্ষা দিচ্ছি', এই অহঙ্কার হয়। অহঙ্কার হয় অজ্ঞানে। অজ্ঞানে বোধ হয়, 'আমি কর্ত্তা'। 'ঈশ্বর কর্ত্তা, ঈশ্বরই সব কর্‌ছেন, আমি কিছুই কর্‌ছি না', এ বোধ হলে তো সে জীবন্মুক্ত। 'আমি কর্ত্তা', এই বোধ থেকেই যত দুঃখ, অশান্তি।

১৫। যদি আদেশ হয়ে থাকে, তাহ'লে লোকশিক্ষায় দোষ নাই। আদেশ পেয়ে যদি কেউ লোকশিক্ষা দেয়, তাকে কেউ হারাতে পারে না। বাগ্বাদিনীর কাছ থেকে যদি একটি কিরণ আসে, তাহ'লে এমন শক্তি হয় যে, বড় বড় পণ্ডিতগুলো কেঁচোর মত হয়ে যায়।

২৬। প্রদীপ জ্বাল্‌লে বাদুলে পোকাগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে

আপনি আসে, ডাকতে হয় না। তেমনি যে আদেশ পেয়েছে, তার লোক ডাকতে হয় না; অমুক সময়ে লেক্‌চার হবে ব'লে, খবর পাঠাতে হয় না। তার নিজের এমনি টান যে, লোক তার কাছে আপনি আসে। চুম্বক পাথর কি লোহাকে বলে, 'তুমি আমার কাছে এস?' ব'লতে হয় না। লোহা আপনি চুম্বক পাথরের টানে ছুটে আসে। এরূপ লোক পণ্ডিত নয় বটে; তা ব'লে মনে ক'রো না যে, তার জ্ঞানের কিছু কম্‌তি হয়। বই পড়ে কি জ্ঞান হয়? যে আদেশ পেয়েছে, তার জ্ঞানের শেষ নাই। সে জ্ঞান ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে, ফুরায় না। ও দেশে ধান মাপবার সময়, একজন মাপে, আর একজন রাশ ঠেলে দেয়; তেমনি যে আদেশ পায়, সে যত লোকশিক্ষা দিতে থাকে, মা আমার পেছন থেকে জ্ঞানের রাশ ঠেলে ঠেলে দেন; সে জ্ঞান আর ফুরায় না। মা'র যদি একবার কটাক্ষ হয়, তা হ'লে কি আর জ্ঞানের অভাব থাকে? চৈতন্যদেব নিজে অবতার। তিনি যা ক'রে গেলেন, তারই কি রয়েছে বল দেখি? আর যে আদেশ পায় নাই, তার লেক্‌চারে কি উপকার হবে?

বিবিধ।

১। তিনি নানাভাবে লীলা কর্‌ছেন। তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। মহাকালী, নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই,—চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, পৃথিবী ছিল না, নিবিড় অন্ধকার, তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী মহাকালের সঙ্গে বিরাজ কর্‌ছিলেন। শ্যামাকালীর অনেকটা কোমল ভাব,—বরাভয়দায়িনী। গৃহস্থের বাড়ীতে তাঁহারি পূজা হয়। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হয়, তখন রক্ষাকালীর পূজা কর্‌তে হয়। শ্মশানকালীর সংহার মূর্ত্তি! শব, শিবা, ডাকিনী, যোগিনী মধ্যে শ্মশানের উপর থাকেন,—রুধিরধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কটিতে নরহস্তের কোমরবন্ধ। আবার যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন; গিন্নির কাছে যেমন একটা ন্যাতাক্যাতার হাঁড়ি থাকে, আর সেই হাঁড়িতে গিন্নি পাঁচ রকম জিনিস তুলে রাখে। তার ভিতর সমুদ্রের ফেনা, নীলবড়ি, ছোট ছোট পুঁটলি বাঁধা শশাবীচি, কুমড়ো বীচি, লাউ বীচি, এই সব রাখে। দরকার হ'লে বার করে। মা ব্রহ্মময়ী সৃষ্টিনাশের পর, ঐ রকম সব বীজ কুড়িয়ে রাখেন।

২। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে নানারকম জীব, জন্তু, গাছপালা আছে। জানোয়ারের মধ্যে ভাল আছে, মন্দ আছে; বাঘের মত হিংস্র জন্তু আছে। গাছের মধ্যে অমৃতের ন্যায় ফল হয় এমন আছে, আবার বিষফল হয় এমন আছে। তেমনি মানুষের মধ্যে ভাল আছে, মন্দও আছে; সাধু আছে, অসাধুও আছে; সংসারী জীব আছে, আবার ভক্ত আছে। জীব চার প্রকার:—বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব, ও নিত্যজীব। নিত্যজীব,—যেমন নারদাদি। এরা সংসারে থাকে, জীবের মঙ্গলের জন্য, জীবদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য। বদ্ধজীব,—বিষয়ে আসক্ত হয়ে থাকে, আর ভগবানকে ভুলে থাকে, ভুলেও ভগবানের চিন্তা করে না। মুমুক্ষুজীব,—যারা মুক্ত হবার ইচ্ছা করে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ মুক্ত হতে পারে, কেউ বা পারে না। মুক্তজীব,—যারা সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে বদ্ধ নয়; যেমন, সাধু মহাত্মারা, যাদের মনে বিষয়-বুদ্ধি নাই, আর যারা সর্ব্বদা হরিপাদপদ্ম চিন্তা করে।

৩। সংসার জালের স্বরূপ, জীব যেন মাছ, ঈশ্বর (যাঁর মায়া,—এই সংসার) তিনি জেলে! জেলের জালে যখন মাছ পড়ে, কতকগুলো মাছ জাল ছিঁড়ে পালাবার,—অর্থাৎ মুক্ত হবার,—চেষ্টা করে। এদের মুমুক্ষুজীব বলা যায়। যারা পালাবার চেষ্টা কর্‌ছে, সকলেই পালাতে পারে না। দু চারটা মাছ ধপাঙ্ শব্দ ক'রে পালায়। তখন লোকেরা বলে,—"ঐ মাছটা বড় পালিয়ে গেল।" এই দু'চারটা লোক,—মুক্তজীব।

কতকগুলি মাছ স্বভাবতঃ এত সাবধান যে, কখনও জালে পড়ে না। নারদাদি নিত্যজীব কখনও সংসার জালে পড়ে না। কিন্তু অধিকাংশ মাছ জালে পড়ে; অথচ এ বোধ নাই যে, জালে পড়েছে, মর্‌তে হবে! জালে পড়েই জালশুদ্ধ চোঁচা দৌড় মারে ও একেবারে পাঁকে গিয়ে শরীর লুকাবার চেষ্টা করে। পালাবার কোন চেষ্টা নাই, বরং আরও পাঁকে গিয়ে পড়ে!—এরাই বদ্ধজীব। জালে এরা রয়েছে, কিন্তু মনে করে,—হেথায় বেশ আছি। বদ্ধজীব সংসারে,—অর্থাৎ কামিনী-কাঞ্চনে,—আসক্ত হয়ে আছে; কলঙ্কসাগরে মগ্ন, কিন্তু মনে করে যে, বেশ আছি! যারা মুমুক্ষু বা মুক্ত, সংসার তাদের পাতকুয়া বোধ হয়, ভাল লাগে না। তাই কেউ কেউ জ্ঞানলাভের পর,—ভগবান্ লাভের পর,—শরীর ত্যাগ করে। কিন্তু সে রকম শরীর ত্যাগ, অনেক দূরের কথা।

৪। মানুষগুলি দেখ্‌তে সব এক রকম; কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতি। কারু ভিতর সত্ত্বগুণ বেশী, কারু ভিতর রজোগুণ বেশী, কারু তমোগুণ। পুলিগুলি দেখ্‌তে সব এক রকম; কিন্তু কারু ভিতর ক্ষীরের পোর, কারু ভিতর নারিকেলের ছাঁই, কারু ভিতর কলায়ের পোর।

৫। পদ্মচক্ষু হলে মনে সদ্ভাব ও সাধুভাব থাকে। পুরুষের চক্ষু বৃষের মত হলে কাম প্রবল হয়। যোগীর চক্ষু উর্দ্ধদৃষ্টি ও লাল হয়। দেবচক্ষু বেশী বড় হয় না, কিন্তু আকর্ণ টানা হয়। কারও সঙ্গে কথা কইতে কইতে আড়্‌চোখে

চাওয়া, তারা সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান্ হয়। এক চক্ষু ট্যারা খারাপ লক্ষণ ; বরং এক চক্ষু কাণা ভাল, তবু ট্যারা ভাল নয়,—ভারি দুষ্ট ও খল হয়। কোটর চোখ, বিড়ালের মত কটা চোখ ও বাছুরে গাল ভাল নয়। ভক্তের শরীর সাধারণতঃ নরম ও হাতপায়ের গাঁটগুলি শিথিল হয় (অর্থাৎ সহজে ঘুরাণ ফিরাণ যায়)। রোগা হলেও শরীরের হাড় ও শিরাগুলি এমন থাকে যে, তাহাতে বেশী কোণ দেখা যায় না। হাত হাল্‌কা হলে সুবুদ্ধি হয়, খল হলে হাত ভারি হয়। ভোগীর নিশ্বাস একভাবে ও যোগীর নিশ্বাস অন্যভাবে পড়ে থাকে। ভোগীর মূত্রের ধারা বাঁদিকে ও ত্যাগীর মূত্র ডানদিকে হেলিয়া পড়ে। যোগীর মল শূকরে ছোঁয় না। নাক টেপা হওয়া ভাল নয়; নাকটেপা হলে, জ্ঞানী হলেও সরল হয় না। উন-পাঁজুরে, হাড়-পেকে, কনুয়ের গাঁট মোটা, হাত ছিনে লক্ষণ ভাল নয়। ঠোঁট ডোমের মত হলে নীচবুদ্ধি হয়। স্ত্রীলোকের পশ্চাদ্ভাগ ডেঁয়ে পিঁপ্‌ড়ের (বড় পিঁপড়ের) পশ্চাদ্ভাগের মত উঁচু হলে, তাদের কাম প্রবৃত্তি বেশী হয়।

৬। ঈশ্বর দুষ্টলোক কর্‌লেন কেন ? তাঁর ইচ্ছা, তাঁর লীলা। তাঁর মায়াতে বিদ্যাও আছে, অবিদ্যাও আছে। অন্ধকারেরও প্রয়োজন আছে ; অন্ধকার থাক্‌লে আলোর আরও মহিমা প্রকাশ হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, খারাপ জিনিস বটে, তবে তিনি দিয়েছেন কেন ? মহৎ লোক তৈয়ের

কর্‌বেন ব'লে। ইন্দ্রিয় জয় কর্‌লে মহৎ হয়। জিতেন্দ্রিয় কি না কর্‌তে পারে? ঈশ্বরলাভ পর্য্যন্ত তাঁর কৃপায় কর্‌তে পারে। আবার অন্যদিকে দেখ, কাম থেকে তাঁর সৃষ্টি লীলা চল্‌ছে। দুষ্টলোকেরও দরকার আছে। একটি তালুকের প্রজারা বড়ই দুর্দ্দান্ত হ'য়েছিল, তখন গোলোক চৌধুরীকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তার নামে প্রজারা কাঁপতে লাগ্‌ল,—এত কঠোর শাসন! সবই দরকার।

৭। কি জান, সুখ দুঃখ দেহ ধারণের ধর্ম্ম। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে আছে যে, কালুবীর জেলে গিয়েছিল; তার বুকে পাষাণ দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু কালুবীর ভগবতীর বরপুত্র। দেহ ধারণ ক'র্‌লেই সুখ দুঃখ ভোগ আছে। শ্রীমন্ত বড় ভক্ত; আর তার মা খুল্লনাকে ভগবতী কত ভালবাস্‌তেন! সেই শ্রীমন্তের কত বিপদ্! মশানে কাট্‌তে নিয়ে গিয়েছিল। একজন কাঠুরে পরম ভক্ত; ভগবতীর দর্শন পেলে, তিনি কত ভালবাস্‌লেন, কত কৃপা কর্‌লেন। কিন্তু তার কাঠুরের কাজ আর ঘুচ্‌লো না! সেই কাঠ কেটে আবার খেতে হ'লো। কারাগারে চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদাধারী ভগবান্,—দেবকীর দর্শন হ'লো, কিন্তু কারাগার ঘুচ্‌লো না।

৮। পাপ পুণ্য আছে, আবার নাই। তিনি যদি অহং তত্ত্ব রেখে দেন, তা হ'লে ভেদ-বুদ্ধিও রেখে দেন, পাপ-পুণ্য-জ্ঞানও রেখে দেন। তিনি দু একজনেতে অহঙ্কার একেবারে পুঁছে ফেলেন,—তারা পাপ-পুণ্য ভাল মন্দের পার হয়ে যায়।

ঈশ্বরদর্শন যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ ভেদ-বুদ্ধি, ভাল-মন্দ-জ্ঞান থাক্‌বেই থাক্‌বে। তুমি মুখে ব'ল্‌তে পার,—"আমার পাপ-পুণ্য সমান হয়ে গেছে; তিনি যেমন করাচ্ছেন, তেমনি কর্‌ছি।" কিন্তু অন্তরে জান যে, ও সব কথামাত্র, মন্দ কাজটি কর্‌লেই মন ধুগ্‌ ধুগ্‌ কর্‌বে।

৯। যতক্ষণ ঈশ্বরকে লাভ না হয়, ততক্ষণ মনে হয় আমরা স্বাধীন। Englishmanরা (ইংরাজী জানা লোকেরা) যাকে 'স্বাধীন ইচ্ছা' (Free Will) বলে, সেই স্বাধীন-ইচ্ছা-বোধ তিনিই দিয়ে রাখেন। যারা তাঁকে লাভ করে নাই, তাদের ভিতর ঐ স্বাধীন-ইচ্ছা-বোধ না দিলে পাপের বৃদ্ধি হ'তো। নিজের দোষে পাপ কর্‌ছি,—এ বোধ যদি তিনি না দিতেন, তা হলে পাপের আরও বৃদ্ধি হ'তো। পাপকে ভয় হ'তো না। পাপের শাস্তি হ'তো না। যারা তাঁকে লাভ করেছে, তারা জানে, 'দেখ্‌তেই 'স্বাধীন ইচ্ছা',—বস্তুতঃ তিনিই যন্ত্রী, আমি যন্ত্র; তিনি ইঞ্জিনিয়াব, আমি গাড়ী।'

১০। অহঙ্কার করা বৃথা; ধন, মান, জীবন, যৌবন কিছুই চিরদিন থাক্‌বে না। একটা মাতাল দুর্গা প্রতিমার রূপ ও সাজ্‌ গোজ্‌ দেখে ব'লেছিল, "মা, যতই কেন সাজো-গোজো না, তিনদিন পরে তোকে টেনে গঙ্গার জলে ফেলে দেবে।" তাই বলি জজই হও, আর যেই হও,—সব দুদিনের জন্য। এ সব অহঙ্কার করা, দু'দিনের অহঙ্কার।

১১। যে সর্ব্বদা 'পাপ' 'পাপ' করে, সে শালাই পাপী হ'য়ে যায়।

১২। আত্মহত্যা করা মহাপাপ; ফিরে ফিরে সংসারে আস্‌তে হবে, আর এই সংসার-যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হবে। তবে যদি ঈশ্বরের দর্শন হ'য়ে কেউ শরীর ত্যাগ করে, তাকে আত্মহত্যা বলে না। সে শরীর ত্যাগে দোষ নাই। জ্ঞান-লাভের পর কেউ কেউ শরীর ত্যাগ করে। কবিরাজেরা বোতলের ভিতর মকরধ্বজ তৈয়ার করে। চারিদিকে মাটি দিয়ে আগুনে ফেলে রাখে। বোতলের ভিতর যে সোণা আছে, সেই সোণা আগুনের তাতে আরো অন্য জিনিসের সঙ্গে মিশে মকরধ্বজ হয়। তখন কবিরাজ বোতলটি আস্তে আস্তে ভেঙ্গে, ভিতরের মকরধ্বজ রেখে দেয়। তখন বোতল থাক্‌লেই বা কি, আর গেলেই বা কি? ভগবান্ লাভের পর শরীর থাক্‌লেই বা কি, আর গেলেই বা কি?

১৩। যতক্ষণ মানুষ অজ্ঞান থাকে,—অর্থাৎ যতক্ষণ ঈশ্বর লাভ হয় নাই,—ততক্ষণ জন্মগ্রহণ কর্‌তে হবে। কিন্তু জ্ঞানলাভ হলে আর এ সংসারে আস্‌তে হয় না; পৃথিবীতে বা অন্য কোন লোকে যেতে হয় না। কুমোরেরা হাঁড়ি রোদে শুকুতে দেয়; দেখ নাই, তার ভিতর পাকা হাঁড়িও আছে, আবার কাঁচা হাঁড়িও আছে। গরু টরু চলে গেলে, হাঁড়ি কতক কতক ভেঙ্গে যায়। পাকা হাঁড়ি ভেঙ্গে গেলে কুমোর সেগুলিকে ফেলে দেয়, তার দ্বারা আর কোন কাজ হয় না।

কাঁচা হাঁড়ি ভাঙ্গ্‌লে কুমোর তাদের আবার নেয়; নিয়ে চাকেতে তাল পাকিয়ে দেয়, নূতন হাঁড়ি তৈয়ের হয়: তাই যতক্ষণ ঈশ্বর-দর্শন হয় নাই, ততক্ষণ কুমোরের হাতে যেতে হবে, অর্থাৎ এই সংসারে ফিরে ফিরে আস্‌তে হবে। সিদ্ধ ধান পুঁতলে কি হবে? আর গাছ হয় না। মানুষ জ্ঞানাগ্নিতে সিদ্ধ হলে, তাব দ্বারা আর নূতন সৃষ্টি হয় না, সে মুক্ত হয়ে যায়।

১৪। এক শিব-মন্দিরের পাশে একজন সন্ন্যাসী থাক্‌ত। মন্দিরের সাম্‌নেই একটি বেশ্যালয় ছিল। সেখানে দিন রাত লোক আসে দেখে, সন্ন্যাসীর মনে দুঃখ হ'ল, এবং সে একদিন বেশ্যাকে ডেকে তিরস্কার করে ব'ল্‌ল, "দ্যাখ্‌, তুই ভারি পাপী, দিন রাত পাপ কর্‌ছিস্‌, তোর কি দশা হবে?" এই কথা শুনে, বেশ্যার অনুতাপ হ'ল, এবং মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিয়ে ঈশ্বরের নিকট বহু প্রার্থনা কর্‌ল। সেই দিন থেকে, যখনই সে পেটের দায়ে পাপ কাজ কর্‌ত, তখনই কাতর-প্রাণে ভগবানের নিকট ক্ষমা চাইত। এ দিকে সন্ন্যাসী মনে কর্‌ল যে, মাগীর বাড়ীতে কত লোক আসে তা গুণে দেখ্‌বে; এবং সেই দিন হতে, তার বাড়ীতে যতবার লোক আসে, সে ততবার এক একটি ক'রে ঢিল ধরে। ক্রমে এক একটা ক'রে অনেক ঢিল জমে গেল। পরে আর একদিন সেই মাগীকে দেখ্‌তে পেয়ে, সন্ন্যাসী ঢিলের কাঁড়িটার দিকে চেয়ে ব'ল্লে, "দ্যাখ্‌ দেখি, এই ক'দিনে তুই কত রাশি রাশি পাপ

ক'রেছিস্, তা এখনও বলি সাবধান!" মাগী ঢিলের রাশি দেখে ভারি ভয় পেয়ে, ভগবানের কাছে কাতরপ্রাণে প্রার্থনা করল, "হে ভগবান্, আমায় মুক্ত কর।" পরে ঐ বেশ্যা ও সন্ন্যাসীর একই দিনে মৃত্যু হ'ল। যমদূত এসে সন্ন্যাসীকে, আর বিষ্ণুদূত এসে বেশ্যাকে ল'য়ে যাচ্ছে। এই দেখে সন্ন্যাসী ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে বল্লে, "ওগো, তোমাদের ভুল হয়েছে; বিষ্ণুদূত আমার জন্যে এসেছে, আর যমদূত নিশ্চয়ই ঐ মাগীকে নিয়ে যেতে এসেছে।" যমদূত ব'ল্ল, "না,—আমাদের ভুল হয় নাই, ঠিকই হয়েছে।" সন্ন্যাসী তখন রেগে বল্লে, "কি? আজীবন আমি ভগবানের নাম কর্লাম, আর ও মাগী বেশ্যাবৃত্তি করল। এখন আমায় তোমরা, আর ওকে বিষ্ণুদূতে নিয়ে যাবে,—এ কেমন কথা?" যমদূত ব'ল্ল, "ও বেশ্যাবৃত্তি করে নাই, বেশ্যাবৃত্তি করেছ তুমি; আর তুমি ভগবানের নাম কর নাই, নাম করেছে ঐ বেশ্যা। ভাল ক'রে তা বুঝে দেখ। যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ,—তা কি জান না?"

১৫। ভগবান্ মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় প'ড়ে আছে, তা দেখেন না। 'ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন।' দুই বন্ধু বেড়াতে বেড়াতে দেখ্তে পেলে, এক জায়গায় ভাগবত পাঠ হচ্ছে। একজন বল্লে, "চল ভাই, খানিকক্ষণ ঐ খানে ব'সে ভাগবত শুনিগে।" অপর জন বল্লে, "না ভাই, ভাগবত শুনে কি হবে? চল ততক্ষণ বেশ্যাবাড়ী গিয়ে আমোদ

করিগে।” প্রথম জন তাতে রাজী হল না। সে সেখানে গিয়ে ভাগবত শুন্‌তে লাগ্‌ল। অপর জন বেশ্যালয়ে গেল। কিন্তু বেশ্যালয়ে তার আমোদ করা হল না। সে কেবলই ভাব্‌তে লাগ্‌ল যে, ‘হায়! হায়! আমি কেন এখানে এলাম! না জানি আমার বন্ধু এতক্ষণ সেখানে ব’সে কত হরিগুণ-গান শুন্‌ছে।’ অপর জন ভাগবত শুন্‌তে বস্‌ল। কিন্তু তার ভাল লাগ্‌ল না। সে সেখানে ব’সে কেবলই ভাব্‌তে লাগ্‌ল যে, ‘হায়! হায়! আমি কেন আমার বন্ধুর সঙ্গে গেলাম না! না জানি, সে বেশ্যাবাড়ী এতক্ষণ কত আমোদ কর্‌ছে।’ ফলে যে ব্যক্তি ভাগবত শুন্‌ছিল, তার বেশ্যালয়ে যাওয়ার ফল হল; আর যে ব্যক্তি বেশ্যালয়ে গিয়েছিল, তার ভাগবত শুনার ফল হল।

১৬। কর্ত্তাভজারা (অর্থাৎ, যারা কর্ত্তাকে,—গুরুকে,—ঈশ্বরবোধে ভজনা করে, পূজা করে) মন্ত্র দিবার সময় বলে ‘এখন মন তোর’; অর্থাৎ এখন সব তোর মনের উপর নির্ভর কর্‌ছে। তারা বলে, ‘যার ঠিক মন, তার ঠিক করণ, তার ঠিক লাভ।’ কর্ত্তাভজাদের মত ভাল বটে, তবে ওরা খারাপ ক’রে ফেল্‌ছে। ওদের মত হচ্ছে, ‘মেয়ে হিজ্‌ড়ে, পুরুষ খোজা, তবে হবি কর্ত্তাভজা।’ দু জনেই কামজিৎ হওয়া চাই, তবে ঠিক ঠিক কর্ত্তাভজা।

১৭। জ্ঞান হলেই মুক্তি। যেখানেই থাকো,—ভাগাড়েই মৃত্যু হোক্, আর গঙ্গাতীরেই মৃত্যু হোক্,—জ্ঞানীর মুক্তি

হবে। তবে অজ্ঞানের পক্ষে গঙ্গাতীর। পুরাণ মতে, চণ্ডালেরও যদি ভক্তি হয়, তার মুক্তি হবে। এ মতে নাম করলেই হয়; যাগ, যজ্ঞ, তন্ত্র, মন্ত্র,—এ সব দরকার নাই। বেদমত আলাদা। ব্রাহ্মণ না হলে মুক্তি হয় না। আবার ঠিক মন্ত্র উচ্চারণ না হলে পূজা গ্রহণ হয় না। যাগ, যজ্ঞ, মন্ত্র, তন্ত্র,—সব বিধি অনুসারে কর্‌তে হবে।

১৮। পূজার চেয়ে জপ বড়। জপের চেয়ে ধ্যান বড়। ধ্যানের চেয়ে ভাব বড়। ভাবের চেয়ে মহাভাব প্রেম বড়। চৈতন্যদেবের প্রেম হ'য়েছিল। প্রেম হ'লে ঈশ্বরকে বাঁধ্‌বার দড়ি পাওয়া গেল।

১৯। তাঁকে লাভ কর্‌তে হ'লে, সংস্কার দরকার। একটু কিছু ক'রে থাকা চাই। তপস্যা। তা এ জন্মেই হোক্, আর পূর্ব্ব জন্মেই হোক্। দ্রৌপদীর যখন বস্ত্র হরণ কর্‌ছিল, তার ব্যাকুল হ'য়ে ক্রন্দন শুনে ঠাকুর দেখা দিলেন, আর বল্‌লেন, —"তুমি যদি কারুকে কখনও বস্ত্র দান করে থাক, ত মনে করে দেখ,—তবে লজ্জা নিবারণ হবে।" দ্রৌপদী বল্লেন, "হাঁ মনে পড়েছে। একজন ঋষি স্নান কর্‌ছিলেন,—তাঁর কপ্‌নী ভেসে গিয়েছিল। আমি নিজের কাপড়ের আধখান ছিঁড়ে তাঁকে দিয়েছিলাম।" ঠাকুর বল্লেন, "তবে আর তোমার ভয় নাই।"

২০। পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার মান্‌তে হয়। একজন শব সাধন কর্‌ছিল; গভীর বনে ভগবতীর আরাধনা কর্‌ছিল।

কিন্তু সে অনেক বিভীষিকা দেখ্‌তে লাগ্‌ল। শেষে তাকে বাঘে নিয়ে গেল। আর একজন বাঘের ভয়ে নিকটে একটা গাছের উপর উঠেছিল। সে শব আর অন্যান্য পূজার উপকরণ তৈয়ার দেখে, নেমে এসে আচমন করে শবের উপর বসে গেল। একটু জপ কর্‌তে কর্‌তে মা সাক্ষাৎকার হ'লেন ও বল্লেন,—"আমি তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছি, তুমি বর নাও।" সে মার পাদপদ্মে প্রণত হয়ে বল্‌লে, "মা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার কাণ্ড দেখে অবাক্ হয়েছি। সে ব্যক্তি এত খেটে, এত আয়োজন ক'রে, এতদিন ধ'রে তোমার সাধন কর্‌ছিল,—তাকে তোমার দয়া হ'লো না। আর আমি কিছু জানি না, শুনি না,—ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন,—আমার উপর এত কৃপা হ'লো!" ভগবতী হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, "বাছা, তোমার জন্মান্তরের কথা স্মরণ নাই। তুমি জন্ম জন্ম আমার তপস্যা ক'রেছিলে, সেই সাধন-বলে তোমার এরূপ জোট্‌পাট্ হয়েছে,—তাই আমার দর্শন পেলে। এখন বল, কি বর চাও?"

২১। পুরাণ সংস্কার কি এম্‌নি যায়? একজন হিন্দু বড় ভক্ত ছিল,—সর্ব্বদা জগদম্বার পূজা আর নাম ক'র্‌ত মুসলমানদের যখন রাজ্য হ'ল, তখন সেই ভক্তকে ধ'রে মুসলমান ক'রে দিল। আর বল্লে, "তুই এখন মুসলমান হয়েছিস্, বল্ আল্লা! কেবল আল্লা নাম জপ কর্।" সে অনেক কষ্টে 'আল্লা' 'আল্লা' বল্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু এক একবার

বলে ফেল্‌তে লাগ্‌ল 'জগদম্বা!' তখন মুসলমানেরা তাকে মার্‌তে যায়,—সে বল্লে, "দোহাই সেখ্‌জী, আমায় মার্‌বেন না। আমি তোমাদের 'আল্লা' নাম কর্‌তে খুব চেষ্টা কর্‌ছি, কিন্তু আমাদের 'জগদম্বা' আমার কণ্ঠা পর্য্যন্ত রয়েছেন,—তোমাদের 'আল্লা'কে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছেন।"

২২। ভক্তি দ্বারাই সব পাওয়া যায়। তাঁকে ভালবাস্‌তে পার্‌লে আর কিছুরই অভাব থাকে না। ভগবতীর কাছে কার্ত্তিক আর গণেশ বসে ছিলেন। তাঁর গলায় মণিময় রত্নমালা। মা বল্লেন, "যে ব্রহ্মাণ্ড আগে প্রদক্ষিণ ক'রে আস্‌তে পার্‌বে, তাকে এই মালা দিব।" কার্ত্তিক তৎক্ষণাৎ ক্ষণবিলম্ব না ক'রে, ময়ূরে চড়ে বেরিয়ে গেলেন। গণেশ, আস্তে আস্তে মাকে প্রদক্ষিণ ক'রে প্রণাম কর্‌লেন। গণেশ জানেন, মার ভিতরেই ব্রহ্মাণ্ড! মা প্রসন্না হ'য়ে গণেশের গলায় হার পরিয়ে দিলেন। অনেকক্ষণ পরে কার্ত্তিক এসে দেখেন যে, দাদা হার প'রে বসে আছেন।

২৩। একজন সস্ত্রীক বিবাগী হ'য়ে নানা তীর্থ ক'রে বেড়ায়। পথে যেতে যেতে স্বামী এক জায়গায় কয়েকটা হীরা পড়ে আছে দ্যাখে। হীরা দেখে তার মনে হ'ল,—'এ গুলিকে মাটি চাপা দিয়ে রাখি; কি জানি, আমার স্ত্রী যদি দেখ্‌তে পায়, তার লোভ জন্মাতে পারে।' সে তাই মনে ক'রে, ঐ গুলার উপর মাটি চাপা দিচ্ছে,—এমন সময় তার স্ত্রী তা দেখ্‌তে পেয়ে কাছে এসে বল্‌লে, "হ্যাঁ গা,—তুমি কি কচ্ছিলে?"

স্বামী থতমত খেয়ে গেল। স্ত্রী যাই পা দিয়ে ধূলো সরিয়েছে, অম্‌নি হীরাগুলি দেখ্‌তে পেলে ও বল্লে, "এখনো হীরা মাটি তফাৎ বোধ রয়েছে,—তবে তুমি বনে এলে কেন ?"

২৪। ঈশ্বরের কথা যদি কেউ বলে, লোকে বিশ্বাস করে না। যদি কোন মহাপুরুষ বলেন, "আমি ঈশ্বরকে দেখেছি," —তবুও সাধারণ লোকে সেই মহাপুরুষের কথা লয় না। লোকে মনে করে,—'ও যদি ঈশ্বর দেখেছে, আমাদের দেখিয়ে দিগ্‌।' একজন তার বন্ধুকে এসে বল্লে, "ওহে! কাল ওপাড়া দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় দেখ্‌লাম, সে বাড়ীটা হুড়্‌মুড়্‌ ক'রে পড়ে গেল।" বন্ধু বল্লে, "দাঁড়াও হে, একবার খবরের কাগজখানা দেখি।" এখন বাড়ী হুড়্‌মুড়্‌ ক'রে পড়ার কথা খবরের কাগজে কিছুই নাই। তখন সে ব্যক্তি বল্লে, "কই খবরের কাগজে ত কিছুই নাই ;—ও সব কাজের কথা নয়।" সে লোকটা বল্লে, "আমি যে দেখে এলাম!" ও বল্লে, "তা হোক্, যে কালে খবরের কাগজে নাই, সে কালে ও কথা বিশ্বাস কল্লুম না।" ঈশ্বর মানুষ হয়ে লীলা করেন, এ কথা কেমন ক'রে বিশ্বাস কর্‌বে? এ কথা যে ওঁদের ইংরাজি লেখাপড়ার ভিতর নাই! পূর্ণ অবতার বোঝান বড় শক্ত ; কি বল? চৌদ্দ পোয়ার ভিতর অনন্ত আসা!

২৫। বিশ্বাসের কত জোর তা জান? বিভীষণ একটি পাতায় রাম নাম লিখে, ঐ পাতাটি একটি লোকের কাপড়ের খুঁটে বেঁধে দিয়েছিল। সে লোকটি সমুদ্রের পারে যাবে।

বিভীষণ তাকে বল্‌লে,—"তোমার ভয় নাই, তুমি বিশ্বাস ক'রে জলের উপর দিয়ে চলে যাও; কিন্তু দেখো, যাই অবিশ্বাস কর্‌বে, অম্‌নি জলে ডুবে যাবে।" লোকটি বেশ সমুদ্রের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল। এমন সময়ে তার ভারি ইচ্ছা হ'ল যে, কাপড়ের খুঁটে কি বাঁধা আছে একবার ছ্যাখে। খুলে ছ্যাখে যে, কেবল 'রাম নাম' লেখা রয়েছে। তখন সে ভাব্‌লে, 'একি! শুধু রাম নাম একটি লেখা রয়েছে!' যাই অবিশ্বাস, অম্‌নি ডুবে গেল।

২৬। চক্‌মকি পাথর শত বছর জলের ভিতর প'ড়ে থাক্‌লেও, তার আগুন নষ্ট হয় না,—তুলে লোহায় ঘা মার্‌বা মাত্র আগুন বেরোয়। ঠিক বিশ্বাসী ভক্ত, হাজার হাজার অপবিত্র সংসারীর ভিতর প'ড়ে থাক্‌লেও, তার বিশ্বাস ভক্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না। ভগবৎ কথা হ'লেই সে উন্মত্ত হয়। পাথর হাজার বছর জলের মধ্যে প'ড়ে থাক্‌লেও, তার ভিতর জল ঢোকে না,—কিন্তু মাটিতে জল লাগ্‌লে তখুনি গ'লে যায়। বিশ্বাসী হৃদয় হাজার হাজার পরীক্ষার মধ্যে প'ড়্‌লেও হতাশ হয় না; কিন্তু অবিশ্বাসী মানুষ সামান্য কারণেই টলে যায়।

২৭। যখন কোন দেব দেবীর গান গাইবি, আগে চোখের সাম্‌নে তাঁকে দাঁড়্ করাবি,—তাঁকে শুনাচ্ছিস্ মনে ক'রে তন্ময় হ'য়ে গাইবি। লোককে শুনাচ্ছিস্ কখনও ভাব্‌বি না,—তা হ'লে লজ্জা আস্‌বে না।

২৮। গোপীদের বস্ত্রহরণের মানে কি?—অষ্টপাশ।

গোপীদের সব পাশই গিয়েছিল, কেবল লজ্জা বাকি ছিল। তাই তিনি ও পাশটাও ঘুচিয়ে দিলেন। ঈশ্বর লাভ হলে সব পাশ চলে যায়।

২৯। মেয়েরা রাত্রে স্বামীর সঙ্গে কি কথা হয়েছে, কারু কাছে বলে না,—বল্‌তে ইচ্ছাও হয় না। কোন রকমে প্রকাশ হ'লে লজ্জা পায়; কিন্তু আপনার এক-বয়সীদের কাছে সব কথাই বলে,—বল্‌বার জন্য ব্যাকুল হয় ও ব'লে আনন্দ পায়। ঈশ্বর-ভক্তও যে ভাবে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে, ও তাতে প্রাণে যে ভাব হয়, যার তার কাছে বল্‌তে ইচ্ছা করে না,—ব'লেও সুখ পায় না, আর বল্‌তে গেলে প্রাণে সে ভাব থাকে না। কিন্তু সে আর একজন ভক্তের কাছে প্রাণ খুলে সব কথা বলে,—ব'লেও সুখ পায়, আর বল্‌বার জন্য ব্যাকুল হয়।

৩০। যার ঈশ্বর লাভ হয়েছে, সে মন প্রাণ, দেহ আত্মা সমস্ত তাঁকে সমর্পণ করে। পম্পা-সরোবরে স্নানের সময়, রাম লক্ষ্মণ সরোবরের নিকট মাটিতে ধনুক গুঁজে রাখ্‌লেন। স্নানের পর উঠে লক্ষ্মণ তুলে দেখেন যে, ধনুক রক্তাক্ত হয়ে রয়েছে। রাম দেখে বল্‌লেন, "ভাই দেখ দেখ, বোধ হয় কোন জীব হিংসা হলো।" লক্ষ্মণ মাটি খুঁড়ে দেখেন, একটা বড় কোলা ব্যাঙ্‌,—মুমূর্ষু অবস্থা। রাম করুণ স্বরে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "কেন তুমি শব্দ কর নাই? আমরা তোমাকে বাঁচাবার চেষ্টা কর্‌তাম! যখন সাপে ধরে, তখন তো খুব

চীৎকার করো।” ব্যাঙ্ বল্‌লে, “রাম! যখন সাপে ধরে, তখন আমি এই ব’লে চীৎকার করি,—‘রাম রক্ষা করো, রাম রক্ষা করো।’ এখন দেখ্‌ছি, রামই আমায় মার্‌ছেন। তাই চুপ করে আছি।”

৬১। যাদের চৈতন্য হয়েছে, তারা পাপপুণ্যের পার। তারা দেখে,—ঈশ্বরই সব কর্‌ছেন। এক জায়গায় একটি মঠ ছিল। মঠের সাধুরা রোজ মাধুকরী (ভিক্ষা) করতে যায়। একদিন একটি সাধু ভিক্ষা কর্‌তে কর্‌তে দেখে যে, একটি জমিদার একটি লোককে ভারি মার্‌ছে। সাধুটি বড় দয়ালু; সে মাঝে পড়ে জমিদারকে মার্‌তে বারণ কর্‌লে। জমিদার তখন ভারি রেগে রয়েছে, সে সমস্ত কোপটা সাধুটির গায়ে ঝাড়্‌লে। এমন প্রহার কর্‌লে যে, সাধুটি অচৈতন্য হয়ে পড়ে রৈল। কেউ গিয়ে মঠে খপর দিলে, ‘তোমাদের একজন সাধুকে এক জমিদার ভারি মেরেছে।’ মঠের সাধুরা দৌড়ে এসে ছাখে, সাধুটি অচৈতন্য হয়ে পড়ে রয়েছে! তখন তারা পাঁচ জনে ধরাধরি করে, তাকে মঠের ভিতর নিয়ে গিয়ে একটি ঘরে শোয়ালে। সাধু অজ্ঞান, চারিদিকে মঠের লোকে ঘিরে বিমর্ষ হয়ে বসে আছে, কেউ কেউ বাতাস কচ্ছে। একজন বল্লে, “মুখে একটু দুধ দিয়ে দেখা যাক্।” মুখে দুধ দিতে দিতে সাধুর চৈতন্য হ’ল। চোখ্ মিলে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। একজন বল্লে, “ওহে দেখি, জ্ঞান হয়েছে কি না? লোক চিন্‌তে পার্‌ছে কি না?” তখন সে সাধুকে খুব চেঁচিয়ে

জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "মহারাজ! তোমাকে কে দুধ খাওয়াচ্ছে?" সাধু আস্তে আস্তে বল্‌ছে, "ভাই, যিনি আমাকে মেরেছিলেন, তিনিই দুধ খাওয়াচ্ছেন।" ঈশ্বরকে জান্‌তে না পারিলে এরূপ অবস্থা হয় না।

৩২। তমোগুণকে পরের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করা যায়। বৈদ্য তিন প্রকার:—উত্তম বৈদ্য, মধ্যম বৈদ্য, অধম বৈদ্য। যে বৈদ্য এসে নাড়ী টিপে 'ঔষধ খেও হে', এই কথা ব'লে চলে যায়, সে অধম বৈদ্য,—রোগী খেলে কি না, এ খবর সে লয় না। যে বৈদ্য রোগীকে ঔষধ খেতে অনেক ক'রে বুঝায়,—যে মিষ্ট কথাতে বলে, 'ওহে ঔষধ না খেলে কেমন করে ভাল হবে! লক্ষ্মীটি খাও। আমি নিজে ঔষধ মেড়ে দিচ্ছি, খাও',—সে মধ্যম বৈদ্য। আর যে বৈদ্য, রোগী কোন মতে খেলে না দেখে, বুকে হাঁটু দিয়ে, জোর ক'রে ঔষধ খাইয়ে দেয়,—সে উত্তম বৈদ্য। এই বৈদ্যের তমোগুণ,—এ গুণে রোগীর মঙ্গল হয়, অপকার হয় না।

৩৩। দয়া আর মায়া,—এ দুটি আলাদা জিনিস। মায়া মানে,—আত্মীয়ে মমতা; যেমন বাপ মা, ভাই ভগ্নী, স্ত্রী পুত্র,—এদের উপর ভালবাসা। দয়া,—সর্ব্বভূতে ভালবাসা; সমদৃষ্টি। কারু ভিতর যদি দয়া দেখ,—যেমন বিদ্যাসাগরের,—সে জান্‌বে ঈশ্বরের দয়া। দয়া থেকে সর্ব্বভূতের সেবা হয়। মায়াও ঈশ্বরের। মায়া দ্বারা তিনি আত্মীয়দের সেবা করিয়ে লন। তবে একটি কথা আছে;—মায়াতে অজ্ঞান

ক'রে রাখে, আর বদ্ধ করে। কিন্তু দয়াতে চিত্তশুদ্ধি হয়,—ক্রমে বন্ধন মুক্তি হয়।

৩৪। তুমি বল্‌ছ বটে, তাঁর নাম রাখ্‌বার জন্য সব কর্‌ছ : কিন্তু কিছুদিন পরে এ ভাবও থাক্‌বে না। একজন লোকের একটা পাহাড়ের উপর একখানা ঘর ছিল। কুঁড়ে ঘর,—অনেক মেহনত্‌ ক'রে ঘরখানি করেছিল। কিছুদিন পরে একদিন ভারি ঝড় এলো। কুঁড়ে ঘর টল্‌মল্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল। তখন সে ঘর রক্ষার জন্য ভারি চিন্তিত হ'ল। বল্লে, "হে পবনদেব, দেখো যেন ঘরটি ভেঙ্গো না বাবা।" পবনদেব কিন্তু শুন্‌ছেন না। ঘর মড়্‌মড়্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল। তখন লোকটা একটা ফিকির ঠাওরালে ;—তার মনে পড়্‌ল যে, হনুমান পবনের ছেলে। যাই মনে পড়া, অম্‌নি ব্যস্ত হ'য়ে বলে উঠ্‌লো, "বাবা, ঘর ভেঙ্গো না,—হনুমানের ঘর ; দোহাই তোমার !" কিন্তু ঘর তবুও মড়্‌মড়্‌ করে। কে বা তার কথা শুনে ! অনেকবার 'হনুমানের ঘর' 'হনুমানের ঘর' করার পর দেখ্‌লে যে, কিছু হ'ল না। তখন বল্‌তে লাগ্‌ল, "বাবা, লক্ষ্মণের ঘর, লক্ষ্মণের ঘর।" তাতেও হ'ল না। তখন বল্‌লে, "বাবা, রামের ঘর, রামের ঘর। দেখো বাবা ভেঙ্গো না,—দোহাই তোমার !" তাতেও কিছু হ'ল না ;—ঘর মড়্‌মড়্‌ ক'রে ভাঙ্গ্‌তে আরম্ভ হ'ল। তখন প্রাণ বাঁচাতে হবে,—লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে আস্‌বার সময় বল্‌তে লাগ্‌ল, "যাঃ শালার ঘর !"

৩৫। কলিতে বলে, এক দিন এক রাত কাঁদ্‌লে ঈশ্বর-দর্শন হয়। দেখ, ঈশ্বরকে দেখা যায়। অবাঙ্মনসোগোচর,—বেদে বলেছে ; এর মানে বিষয়াসক্ত মনের অগোচর। বৈষ্ণব-চরণ বল্‌তো,—তিনি শুদ্ধ-মন, শুদ্ধ-বুদ্ধির গোচর। তাই সাধুসঙ্গ, প্রার্থনা, গুরুর উপদেশ, এই সব প্রয়োজন। তবে চিত্তশুদ্ধি হয়। তবে তাঁর দর্শন হয়। ঘোলা জলে নির্ম্মলী ফেল্‌লে পরিষ্কার হয়। তখন মুখ দেখা যায়। ময়লা আর্শিতেও মুখ দেখা যায় না। চিত্তশুদ্ধির পর ভক্তি লাভ কর্‌লে, তবে তাঁর কৃপায় তাঁকে দর্শন হয়। দর্শনের কথা কাহাকেও ব'ল্‌তে নাই,—তা হলে আর দর্শন হয় না।

৩৬। সময় না হলে কিছু হয় না। কারু কারু ভোগ, কর্ম্ম অনেক বাকি থাকে। তাই জন্য দেরীতে হয়। ফোড়া কাঁচা অবস্থায় অস্ত্র কর্‌লে হিতে বিপরীত হয় ; পেকে মুখ হলে ডাক্তার অস্ত্র করে। ছেলে ব'লেছিল, "মা এখন আমি ঘুমুই, আমার বাহ্যে পেলে তখন তুমি তুলো।" মা বল্লে, "বাবা, বাহ্যেতেই তোমায় তুল্‌বে, আমায় তুল্‌তে হবে না।"

৩৭। যাকে যা দেবার তাঁর সব ঠিক করা আছে। সরার মাপে শাশুড়ী বৌদের ভাত দিত। তাতে কিছু ভাত কম হ'তো। একদিন সরাখানি ভেঙ্গে যাওয়াতে বৌরা আহ্লাদ কচ্ছিল। তখন শাশুড়ী বল্লে, "নাচ কোঁদ বৌমা, আমার হাতের আট্‌কেল (আন্দাজ) আছে।"

৩৮। এ দেহ যখন অসার ও অনিত্য,—তখন সাধু

ভক্তেরা এ দেহের প্রতি এত যত্ন করেন কেন, জান? খালি সিন্দুকের কেউ যত্ন করে না; যে সিন্দুকে মোহর, টাকা, কি দামী জিনিস থাকে,—সকলে তাকে যত্ন ক'রে রক্ষা করে। যে হৃদয়ে তিনি বিরাজ কর্‌ছেন,—যেখানে তাঁর নিত্য লীলা প্রকাশ হ'চ্ছে,—সাধু ভক্তগণ সেই দেহকে যত্ন না ক'রে থাক্‌তে পারেন না।

৩৯। বাঁচবার ইচ্ছা কেন? রাবণ বধের পর রাম লক্ষ্মণ লঙ্কায় প্রবেশ কর্‌লেন; রাবণের বাড়ীতে গিয়ে দেখেন, —রাবণের মা নিকষা পালিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্মণ আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌লেন, "রাম! নিকষার স্ববংশ নাশ হ'লো, তবু প্রাণের উপর এত টান!" নিকষাকে কাছে ডাকিয়ে রাম বল্লেন, "তোমার ভয় নাই; তুমি কেন পালাচ্ছিলে?" নিকষা বল্লে, "রাম! আমি সে জন্য পালাই নাই। বেঁচে ছিলাম বলে তোমার এত লীলা দেখ্‌তে পেলাম; যদি আরও বাঁচি তো আরও কত লীলা দেখ্‌তে পাব! তাই বাঁচবার সাধ!"

৪০। বৈষ্ণবরা বলে যে, ঈশ্বরের পথে যারা যাচ্ছে, আর যারা তাঁকে লাভ ক'রেছে, তাদের থাক্ থাক্ আছে;— প্রবর্ত্তক, সাধক, সিদ্ধ, আর সিদ্ধের সিদ্ধ। যে সবে পথে উঠ্‌ছে, তাকে প্রবর্ত্তক বলে। যে সাধন ভজন কর্‌ছে,— পূজা, জপ, ধ্যান, নাম-গুণ-কীর্ত্তন কর্‌ছে,—সে ব্যক্তি সাধক। যে ব্যক্তি ঈশ্বর আছেন বোধে বোধ কর্‌ছে, তাকেই সিদ্ধ বলে। যেমন বেদান্তের উপমা আছে;—অন্ধকার ঘর, বাবু

শুয়ে আছে; একজন বাবুকে হাত্ড়ে হাত্ড়ে খুঁজ্ছে। একটা কৌচে হাত দিয়ে বল্ছে,—'এ নয়'; জানালায় হাত দিয়ে বল্ছে,—'এ নয়'; দরজায় হাত দিয়ে বল্ছে,—'এ নয়'। 'নেতি, নেতি, নেতি।' শেষে বাবুর গায়ে হাত প'ড়েছে, তখন বল্ছে, 'ইহ',—'এই বাবু'; অর্থাৎ, 'অস্তি' বোধ হ'য়েছে। বাবুকে লাভ হ'য়েছে; কিন্তু বিশেষরূপে জানা হয় নাই। আর এক থাক্ আছে, তাকে বলে সিদ্ধের সিদ্ধ। বাবুর সঙ্গে যদি বিশেষ আলাপ হয়,—যদি ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেম-ভক্তির দ্বারা বিশেষ আলাপ হয়,—তাহ'লে আর এক রকম অবস্থা। যে সিদ্ধ, সে ঈশ্বরকে পেয়েছে বটে, যিনি সিদ্ধের সিদ্ধ, তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে বিশেষরূপে আলাপ ক'রেছেন।

৪১। সকলেরই যে সাধন কর্তে হয়, তাও নয়। নিত্য-সিদ্ধ আর সাধন-সিদ্ধ। কেউ অনেক সাধন ক'রে ঈশ্বরকে পায়; কেউ জন্ম অবধি সিদ্ধ,—যেমন প্রহ্লাদ। হোমাপাখী আকাশে থাকে। ডিম পাড়্লে ডিম পড়্তে থাকে। পড়্তে পড়্তে ডিম ফুটে যায়। ছানাটা বেরিয়ে আবার পড়্তে থাকে। এখনও এত উঁচু যে, পড়্তে পড়্তে পাখা উঠে। যখন পৃথিবীর কাছে এসে পড়ে, তখন পাখীটা দেখ্তে পায়; তখন বুঝ্তে পারে যে,—মাটিতে লাগ্লে চুরমার হ'য়ে যাবে। তখন একেবারে মার দিকে চোঁচা দৌড় দিয়ে উড়ে যায়। কোথায় মা! কোথায় মা! প্রহ্লাদাদি নিত্য-সিদ্ধের,—সাধন ভজন পরে। সাধনের আগে ঈশ্বর-

লাভ,—যেমন লাউ কুমড়োর আগে ফল, তার পর ফুল। নীচ বংশেও যদি নিত্য-সিদ্ধ জন্মায়, সে তাই হয় আর কিছু হয় না। ছোলা বিষ্ঠাকুড়ে পড়্‌লে ছোলা গাছই হয়।

৪২। সাধন-সিদ্ধ আর কৃপা-সিদ্ধ। কেউ কেউ অনেক কষ্টে ক্ষেত্রে জল ছেঁচে আনে;—আন্‌তে পার্‌লে ফসল হয়। আবার কারু জল ছেঁচ্‌তে হ'ল না; বৃষ্টির জলে ভেসে গেল। কষ্ট ক'রে আর জল আন্‌তে হ'ল না। এই মায়ার হাত থেকে এড়াতে গেলে, কষ্ট ক'রে সাধন কর্‌তে হয়। কৃপা-সিদ্ধের কষ্ট কর্‌তে হয় না। সে কিন্তু দু' একজনা। যেমন হাজার বছরের অন্ধকার ঘর, প্রদীপ নিয়ে গেলে একক্ষণে আলো হ'য়ে যায়। আর নিত্য-সিদ্ধের,—এদের জন্মে জন্মে জ্ঞান চৈতন্য হ'য়ে আছে। নিত্য-সিদ্ধের প্রথম অনুরাগ যখন লোকে দেখে, তখন অবাক্ হয়। বলে, 'এত ভক্তি, বৈরাগ্য, প্রেম কোথায় ছিল!' আবার আছে হঠাৎ-সিদ্ধ,—হঠাৎ লাভ ক'রেছে। যেমন গরীবের ছেলে, বড় মানুষের নজরে পড়ে গেছে। বাবু তাকে মেয়ে বিয়ে দিলে; সেই সঙ্গে বাড়ী ঘর, গাড়ী, দাস দাসী সব হ'য়ে গেল। আর আছে স্বপ্ন-সিদ্ধ,—স্বপ্নে দর্শন হ'ল।

৪৩। নেশা ক'রে ধ্যান করা, সংসারী হ'য়ে জগৎ মিথ্যা বলা, আর যোগী হ'য়ে স্ত্রীসঙ্গ করা,—এ তিনই আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র।

৪৪। এক জমিদার ঋণের দায়ে পাওনাদারদের ফাঁকি

দেবার জন্য পাগল সেজেছিল। ডাক্তার কবিরাজেরা কেহই তাকে ভাল কর্‌তে পার্‌লে না। শেষে একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক তাকে দেখেই বল্লেন,—"মহাশয়, কচ্ছেন কি! নকল কর্‌তে কর্‌তে শেষে আসল হ'য়ে যাবে। এর মধ্যেই তো অনেকটা ছিট্‌টিট্ হ'য়েছে।" তখন হতে জমিদারের চৈতন্য হ'ল ও সে পাগলামি ছেড়ে দিল। সর্ব্বদা কোনরূপ ভাণ কর্‌লে, মনও ক্রমে ক্রমে সেইরূপ ভাব পেয়ে যায়।

৪৫। গীতায় আছে, যাকে অনেকে গণে মানে,—তা বিদ্যার জন্যই হোক্, গাওনা বাজনার জন্যই হোক্, বা লেক্‌চার দেওয়ার জন্যই হোক্, বা আর কিছুর জন্যই হোক্,—নিশ্চিত জেনো যে, তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে।

৪৬। বই লিখে, খবরের কাগজে লিখে, কারুকে বড় করা যায় না। ভগবান্ যাকে বড় করেন, বনে থাক্‌লেও তাকে সকলে জান্‌তে পারে। গভীর বনে ফুল ফুটেছে, মৌমাছি কিন্তু সন্ধান ক'রে যায়; অন্য মাছি সন্ধান পায় না! মানুষ কি কর্‌বে? মানুষের মুখ চেয়ো না,—লোক পোক! যে মুখে ভাল বল্‌ছে, সেই মুখেই আবার মন্দ বল্‌বে।

৪৭। যিনি পাপ হরণ করেন, তিনিই হরি। হরি ত্রিতাপ হরণ করেন। আর চৈতন্যদেব হরিনাম প্রচার করেছিলেন,—অতএব ভাল। দেখ, চৈতন্যদেব কত বড় পণ্ডিত,—আর তিনি অবতার,—তিনি যে কালে এই নাম প্রচার করেছিলেন, এ অবশ্য ভাল। চাষারা নিমন্ত্রণ খাচ্ছে।

তাদের জিজ্ঞাসা করা হ'ল, "তোমরা আমড়ার অম্বল খাবে ?" তারা বল্লে, "বাবুরা যদি খেয়ে থাকেন, তা হলে আমাদের দেবেন। তাঁরা যেকালে খেয়ে গেছেন, সেকালে ভালই হয়েছে।"

৪৮। লণ্ঠনের নীচে অন্ধকার থাকে, দূরে আলো পড়ে। সেই রকম সাধু মহাপুরুষদের নিকটের লোকেরা বুঝ্‌তে পারে না,—দূরের লোকেরা তাঁদের ভাবে মুগ্ধ হয়।

৪৯। 'জরু, গরু, ধান,—এ তিন রাখ্‌বে আপন বিদ্যমান।' এ সব চারা গাছের সময় বেড়া না দিলে, 'ছাগলে মুড়াবে মাথা।'

৫০। তোদের নির্লিপ্ত সংসারী কেমন জানিস্ ? কোন বাড়ীতে এক গরিব ব্রাহ্মণ ভিক্ষা কর্‌তে এসেছে। বাড়ীর কর্ত্তাটি নির্লিপ্ত সংসারী,—নিজের হাতে একটি পয়সাও রাখে না। যা কিছু সব স্ত্রীর হাতে। বাবু বল্‌লে, "ঠাকুর, আমি ত পয়সা কড়ি ছুঁই না, আমায় মিছে বলা।" ব্রাহ্মণ না-ছোড়্‌-বান্দা,—অনেক কাকুতি মিনতি ক'রে ধ'র্‌ল। বাবু মনে মনে ভাব্‌ল, 'দেখ্‌চি, এ একটা টাকা না নিয়ে ছাড়্‌বে না', ও প্রকাশ্যে বল্‌লে,—"আচ্ছা কাল আস্‌বেন, যা হয় হবে।" তার পর বাড়ীতে গিয়ে স্ত্রীকে বল্‌ল, "দেখ, একটি গরিব ব্রাহ্মণ ভারি বিপদে পড়েছে। তাকে একটা টাকা দিতে হবে।" স্ত্রী টাকার কথা শুনেই রেগে জ্বলে উঠ্‌ল ; বল্‌লে,—"ওঃ কি দাতাই হ'য়েছ ! টাকা ওম্‌নি শাক পাতা

কি না, দিলেই হ'ল!" বাবু তখন আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বল্লে, "গরিব মানুষ, অনেক ক'রে ধরেছে। একটা টাকা না দিলে চলে না।" স্ত্রী বল্লে, "তা হবে না। টাকা ফাকা আমি দিতে পার্‌বো না।" বাবু শেষে অনেক জেদ্‌ করাতে, স্ত্রী বল্‌লে, "তবে এই একটা তুয়ানি আছে, নিয়ে যাও।" বাবুটি নির্লিপ্ত সংসারী! অগত্যা স্ত্রী যা হাতে তুলে দিলে, ব্রাহ্মণকে তাই এনে দিল।

৫১। একজন উমেদার বড় বাবুর কাছে আনা গোনা ক'রে হায়রাণ হয়েছে। কাজ আর হয় না। আফিসের বড় বাবু,—তিনি বলেন, "এখন খালি নাই, মাঝে মাঝে এসে দেখা কোরো।" এইরূপে কতকাল কেটে গেল;—উমেদার হতাশ হ'য়ে পড়্‌ল। সে একজন বন্ধুর কাছে দুঃখ কর্‌ছে। বন্ধু বল্‌লে, "তোর যেমন বুদ্ধি! ওটার কাছে আনা গোনা ক'রে পায়ের বাঁধন ছেঁড়া কেন? তুই গোলাপকে ধর্‌, কালই তোর কাজ হবে।" উমেদার বল্‌লে, "বটে!—আমি এখুনি চল্‌লুম।" গোলাপ বড় বাবুর রাঁড়। উমেদার দেখা ক'রে বল্‌লে,—"মা, তুমি এটি না কর্‌লে হবে না। আমি মহাবিপদে পড়েছি। ব্রাহ্মণের ছেলে আর কোথায় যাই। মা, অনেক দিন কাজ কর্ম্ম নাই, ছেলে পুলে না খেতে পেয়ে মারা যায়। তুমি একটি কথা বলে দিলেই, আমার একটি কাজ হয়।" গোলাপ ব্রাহ্মণের ছেলেকে বল্‌লে,—"বাছা, কাকে বল্‌লে হয়?" আর ভাব্‌তে লাগ্‌লো,—'আহা!

ব্রাহ্মণের ছেলে বড় কষ্ট পাচ্ছে।' উমেদার বল্‌লে,—"বড় বাবুকে একটি কথা বল্‌লে, আমার নিশ্চয় একটি কাজ হয়।" গোলাপ বল্‌লে, "আমি আজই বড় বাবুকে বলে ঠিক ক'রে রাখ্‌বো।" তার পরদিন সকালে উমেদারের কাছে একটি লোক গিয়ে উপস্থিত। সে বল্‌লে, "তুমি আজ থেকেই বড় বাবুর আফিসে বেরুবে।" বড় বাবু সাহেবকে বল্‌লে, "এ ব্যক্তি বড় উপযুক্ত লোক। এঁকে নিযুক্ত করা হয়েছে; এঁর দ্বারা আফিসের বিশেষ উপকার হবে।"—এই কামিনী-কাঞ্চন নিয়েই সকলে ভুলে আছে।

৫২। কোন গ্রামে এক সতীসাধ্বী স্ত্রীলোক বাস কর্‌ত। পরে তার অন্তিম দশা হ'লে, কপালে সিন্দূর, হাতে শাঁকা ও লাল পেড়ে কাপড় পরিয়ে যখন তাকে গঙ্গাযাত্রা কচ্ছিল, তখন একজন গ্রামের লোক দেখে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লে,—"হায়! হায়! এতকাল পরে আজ আমাদের গ্রামটা সতীহীন হ'লো।" সাধ্বী সতী এই কথা শুনে, তার পানে চেয়ে ব'ল্‌ল, "আগে যাই, তারপর ব'লো।" 'মর্‌বে নারী উড়্‌বে ছাই, তবে নারীর গুণ গাই।'

৫৩। স্বামী বর্ত্তমানে যে স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, সে তো নারী নয়,—সাক্ষাৎ ভগবতী।

৫৪। যার ঈশ্বরে মন, সেই তো মানুষ। মানুষ আর মান-হুঁস্। যার হুঁস্ আছে, চৈতন্য আছে,—যে নিশ্চিত জানে, ঈশ্বর সত্য, আর সব অনিত্য,—সেই মান-হুঁস্।

৫৫। স্রোতের জলে দল হয় না, গেড়ে ডোবার বদ্ধ জলে দল হয়। যার মন ঈশ্বর পাবার জন্য দৌড়েছে, তার আর কোন দিকে দৃষ্টি থাকে না। যে মান সম্ভ্রমের দিকে চেয়ে আছে, সেই দল বাঁধ্‌তে যায়।

৫৬। 'মাগ্‌নেসে ছোটা হো যাতা।' যার বাড়া নাই,—স্বয়ং ভগবান,—যখন ভিক্ষা কর্‌তে গিয়েছিলেন, তখন তাঁকেও বামনরূপ ধর্‌তে হ'য়েছিল। তাই অপরের কাছে কোন বিষয় চাইতে হ'লে, ছোট হ'তে হয়।

৫৭। ছায়া, কায়া, ঘট, পট,—সমান।

৫৮। জ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলে, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলে, আর ভক্তেরা তাঁকেই ভগবান্ বলে।

৫৯। যেমন এক চিনিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মঠ (ছাঁচ) তৈয়ার হয়, তেমনি এক ঈশ্বর, ভিন্ন ভিন্ন রূপে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে, পূজিত হ'য়ে থাকেন। যেমন এক সোণাতে নানা রকম গহনা তৈয়ার হয়। গহনা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হলেও যেমন সকলেই এক সোণা, তেমনি ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন রকমে ভিন্ন ভিন্ন দেশে পূজিত হন ; এবং বিভিন্ন নামে ও ভাবে পূজিত হ'লেও, সকলকার ভিতর সেই এক ঈশ্বর। যেমন কুমোরের দোকানে হাঁড়ি, গামলা, জালা, প্রদীপ, এই সব বিভিন্ন দ্রব্য থাকে ; কিন্তু সকলকার ভিতরে সেই এক মাটি। ঈশ্বরও সেই রকম এক হইয়াও, দেশ ভেদে ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হ'য়েছেন। বাড়ীর মধ্যে একজন র'য়েছেন,

সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়।

—বাহির হ'তে কেউ তাঁকে খুড়ো মশাই, কেউ তাঁকে মামা বাবু, কেউ তাঁকে মেশো মশাই বলে ডাক্‌ছে। কিন্তু তিনি ভিতর থেকে বুঝ্‌তে পার্‌ছেন যে, সকলে তাঁকেই ডাক্‌ছে। ভগবানও সেইরূপ। যে তাঁকে যা ইচ্ছে ব'লে ডাকুক না কেন, তিনি বুঝ্‌তে পারেন যে, তাঁকেই ডাকা হচ্ছে।

৬০। এটা বলা ভাল নয় যে,—আমার ধর্ম্ম ঠিক আর সকলের ভুল; আমরা যা বুঝেছি তাই ঠিক, আর যে যা বল্‌ছে সব ভুল! আমরা নিরাকার বল্‌ছি, অতএব তিনি নিরাকার,—তিনি সাকার নন। আমরা সাকার বল্‌ছি, অতএব তিনি সাকার,—তিনি নিরাকার নন। এ সব বুদ্ধির নাম 'মতুয়ার বুদ্ধি' (Dogmatism)। মানুষ কি তাঁর ইতি কর্‌তে পারে? এই রকম বৈষ্ণব-শাক্তদের ভিতর রেষারেষি। বৈষ্ণব বলে, 'আমার কেশব',—শাক্ত বলে, 'আমার ভগবতী',—একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা। যত লোক দেখি, ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে—এ ওর সঙ্গে ঝগড়া কর্‌ছে, ও ওর সঙ্গে ঝগড়া কর্‌ছে! হিন্দু, মুসলমান, ব্রহ্মজ্ঞানী, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব,—সব পরস্পর ঝগড়া। এ বুদ্ধি নাই যে, যাঁকে কৃষ্ণ বল্‌ছ,—তাঁকেই শিব, তাঁকেই আদ্যাশক্তি বলা হয়; তাঁকেই যীশু, তাঁকেই আল্লা বলা হয়। এক রাম তাঁর হাজার নাম! বস্তু এক, নাম আলাদা। সকলেই এক জিনিসকে চাচ্চে, তবে আলাদা জায়গা, আলাদা পাত্র, আলাদা নাম। তাই দলাদলি, মনান্তর, ঝগড়া; ধর্ম্ম নিয়ে লাঠালাঠি,

সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়।

মারামারি, কাটাকাটি,—এ সব ভাল নয়। সকলেই তাঁর পথে যাচ্চে, সকলেই তাঁকে ডাক্‌ছে। দ্বেষাদ্বেষীর দরকার নাই। আমি বলি, যার সাকারে বিশ্বাস, সে সাকারই চিন্তা করুক; যার নিরাকারে বিশ্বাস, সে নিরাকারই চিন্তা করুক। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান; শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব; ঋষিদের কালের ব্রহ্মজ্ঞানী ও ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী,—সকলেই এক বস্তুকে চাচ্চে। কি জান, দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম্ম ক'রেছেন। কিন্তু সব মতই পথ, মত কিছু ঈশ্বর নয়। যে সমন্বয় ক'রেছে, সেই-ই লোক। ('জ্ঞানযোগের' ৭২ প্যারা দেখুন)।

৬১। তিনি অনন্ত, পথও অনন্ত। অনন্ত মত, অনন্ত পথ! সব পথ দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়। ছাদে উঠা নিয়ে বিষয়। তা তুমি পাকা সিঁড়ি দিয়েও উঠ্‌তে পার; কাঠের সিঁড়ি দিয়েও উঠ্‌তে পার; বাঁশের সিঁড়ি দিয়েও উঠ্‌তে পার, আর দড়ি দিয়েও উঠ্‌তে পার। আবার একটি আছোলা বাঁশ দিয়েও উঠ্‌তে পার। কিন্তু একটা জোর ক'রে ধর্‌তে হয়। এতে খানিকটা পা, ওতে খানিকটা পা দিলে হয় না। একটা দৃঢ় ক'রে ধর্‌তে হয়। ঈশ্বর লাভ কর্‌তে হ'লে, একটা পথ জোর ক'রে ধরে যেতে হয়। সকল ধর্ম্মই সত্য। ধর্ম্ম কিছু ঈশ্বর নয়। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম আশ্রয় ক'রে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়;—যেমন কালীঘাটে নানা পথ দিয়ে যাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন নদী সব নানা দিক্ দিয়ে আসে, কিন্তু সব নদী সমুদ্রে গিয়ে পড়ে।

সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়।

সেখানে সব এক। তাঁরই ইচ্ছায় নানা ধর্ম্ম, নানা মত হয়েছে। যার যা প্রকৃতি,—যার যা ভাব,—সে সেই ভাবটি নিয়ে থাকে। বারোয়ারীতে নানা মূর্ত্তি করে,—আর নানা মতের লোক যায়। রাধাকৃষ্ণ, হর-পার্ব্বতী, সীতারাম,—ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি রয়েছে; আর প্রত্যেক মূর্ত্তির কাছে লোকের ভিড় হয়েছে। যারা বৈষ্ণব, তারা বেশী রাধাকৃষ্ণের কাছে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছে। যারা শাক্ত, তারা হর-পার্ব্বতীর কাছে। যারা রামভক্ত, তারা সীতারামের মূর্ত্তির কাছে। তবে যাদের কোন ঠাকুরের দিকে মন নাই, তাদের আলাদা কথা। বেশ্যা উপপতিকে ঝাঁটা মার্‌ছে,—বারোয়ারীতে এমন মূর্ত্তিও করে। ও সব লোক সেইখানে দাঁড়িয়ে হাঁ 'করে দেখে, আর চীৎকার ক'রে বন্ধুদের বলে,—"আরে, ও সব কি দেখ্‌ছিস্? এ দিকে আয়! এ দিকে আয়!"

৬১। আন্তরিক হ'লে সব ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবেরাও ঈশ্বরকে পাবে, শাক্তরাও পাবে, বেদান্তবাদীরাও পাবে, ব্রহ্মজ্ঞানীরাও পাবে; আবার মুসলমান, খৃষ্টান, এরাও পাবে। আন্তরিক হ'লে সবাই পাবে। ব্যাকুলতা থাক্‌লেই হ'ল; তাঁর উপর ভালবাসা, টান থাক্‌লেই হ'ল। তিনি যে অন্তর্য্যামী,—অন্তরের টান, ব্যাকুলতা দেখ্‌তে পান। কথাটা এই, কোন রকমে তাঁর উপর যাতে ভক্তি হয়,—ভালবাসা হয়। নানা

সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়।

খবরে কাজ কি? একটা পথ দিয়ে যেতে যেতে যদি তাঁর উপর ভালবাসা হয়, তা হলেই হ'লো। ভালবাসা হলেই, তাঁকে লাভ করা যাবে। তারপর যদি দরকার হয়, তিনি সব বুঝিয়ে দিবেন,—সব পথের খবর বলে দিবেন। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা এলেই হ'লো,—নানা বিচারের দরকার নাই।

৬৩। ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার না কর্‌লে, তাঁর স্বরূপ বুঝা যায় না। যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎ দর্শন হয়, তাহলে ঠিক বলা যায়। ঈশ্বর সম্বন্ধে যে যতটুকু দেখেছে, সে মনে করে ঈশ্বব এম্‌নি, আর কিছু নয়। তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা জোর ক'রে বলো না যে, তিনি এই হ'তে পারেন, আর এই হ'তে পারেন না। মানুষের এক ছটাক বুদ্ধিতে ঈশ্বরের স্বরূপ কি বুঝা যায়? কতকগুলো কাণা একটা হাতীর কাছে এসে পড়েছিল। একজন লোক বলে দিলে,—'এ জানোয়ারটির নাম হাতী'। তখন কাণাদের জিজ্ঞাসা করা হ'ল,—'হাতীটা কি রকম?' তারা হাতীর গা স্পর্শ কর্‌তে লাগ্‌ল। একজন বল্লে, 'হাতী একটা থামের মত!' সে কাণাটি কেবল হাতীর পা স্পর্শ ক'রেছিল। আর একজন বল্লে, 'হাতীটা একটা কুলোর মত!' সে কেবল একটা কাণে হাত দিয়ে দেখেছিল। এই রকম যারা শুঁড়্, কি পেটে হাত দিয়ে দেখেছিল, তারা নানা প্রকার বল্‌তে লাগ্‌ল। ঈশ্বর সম্বন্ধেও তেমনি।

সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়।

৬৪। বংশে মহাপুরুষ যদি জন্মে থাকেন, তিনিই টেনে

নেবেন,—হাজার দোষ থাকুক। যখন গন্ধর্ব্ব কৌরবদের বন্দী কর্‌লে, যুধিষ্ঠির গিয়ে তাদের মুক্ত কর্‌লেন। যে দুর্য্যোধন এত শত্রুতা করেছে,—যার জন্য যুধিষ্ঠিরের বনবাস হয়েছে,—তাকেই গিয়ে মুক্ত কর্‌লেন!

৬৫। দক্ষিণেশ্বরে ৺রাধাগোবিন্দজীর মূর্ত্তি ভগ্ন হইলে, পণ্ডিতগণ ভগ্নমূর্ত্তিটি গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিবার বিধান দিলেন। ঠাকুরকে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি ভাবমুখে বলিয়াছিলেন,—"রাণীর জামাইদের যদি কেউ পড়ে পা ভেঙ্গে ফেল্‌তো, তবে কি তাকে ত্যাগ ক'রে আর এক জনকে তার জায়গায় এনে বসান হতো, না তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হতো? এখানেও সেই রকম করা হোক্। মূর্ত্তিটি জুড়ে যেমন পূজা হচ্ছে, তেমনি পূজা করা হোক্। ত্যাগ কর্‌তে হবে কিসের জন্য?"

৬৬। গঙ্গাজল জলের মধ্যে নয়; শ্রীবৃন্দাবনের রজঃ ধূলোর মধ্যে নয়; আর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ অন্নের মধ্যে নয়;—এই তিনই ব্রহ্মের স্বরূপ।

৬৭। লোকের ময়লা কাপড় চোপড় নিয়ে ধোপা ভাঁড়ারী হয়। কাপড় সাফ্ হলেই, তার ভাঁড়ার খালি হয়ে যায়। এজন্য বলি, "ধোপা ভাঁড়ারী হোস্ নি।"

৬৮। সাধুর নিকট ও দেবতার নিকট শুধু হাতে যেতে নাই। কিছু না হ'লে, একটি হরিতকীও হাতে ক'রে যেতে হয়।

৬৯। ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি। একটু কামনা থাক্‌লে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ছুঁচের ভিতর সূতো যাওয়া; একটু রোঁ থাক্‌লে হয় না।

৭০। ধর্ম্ম কি না, দানাদি কর্ম্ম! ধর্ম্ম নিলেই অধর্ম্ম নিতে হবে। পুণ্য নিলেই পাপ নিতে হবে। জ্ঞান নিলেই অজ্ঞান নিতে হবে। শুচি নিলেই অশুচি নিতে হবে। যেমন, যার আলো বোধ আছে, তার অন্ধকারও বোধ আছে। যার এক বোধ আছে, তার অনেক বোধও আছে। যার ভাল বোধ আছে, তার মন্দ বোধও আছে। সেইজন্য আমি মা'র কাছে এক মাত্র ভক্তি চেয়েছিলাম। মার পাদপদ্মে ফুল্ দিয়ে হাত জোড় ক'রে বলেছিলাম, "মা, এই লও তোমার ধর্ম্ম, এই লও তোমার অধর্ম্ম,—আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও! এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার পুণ্য,—আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও! এই লও তোমার জ্ঞান, এই লও তোমার অজ্ঞান,—আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও! এই লও তোমার শুচি, এই লও তোমার অশুচি,—আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও! এই লও তোমার ভাল, এই লও তোমার মন্দ,—আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও!"

পরিশিষ্ট ।

শ্রীশ্রীমায়ের বাণী

১। তিনি জীবজন্তু সবই হয়েছেন বটে, তবে সংস্কার ও কর্ম্ম অনুসারে সকলে নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করে। সূর্য্য এক,—কিন্তু জায়গা ও বস্তু ভেদে তার প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন রকমের।

২। এখানে যে এসেছে, যারা আমার ছেলে, তাদের মুক্তি হয়ে আছে। বিধির সাধ্য নাই যে, আমার ছেলেদের রসাতলে ফেলে।

৩। সর্ব্বদা মনে ভাব্‌বে, 'আমি কার সন্তান! কার আশ্রিত!' যখনি মনে কোন কু-ভাব আস্‌বে, মনকে বল্‌বে, 'তাঁর ছেলে হ'য়ে আমি কি একাজ কর্‌তে পারি?' দেখবে, মনে বল পাবে, শান্তি পাবে।

৪। যার উপর যেমন কর্ত্তব্য করে যাবে, কিন্তু ভাল এক ভগবান ছাড়া আর কাউকে বেসো না। ভালবাস্‌লে অনেক দুঃখ পেতে হয়।

৫। সাধন মানে,—তাঁর পাদপদ্ম সর্ব্বদা মনে রেখে তাঁর চিন্তাতে মনকে ডুবিয়ে রাখা। তাঁর নাম জপ কর্‌বে।

৬। মন না বস্‌লেও জপ কর্‌তে ছাড়্‌বে না। তোমার কাজ তুমি করে যাবে। নাম কর্‌তে কর্‌তে মন আপনি স্থির হবে,—বায়ুহীন স্থানে দীপশিখার মত। বাতাস থাক্‌লে প্রদীপের শিখা স্থির থাকে না, মনেও কল্পনা বাসনা থাক্‌লে মন স্থির হয় না। ঠিক ঠিক মন্ত্র উচ্চারণ না হলে দেরী হয়।

৭। সংখ্যা রেখে জপ কর্‌লে সংখ্যার দিকে লক্ষ্য থাকে। এমনি জপ কর্‌বে।

৮। নিত্য ধ্যান কর্‌বে। কাঁচা মন কি না? ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে মন স্থির হয়ে যাবে। সর্ব্বদা বিচার কর্‌বে। যে বস্তুতে মন যাচ্ছে, তা অনিত্য চিন্তা করে ভগবানে মন সমর্পণ কর্‌বে।

৯। মানুষের আর কতটুকু বুদ্ধি? কি চাইতে কি চাইবে;—শেষে কি শিব গড়্‌তে বানর হয়ে যাবে! তাঁর শরণাগত হয়ে থাকা ভাল। তিনি যখন যেমন দরকার, তেমন দিবেন। তবে ভক্তি ও নির্ব্বাসনা কামনা কর্‌তে হয়,—এ কামনা কামনার মধ্যে নয়।

১০। কর্ম্ম কর্‌তে হয়; মেয়েলোকের ব'সে থাক্‌তে নেই, ব'সে থাক্‌লে নানা রকম বাজে চিন্তা,—কুচিন্তা,—সব আসে।

১১। কাজ করা চাই বৈ কি, কর্ম্ম কর্‌তে কর্‌তে কর্ম্মের বন্ধন কেটে যায়, তবে নিষ্কাম ভাব আসে। একদণ্ডও কাজ ছেড়ে থাকা উচিত নয়।

১২। প্রারব্ধের ভোগ ভুগ্‌তেই হয়। তবে ভগবানের

নাম কর্‌লে এই হয়,—যেখানে এক জনের পা কেটে যাবার কথা ছিল, সেখানে একটা কাঁটা ফুটে ভোগ হ'ল।

১৩। দেখ মা, সকলেই বলে, "এ দুঃখ, ও দুঃখ,—ভগবানকে এত ডাকলুম, তবু দুঃখ গেল না।" কিন্তু দুঃখই ত ভগবানের দয়ার দান। সংসারের দুঃখ কে না পেয়েছে বল ? বৃন্দে বলেছিল কৃষ্ণকে, "কে বলে তোমাকে দয়াময় ? রাম অবতারে সীতাকে কাঁদিয়েছ, কৃষ্ণ অবতারে রাধাকে কাঁদাচ্ছ। আর, কংস-কারাগারে দুঃখ-কষ্টে দিনরাত 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' করেছে তোমার পিতা মাতা। তবে যে তোমাকে ডাকি, তা এই জন্য যে, তোমার নামে শমন-ভয় থাকে না।"

১৪। দেখেছ! দিলে ভিখারীকে তাড়িয়ে। ঐ যে নিজেদের কাজ ছেড়ে একটু উঠে এসে ভিক্ষা দিতে হবে, এইটুকুও আর পার্‌লে না, আলস্য হ'ল। ভিখারীকে এক মুঠো ভিক্ষা দিতে পার্‌লে না। যার যা প্রাপ্য, তা হতে তাকে বঞ্চিত করা কি উচিত ? এই যে তরকারীর খোসাটা,—এও গরুর প্রাপ্য। ওটিও গরুর মুখের কাছে ধরতে হয়।

১৫। মেয়ে মানুষের অত রাগ কি ভাল, সহ্য চাই। শৈশবে বাপ মায়ের কোল, যৌবনে স্বামীর আশ্রয় ছাড়া মেয়েদের আর কেউ 'আব্‌রুতে' পারে না। মেয়েলোক খুব খারাপ জাত, ফস্ করে একটা কথা যদি কেউ বলেই ফেল্‌লে গো! মানুষের ত কথা,—বল্‌লেই হ'ল! তাই দুঃখ কষ্ট সয়েও (স্বামী বা বাপ মায়ের কাছে) থাক্‌তে হয়।

১৬। যখন তখন যার তার সঙ্গে মেয়েলোকের তীর্থে যেতে নাই। তোমার হাতে দু পয়সা হয়, দশ বিশ জন বামুন খাইয়ে দিও। এই দেখ একজন, তীর্থ করতে গিয়ে 'কেমন ঠোক্কর খেয়ে এসেছে,—'তীর্থ গমন, দুঃখ ভ্রমণ, মন উচাটন হ'য়ো নারে'; 'ভ্রমিয়ে বারো, ঘরে বসে তের,' যদি করতে পার।'

১৭। হাঁটুর কাপড় উঠলেই, মেয়েলোক উলঙ্গের সামিল।

১৮। মেয়েলোকের আবার তর্ক! জ্ঞানী পুরুষরাই তর্ক ক'রে তাঁকে বড় পেলে! ব্রহ্ম কি তর্কের বস্তু?

১৯। ভগবানের জন্য স্বামীর কতকটা মতের বিরুদ্ধে, কোন স্ত্রী যদি অনুনয় বিনয়, বা সদালাপ দ্বারা সংযমী হয়ে থাকতে চেষ্টা করে, তাতে কোন পাপ হয় না মা। কেন হবে? ইন্দ্রিয় সংযম চাই, এই যে বিধবাদের এত ব্যবস্থা, সব ইন্দ্রিয় সংযমের জন্যে।

২০। দেখ মা, পুরুষ-জাতকে কখনও বিশ্বাস কোরো না,—অন্য পরের কথা কি, নিজের বাপকেও না, ভাইকেও না, এমন কি স্বয়ং ভগবান যদি পুরুষরূপ ধারণ ক'রে তোমার সামনে আসেন, তাঁকেও বিশ্বাস কোরো না।

২১। মঠে বা যে সব স্থানে সাধু সন্ন্যাসীরা থাকেন, সে সব জায়গায় বেশী যেও না। দেখ মা, তোমরা ত ভাল মনে, ভক্তি করেই যাবে, কিন্তু তাতে তাঁদের মনে ক্ষতি হলে সেই সঙ্গে তোমারও পাপ হবে।

২২। সে কি বাবা, কত মহা মহা পাপী কাশীতে আস্‌ছে, আর বিশ্বনাথকে স্পর্শ ক'রে উদ্ধার হচ্ছে। তিনি সকলের পাপ নির্ব্বিকার ভাবে গ্রহণ কর্‌ছেন।

২৩। কেন, গীতায় পড় নাই,—ফল, পুষ্প, জল ভগবানকে ভক্তি করে যা দেওয়া যায়, তা তিনি পান।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন,

"এতদিন পরে আস্‌তে হয়? আমি তোমার জন্য কিরূপে প্রতীক্ষা ক'রে রয়েছি, তা একবার ভাব্‌তে নাই? বিষয়ী লোকের বাজে কথা শুন্‌তে শুন্‌তে আমার কাণ ঝালাপালা হ'য়ে গেল! প্রাণের কথা কা'কেও বল্‌তে না পেয়ে আমার পেট ফুলে র'য়েছে। জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি,—নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ ক'র্‌তে পুনরায় শরীর ধারণ ক'রেছ।"

"নরেন্দর যেন আমার শ্বশুর ঘর,—(আপনাকে দেখাইয়া) এর ভিতর যেটা আছে, সেটা যেন মাদী, আর ওর ভিতর যেটা আছে, সেটা যেন মদ্দা।"

"নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর,—নিরাকারের ঘর। পুরুষের সত্তা। এত ভক্ত আস্‌ছে, ওর মত একটি নাই। এক একবার ব'সে ব'সে আমি খতাই। তা দেখি, অন্য পদ্ম কারুর দশ দল, কারুর ষোড়শ দল, কারুর শত দল; কিন্তু পদ্ম মধ্যে নরেন্দ্র সহস্র দল। অন্যেরা কলসী, ঘটী, এ সব হ'তে পারে; নরেন্দ্র জালা। ডোবা পুষ্করিণীর মধ্যে নরেন্দ্র বড় দীঘি। যেমন হালদার পুকুর। মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙ্গাচক্ষু বড় রুই; আর সব নানা রকম মাছ,—পোনা, কাঠিবাটা, এই সব। খুব আধার,—অনেক জিনিস ধরে। বড় ফুটোওলা বাঁশ। নরেন্দ্র কিছুর বশ নয়। ও আসক্তি, ইন্দ্রিয়-সুখের বশ নয়। পুরুষ পায়রা। পুরুষ পায়রার ঠোঁট ধ'র্‌লে টেনে ছিনিয়ে লয়,—মাদী পায়রা চুপ ক'রে থাকে।"

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী।

১। এইটে জেনে রাখ্‌বি, সংসারে তুই বাঁচিস্‌ কি মরিস্‌, তাতে তোর আত্মীয় পরিজনদের বড় একটা কিছু আসে যায় না। তুই যদি কিছু বিষয় আশয় রেখে যেতে পারিস্‌ ত, তোর মর্‌বার আগেই দেখ্‌তে পাবি, তা নিয়ে ঘরে লাঠালাঠি সুরু হয়েছে। তোর মৃত্যুশয্যায় সান্ত্বনা দেবার কেহ নাই, —স্ত্রী-পুত্র পর্য্যন্ত নয়। এর নামই সংসার।

২। আমরা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হই উলঙ্গ অবস্থায়, ইহলোক হইতে বিদায় হইবার সময় যাইও উলঙ্গ অবস্থায়, প্রভুর নাম ধন্য হউক।

৩। এই জগৎ দুঃখের আগার বটে, কিন্তু ইহা মহাপুরুষ-গণের শিক্ষালয় স্বরূপ। এই দুঃখ হইতেই সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা, সর্ব্বোপরি অদম্য দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হয়, যে শক্তিবলে মানুষ সমগ্র জগৎ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেলে একটুও কম্পিত হয় না।

৪। মনের মত কাজ পেলে, অতি মূর্খতেও কর্‌তে পারে। যে সকল কাজকেই মনের মত করে নিতে পারে, সেই বুদ্ধিমান্‌। কোনও কাজই ছোট নয়, এ সংসারে যাবতীয়

বস্তু বটের বীজের মত, সর্ষপের মত ক্ষুদ্র দেখালেও অতি বৃহৎ বটগাছ তার মধ্যে।

৫। ধন থাকিলে দারিদ্র্যের ভয় আছে, জ্ঞানে অজ্ঞানের ভয় আছে, রূপে বার্দ্ধক্যের ভয় আছে, গুণে খলের ভয় আছে, অভ্যুদয়ে ঈর্ষার ভয় আছে, এমন কি দেহে মৃত্যুর ভয় আছে। এই জগতের সমুদয়ই ভয়যুক্ত; তিনিই কেবল নির্ভীক, যিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন।

৬। জীবসেবার চেয়ে আর ধর্ম্ম নাই। সেবা-ধর্ম্মের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান কর্‌তে পার্‌লে অতি সহজেই সংসারবন্ধন কেটে যায়,—"মুক্তিঃ করফলায়তে।"

৭। যিনি এই সংসার-মায়ার পারে নিয়ে যান, যিনি কৃপা ক'রে সমস্ত মানসিক আধিব্যাধি বিনষ্ট করেন, তিনিই যথার্থ গুরু।

৮। একটি জীবের মধ্যে ব্রহ্ম বিকাশ হইলে হাজার হাজার লোক সেই আলোকে পথ পাইয়া অগ্রসর হয়। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরাই একমাত্র লোকগুরু। এ কথা সর্ব্ব শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হয়। অবৈদিক, অশাস্ত্রীয় কুলগুরুপ্রথা স্বার্থপর ব্রাহ্মণেরাই এদেশে প্রচলন করিয়াছে। সেই জন্যই সাধন করিয়াও, লোক এখন সিদ্ধ বা ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারিতেছে না।

৯। শাস্ত্রে বলে, যাঁরা অধীতবেদবেদান্ত, যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞ, যাঁরা অপরকে অভয়ের পারে নিতে সমর্থ, তাঁরাই যথার্থ গুরু; তাঁদের পেলেই দীক্ষিত হবে,—"নাত্র কার্য্যবিচারণা।"

এখন সেটা কেমন দাঁড়িয়েছে জানিস্,—"অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।"

১০। কামকাঞ্চনের আসক্তি না গেলে, ঈশ্বরে মন যায় না; তা গেরস্তই হোক্ আর সন্ন্যাসীই হোক্। ঐ দুই বস্তুতে যতক্ষণ মন আছে, জান্‌বি ততক্ষণ ঠিক্ ঠিক্ অনুরাগ, নিষ্ঠা বা শ্রদ্ধা কখনই আস্‌বে না। গেরস্তের পক্ষে উপায় হচ্ছে, ছোট খাট বাসনাগুলিকে পূর্ণ করে নেওয়া; আর বড় বড় গুলিকে বিচার করে ত্যাগ করা। ত্যাগ ভিন্ন ঈশ্বরলাভ হবে না।

১১। সন্ন্যাসীরা কামকাঞ্চন সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ কর্‌তে প্রস্তুত হচ্ছে, চেষ্টা কর্‌ছে, আর গেরস্তরা নোঙ্গর ফেলে নৌকায় দাঁড় টান্‌ছে,—এই প্রভেদ। ভোগের সাধ কখন মেটে কি রে? গৃহে থেকে যারা কামকাঞ্চন ত্যাগ কর্‌তে পারে, তারা ধন্য; কিন্তু তা ক'জনের হয়?

১২। একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য পালন ঠিক ঠিক কর্‌তে পার্‌লে, সমস্ত বিদ্যা মুহূর্ত্তে আয়ত্ত হয়ে যায়,—শ্রুতিধর, স্মৃতিধর হয়। এই ব্রহ্মচর্য্যের অভাবেই আমাদের দেশের সব ধ্বংস হয়ে গেল।

১৩। যেখানে রাধাকৃষ্ণের প্রেমগীত হবে, সেখানে গিয়ে Right and left (দু হাতে) চাবুক মারুন। দেশটা উচ্ছন্ন গেল। এতটুকু বীর্য্য ধারণের ক্ষমতা নাই,—যাচ্ছেন কীর্ত্তন কর্‌তে। এতটুকু কামগন্ধ থাক্‌লে মশাই, ও সব ধারণা

কর্‌তে পারে না। একি চালাকি? অনেক কাল ত চলেছে, এখন কীর্ত্তন টীর্ত্তন কিছুকাল বন্ধ থাক্। দেশে বীর্য্যসঞ্চার করুন।

১৪। বিয়ে করেছিস্ তা কি হয়েছে? মা, বাপ, ভাই, বোন্‌কে অন্নবস্ত্র দিয়ে যেমন পালন কচ্ছিস্, স্ত্রীকেও তেমনি কর্‌বি, বস্। ধর্ম্মোপদেশ দিয়ে তাকেও তোর পথে টেনে নিবি। মহামায়ার বিভূতি বলে সম্মানের চক্ষে দেখ্‌বি। ধর্ম্ম উদ্‌যাপনে 'সহধর্ম্মিণী' বলে মনে কর্‌বি। অন্য সময়ে অপর দশ জনের মত দেখ্‌বি। এইরূপ ভাব্‌তে ভাব্‌তে দেখ্‌বি মনের চঞ্চলতা একেবারে মরে যাবে। ভয় কি?

১৫। তাঁর কৃপা যারা পেয়েছে, তাদের মন বুদ্ধি কিছুতেই আর সংসারে আসক্ত হতে পারে না। কৃপার পরীক্ষা কিন্তু হচ্ছে,—কামকাঞ্চনে অনাসক্তি। সেটা যদি কারও না হ'য়ে থাকে, তবে সে ঠাকুরের কৃপা কখনই ঠিক ঠিক লাভ করে নাই।

১৬। অর্থ জগতে শক্তি নহে; সাধুতাই,—পবিত্রতাই,—শক্তি।

১৭। টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না; ভালবাসায় সব হয়,—চরিত্রই বাধাবিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে।

১৮। সন্ন্যাস গ্রহণ না করিলে, কাহারও যথার্থ আত্মজ্ঞান

লাভই হইতে পারে না। তাহাই কেবল নহে,—বহুজন-হিতকর, বহুসুখকর কোন ঐহিক কার্য্যের অনুষ্ঠান ও তাহাতে সিদ্ধিলাভ করাও, সন্ন্যাস ভিন্ন হয় না।

১৯। সন্ন্যাসধর্ম্ম সাধনের কালাকাল নাই। শ্রুতি বল্‌ছেন, যখনি বৈরাগ্যের উদয় হবে, তখনই প্রব্রজ্যা কর্‌বে। জীবনের অনিত্যতাবশতঃ যুবাকালেই ধর্ম্মশীল হবে। কে জানে, কার কখন দেহ যাবে? শাস্ত্রে চতুর্ব্বিধ সন্ন্যাসের বিধান দেখ্‌তে পাওয়া যায়ঃ—(১) বিদ্বৎ সন্ন্যাস, (২) বিবিদিষা সন্ন্যাস, (৩) কর্কট সন্ন্যাস, (৪) আতুর সন্ন্যাস। হঠাৎ ঠিক্ ঠিক্ বৈরাগ্য হ'ল ও তখনি সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়ে পড়্‌ল,—এটি প্রাক্‌জন্মসংস্কার না থাক্‌লে হয় না। ইহারই নাম বিদ্বৎ সন্ন্যাস। আত্মতত্ত্ব জান্‌বার প্রবল বাসনা থেকে, শাস্ত্রপাঠ ও সাধনাদি দ্বারা স্ব-স্বরূপ অবগত হইবার জন্য, কোন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কাছে সন্ন্যাস নিয়ে স্বাধ্যায় ও সাধন ভজন কর্‌তে লাগ্‌ল,—একে বিবিদিষা সন্ন্যাস বলে। সংসারের তাড়নায় স্বজনবিয়োগ বা অন্য কোন কারণে, কেউ কেউ বেরিয়ে পড়ে' সন্ন্যাস নেয়; কিন্তু এ বৈরাগ্য স্থায়ী হয় না, এর নাম কর্কট সন্ন্যাস। আর এক প্রকার সন্ন্যাস আছে, যেমন, মুমূর্ষু, রোগশয্যায় শায়িত, বাঁচ্‌বার আশা নাই, তখন তাকে সন্ন্যাস দিবার বিধি আছে। সে যদি মরে ত পবিত্র সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ ক'রে মরে গেল,—পরজন্মে এই পুণ্যে ভাল জন্ম হবে। আর যদি বেঁচে যায় ত, আর গৃহে

না গিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের চেষ্টায় সন্ন্যাসী হয়ে কালযাপন কর্‌বে।

২০। শাস্ত্রমতে যাঁহারা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে আপনাদের শ্রাদ্ধও ঐ সময়ে আপনি করিয়া লইতে হয়; কারণ, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে লৌকিক কি বৈদিক কোন বিষয়ে আর অধিকার থাকে না। পুত্র-পৌত্রাদিকৃত শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদানাদি ক্রিয়ার ফল তাঁহাদিগকে আর স্পর্শ করিতে পারে না। সেইজন্য সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে নিজের শ্রাদ্ধ নিজেই করিতে হয়; নিজের পায়ে নিজের পিণ্ড অর্পণ করিয়া, সংসারের, এমন কি নিজ দেহের পূর্ব্ব সম্বন্ধাদি সঙ্কল্পদ্বারা নিঃশেষে বিলোপসাধন করিতে হয়। ইহাকে সন্ন্যাসগ্রহণের অধিবাস ক্রিয়া বলা যাইতে পারে। সংসারে আজ থেকে এদের মৃত্যু হ'ল, কাল থেকে এদের নূতন দেহ, নূতন চিন্তা, নূতন পরিচ্ছদ হবে,—এরা ব্রহ্মবীর্য্যে প্রদীপ্ত হয়ে জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় অবস্থান কর্‌বে। "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ",—এই হচ্ছে সন্ন্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সন্ন্যাস না হ'লে কেহ কদাচ ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে না,—এ কথা বেদ বেদান্ত ঘোষণা কর্‌ছে।

২১। তাঁহার (ঠাকুরের) মত এই ছিল যে, এক পূর্ণ সিদ্ধ,—তাঁহার ইতস্ততঃ বিচরণ সাজে। যতক্ষণ না হয়, এক জায়গায় বসিয়া সাধনে নিমগ্ন হওয়া উচিত। আপনা আপনি যখন সকল দেহাদি ভাব চলিয়া যাইবে, তখন যাহার যে

প্রকার অবস্থা হইবার হইবে, নতুবা প্রবৃত্ত সাধকের পক্ষে ক্রমাগত বিচরণ অনিষ্টজনক।

২২। মনু সন্ন্যাসিগণকে "একাকী থাকিবে, একাকী বিচরণ করিবে," এরূপ উপদেশ দিয়াছেন। বন্ধুত্ব বা ভালবাসা মাত্রেই বন্ধন; বন্ধুত্বে,—বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের বন্ধুত্বে,—চিরকালই 'দেহি দেহি' ভাব। হে মহাপুরুষগণ, তোমরাই ঠিক বলিয়াছ। যাহাকে কোন ব্যক্তিবিশেষের দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে হয়, সে সত্যরূপী ঈশ্বরের সেবা করিতে পারে না।

২৩। ত্যাগ ভিন্ন এই গভীর জীবনসমস্যার রহস্যভেদ কিছুতেই হবার নহে। ত্যাগ, ত্যাগ, ত্যাগ,—ইহাই যেন তোদের জীবনের মূলমন্ত্র হয়।

২৪। ত্যাগই হচ্ছে আসল কথা,—ত্যাগী না হলে, কেউ পরের জন্য ষোল আনা প্রাণ দিয়ে কাজ করতে পারে না। ত্যাগী সকলকে সমান ভাবে দেখে,—সকলের সেবায় নিযুক্ত হয়।

২৫। ধন বা সন্তান দ্বারা অমরত্ব লাভ হয় না, কিন্তু একমাত্র ত্যাগ দ্বারাই অমরত্ব লাভ হয়।

২৬। জগতে সর্ব্বদাই দাতার আসন গ্রহণ কর। সর্ব্বস্ব দিয়ে দাও, আর ফিরে কিছু চেয়ো না। ভালবাসা দাও, সাহায্য দাও, সেবা দাও; এতটুকু যা তোমার দেবার আছে, দিয়ে দাও। কিন্তু সাবধান, বিনিময়ে কিছু চেয়ো না।

২৭। যতক্ষণ 'আমি' জ্ঞান আছে, ততক্ষণ সত্য। আর যখনই 'আমি আত্মা' এই অনুভব, তখনই এই ব্যবহারিক সত্তা মিথ্যা। লোকে যে পাপ পাপ বলে, সেটা দুর্ব্বলতার ফল,—'আমি দেহ', এই অহং ভাবেরই রূপান্তর। যখন 'আমি আত্মা', এই ভাবে মন নিশ্চল হবে, তখন তুই পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত হয়ে যাবি। ঠাকুর বল্‌তেন, "আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।"

২৮। যত প্রকার দুর্ব্বলতার অনুভবকেই পাপ বলা যায়। এই দুর্ব্বলতা থেকেই হিংসাদ্বেষাদির উন্মেষ হয়। তাই দুর্ব্বলতার নামই পাপ। ভিতরে আত্মা সর্ব্বদা জ্বল্ জ্বল্ কর্‌ছে,—সে দিকে না চেয়ে, হাড়মাসের কিম্ভূত-কিমাকার খাঁচা, এই জড় শরীরটার দিকেই সবাই নজর দিয়ে 'আমি' 'আমি' কর্‌ছে! ঐটেই হচ্ছে সকল প্রকার দুর্ব্বলতার গোড়া।

২৯। আমি এত তপস্যা ক'রে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন; তা ছাড়া ঈশ্বর ফীশ্বর কিছুই আর নাই। 'জীবে দয়া করে যেই জন,—সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

৩০। আমাদের কার্য্য,—কাজ করিয়া মরা। 'কেন' প্রশ্ন করিবার আমাদের অধিকার নাই। সাহস অবলম্বন কর, আমা দ্বারা ও তোমাদের দ্বারা মহৎ মহৎ কর্ম্ম হইবে, এই বিশ্বাস রাখ। ভগবান মহৎ মহৎ কার্য্য করিবার জন্য

আমাদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, আর আমরা তাহা করিব। আপনাদিগকে প্রস্তুত করিয়া রাখ, অর্থাৎ পবিত্রতা, বিশুদ্ধ-স্বভাব এবং নিঃস্বার্থপ্রেমসম্পন্ন হও। দরিদ্র, দুঃখী, পদদলিতদিগকে ভালবাস; ভগবান তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। ভয় ত্যাগ কর, প্রভু তোমার সঙ্গেই রহিয়াছেন।

৩১। শরীর ত যাবেই, কুঁড়েমিতে কেন যায়? মর্‌চে প'ড়ে প'ড়ে মরার চেয়ে, ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে মরা ভাল।

৩২। পরে কি হবে সর্ব্বদা এ কথাই যে ভাবে, তার দ্বারা কোন কার্য্যই হ'তে পারে না। যা সত্য বলে বুঝেছিস্, তা এখনি ক'রে ফেল্; পরে কি হবে না হবে সে কথা ভাব্‌বার দরকার কি? এতটুকু ত জীবন,—তার ভিতর অত ফলাফল খতালে কি কোন কাজ হতে পারে? ফলাফল-দাতা একমাত্র তিনি (ঈশ্বর), যাহা হয় কর্‌বেন; সে কথায় তোর কাজ কি? তুই ওদিকে না দেখে, কেবল কাজ করে যা।

৩৩। কোন ভাল কাজই বিনা বাধায় সম্পন্ন হয় না। কেবল যারা শেষ পর্য্যন্ত অধ্যবসায়ের সহিত লেগে থাকে, তারাই কৃতকার্য্য হয়।

৩৪। শক্তি ফক্তি কেউ কি দেয়? ও তোর ভিতরেই র'য়েছে, সময় হলেই আপনা আপনি বেরিয়ে পড়্‌বে। তুই কাজে লেগে যা না; দেখ্‌বি, এত শক্তি আস্‌বে যে সামলাতে পারবি না। পরার্থে এতটুকু কাজ করলে ভিতরের শক্তি

জেগে ওঠে; পরের জন্য এতটুকু ভাব্‌লে, ক্রমে হৃদয়ে সিংহ-বলের সঞ্চার হয়।

৩৫। ভয় কি? মনের ঐকান্তিকতা থাক্‌লে, আমি নিশ্চয় বল্‌ছি, এ জন্মেই হবে। তবে পুরুষকার চাই। পুরুষকার কি জানিস্? আত্মজ্ঞান লাভ কর্‌বই কর্‌ব; এতে যে বাধা বিপদ্ সাম্‌নে পড়ে, তা কাটাবই কাটাব,—এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প। মা, বাপ, ভাই, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র মরে মরুক, এ দেহ থাকে থাক্, যায় যাক্, আমি কিছুতেই ফিরে চাইব না, যতক্ষণ না আমার আত্মদর্শন ঘটে,—এইরূপে সকল বিষয় উপেক্ষা ক'রে, একমনে আপনার উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টার নামই পুরুষকার। সংসারে সকলে যে পথে যাচ্ছে, তুইও কি সেই স্রোতে গা ঢেলে চলে যাবি? তবে আর তোর পুরুষকার কি? সকলে ত মর্‌তে বসেছে। তুই যে মৃত্যু জয় কর্‌তে এসেছিস্। মহাবীরের ন্যায় অগ্রসর হ।

৩৬। একটা সঙ্ঘ-পরিচালনা-শক্তি চাই। কতকগুলো চেলা চাই,—অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবক, বুদ্ধিমান্ ও সাহসী, যমের মুখে যেতে পারে, সাঁতার দিয়ে সাগরপারে যেতে প্রস্তুত। শত শত ঐ রকম চাই। মেয়ে মদ্দ দুই-ই। প্রাণপণে তারই চেষ্টা কর। চেলা বনাও, আর আমাদের পবিত্রতার সাধনযন্ত্রে ফেলে দাও। সমাজকে, জগৎকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। ব'সে ব'সে গল্পবাজির আর ঘণ্টানাড়ার কাজ? ঘণ্টানাড়া গৃহস্থের কর্ম্ম, তোমাদের

কাজ ভাবপ্রবাহ বিস্তার। চরিত্র গঠিত হয়ে যাক্। দু হাজার, দশ হাজার, বিশ হাজার সন্ন্যাসী চাই, মেয়ে মদ্দ,—বুঝ্‌লে? গৃহস্থ চেলার কাজ নয়, ত্যাগী, বুঝ্‌লে? এক এক জনে এক শ মাথা মুড়িয়ে ফেল, শিক্ষিত যুবক,—আহাম্মক নয়, তবে বলি বাহাদুর। হুলস্থূল বাধাতে হবে; হুঁকো ফুঁকো ফেলে, কোমর বেঁধে খাড়া হয়ে যাও। নীচ মহৎ হয়ে যাবে, মূর্খ মহাপণ্ডিতের গুরু হয়ে যাবে, তাঁর কৃপায়। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" যে আত্মম্ভরি আপনার আয়েস্ খুঁজ্‌ছে, কুঁড়েমি কর্‌ছে, তার নরকেও জায়গা নাই। যে আপনি নরকে পর্য্যন্ত যেয়ে জীবের জন্য কাতর হয়, চেষ্টা করে, সেই রামকৃষ্ণের পুত্র। যে এই মহাসন্ধিপূজার সময় কোমর বেঁধে খাড়া হয়ে গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে তাঁর সন্দেশ বিতরণ কর্‌বে, সেই আমার ভাই, সেই তাঁর ছেলে। এই পরীক্ষা,—যে রামকৃষ্ণের ছেলে, সে আপনার ভাল চায় না; প্রাণত্যাগ হলেও, পরের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী তাঁরা। যারা আপনার আয়েস্ চায়, কুঁড়েমি চায়, যারা আপনার জিদের সামনে সকলের মাথা বলি দিতে রাজী, তারা আমাদের কেউ নয়, তারা তফাৎ হয়ে যাক্, এই বেলা ভালয় ভালয়। তাঁর চরিত্র, তাঁর শিক্ষা ধর্ম্ম চারিদিকে ছড়াও,—এই সাধন, এই ভজন, এই সাধন, এই সিদ্ধি। উঠ, উঠ, মহা তরঙ্গ আস্‌ছে; এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। মেয়ে মদ্দ আচণ্ডাল, সব পবিত্র তাঁর কাছে। নামের সময় নাই, যশের সময় নাই, মুক্তির সময় নাই, ভক্তির সময় নাই, দেখা

যাবে পরে। এখন এ জন্মে অনন্ত বিস্তার, তাঁর মহান্ চরিত্রের, তাঁর মহান্ জীবনের, তাঁর অনন্ত আত্মার। এই কার্য্য,—আর কিছুই নাই। যেখানে তাঁর নাম যাবে, কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত দেবতা হয়ে যাবে, হয়ে যাচ্ছে, দেখেও দেখ্‌ছ না? এ কি ছেলে খেলা, এ কি জ্যাঠামি, এ কি চ্যাঙ্গরামি?—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত",—হরে হরে। তিনি পিছে আছেন। যে এই চিঠি পড়্‌বে, তাদের ভিতর আমার ভাব আস্‌বে, বিশ্বাস কর। সব ভেসে যাবে। হুঁসিয়ার! তিনি আস্‌ছেন। যে যে তাঁর সেবার জন্য,—তাঁর সেবা নয়, তাঁর ছেলেদের,—গরীব গুর্ব্বো, পাপী তাপী, কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত তাদের,—সেবার জন্য যে যে তৈয়ার হবে, তাদের ভিতর তিনি আস্‌বেন। তাদের মুখে সরস্বতী বস্‌বে, তাদের চক্ষে মহামায়া মহাশক্তি বস্‌বেন। যেগুলো নাস্তিক, অবিশ্বাসী, নরাধম, বিলাসী, তারা কি কর্‌তে আমাদের ঘরে এসেছে? তারা চলে যাক্।

৩৭। এখন রজোগুণের দরকার। দেশে যে সব লোককে এখন সত্ত্বগুণী বলে মনে কচ্ছিস্,—তাদের ভিতর পনর আনা লোকই ঘোর তমোভাবাপন্ন। এক আনা লোক সত্ত্বগুণী মিলে ত ঢের। এখন চাই প্রবল রজোগুণের তাণ্ডব উদ্দীপনা,—দেশ যে ঘোর তমসাচ্ছন্ন, দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না? এখন দেশের লোককে মাছ মাংস খাইয়ে উদ্যমী করে তুল্‌তে হবে, জাগাতে হবে, কার্য্যতৎপর কর্‌তে হবে। নতুবা ক্রমে দেশশুদ্ধ লোক জড় হয়ে যাবে,—গাছ পাথরের মত জড় হয়ে যাবে।

৩৮। সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিবে। সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে, প্রভুর হস্তে আমরা পুত্তলিকা মাত্র। সর্ব্বদা পবিত্র থাকিবে। কায়মনোবাক্যেও যেন অপবিত্র না হও, এবং সদা যথাসাধ্য পরোপকার করিতে চেষ্টা করিবে। মনে রাখিও, কায়মনোবাক্যে পতিসেবা করা স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম। নিত্য যথাশক্তি গীতা পাঠ করিও।

৩৯। দিবারাত্র তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে ভুলিও না; দিবারাত্র বলিতে ভুলিও না, 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তুমি আমাদিগকে বল দাও। এস প্রভো, এস হে আচার্য্য-চূড়ামণি! তুমি আমাদিগকে শিখাইয়াছ, সৈনিককে কেবল আজ্ঞাপালন করিতে হইবে, তাহার কথা কহিবার অধিকার নাই। এস প্রভো, এস হে পার্থসারথি! অর্জ্জুনকে তুমি এক সময়ে শিখাইয়াছিলে, তোমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। যেন প্রাচীনকালের মহাপুরুষ-গণের সহিত আমিও দৃঢ়তা ও নির্ভরের সহিত বলিতে পারি, ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।'

৪০। সময় পেলেই ধ্যান কর্‌বি। সুষুম্না পথে মন যদি একবার চলে যায়, ত আপনা আপনি সব ঠিক হয়ে যাবে, বেশী কিছু আর কর্‌তে হবে না।

৪১। প্রত্যহ একাকী ধ্যান কর্‌বি। সব আপনা আপনি খুলে যাবে। বিদ্যারূপিণী মহামায়া ভিতরে ঘুমিয়ে রয়েছেন; তাই সব জান্‌তে পার্‌ছিস্ না। ঐ কুলকুণ্ডলিনীই হচ্ছেন

তিনি। ধ্যান করবার পূর্ব্বে যখন নাড়ী শুদ্ধি করবি, তখন মনে মনে মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনীকে জোরে জোরে আঘাত করবি আর বল্‌বি, "জাগ মা," "জাগ মা।" ধীরে ধীরে এ সব অভ্যাস করতে হয়। ভাবপ্রবণতা ধ্যানের কালে একেবারে দাবিয়ে দিবি। ঐটের বড় ভয়। যারা বড় ভাবপ্রবণ, তাদের কুণ্ডলিনী ফড়্‌ফড়্‌ করে উপরে উঠে বটে, কিন্তু উঠ্‌তেও যত-ক্ষণ, নাম্‌তেও ততক্ষণ। যখন নামেন, তখন একেবারে সাধককে অধঃপাতে নিয়ে গিয়ে ছাড়েন। এজন্য ভাব-সাধনার সহায় কীর্ত্তন ফীর্ত্তনের একটা ভয়ানক দোষ আছে। নেচে কুঁদে সাময়িক উচ্ছ্বাসে ঐ শক্তির উর্দ্ধগতি হয় বটে,—কিন্তু স্থায়ী হয় না, নিম্নগামিনী হবার কালে জীবের ভয়ানক কামবৃত্তির আধিক্য হয়।

৪২। খুব সাবধানে ধ্যান ধারণা করবি। সামনে সুগন্ধি ফুল রাখ্‌বি, ধূনা জ্বাল্‌বি। যাতে মন পবিত্র হয়, প্রথমতঃ তাই করবি। গুরু ইষ্টের নাম করতে করতে বল্‌বি,—জীব জগৎ সকলের মঙ্গল হক! উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিম, অধঃ উর্দ্ধ সব দিকেই শুভ সঙ্কল্পের চিন্তা ছড়িয়ে তবে ধ্যানে বস্‌বি। এইরূপ প্রথম প্রথম করতে হয়। তার পর স্থির হয়ে বসে (যে কোন মুখে বস্‌লেই হল) ধ্যান করবি। এক দিনও বাদ দিবি না। কাজের ঝঞ্ঝাট থাকে ত, অন্ততঃ পনর মিনিটে সেরে নিবি। একটা নিষ্ঠা না থাক্‌লে কি হয় রে বাপ?

৪৩। সময়ে হতেই হবে। তবে কারও শীগ্‌গীর, কারও বা একটু দেরীতে হয়। লেগে থাক্‌তে হয়,—নাছোড়্‌বান্দা হয়ে। এর নাম যথার্থ পুরুষকার। তৈলধারার মত মনটা এক বিষয়ে লাগিয়ে রাখ্‌তে হয়। জীবের মন নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, ধ্যানের সময়ও প্রথম প্রথম মন বিক্ষিপ্ত হয়। মনে যা ইচ্ছে উঠুক না কেন, কি কি ভাব উঠ্‌ছে, সেগুলি তখন স্থির হয়ে বসে দেখ্‌তে হয়। ঐরূপে দেখ্‌তে দেখ্‌তেই মন স্থির হয়ে যায়, আর মনে নানা চিন্তাতরঙ্গ থাকে না। ঐ তরঙ্গগুলোই হচ্ছে, মনের সঙ্কল্পবৃত্তি। ইতিপূর্ব্বে যে সকল বিষয় তীব্রভাবে ভেবেছিস্‌, তার একটা মানসিক প্রবাহ থাকে, ধ্যানকালে ঐগুলি তাই মনে উঠে। সাধকের মন যে ক্রমে স্থির হবার দিকে যাচ্ছে, ঐগুলি উঠা বা ধ্যান-কালে মনে পড়াই তার প্রমাণ। মন কখন কখন কোন ভাব নিয়ে একবৃত্তিস্থ হয়,—উহারই নাম সবিকল্প ধ্যান। আর মন যখন সর্ব্ববৃত্তিশূন্য হয়ে আসে, তখন নিরাধার এক অখণ্ড বোধস্বরূপ প্রত্যক্‌ চৈতন্যে গলে যায়। উহার নামই বৃত্তিশূন্য নির্ব্বিকল্প সমাধি।

৪৪। প্রথম কোন একটি বিষয় নিয়ে ধ্যান অভ্যাস কর্‌তে হয়। যে কোন সামান্য বাহ্য বিষয় ধ'রে ধ্যান অভ্যাস কর্‌লেও, মন একাগ্র বা ধ্যানস্থ হয়। তবে যাতে যার মন বসে, সেটা ধ'রে ধ্যান অভ্যাস কর্‌লে মন শীঘ্র স্থির হয়ে যায়। তাই এদেশে এত দেবদেবী-মূর্ত্তির পূজা।

৪৫। মন মুখ এক ক'রে নিজের কর্ত্তব্য সাধন করে যাও, সব ঠিক হয়ে যাবে। সত্যের জয় হবেই হবে।

৪৬। চালাকী দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্যের সহায়তায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়।

৪৭। আত্মতত্ত্ব জান্‌বার জন্য, আত্মা উদ্ধারের জন্য, এই জন্ম-মরণ-প্রহেলিকার যথার্থ মীমাংসার জন্য, যমের মুখে গেলে যদি সত্যলাভ হয়, তাহ'লে নির্ভীকহৃদয়ে যমের মুখে যেতে হবে। ভয়ই ত মৃত্যু। ভয়ের পরপারে যেতে হবে।

৪৮। সত্ত্বগুণ যখন খুব বিকাশ হয়, তখন মাছ মাংসে রুচি থাকে না। কিন্তু সত্ত্বগুণ প্রকাশের এই সব লক্ষণ জান্‌বি,—পরের জন্য সর্ব্বস্ব পণ, কামিনী-কাঞ্চনে সম্পূর্ণ অনাসক্তি, নিরভিমানিত্ব, অহংবুদ্ধিশূন্যত্ব। এই সব লক্ষণ যার হয়, তার আর আমিষাহারের ইচ্ছা হয় না। আর যেখানে দেখ্‌বি,—মনে ঐ সব গুণের স্ফূর্ত্তি নাই, অথচ অহিংসার দলে নাম লিখিয়েছে, সেখানে জান্‌বি, হয় ভণ্ডামী, না হয় লোক-দেখানো ধর্ম্ম।

৪৯। এইটি জেনে রেখো যে, যখনই তুমি দুর্ব্বলতা বোধ কর, তখন তুমি শুধু নিজের অনিষ্ট কর্‌ছ, তা নয়, তুমি কাজেরও ক্ষতি কর্‌ছ। অসীম বিশ্বাস ও ধৈর্য্যই কৃতকার্য্য হবার একমাত্র উপায়।

৫০। যার বিশ্বাস হয় না, তার দেখ্‌লেও বিশ্বাস হয় না। মনে করে মাথার ভুল, স্বপ্ন ইত্যাদি। দুর্য্যোধনও বিশ্বরূপ

দেখেছিল, অর্জ্জুনও দেখেছিল। অর্জ্জুনের বিশ্বাস হ'ল; দুর্য্যোধন ভেল্কী বাজী ভাব্‌লে। তিনি না বুঝালে, কিছু বল্‌বার-বা বুঝ্‌বার যো নাই। না দেখে, না শুনে, কারও ষোল আনা বিশ্বাস হয়; কেউ বার বৎসর সাম্‌নে থেকে নানা বিভূতি দেখেও সন্দেহে ডুবে থাকে। সার কথা হচ্ছে,—তাঁর কৃপা; তবে লেগে থাক্‌তে হবে, তবে তাঁর কৃপা হবে।

৫১। গুরুভক্তি থাক্‌লে, সব সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ হয়,—পড়্‌বার শুন্‌বার দরকার হয় না। তবে এরূপ ভক্তি ও বিশ্বাস জগতে দুর্লভ।

৫২। যখনই তোমাদের মধ্যে কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িবে, তখন সে নিজে, অথবা তোমাদের মধ্যে অপর কেহ তাহাকে মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে। ঐরূপে দেখিতে দেখিতে মনে মনে বলিবে ও দৃঢ়ভাবে কল্পনা করিবে যে, সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে। ইহাতে সে শীঘ্র আরোগ্যলাভ করিবে। অসুস্থ ব্যক্তিকে না জানাইয়াও তুমি এরূপ করিতে পার। সহস্র মাইলের ব্যবধানেও এই কার্য্য চলিতে পারে। এইটি সর্ব্বদা মনে রাখিয়া আর কখনও অসুস্থ হইও না।

৫৩। ব্যাকুলতা,—ঈশ্বরলাভ বা আত্মজ্ঞানের জন্য উন্মাদ হওয়াই,—যথার্থ ধর্ম্মপ্রাণতা।

৫৪। যারা কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা পবিত্র, যাদের অনুরাগ প্রবল, যারা সদসৎ বিচারবান্‌ এবং ধ্যান ধারণায় রত, তাদের উপরই ভগবানের কৃপা হয়।

৫৫। আজকাল দেশের কি দুরবস্থাই না হয়েছে! শাস্ত্র-পথ পরিত্যাগ ক'রে কেবল কতকগুলো দেশাচার, লোকাচার ও স্ত্রী-আচারে দেশটা ছেয়ে ফেলেছে। তাই ত তোদের বলি, তোরা প্রাচীনকালের মত শাস্ত্রপথ ধরে চল্। নিজেরা শ্রদ্ধাবান্ হয়ে, দেশে শ্রদ্ধা আনয়ন কর্।

৫৬। হিঁদুর (এখনকার) ধর্ম্ম বেদে নাই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে নাই; ধর্ম্ম ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়িতে। (এখনকার) হিঁদুর ধর্ম্ম বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞানমার্গেও নয়, ছুঁৎমার্গ,—আমায় ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা, বস্। এই ঘোর বামাচার ছুঁৎমার্গে পড়ে প্রাণ খুইও না। "আত্মবৎ সর্ব্ব-ভূতেষু", কি কেবল পুঁথিতে থাক্‌বে না কি? যারা এক টুকরা রুটি গরিবের মুখে দিতে পারে না, তারা আবার মুক্তি কি দিবে? যারা অপরের নিশ্বাসে অপবিত্র হয়ে যায়, তারা আবার অপরকে কি পবিত্র কর্‌বে? ছুঁৎমার্গ একপ্রকার মানসিক ব্যাধি, সাবধান!

৫৭। "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ", এই শ্রুতির অর্থ কর্‌তে গিয়ে শঙ্করাচার্য্য বলেছেন,—"আহার" অর্থে "ইন্দ্রিয়বিষয়"; আর, শ্রীরামানুজ স্বামী "আহার" অর্থে "খাদ্য" ধরেছেন! আমার মত হচ্ছে, তাঁহাদের ঐ উভয় মতের সামঞ্জস্য ক'রে নিতে হবে। কেবল দিনরাত খাদ্যাখাদ্যের বাচ্ বিচার করেই জীবনটা কাটাতে হবে,—না ইন্দ্রিয়সংযম কর্‌তে হবে? ইন্দ্রিয়-সংযমটাকেই মুখ্য উদ্দেশ্য বলে ধর্‌তে হবে, আর ঐ ইন্দ্রিয়-

সংযমের জন্যই ভালমন্দ খাদ্যাখাদ্যের অল্পবিস্তর বিচার করতে হবে। শাস্ত্র বলেন, খাদ্য ত্রিবিধ দোষে দুষ্ট ও পরিত্যাজ্য হয়। ১ম, জাতিদুষ্ট,—যেমন পেঁয়াজ, রশুন ইত্যাদি; ২য়, নিমিত্তদুষ্ট,—যেমন ময়রার দোকানের খাবার, দশগণ্ডা মাছি মরে পড়ে আছে,—রাস্তার ধূলোই কত উড়ে পড়ছে ইত্যাদি; ৩য়, আশ্রয়দুষ্ট,—যেমন অসৎ লোকের দ্বারা স্পৃষ্ট অন্নাদি। খাদ্য জাতিদুষ্ট ও নিমিত্তদুষ্ট হয়েছে কি না, তা সকল সময়ে খুব নজর রাখতে হবে। কিন্তু এদেশে ঐদিকে নজর একেবারেই উঠে গেছে। কেবল শেষোক্ত দোষটি—যা যোগী ভিন্ন অন্য কেউ প্রায় বুঝতে পারে না,—তাই নিয়েই দেশে যত লাঠালাঠি চলছে; 'ছুঁও না,' 'ছুঁও না' করে ছুঁৎমার্গীর দলে দেশটাকে ঝালাপালা করেছে। তাও ভালমন্দ লোকের বিচার নাই,—গলায় একগাছা সূতো থাকলেই হলো, তার হাতে অন্ন খেতে ছুঁৎমার্গীদের আর আপত্তি নাই।

৫৮। আহার, পোষাক ও জাতীয় আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করলে, ক্রমে জাতীয়ত্ব লোপ হয়ে যায়। বিদ্যা সকলের কাছেই শিখতে পারা যায়; কিন্তু যে বিদ্যালাভে জাতীয়ত্বের লোপ হয়, তাতে উন্নতি হয় না,—অধঃপাতের সূচনাই হয়। কার্য্যানুরোধে বিজাতীয় পোযাক পরবি বৈ কি। কিন্তু ঘরে গিয়ে ঠিক বাঙ্গালী বাবু হবি।

৫৯। ধর্ম্ম আমাদের মজ্জাগত,—সকল সংস্কার ওর ভিতর দিয়েই আনতে হবে। নতুবা mass (জন সাধারণ) ত গ্রহণ

কর্‌বে না। তা ছাড়া অন্য রকম কর্ত্তে গেলে, গঙ্গাকে ফিরিয়ে হিমালয়ে এনে অন্য পথে প্রবাহিত করার মতই শক্ত হবে।

৬০। শরীরটাকে খুব মজ্‌বুত্‌ কর্ত্তে তোকে শিখ্‌তে হবে ও সকলকে শেখাতে হবে। দেখ্‌ছিস্‌ নে, এখনও রোজ আমি ডাম্‌বেল কসি। রোজ রোজ সকাল সন্ধ্যায় বেড়াবি। শারীরিক পরিশ্রম কর্‌বি। দেহ ও মন সমানভাবে উন্নত হওয়া চাই। সব বিষয়ে পরের উপর নির্ভর কর্‌লে চল্‌বে কেন? শরীরটা সবল কর্‌বার প্রয়োজনীয়তা বুঝ্‌তে পার্‌লে নিজেরাই তখন ঐ বিষয়ে যত্ন কর্‌বে।

৬১। শরীর জোরালো হ'লে তবে মন জোরালো হবে। যাদের শরীরে জোর নাই, তাদের আত্মসাক্ষাৎকার হওয়া অসম্ভব। যখন একবার মনটা বশে আস্‌বে, আর আপনার উপর প্রভুত্ব কর্‌তে পার্‌বি, তখন শরীর থাক্‌লো আর গেলো দেখ্‌বার দরকার নাই, কারণ তখন ত আর শরীরের দাস ন'স্‌।

৬২। সর্ব্বপ্রকার বিস্তারই জীবন, সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু। যেখানে প্রেম, সেইখানেই বিস্তার; যেখানে স্বার্থপরতা, সেখানেই সঙ্কোচ। অতএব প্রেমই একমাত্র বিধি। যিনি প্রেমিক, তিনিই জীবিত; যিনি স্বার্থপর, তিনি মৃত। অতএব যেহেতু প্রেমই জীবনের একমাত্র বিধি, যেমন নিশ্বাস প্রশ্বাস না হইলে বাঁচা যায় না, প্রেম ব্যতীত

যখন সেইরূপ জীবনধারণ অসম্ভব, সেই হেতুই অহেতুক প্রেম প্রয়োজন।

৬৩। আমি যাদের শিক্ষা দেব, তারা হিন্দুই হোক্, মুসলমানই হোক্, আর খ্রীষ্টিয়ানই হোক্, আমি তা গ্রাহ্য করি না,—যারা প্রভুকে ভালবাসে, তাদেরই সেবা কর্‌তে আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত আছি জান্‌বে।

৬৪। কপট, হিংসুক, দাসভাবাপন্ন, কাপুরুষ, যারা কেবল জড়ে বিশ্বাসী, তারা কখন কিছু করিতে পারে না। ঈর্ষ্যাই আমাদের দাসসুলভজাতীয় চরিত্রের কলঙ্কস্বরূপ। এমন কি, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ পর্য্যন্ত এই ঈর্ষ্যার দরুণ কিছু কর্‌তে পারেন না।

৬৫। এ দেশের পুরুষেরা মেয়েদের একেবারে manufacturing machine (পুত্র উৎপাদনের যন্ত্র) মাত্র করে তুলেছে! মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমা এই সকল মেয়েদের এখন না তুল্‌লে, বুঝি, তোদের আর উপায়ান্তর আছে?

৬৬। তোদের জাতের যে এত অধঃপতন ঘটেছে, তার প্রধান কারণ, এই সব শক্তিমূর্ত্তির অবমাননা করা। মনু বলেছেন, যেখানে স্ত্রীলোকের আদর নাই, স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান করে, সে সংসারের,—সে দেশের কোন উন্নতির আশা নাই। এইজন্য এদের আগে তুল্‌তে হবে,—এদের জন্য আদর্শ মঠ স্থাপন কর্‌তে হবে।

৬৭। ভারতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে

সম্ভাবনা নাই, এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে। সেই-জন্যই রামকৃষ্ণাবতারে স্ত্রী-গুরু গ্রহণ, সেইজন্যই নারীভাব সাধন, সেইজন্যই মাতৃভাব প্রচার। সেইজন্যই আমার স্ত্রী-মঠ স্থাপনের জন্য প্রথম উদ্যোগ। উক্ত মঠ গার্গী, মৈত্রেয়ী এবং তদপেক্ষা আরও উচ্চতর ভাবাপন্না নারীকুলের আকর-স্বরূপ হইবে।

৬৮। মেয়েদিগকে ধর্ম্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, ঘরকন্না, রন্ধন, শেলাই, শরীরপালন,—এই সকল বিষয়ের স্থূল স্থূল মর্ম্মগুলি আগে শেখাতে হবে। নভেল নাটক ছুঁতে দেওয়া উচিত নয়। কেবল পূজাপদ্ধতি শেখালেই হবে না; সব বিষয়ে চোখ ফুটিয়ে দিতে হবে। আদর্শ নারীচরিত্র সব মেয়েদের সাম্‌নে ধরে বুঝিয়ে দিতে হবে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লীলাবতী, খনা, মীরা,—এঁদের জীবনচরিত্র মেয়েদের বুঝিয়ে দিতে হবে, যাতে তারা নিজেদের জীবন ঐরূপে গঠিত কর্ত্তে পারে। মেয়েদের ধর্ম্মপরায়ণ ও নীতিপরায়ণ কর্ত্তে হবে। কালে যাতে তারা ভাল গিন্নী তৈরি হয়, তাই কর্ত্তে হবে। এই সকল মেয়েদের সন্তানসন্ততিগণ পরে ঐ সকল বিষয়ে আরও উন্নতিলাভ কর্ত্তে পার্‌বে। যাদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণা হন, তাদের ঘরেই বড়লোক জন্মায়।

৬৯। কলিযুগে দানই একমাত্র ধর্ম্ম, তন্মধ্যে আবার ধর্ম্মদান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান; বিদ্যাদান তাহার নিম্নে,—তারপর প্রাণদান; সর্ব্বনিকৃষ্টদান,—অন্নদান।

৭০। বিদ্যাদান বড় দান। তবে গ্রামে গ্রামে যাতে Man Education (মনুষ্যোচিত শিক্ষা) বিস্তার হয়, তাই করুন। আর চাই character (চরিত্র)। ছাত্রদের চরিত্র বজ্রের মত গ'ড়ে তুলুন। বাঙ্গালী যুবকদের অস্থিতে ভারতের মুক্তিবজ্র তৈয়ার হবে। আর চামার, মুচি, মেথর, মুদ্দফরাস্‌দের ভিতর গিয়ে বলুন, "তোরাই জাতের প্রাণ,—তোদের অনন্ত শক্তি রয়েছে। দুনিয়া ওলট্‌ পালট্‌ কর্‌তে পারিস্‌। একবার তোরা গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়া দেখি; জগতের তাক্‌ লেগে যাবে।"

৭১। আমার বন্ধুগণকে বল্‌বে, যাঁরা আমার নিন্দাবাদ কর্‌ছেন, তাঁদের কথার আমার একমাত্র উত্তর,—একদম চুপ্‌ থাকা। আমি তাঁদের ঢিলটি খেয়ে যদি তাঁদের পাট্‌কেল মার্‌তে যাই, তবে ত আমি তাঁদের সঙ্গে একদরের হয়ে পড়্‌লুম।

৭২। অনন্ত ধৈর্য্য, অনন্ত পবিত্রতা, অনন্ত অধ্যবসায়,—এই তিনটি জিনিস থাক্‌লে যে কোনও সাধু-আন্দোলনে অবশ্যই সফল হতে পারা যায়,—সিদ্ধির ইহাই রহস্য।

৭৩। শ্রদ্ধাবান্‌ হ,—বীর্য্যবান্‌ হ,—আত্মজ্ঞান লাভ কর্‌,—আর 'পরহিতায়' জীবন পাত্‌ কর্‌,—এই আমার ইচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৬	১১	ডাক্‌তো	ডাক্‌তে.
৮৬	২২	পাতুকূয়া	পাতকূয়া
১১০	২০	একও নও	একও নয়
১২০	১৫	প্রথম, তিন	প্রথম তিন
১৭১	১৮	পত্নী, দেওর	পত্নী,—দেওর
২৮৭	১০	করফলায়তে	করতলায়তে

গল্প-সূচী

সংসারাশ্রম

	বিষয়			প্যারা
১।	গুরুর ঔষধে সংসার জ্ঞান	...	...	২
২।	হঠযোগীর স্ত্রী পরীক্ষার ফন্দি	...	...	৩
৩।	কৌপীন কা ওয়াস্তে গৃহস্থালী	...	...	৪
৪।	চাষবাসে ব্যস্ত ভাগবত পণ্ডিত	...	...	৯
৫।	অজ্ঞানী পণ্ডিতের ভাগবত শুনান	...	...	৯
৬।	বাগানে আম খাওয়ার বুদ্ধি	...	...	১২
৭।	চিলের মুখে মাছ ও কাক	...	...	২২
৮।	চাকুরের বৃথা গর্ব্ব	...	...	২৭
৯।	ছুতোর মেয়েদের চিঁড়ে কোটা	...	...	২৮
১০।	পেটের ভাতের জন্য ভিক্ষা	...	...	৪৯
১১।	নাতির সঙ্গে সোণার থালে খাওয়া	...	...	৫০
১২।	রাজকন্যার জন্য চোরের সাধু বেশ	...	...	৬১
১৩।	মাছ চুরি করতে সাধু সাজা	...	...	৬২
১৪।	ঢোঁড়া সাপ ও ব্যাঙ	...	...	৬৬
১৫।	সিদ্ধাইএর ঝড় থামান	...	...	৭০
১৬।	রামের ইচ্ছা ও তাঁতী	...	...	৭৪
১৭।	সাপের অহিংসা অভ্যাস	...	...	৯৬
১৮।	পাগল হস্তী ও মাহুত নারায়ণ	...	...	৯৯

জ্ঞান-যোগ

বিষয়			প্যারা
৩৬। বাসা পাক্‌ড়ে সাধুর বেড়ান	...	...	১৪
৩৭। ছেলেদের ব্রহ্মজ্ঞান পরীক্ষা	...	...	২১
৩৮। রামের তীব্র বৈরাগ্য	...	...	২৪
৩৯। ভূতের চুল সোজা করা	...	...	৪৬
৪০। ভক্তের সাহায্যে নারায়ণ	...	...	৪৭
৪১। পাঁচিল ঘেরা জায়গা	...	...	৫৫
৪২। হাতে লণ্ঠন, টিকে ধরাতে যাওয়া	...	...	৬৫
৪৩। ভীষ্মের কান্না	...	...	৭৬
৪৪। গুরুর মুচি চাকর	...	...	৭৭
৪৫। বাঘের মুখোসে হরিদাস	...	...	৭৮
৪৬। জ্ঞানী চাষার পুত্রশোক	...	...	৯২
৪৭। পথিক ও বনের তিন ডাকাত	...	...	৯৭

কর্ম্ম-যোগ

৪৮। কাঠুরের এগিয়ে যাওয়া	...	...	২১

ভক্তি-যোগ

৪৯। ভক্তের জগন্নাথ দর্শন	...	...	১১
৫০। ভক্ত স্যাক্‌রার দোকান	...	...	৩২
৫১। বাঘ ও তিন বন্ধু	...	...	৩৪
৫২। বেশ্যার জন্য হুঁস্ হারান	...	...	৪৫
৫৩। বাবুর দ্বারবানের আতা লওয়া	...	...	৫১

	বিষয়			প্যারা
১৯।	শৃগাল ও বলদের অণ্ডকোষ	...	...	১০৪
২০।	কসাইকে খাওয়ানর পাপ	...	...	১০৭
২১।	সাধুর শুচিবাই ও ভিস্তি	...	...	১২৩
২২।	বিষ্ণুঘরের গহনা চুরি	...	...	১৩৯
২৩।	কল্পতরু ও পথিকের কামনা	...	...	১৫২
২৪।	ছাগলে মানুষ-করা বাঘ	...	...	১৫৩

কামিনী-কাঞ্চন

২৫।	মালির ঘরে মেছুনী	...	...	২৮
২৬।	পূজারীদের বিয়ের ফল	...	...	২৯
২৭।	ফকির ও আকবর সা	...	...	৪১

সন্ন্যাস-আশ্রম

২৮।	যুবতীর স্তন ও বাল-ব্রহ্মচারী	...	...	৩
২৯।	কপ্‌নী এঁটে সন্ন্যাস-গ্রহণ	...	...	৮
৩০।	গামছা কাঁধে গৃহত্যাগ	...	...	৯
৩১।	সাধুবেশে বহুরূপী	...	...	১৩
৩২।	মৌমাছি ও অবধূত	...	...	১৯
৩৩।	কবিরাজের গুড় লুকান	...	...	২৬

ত্যাগ

৩৪।	ভোগী রাজার বনে যাওয়া	...	...	৫
৩৫।	মাস্তুলের পাখীর সমুদ্রে আসা	...	...	৬

যোগতত্ত্ব

বিষয়			প্যারা
৫৪। ভ্যাক্‌য়ার জিব উল্টে সোজা হওয়া	...	...	২৫

ধ্যানতত্ত্ব

৫৫। ব্যাধ ও বর আসা	...	...	২
৫৬। একমনে মাছ ধরা	...	...	২

বিশ্বাস

৫৭। ব্যাসদেব ও গোপীগণ	...	...	৮
৫৮। বিধবার গুরুভক্তি ও দধি পাওয়া	...	...	১০
৫৯। কুকুরের রুটিতে ঘি মাখান	...	...	১৪

ব্যাকুলতা

৬০। জটিলের দাদা মধুসূদন	...	...	১
৬১। ছেলের হাতে ঠাকুরের ভোগ খাওয়া	...	...	১
৬২। স্বাতিনক্ষত্রে যোগাযোগ	...	...	১৪

সাকার নিরাকার

৬৩। সাকার নিরাকার জগন্নাথ পরীক্ষা	...	...	৮
৬৪। জানোয়ার বহুরূপীর নানা রং	...	...	১১
৬৫। এক গামলায় নানা রং ছোপান	...	...	১২

অবতার তত্ত্ব

৬৬। বরাহ অবতারে নারায়ণের উদ্ধার	...	...	১৪
৬৭। বাজারে হীরার দর যাচাই করা	...	...	২১

শাস্ত্র ও পাণ্ডিত্য

৬৮। চিঠি প'ড়ে সন্দেশ ও কাপড়ের যোগাড়	...	...	৯

বিবিধ

	বিষয়			প্যারা
৬৯।	বেশ্যার পাপ গুণে সন্ন্যাসীর ফল	...	...	১৪
৭০।	ভাগবত শোনা ও বেশ্যালয় যাওয়া	...	...	১৫
৭১।	দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ	...	...	১৯
৭২।	দুই শবসাধকের আরাধনা	...	...	২০
৭৩।	জগদম্বার ভক্তের মুখে আল্লা নাম	...	...	২১
৭৪।	কার্ত্তিক ও গণেশের ব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ	...	...	২২
৭৫।	বিবাগীর হীরা মাটি তফাৎ বোধ	...	...	২৩
৭৬।	চোখে দেখা বাড়ী-পড়ার প্রমাণ	...	...	২৪
৭৭।	রাম নামে সমুদ্র পার হওয়া	...	...	২৫
৭৮।	পম্পা-তীরে ব্যাঙ ও রাম	...	...	৩০
৭৯।	সাধুকে প্রহার ও দুধ খাওয়ান	...	...	৩১
৮০।	ঝড়ে কুঁড়ে ঘর বাঁচান	...	...	৩৪
৮১।	শাশুড়ির বৌদের ভাত দেওয়া	...	...	৩৭
৮২।	নিকষার বাঁচবার সাধ	...	...	৩৯
৮৩।	জমিদারের পাগল সাজা	...	...	৪৪
৮৪।	চাষাদের অম্বল খাওয়া	...	...	৪৭
৮৫।	নির্লিপ্ত সংসারীর স্ত্রীর হাতে সব	...	...	৫০
৮৬।	বড়বাবু ও চাকুরির উমেদার	...	...	৫১
৮৭।	সতী-সাধ্বীর গঙ্গাযাত্রা	...	...	৫২
৮৮।	অন্ধদের হস্তীদর্শন	...	...	৬৩